উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং মৃত্যু ভয়; অত্যন্ত পিপাসা, বারম্বার জল পানেচ্ছা কিন্তু রোগী একবারে অধিক জল পান করিতে পারে না; রাত্রি-যোগে, বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে, অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। রোগ অস্থির সন্ধি আক্রমণ করিলে; আক্রান্ত স্থান লাল বর্ণ, উষ্ণ এবং স্ফীত; আক্রান্ত স্থান সঞ্চালন করা যায় না; আক্রান্ত স্থানে জ্বালাযুক্ত সূচীবিদ্ধবৎ বা হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা যাহা নড়া চড়া বা স্পর্শনে বৃদ্ধি হয়; রোগী স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে চাহে, বিছানায় সোজা হইয়া বসিলেই বমনোদ্বেগ হয় এবং রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে; ওষ্ঠ শুষ্ক, উষ্ণ এবং ফাটাযুক্ত; মাথায় টন্‌টনানী যাহার দরুণ রোগী মনে করে তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে; মল অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ডাক্তার বেয়ার (Dr. Bœhr) বলেন "মুখমণ্ডলে নির্ম্মল বিসর্প হইলে যে পর্য্যন্ত জ্বর বর্ত্তমান থাকে, বেলাডোনা প্রয়োগেই ৬ দিবস মধ্যে রোগ সারিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। ইহা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধের প্রথর লক্ষণ নিবারণ করিবার উপযুক্ত ঔষধ হইলেও, বিসর্প রোগের ভোগকালের মধ্যে মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লী প্রদাহের (Meningitis) প্রকৃত ঔষধ নহে। এই উপসর্গের জন্য রাস্‌টক্স্ প্রকৃত ঔষধ। এই ঔষধ সচরাচর রোগের প্রথর অবস্থায় ব্যবহার্য্য। আক্রান্ত স্থানে অধিক পরিমাণে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হওয়া, জ্বর প্রখর ও উত্তেজক হওয়া, জিহ্বা শুষ্ক এবং স্নায়বিক উত্তেজনার পূর্ব্বে নিদ্রাবল্য এবং নিস্তেজতা বর্ত্তমান থাকা এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। আক্রান্ত স্থান উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলে বেলাডোনা এবং উহা নীলের কিম্বা হরিদ্রার আভাযুক্ত লাল বর্ণ হইলে রাস্‌টক্স্ ব্যবস্থা। সকল প্রকার বিসর্প রোগেই এপিস্ মেলিফিকা ব্যবস্থা। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলেও এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগ সামান্য হইলে উল্লিখিত ঔষধ প্রয়োগেই কমিয়া যায়। কিন্তু রোগ কঠিন আকার ধারণ করিলে আরো ঔষধের প্রয়োজন হইতে পারে। বিসর্পের ফুস্কুড়ীগুলি শরীরে দেখিতে পাওয়া যায় এবং মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হয় নাই, অথচ মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলি

স্বরূপ ধারণ করিয়াছে, এমতাবস্থায় আমোনিয়াম্ কার্ব্বোনিকাম্ ও ক্যাম্ফার ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগী অর্দ্ধ নিদ্রিতের ন্যায় অচেতন অবস্থায় থাকিলে উক্ত ঔষধগুলির সঙ্গে ওপিয়াম্ ব্যবস্থা। প্রকৃত বিসর্প মুখমণ্ডল আক্রমণ করিলে আক্রান্ত স্থানে প্রায়ই পূঁয উৎপন্ন হইয়া পচে না; কিন্তু যদি পচিতে আরম্ভ হয়, তবে লক্ষণ বিশেষে আর্সিনিক, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্ এবং সিকেল্ কর্ণুটাম্ আবশ্যক হইতে পারে। পূঁয উৎপন্ন হওয়া আরম্ভ হইলে, মার্কিউরিয়াস্ দ্বারা নিবারিত হয় না। অতএব আক্রান্ত স্থানগুলি পাকিয়া উহাতে শীঘ্র শীঘ্র পূঁয উৎপন্ন হইতে পারে এজন্য হিপার সাল্ফার ব্যবস্থা। বৃদ্ধ বয়সে বিসর্প হইলে বেলাডোনা ও রাস্টক্স্ অপেক্ষা ল্যাকেসিস্ অধিক উপকারী। এই অবস্থায়ও আমোনিয়াম্ ও আর্সিনিকের উপকারিতা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

পরবর্ত্তী পীড়া যাহাতে না হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইবে। আক্রান্ত স্থানে তলতলে স্ফীতি সচরাচরই বিসর্পের আক্রমণের পর বর্ত্তমান থাকে। এই স্ফীতি উষ্ণ বা শীতল প্রয়োগে বৃদ্ধি পায় এবং আক্রান্ত স্থানে কট্‌কটানী, টন্‌টনানী এবং বেদনা থাকে। যে পর্য্যন্ত এই স্ফীতি না কমে, সে পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই স্ফীতির প্রতিকারার্থ গ্রাফাইটিস্, সাল্ফার এবং অরাম ও স্ফীতির স্থানে সর্ব্বদা বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে লাইকোপডিয়াম এবং হিপার সাল্ফার ব্যবস্থা। মুখমণ্ডলে শোথের ন্যায় স্ফীতির পক্ষে উল্লিখিত ঔষধগুলি অত্যন্ত উপকারী। লিম্ফেটিক্ গ্রন্থির স্ফীতি প্রায়ই থাকে না; কিন্তু উহা যদি কখন বর্ত্তমান থাকে, তবে ব্যারাইটা ব্যবস্থা। বিসর্পের পর মাথার চুল এবং অন্যান্য আক্রান্ত স্থানের রোম উঠিয়া যায়। রোগী বৃদ্ধ হইলে তাহার চুল পুনরায় উঠে না; কিন্তু রোগীর বয়স অল্প হইলে ঔষধ ব্যতীত আপনা আপনিই চুলাদি পুনরায় উঠে। বিসর্পের পর চক্ষুর যোজক ত্বকের পুরাতন প্রদাহ (Chronic Conjunctivitis) থাকিলে গ্রাফাইটিস্ এবং আর্সিনিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। বিসর্পের পর বধিরতা বর্ত্তমান থাকিলে লক্ষণ বিশেষে সাল্ফার এবং ব্যারাইটা ব্যবস্থা। এই পরবর্ত্তী পীড়াটী সহজে আরাম হয় না।

বিসর্প মুখমণ্ডল আক্রমণ না করিয়া যদি পা ইত্যাদি আক্রমণ করে, তবে অনেক চিকিৎসক নাক্স্ বমিকা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার

বিসর্পে ষ্টাফিসেগ্রিয়া এবং গ্রাফাইটিস্ ও আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত প্রখর বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে মার্কিউরিয়াস এবং আর্সিনিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। বিসর্প অত্যন্ত দুর্ব্বলতার দরুণ, কিম্বা বৃদ্ধ বয়সে হইলে চর্ম্ম পচিবার আশঙ্কা থাকে। এমতাবস্থায় সিকেল কর্ণুটাম্ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

শৈশবাবস্থার বিসর্পে লক্ষণ বিশেষে মার্কিউরিয়াস এবং হিপার সাল্-ফিউরিস ব্যবস্থা। যদি শিশুর এ সময়ে কামল (Jaundice) রোগ হয়, তবে লক্ষণ বিশেষে ফস্ফরাস্, অথবা ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা।

সঞ্চরমাণ বিসর্পের (Wandering Erysipelas) পক্ষে গ্রাফাইটিস এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ডাক্তার জার (Dr. Jahr) বলেন, অনেক সময়ে রোগের ভোগ কালে প্রলাপ বর্ত্তমান থাকে। এমতাবস্থায় লক্ষণ বিশেষে কথন কথন ষ্ট্রামোনিয়াম্ এবং কথন কথন কুপ্রাম্ আসিটিকাম্ ব্যবস্থা। ডাক্তার হিউজ্ (Dr. Hughes) বলেন যে, আক্রান্ত স্থান পচিতে আরম্ভ হইলে ল্যাকেসিস্ এবং উহার সঙ্গে বিকারের লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকিলে আর্সিনিক ব্যবস্থা। ডাক্তার উইল্কিন্সান্ (Dr Wilkinson) বলেন, বিরেট্রাম্ বিরাইডের মূল আরোক ৫ ফোঁটা, জল ২ কাঁচ্চা, এই পরিমাণে লোশন (Lotion) প্রস্তুত করিয়া উহাতে নেকড়া ভিজাইয়া, আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিলে বিসর্পের স্ফীতি ও প্রদাহ অতি শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়। আক্রান্ত স্থানে পূঁয উৎপন্ন হইলে পুল্‌টিশ্ দিবে এবং আবশ্যক হইলে আক্রান্ত স্থান অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া পূঁয বাহির করিয়া ফেলিবে।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগের প্রারম্ভে সাগু, আরারুট, বার্লী ইত্যাদি ব্যবস্থা। পিপাসা বর্ত্তমানে শীতল জল ব্যবস্থা। রোগ অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকিলে বলকারক, অথচ সহজে পরিপাক পায়, এরূপ আহার দ্রব্য ব্যবস্থা করিয়া রোগীর শরীর পরিপোষণ করিবে।

মৃতবৎ মূর্চ্ছা বা সিন্‌কোপ্ (FAINTING,—SYNCOPE.)

ইহাতে রোগীর চেতনা, অঙ্গাদির সঞ্চালন শক্তি এবং স্পর্শ জ্ঞান রহিত হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া দৃষ্টতঃ অথবা একেবারে রুদ্ধ

হয়। মুখমণ্ডল মৃতবৎ শিটা বা মলিন, ওষ্ঠ বর্ণহীন এবং চক্ষু স্থির ভাব বিশিষ্ট হয়। এই রোগ অনেক কারণে হইতে পারে। তন্মধ্যে রক্ত স্রাব, কোন কোন রোগীর সামান্য রক্তস্রাব দেখা, অত্যন্ত প্রবল বেদনা বা যন্ত্রণা; ভয় প্রাপ্ত হওয়া; অত্যন্ত উত্তেজনা এবং দূষিত বায়ু সেবন বা নিশ্বাস দ্বারা টানা ইত্যাদি মূর্চ্ছার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত। ইহা হৃৎপিণ্ডের অসুখেরও একটী লক্ষণ বিশেষ।

চিকিৎসা। রোগীকে বিশুদ্ধ বহির্বায়ুতে শয়ন করাইয়া রাখিবে এবং গায়ের কাপড় ঢলঢলে করিয়া দিবে। রোগীর গলা বা বুকের কাপড় কোন মতেই আঁটা রাখিবে না। মাথা শরীর অপেক্ষা নীচে করিয়া রোগীকে শয়নাবস্থায় রাখিবে। তাহার নাক, মুখ, গলা এবং বুকে শীতল জল ছিটাইয়া দিবে। ইহাতে যদি উপকার না দর্শে, তবে রোগীকে ক্যাম্ফার সোঁকাইবে। উহা দ্বারা উপকার না দর্শিলে রোগের কারণ অনুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি ব্যবস্থা। ভয় প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছা হইলে লক্ষণ বিশেষে একোনাইট ১ বা ৩ ডাঃ, বা ওপিয়াম্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যদি প্রবল বেদনা বা যন্ত্রণার দরুণ মূর্চ্ছা হয়, তবে লক্ষণ বিশেষ একোনাইট ১ বা ৩ ডাঃ, অথবা ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। যদি রক্তস্রাব বা দুর্ব্বলকারক রোগের দরুণ মূর্চ্ছা হয়, তবে চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। যদি মদ্যাদি পানে মূর্চ্ছা হয়, তবে নাক্স বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। অনেক সময় এই ঔষধের ১ম দশমিক ক্রমের আরোকে, ১ ফোঁটা মাত্রায়; বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

দৃষ্টতঃ মৃত্যু বা মৃতবৎ অবস্থা।

(APPARENT DEATH,—ASPHYXIA.)

অনেক সময় অনেক কারণে, বিশেষতঃ কোন প্রকারের প্রবল আঘাত পাইলে, অনেক ব্যক্তি মরিয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা মৃত্যু নহে, ইহা কেবল শরীরের যন্ত্রের কার্য্যের ক্ষণিক স্থগিততা মাত্র। যদি শারীরিক যন্ত্রের কার্য্যাবরোধ হঠাৎ হয়, তবে রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক এবং ইহা দ্বারা যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যুর পরও মৃতদেহ তিন দিন রাখিয়া পোড়াইবে বা পোতিবে। কিন্তু

ইহার পূর্ব্বে যদি রোগীর শরীর পচিতে আরম্ভ হয়, তবে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে।

এই অবস্থায় রোগীর মৃত্যু হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অনেক প্রকারের উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। রোগীর মুখ ও নাকের সম্মুখে এক থানি আয়না রাখিবে। যদি আয়না খানি ভিজে, তবে ইহাই স্থিরিকৃত হইবে যে, রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাস আছে যাহার দরুণ আয়না খানি ভিজিয়াছে, অন্যথা রোগীর মৃত্যু হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে। আবার রোগীকে এক অন্ধকার ঘরে রাখিয়া চক্ষু এবং একটী জলন্ত প্রদীপের আভ্যন্তরিক স্থানে রোগীর হাত রাখিয়া দেখিবে যদি উহা স্বচ্ছ লাল বর্ণ দেখায়, তবে রোগীর মৃত্যু হয় নাই এরূপ স্থির করিতে হইবে। কিন্তু উক্ত হাত যদি কাল্‌চে হয়, তবে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে এরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। এই সকল উপায় দ্বারা রোগীর মৃত্যু সম্বন্ধে যদি কিছুই নির্ণয় করিতে না পারা যায়, তবে দেখিবে রোগীর দেহ পচিতে আরম্ভ হইয়াছে কি না। দেহ পচিতে আরম্ভ হওয়া মৃত্যুর একটী ঠিক চিহ্ন বিশেষ।

বিষাক্ত বা দূষিত বায়ু সেবন দ্বারা দৃষ্টতঃ মৃত্যু বা মৃতবৎ অবস্থা

(APPARENT DEATH FROM NOXIOUS GASES.)

কার্ব্বোনিক আসিড্, কার্ব্বোনিক অকসাইড্, কয়লার আগুনের ধূম, ক্লোরিন্ অথবা সাল্‌ফিউরেটেড্, হাইড্রোজেন্ ইত্যাদি গ্যাস্ নিশ্বাস দ্বারা টানিয়া যদি রোগী অজ্ঞান হয়, তবে রোগীকে তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ বায়ুতে আনিয়া শোয়াইয়া রাখিবে। রোগীর মুখমণ্ডল ও বুক বিনিগার দ্বারা ধোয়াইবে এবং তাহাকে বিনিগারের বাষ্প সোঁকাইবে। কাফির অত্যন্ত গাঢ় কাত প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে এবং তাহার মাথায় শীতল এবং পার্শ্বে উষ্ণ প্রয়োগ করিবে। আবশ্যক হইলে জলে ডুবিয়া দৃষ্টতঃ মৃত্যুর অধ্যায়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ইহাতেও তাহাই অবলম্বনীয়। যদি মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হয়, অচেতনতা, গ্রীবার ধমনী দপ্‌দপ্ করে এবং মুখমণ্ডল স্ফীত, টল্‌টলে এবং লালবর্ণ হয়, তবে বেলাডোনা ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা।

মুখমণ্ডল বেগুনীর আভাযুক্ত এবং স্ফীত ও টল্‌টলে, ঘুমের ঘোরে সাঁই সাঁই গোঁ গোঁ ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ হয় ইত্যাদি লক্ষণে ওপিয়াম্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যদি রোগী উত্তেজিত হইয়া অধিক কথা বলে বা তাড়াতাড়ি কথা বলে, শরীরের নানা স্থানে বেদনা অনুভব করে এবং মনে করে যেন সে উড়িয়া যাইতেছে এবং শয়ন করিয়া থাকিলে মাথা ঘোরে; তবে কফিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা।

ইথার ইত্যাদি সোঁকিয়া দৃষ্টতঃ মৃত্যু বা মৃতবৎ অবস্থা

(APPARENT DEATH FROM INHALING ETHER &c.)

ক্লোরোফরম, ইথার, নাইট্রাস্ অক্‌সাইড্ গ্যাস্ এবং অন্যান্য অজ্ঞান কারক পদার্থ সোঁকিয়া যদি রোগীর মৃতবৎ অবস্থা হয়, তবে মাথা ঈষৎ উঠাইয়া রোগীকে চীত ভাবে শয়ন করাইয়া ঘরের দরজা, জান্‌লা খুলিয়া দিবে এবং রোগীর গায় কাপড় থাকিলে উহা ঢল্ ঢলে করিয়া দিবে। তৎপর রোগীর মুখমণ্ডলে শীতল জল সজোরে ছিটাইয়া দিবে এবং প্রবল বেগে রোগীর বুক নাড়িবে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে কার্ব্বোনেট্ অব্ আমোনিয়া সোঁকাইবে। এই সকল উপায় দ্বারা কৃতকার্য্য না হইলে রোগীর গায় গ্যাল্‌ভ্যানিক্ ব্যাটারী লাগাইবে। এতদ্ভিন্ন জলে ডুবিয়া দৃষ্টতঃ মৃত্যুর অধ্যায়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদন করার জন্য যে প্রকার উপায় অবলম্বন করার ব্যবস্থা করা গিয়াছে, ইহাতেও তাহাই অবলম্বনীয়। উক্ত উপায় দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার পর শীত বোধ, নেসা, বমনোদ্বেগ, বমন এবং নাড়ী দ্রুতগামী হইলে নাক্স্ বমিকা এবং নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট হইলে ওপিয়ামের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা।

অতিরিক্ত শীতের দরুণ দৃষ্টতঃ মৃত্যু বা মৃতবৎ অবস্থা

(APPARENT DEATH FROM COLD)

যদি শীত দ্বারা শরীরের রক্ত জমাট হইয়া রোগীর মৃতবৎ অবস্থা হয়, তবে রোগীকে কখনও উষ্ণ ঘরে নেওয়া উচিত নহে। বরং যে পর্য্যন্ত রোগীর শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোমল না হয় বা উহা নোয়ান না যায়, সে পর্য্যন্ত রোগীকে শীতল ঘরে রাখিয়া তাহার গায় বরফ দিবে বা বরফের

জল দ্বারা অনবরত তাহার শরীর ধোয়াইয়া দিবে। উক্ত উপায় দ্বারা রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোমল হইলে রোগীকে কোন এক শুকনা কোমল বিছানায় শয়ন করাইয়া তাহার আপাদমস্তক শুকনা ফ্লানেল কাপড় দ্বারা সজোরে ঘর্ষণ দ্বারা মুছাইয়া দিবে এবং জলে ডুবিয়া দৃষ্টতঃ মৃত্যুর অধ্যায়ে উল্লিখিত নিশ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদনের উপায় অবলম্বন করিবে এবং পিচ্‌কারী দ্বারা রোগীকে কাফি পান করাইতে চেষ্টা করিবে। যদি রোগী গিলিতে পারে, তবে তাহাকে একখানি চামচা দ্বারা অল্প পরিমাণে কাফি পান করাইবে। ইহার পর নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হইলে সচরাচর যে জ্বালাযুক্ত প্রবল বেদনা হয়, তাহার পক্ষে লক্ষণ বিশেষে একোনাইট, আর্সিনিক, কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্ এবং ব্রাইওনিয়া বিশেষ উপকারী।

জলে ডুবিয়া দৃষ্টতঃ মৃত্যু বা মৃতবৎ অবস্থা

(APPARENT DEATH FROM DROWING.)

কোন ব্যক্তি জলে ডুবিয়া উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে জল হইতে তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া আনিয়া তাহার গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিবে এবং মাথা নীচের দিকে ও পা উপরের দিকে করিয়া রোগীকে কতকক্ষণ এইভাবে রাখিবে। ইহা দ্বারা রোগীর উদর, গলা বা ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট জলগুলি নির্গত হইয়া যায়। ইহার পর রোগীর পৃষ্ঠদেশে,—স্কন্ধের ঈষৎ নিম্নে, একটী বালিশ দিয়া তাহাকে চীতভাবে শয়ন করাইবে এবং দেখিবে রোগীর মাথা যেন শরীর অপেক্ষা কতক নীচে হয়। ইহার পর কনুই বা বাহুর সন্ধিতে ধরিয়া রোগীর হাত উপর দিকে আস্তে আস্তে টানিয়া মাথার দিকে উঠাইবে যে পর্য্যন্ত হাত মাথা পর্য্যন্ত আনীত না হয়। ইহা দ্বারা ফুস্‌ফুসে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে। হাত ২।৩ সেকেণ্ড্ এই অবস্থায় রাখিবে। তৎপর বাহুদ্বয় নীচের দিকে আনিয়া উহা দ্বারা বুকের দুই পার্শ্বে আস্তে আস্তে ২।৩ সেকেণ্ড্ চাপিলে নিশ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদনের অনেক সাহায্য হয়। উক্ত দুই প্রকারের উপায় পর্য্যায়ক্রমে ক্রমাগত অবলম্বন করিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ হইলে রোগীর রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া উৎপাদন এবং তাহার শরীরে উত্তাপ উৎপাদন করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একটী গভীর গামলায় উষ্ণ জল লইয়া রোগীকে গলা সমান গামলায় ডুবাইয়া রাখিয়া

উক্ত দুই প্রণালী অনুসারে নিশ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদনের উপায় অবলম্বন করিবে। এই অবস্থায় ২০।২২ সেকেণ্ড রাখিয়া রোগীকে বসাইয়া তাহার মুখ, নাক, এবং বুক ইত্যাদিতে ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া দিবে। রোগীকে গরম জলে ৫।৬ মিনিটের অধিক রাখা অনুচিত। যে পর্য্যন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোন চিহ্ন না দেখা যায় সে পর্য্যন্ত কোমল ফ্লানেল কাপড় দিয়া প্রবল ঘর্ষণ দ্বারা রোগীর শরীর বারম্বার মুছাইয়া দিবে। উপরি উক্ত উপায় গুলি অবলম্বন করার সময় নিশ্বাস আনয়ন করার জন্য রোগীর নাকে নস্য অথবা গলার মধ্যে পাখীর পালক প্রবেশ করাইয়া সুড় সুড়ী উৎপাদন করিবে, বুক ও মুখমণ্ডল হাতের পাতা দ্বারা প্রবল বেগে ঘর্ষণ করিবে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ এবং শীতল জল পর্য্যায়ক্রমে সজোরে মুখ ও বুকে ছিটাইয়া দিবে। নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হইলে রোগীর গায় শুকনা কাপড় দিয়া উহার উপর কম্বল জড়াইবে এবং কাপড় ও কম্বলের নীচে হাত প্রবেশ করাইয়া রোগীর গা প্রবল বেগে ঘর্ষণ কবিবে। ঘর্ষণ করিবার সময় পায়েব দিক হইতে উপর দিকে হাত বুলাইতে হইবে। এই উপায় দ্বারা শরীরের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার সাহাষ্য হয়। ইহার পর শরীরে সূতার কাপড় বা পশমী কাপড় আগুনে গরম করিয়া উহা দ্বারা রোগীর পাকস্থলীর উপর, বোগলে, উরুব সন্ধিতে এবং হাত পায়ের পাতার তালুতে সেক দিবে। ইহার পর রোগীকে শুকনা কাপড়াদি পরাইবে। রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাস ও শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক হইয়া রোগী গিলিতে পারিলে তাহাকে অল্প পরিমাণে জল বা কাফি পান করিতে দিবে। রোগীকে শয়নাবস্থায় রাখিয়া তাহার ঘুম যাহাতে ভাল হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করা উচিত। উল্লিখিত উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে এক মাত্রা ল্যাকেসিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ সেবন করাইবে। যদি রোগীর গিলিবার ক্ষমতা না থাকে তবে পিচ্‌কারী দ্বারা ঔষধ রোগীব উদরস্থ করাইবে। এই প্রকার দুর্ঘটনার পক্ষে আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্‌ও মন্দ ঔষধ নহে।

গলায় ফাঁসি দেওয়ার দরুণ দৃষ্টতঃ মৃত্যু বা মৃতবৎ অবস্থা

(APPARENT DAETH FROM HANGING.)

রোগীর গায় আঁটা কাপড় থাকিলে তাহা খুলিয়া ফেলিবে এবং জলে ডুবিয়া দৃষ্টতঃ মৃত্যুর অধ্যায়ে নিশ্বাস্ প্রশ্বাস উৎপাদন করার জন্য যে

উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই অবলম্বনীয়। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে ওপিয়াম্ বা টার্টার এমিটিক্ এক মাত্রা রোগীকে সেবন করাইবে।

বিদ্যুৎ পড়িয়া দৃষ্টতঃ মৃত্যু বা মৃতবৎ অবস্থা

(APPARENT DEATH FROM LIGHTNING)

এই দুর্ঘটনায় রোগীর মাথা, মুখমণ্ডল এবং সমুদয় শরীরে শীতল জল ছিটাইয়া দিবে। এই উপায় দ্বারা যদি ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে রোগীর চেতনা না হয়, তবে মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া রোগীকে উহাতে অর্দ্ধ বসা অবস্থায় স্বর্য্যমুখে রাখিয়া তাহার শরীর গলা পর্য্যন্ত তাজা মাটি দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। যদি রোগীর বাঁচিবার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে রোগীকে নাক্স্‌বমিকা সেবন করাইবে। উক্ত দুর্ঘটনার পর অনেকে চক্ষে দেখিতে পায় না। এমতাবস্থায় তাহাকে ফস্ফরাস্ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পড়িয়া যাইয়া বা কোন প্রকারের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দৃষ্টতঃ মৃত্যু বা মৃতবৎ অবস্থা

(APPARENT DEATH FROM A FALL OR BLOW.)

এই প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে মাথা একটু উঠাইয়া রোগীকে এক খানি তোষকে শয়ন করাইয়া রাখিবে এবং তাহাকে আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ সেবন করিতে দিবে। ইত্যবসরে কোন এক বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্য প্রেরণ করা উচিত। কারণ, রোগীর কোন স্থানের হাড় ভাঙ্গিয়াছে কি না এবং রোগী বাঁচিয়া আছে কি না তাহা বিচক্ষণ চিকিৎসক ভিন্ন চিকিৎসা বিষয়ে অপরিপক্ক লোকের নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

উপবাস বা অনাহারের দরুণ দৃষ্টতঃ মৃত্যু বা মৃতবৎ অবস্থা

(APPARENT DEATH FROM STARVATION.)

যদি উপবাস বা অনাহার দ্বারা দৃষ্টতঃ বা মৃতবৎ অবস্থা হয়, তবে রোগীকে প্রথম আহার দেওয়ার সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত।

পিচ্‌কারী দ্বারা বারম্বার অল্প পরিমাণ ঈষৎ উষ্ণ দুধ রোগীর পাকস্থলীতে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং দুধ সহ্য হইলে ক্রমে ক্রমে রোগীকে উক্ত প্রণালীতে মাংসের যুশ খাওয়াইবে। রোগীর জীবনীশক্তি পুনরায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ২।৪ মিনিট অন্তর ৫।৬ ফোঁটা ঈষৎ উষ্ণ দুধ রোগীর জিহ্বায় ঢালিয়া দিবে এবং রোগী যেমন স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় প্রাপ্ত হইতে থাকে, ক্রমে দুগ্ধের পরিমাণ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করা উচিত এবং তৎপর সাগু, আরারুট, বার্লী বা ভাতের মণ্ড আস্তে আস্তে অল্প পরিমাণে দেওয়া উচিত। রোগীকে কোন মতেই একবারে অধিক পরিমাণে আহার দ্রব্যাদি দেওয়া উচিত নহে; কারণ, উহা দ্বারা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা (SCROFULA.)

ইহাতে গ্রীবা দেশ, মাড়ির নিম্ন প্রদেশ, বোগল বা কুঁচ্‌কি প্রদেশের গ্রন্থি গুলি স্ফীত হইয়া উহাতে আস্তে আস্তে এবং অসম্পূর্ণ রূপে পূঁয হয় এবং উহা অনেক গৌণে শুকায়। উক্ত স্ফীতি গুলিতে পূঁয উৎপন্ন হইয়া উহা ক্ষতে পরিণত হয়। এই ক্ষত গুলি শুকাইতেও অধিক গৌণ হয় এবং ক্ষত শুকাইলে ক্ষতের স্থানে কুৎসিত দাগ থাকে। অকালে বুদ্ধির পরিপক্কতা; রুগ্ন আকৃতি; উপরের ওষ্ঠ ও নাসিকার স্ফীতি; চক্ষুগোলক নীলের আভাযুক্ত কাল এবং চক্ষুর তারা বিস্তৃত; মাথা বড়; মাথায় মরা চাম বা খুশ্‌কী পড়া; চুল কঠিন তারের ন্যায় খাড়া হইয়া থাকা; নখ ভোতা এবং রসির ন্যায় বাঁকা; উদর স্ফীত; শরীর কোমল ও তল্‌তলে ইত্যাদি গণ্ডমালা ধাতুর কতকগুলি প্রধান চিহ্ন বলিয়া অনুমিত।

কারণ। গণ্ডমালা সচরাচর পিতা মাতার দোষেই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ পিতা মাতার এই ধাতু হইলে সন্তানগণেরও ইহা হইয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীলোক অন্যের সন্তানদিগকে আপন স্তন পান করায় তাহাদিগের এই রোগ বা গরমীর ব্যারামের দোষ থাকিলে যে সকল শিশু তাহাদিগের স্তন পান করে তাহাদিগেরও এই রোগ হইতে পারে। ঠাণ্ডা এবং ভিজা ঘরে বাস, যে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে না, সে প্রকার ঘরে অনেক কাল বাস; মদ্যাদি পান এবং বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকা ইত্যাদি গণ্ডমালার কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা। এই রোগে আহারাদির কঠোর নিয়মই অধিক আবশ্যক। সূর্য্যের আলোক, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গচালনা; বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, সমুদ্রে স্নান ইত্যাদি দ্বারা গণ্ডমালার অনেক দোষ সারে। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। অকালে পরিপক্ক বুদ্ধিবিশিষ্ট বালক বালিকা এবং রক্তাধিক্য ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী। গ্রন্থির স্ফীতি ও উহাতে পূয উৎপন্ন হওয়া; চক্ষুর পাতা স্ফীত এবং কর্ণিয়াতে ক্ষত; ওষ্ঠ, নাক, জিহ্বা এবং তালুকার পার্শ্বস্থিত গ্রন্থির (Tonsils) স্ফীতি; গলার মধ্যে বেদনা এবং কোন দ্রব্য গিলিবার সময় গলার মধ্যে কষ্টানুভব ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। যে সকল গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট শিশু, বালক, বালিকাগণের মাথা বড় এবং মাথার উপরিভাগের জোড় অনেক দিন খোলা থাকে (Open Fontanelles) তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। মেরুদণ্ড বাঁকিয়া পড়া (Spinal Curvature) এবং অস্থির অসম্পূর্ণ বিকাশ (Rachitis); গ্রন্থি স্ফীত হইয়া উহাতে পূয হওয়া, নাসিকা লাল ও স্ফীত, দুষ্ট ক্ষুধা, চর্ম্ম কোমল, শুষ্ক ও তল্‌তলে; উপরের ওষ্ঠ স্ফীত এবং রোগীর বর্ণ শিটা ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ডাল্‌কেমারা ৩ বা ৬ ডাঃ। গায় পূঁয বিশিষ্ট আর্দ্র টেটার নামক ফুস্কুড়ী, যাহাতে গোধূমের খোসার ন্যায় খোসা বা চুনটি পড়ে; গ্রীবা, হনাস্থির নিম্নস্থিত বা সাবম্যাক্সিলেরি এবং কুঁচকি প্রদেশস্থ গ্রন্থির স্ফীতি; চক্ষুর পাতার গণ্ডমালা জনিত প্রদাহ; প্রত্যেক বায়ুর অবস্থার পরিবর্ত্তনে লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

হিপার সাল্‌ফিউরিস্ ৬ ডাঃ। গণ্ডমালা জনিত চক্ষুর পাতার প্রদাহ এবং চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে পূঁয এবং শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গমন; উরুর অসুখ যাহাতে পূঁযের সঞ্চার হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ ডাঃ। অস্থি, অস্থির সন্ধি এবং রোগীর শরীরে কোন প্রকারের ফুস্কুড়ী বা ক্ষত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। গায় চুলকানী বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; ফুস্কুড়ী চুলকাইলে জ্বালার উদ্রেক হয়;

খোস, যাহা হইতে সহজে রক্ত নির্গত হয়; কাঁচা ক্ষতের ন্যায় ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সাইলিসিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ। মাথা বড় এবং মাথার উপরিভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকা (Open Fontanalles); গ্রন্থির স্ফীতি এবং উহাতে পূঁয হওয়া; অস্থিক্ষয়; কোষ্ঠবদ্ধ; মল কঠিন এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়, অথবা মল একবার গুহ্যের বাহিরে নির্গত হইয়া পুনরায় গুহ্যে প্রবিষ্ট হয়; অপরাহ্ন বা সন্ধ্যার সময় মাথায় প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

সাল্‌ফার ৬, ১২, বা ৩০ ডাঃ। গণ্ডমালা জনিত সকল প্রকার রোগেই ইহা বিশেষ উপকারী। গায় খোসার ন্যায় ফুস্কুড়ী; গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, কঠিনতা বা উহাতে পূঁয হওয়া; সামান্য কারণেই রোগীর সর্দ্দি লাগে; শরীরের পরিপোষণ ভাল হয় না; শারীরিক বা মানসিক দুর্ব্বলতা এবং শিশু উহার দরুণ সহজে চলিতে শিখিতে পারে না; নালী ঘা (Fistulous Ulcers) ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া প্রতিদিন রাত্রিতে ১ মাত্রা করিয়া ৭ দিবস সেবন করিয়া ৫।৬ দিবস ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে। যদি ইহা দ্বারা উপকার দর্শে ভাল, নতুবা লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার্য্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট বালক বালিকাগণকে রুটী, দুধ এবং যথোচিত পরিমাণে মৎস্য, মাংসাদি খাইতে দেওয়া উচিত। যে প্রকার আহার বা পানীয় দ্রব্যে রোগীর পেটে অপাক জন্মায়, সে প্রকার আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। রোগী যুবা বা যুবতী হইলে তাহাকে প্রচুর পরিমাণে শাক সব্জী, তরকারী এবং মৎস্য, মাংস খাইতে দেওয়া উচিত। রোগীর ইচ্ছা হইলে তাহাকে সুপক্ক ফলাদি খাইতে দেওয়া উচিত। টাট্‌কা খাঁটি দুধ বা কাঁচা শীতল জল ব্যতীত রোগীকে অন্য কোন দ্রব্য পান করিতে দেওয়া অনুচিত। মদ্য পান একবারে নিষিদ্ধ।

বৃহৎসন্ধির শ্বেত-স্ফীতি (WHITE SWELLING)

এই স্ফীতি হাঁটুর সন্ধিই সচরাচর আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা পায়ের পাতার সন্ধি, কুঁচ্‌কি বা উরুর সন্ধি অথবা কনুইর সন্ধিও কখন কখন

আক্রমণ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ সামান্য বেদনা হইয়া রোগ আরম্ভ হয়। বেদনা প্রথমতঃ অনেক সন্ধিতে অনুভূত হয় এবং অবশেষে উহা একটী সন্ধিতে স্থিত হয়। কয়েক দিন পর বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল হয়। বেদনা রাত্রিতেই অধিক হয় এবং উহা সন্ধির অতি গভীরতম এক ক্ষুদ্র স্থানে স্থিত বলিয়া অনুভূত হয়। আক্রান্ত স্থান স্ফীত ও কঠিন হয়, কিন্তু প্রদাহযুক্ত উজ্জ্বল চক্‌চকে শাদা হয়। রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থানের স্ফীতি ও কঠিনতা বৃদ্ধি হয় এবং সুচিকিৎসা দ্বারা যদি এ অবস্থায় রোগের উপশম না হয়, তবে আক্রান্ত সন্ধিতে পূঁয উৎপন্ন হইয়া নানা মুখে পূঁয নির্গত হইতে থাকে। রোগ মৃদু হইলে আরাম হইয়া রোগীর আক্রান্ত সন্ধি শক্ত হইয়া থাকে, বা উহা নোয়ান যায় না। যদি রোগ কঠিন আকার ধারণ করে, তবে সন্ধির অস্থির অগ্রভাগ এরূপ আক্রান্ত হয় যে, উহার দরুণ অস্থি গুলি স্থান ভ্রষ্ট হইয়া আক্রান্ত অঙ্গ বিকৃত হয় এবং উহাতে অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয়। আক্রান্ত সন্ধির উপর বা নিম্নস্থিত অঙ্গ ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সরু হয়; রোগী অত্যন্ত শীর্ণ হয়; হেক্‌টিক্ ফিবার; রাত্রিতে ঘর্ম্ম হয় এবং অবশেষে অবসন্নতার দরুন রোগীর মৃত্যু হয়। গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরই এই রোগ সচরাচর অধিক হইয়া থাকে। ইহা যুবা বা যুবতী অপেক্ষা ছোট বালক বালিকাগণকে অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা। লক্ষণ বিশেষে আর্সেনিক, বেলাডোনা, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, চায়না, ল্যাকেসিস্, মার্কিউরিয়াস্, ফস্ফরাস্, রাস্‌টক্স্, সাইলিসিয়া এবং সাল্‌ফার ব্যবস্থা। এই সকল ঔষধের লক্ষণাদি "ঊরু সন্ধি বেদনা" রোগের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ঊরুসন্ধি-বেদনা বা কক্‌স্যাল্‌জিয়া

(COXALGIA,—HIP DISEASE)

ইহা ঊরুসন্ধির এক প্রকারের গণ্ডমালা জনিত রোগ বিশেষ। এই রোগ সকল বয়সেই রোগীকে আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট বালক বালিকাগণই এই রোগ দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, গায় হিম, ঠাণ্ডা, শীতাদি লাগা ইত্যাদি কারণে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন প্রবল অবসন্নকারক তরুণ রোগের পরও এই রোগ হইয়া থাকে। আবার কখন কখন কোন প্রকাশ্য কারণ ব্যতীতও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রথমতঃ সামান্য রকমের বেদনা হইয়া রোগ আরম্ভ হয়। এই বেদনা সচরাচর হাঁটুতেই অনুভূত হয় এবং আক্রান্ত স্থান অধিক বা অল্প পরিমাণে অবশ হয়। রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেদনা অসহ্য হইয়া পড়ে। উরুর সন্ধি সঞ্চালন করিলে অথবা উরুর অস্থি কোন কারণে উর্দ্ধ দিকে ঠেলিয়া উঠিলে বা সরিয়া পড়িলে কুঁচ্‌কি প্রদেশে বেদনার উদ্রেক হইয়া হাঁটুতে বেদনার বৃদ্ধি হয়। কুঁচ্‌কিতে বেদনা হয় বা টাট্‌য় ও কথন কথন উক্ত প্রদেশের গ্রন্থি গুলি স্ফীত হয় এবং আক্রান্ত পার্শ্বের গুহ্যদ্বারের অংশ শীর্ণ ও কোমল হয়। আক্রান্ত পার্শ্বের অঙ্গ দৃষ্টতঃ লম্বা হওয়া এই রোগের একটী প্রাকৃতিক লক্ষণ। আক্রান্ত পার্শ্বের অপর বা সুস্থ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকার দরুণই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অস্থিক্ষত বা কেরিজ্ (Caries), অথবা উপরদিকে অস্থি সরিয়া পড়ার দরুণ পৈশিক ক্রিয়াতে অনেক রোগীর আক্রান্ত অঙ্গ খাট হয়। অধিকাংশ রোগীরই আক্রান্ত স্থানে পূঁয হইয়া কুঁচ্‌কি, উরুর পশ্চাৎ দিক এবং আক্রান্ত সন্ধির নিকটবর্ত্তী স্থান, উরুর মধ্য দিক দিয়া ফোড়ার ন্যায় হইয়া ফাটিয়া পূঁয অনেক মুখে নির্গত হয় এবং রোগী শিটা বা শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রাত্রিতে ঘর্ম্ম হয় এবং হেক্‌টিক্ জ্বরের (Hectic-Fever) অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ ২।৩ মাস হইতে অনেক বৎসর ব্যাপিয়া থাকিতে পারে।

চিকিৎসা।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগীর মুখ মণ্ডলের রঙ্গ শিটা বা মলিন মৃতদেহের ন্যায়; শিশু বা বালক বালিকা শিটা, শীর্ণ, অবসন্ন বা অস্থির হইয়া পড়ে; উদরাময়, যাহা রাত্রি দুই প্রহরের সময় আহার বা পানে বৃদ্ধি হয়; রোগী বারম্বার জলাদি পান করিতে চাহে, কিন্তু একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করিতে পারে না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। রোগের শেষাবস্থায়ই এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

বেলাডোনা ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। অকালেপক্কবুদ্ধি বিশিষ্ট বালক বালিকা (বিশেষতঃ বালিকা) গণের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। আক্রান্ত সন্ধিতে জ্বালা এবং হুল ফুটানের ন্যায় অনুভূত হওয়া, রাত্রিতে বা নড়াচড়াতে যাহার বৃদ্ধি হয়; সর্ব্বদা নিদ্রাবেশ, কিন্তু রোগী ঘুমাইতে পারে না ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী গণ্ডমালা

ধাতুবিশিষ্ট, গ্রীবাস্থ গ্রন্থির স্ফীতি; রোগী শিটা ও শীর্ণ হয় বটে, কিন্তু তাহার পেট বড় হয় এবং তাহার ক্ষুধা বা রুচি স্বাভাবিকই থাকে; ঘুমের অবস্থায় মাথায় ঘর্ম্ম হয়; রোগী শীতল বাতাস সহ্য করিতে পারে না এবং তাহার সহজেই সর্দ্দি লাগে; পায়ের পাতা অত্যন্ত শীতল; কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণাবিশিষ্ট কঠিন মল ত্যাগ ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। আক্রান্ত স্থানে পূঁয উৎপন্ন হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে পূঁয নির্গত হয়, অথবা প্রবল উদরাময় বা প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হওয়ার দরুণ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে চায়না ১, ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। রোগী চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া যায়; আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত প্রবল বেদনা যাহা রাত্রিতে এবং প্রত্যেক বার নড়াচড়াতে বৃদ্ধি হয়; রাত্রিতে ঘর্ম্ম হয়, যাহার দরুণ যন্ত্রণাদির কোনও উপশম হয় না; আক্রান্ত স্থানে পূঁয হওয়ার উপক্রম হয়; গ্রন্থিতে ফোড়া হয়; রাত্রিতে, আর্দ্র বায়ু বা জল বৃষ্টিতে সমুদয় লক্ষণের বৃদ্ধি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ফস্ফরাস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। রসক্ষয় জনিত জ্বর বা হেক্‌টিক্ ফিবার (Hectic Fever) এবং শুষ্ক খুশখুশে কাশি; আক্রান্ত স্থান হইতে জলবৎ তরল পূঁয নির্গমন; অত্যন্ত পিপাসা এবং অধিক পরিমাণে শীতল জলাদি পান না করিলে পিপাসা নিবারিত হয় না বা রোগী পরিতৃপ্ত হয় না; বেদনাহীন পুরাতন উদরাময় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ। লম্বা কৃশাঙ্গ বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

রাস্‌টক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ। আক্রান্ত সন্ধিতে থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; বেদনা হাঁটুর সন্ধিতেই অধিক অনুভূত হয় এবং নড়াচড়াতে বেদনার উপশম হয়; গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীতি; মুখমণ্ডল ও মাথায় খোসা বিশিষ্ট ফুস্কুড়ী; জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া রোগোৎপন্ন হয়; আর্দ্রতা অথবা ঠাণ্ডাতে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সাইলিসিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। আক্রান্ত স্থানে পূঁয উৎপন্ন হইয়া সন্ধির চতুর্দ্দিকে নালী হইয়া উহা হইতে তরল পূঁয নির্গত হয়; আক্রান্ত স্থানের অস্থি ক্ষত হইয়া বাহির হয়; সন্ধ্যার সময় মাথায় প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম; হেক্‌টিক্ ফিবার (Hectic Fever), বিশেষতঃ অনেক কাল

ধরিয়া পূঁয নির্গত হওয়ার দরুণ হইলে; কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল কঠিন, যাহা একবার গুহ্যের বাহির হইয়া পুনর্বায় গুহ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সাল্ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। শরীরের নানা স্থানে ক্ষত; মাথা এবং কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে কল্তানিবিশিষ্ট ফুস্কুড়ী এবং কর্ণ দিয়া ক্লেদ নির্গমন; গ্রন্থি স্ফীত হয় এবং কখন কখন উহাতে পূঁয উৎপন্ন হয়; হাঁটুর সন্ধির শাদা স্ফীতি; উরু সন্ধির হঠাৎ অত্যন্ত কষ্টদায়ক ঝম্পমান স্পন্দন, যাহা সচরাচর আক্রান্ত স্থান নাড়িবার সময়ই অধিক অনুভূত হয়; অতি প্রত্যূষে উদরাময়; মাথা উষ্ণ এবং হাত পায়ের পাতা শীতল; রোগী বারম্বার দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে বা মূর্চ্ছার ভাব ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। রোগের তরুণাবস্থায় ৩।৪.৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য। রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে প্রতিদিন ঔষধের ১ বা ২ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। পুষ্টিকর এবং বলকারক, অথচ সহজে পরিপাক পায় রোগীকে এরূপ আহার দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিবে। মৎস্য, মাংসের ঝোল; গোল আলু, সুজির রুটি, দুগ্ধ ইত্যাদি রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। যাহাতে শরীরের পরিপোষণ ভাল হয়, রোগীর পক্ষে সে প্রকার আহার দ্রব্যাদি উপকারী। প্রতিদিন বহির্ব্বায়ুতে পরিমিত অঙ্গচালনা করিবে এবং সর্ব্বদা পরিস্কৃত থাকিবে। প্রতিদিন রোগীর কাঁচা টাট্কা জলে স্নান করা উচিত। যে ঘরে রোগী শয়ন করে সে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালন অত্যন্ত আবশ্যক।

ষোড়শ অধ্যায়।

বাহ্যিক আঘাতপ্রাপ্ত হেতু রোগ সমূহ

(EXTERNAL INJURIES)

আগুনে পোড়া ও তদ্দরুণ ক্ষত (BURNS AND SCALDS.)

আগুনে পুড়িয়া ফোস্কা পড়িয়া সামান্য ক্ষতাদি হইলে অধিক ভয়ের কারণ নাই বটে। কিন্তু অধিক পরিমাণে পুড়িলে উহা দ্বারা রোগীর

মৃত্যুও হইতে পারে। শরীরের যে স্থান পুড়িয়া যায় সে স্থান বুঝিয়া রোগীর স্বাস্থ্য অনুসারে রোগ সামান্য বা সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। ছোট বালক বালিকাগণের স্নায়বিক মণ্ডলী সহজে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহারা যুবা যুবতী অপেক্ষা অধিক কষ্ট পায় বা সহজে আরাম হয় না। পোড়া ঘায়ের দরুণ অনেক সময় শিশু বা ছোট বালকবালিকাগণের মৃত্যু হয়। শিশু বা অতি অল্প বয়স্ক বালকবালিকাগণ আগুনে পুড়িলে তাহাদিগের প্রায়ই আক্ষেপ (Spasms) হয় এবং মস্তিষ্ক অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ তাহাদিগের মৃত্যুও হইয়া থাকে। অন্যান্য অপেক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিগণ আগুনে পোড়ার দরুণ কম কষ্ট পায়। কিন্তু আগুনে পোড়ার ক্ষত বিসর্পের আকার ধারণ করিলে রোগ আরাম করা কষ্টসাধ্য। মাথা বা উদর আগুনে পুড়িলে বিশেষ আশঙ্কার বিষয়। গ্রন্থকারগণ বলেন যে, আগুনে পুড়িয়া শরীরের ½ অংশে ফোস্কা পড়িলে রোগীর প্রাণ রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা অতি কম থাকে। কিন্তু উহা অপেক্ষা শরীরের আরো অধিক অংশে ফোস্কা পড়িয়াও অনেক রোগী বাঁচে এরূপ দেখা যায়। এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

চিকিৎসা। শরীরের যে অংশ আগুনে পোড়ে সে অংশে যাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস বা জলাদি না লাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আগুনে পুড়িয়া ফোস্কা না পড়িলে কোন কোন চিকিৎসক আল্‌কোহল্ (Alcohol) লাগাইয়া থাকেন। যদি সামান্য রকমে পোড়ে, তবে ক্যান্থারাইডিস্ মূল আরোক ৫ ফোঁটা, ১ আউন্স্ জলে মিশাইয়া উহাতে এক খানি নেকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিবে। প্রখর লক্ষণগুলি দূরীভূত হইলে শূকরের পরিষ্কৃত চর্ব্বি ২ ভাগ, ১ ভাগ শাদা মোমে মিশাইয়া গলাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ক্যাষ্টাইল্ সোপ উষ্ণ জলে মিশাইয়া উহা এক খানি মোলাম কাপড়ের নেকড়ায় লাগাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে বলিয়া অনেক চিকিৎসক বলেন। আগুনে পুড়িবা মাত্রই পোড়া স্থানে নারিকেল বা তিসির তৈল লাগাইয়া উহাতে ময়দা পুরু করিয়া ছড়াইয়া দিবে। এই উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ অথচ উপকারী; অতএব ইহা সকলেরই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। মুখ গহ্বর, গলার মধ্য, অথবা পাকস্থলীর মধ্য পুড়িলে গ্লিসেরিন্ ব্যবস্থা। যত পরিমাণ গ্লিসেরিন্ তত পরিমাণ জল একত্রে

মিশাইয়া ১ চামচা পরিমাণে সেব্য এবং রোগীকে এই ঔষধ দ্বারা মুখ ও গলার মধ্যে কুলি (Gargle) করিতে দিবে। আর্টিকা ইউরেন্স্ নামক ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। পোড়ার দরুণ ফোস্কা, ক্ষতাদি যেরূপ হউক না কেন, উহার পক্ষে আর্টিকা ইউরেন্স্ এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। এই ঔষধ ক্যান্থারাইডিসের ন্যায় ব্যবহার্য্য। সাল্‌ফিউরিক্ বা অন্য কোন প্রকারের আসিড্ দ্বারা পুড়িলে প্রথমতঃ সোডা বা কাঠের আগুনের ছাইয়ে জল মিশাইয়া উহা দ্বারা আক্রান্ত স্থান ধোয়াইয়া দিবে এবং আল্‌ক্যালী (Alkali) অথবা লাই (Lye) দ্বারা পুড়িলে বিনিগার ও জল সমান পরিমাণে লইয়া উহা দ্বারা পোড়াস্থান ধোয়াইয়া পোড়ার অন্যান্য চিকিৎসা করিবে। ফস্ফরাস্ দ্বারা পুড়িলে আক্রান্ত স্থানে নারিকেল তৈল ইত্যাদি লাগাইবে। আগুনে পোড়ার দরুণ কোন প্রকারের ধাতুগত অসুখ হইলে লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলির আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। শীত কম্প, প্রবল জ্বর ; চর্ম্ম অত্যন্ত শুষ্ক ও উষ্ণ, প্রবল পিপাসা, অত্যন্ত ভয় ও মনের উদ্বেগ এবং স্নায়বিক উত্তেজনা ইত্যাদি লক্ষণে একোনাইট ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। কাল্‌চে দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ ; অতি শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত বল ক্ষয় এবং জীবনীশক্তির হ্রাস ; অত্যন্ত পিপাসা, রোগী বারম্বার জলপান করে বটে, কিন্তু একবারে সে অতি অল্প পরিমাণ জল পান করে ; অস্থিরতা ও মৃত্যু ভয় ইত্যাদি লক্ষণে আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। অধিক পরিমাণে আগুনে পুড়িয়া আক্ষেপ (Convulsions) হওয়া, রোগী বেদনা যন্ত্রণাদির দরুণ একবারে অধীর ও পাগলের ন্যায় হয় ; রোগী এত অধৈর্য্য হয় যে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে চটিয়া উত্তর দেয় ; মুখমণ্ডল ও কপালে উষ্ণ ঘর্ম্ম হয় ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। আগুনে পোড়া বা আক্রান্ত স্থানে অনেক দূর ধরিয়া পূঁয উৎপন্ন হওয়া ; বেদনা বা যন্ত্রণাহীন কাল্‌চে জলবৎ তরল ভেদ, বিশেষতঃ রাত্রিতে ইত্যাদি লক্ষণে চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। ঘা শুকাইতে অনেক দিন বিলম্ব হইলে অথবা ঘায়ে অতিরিক্ত মাস বৃদ্ধি হইলে সাইলিসিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। পোড়া স্থানে অতিরিক্ত মাস বৃদ্ধি হওয়ার উপক্রম হইলে অথবা ঘা শুকানের কোন চিহ্ন দৃষ্ট না হইলে ; আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত চুলকানি, জ্বালানুভব এবং

ক্ষতের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রদাহযুক্ত হইলে সাল্ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

হিম বা শীতজাত স্ফোটক বা চিল্ ব্লেইন্স্

(CHILBLAINS.)

ইহা এক প্রকার ক্ষত বা প্রদাহ বিশেষ। আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত হইয়া উহাতে হঠাৎ শীতল প্রয়োগ বা আক্রান্ত স্থান শীতল থাকা কালীন উহাতে হঠাৎ উত্তাপ লাগিলে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পায়ের পাতা, হাত, কর্ণ এবং নাসিকাই ইহা দ্বারা সচরাচর অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। আক্রান্ত স্থান বেগুনীর আভাযুক্ত লালবর্ণ হয়, সচরাচর ঈষৎ স্ফীত এবং উহা অত্যন্ত চুল্কায়, উহাতে জ্বালানুভূত হয় এবং টাটায়। বায়ুর পরিবর্ত্তনের সময়েই চুলকানী, জ্বালা ও টাটানির উদ্রেক অধিক হয়। রোগ প্রবল হইলে চামড়ার নীচে সিরামের (Serum) ন্যায় ফেণবৎ তরল পদার্থের সঞ্চার হইয়া ফাটিয়া অস্বস্থ রকমের ক্ষত উৎপন্ন হয়। এই ক্ষত সহজে শুকায় না।

চিকিৎসা। রোগ সামান্য আকার ধারণ করিলে অত্যন্ত শীতল জল দ্বারা আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিলেই রোগ সারিয়া যায়। রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় আক্রান্ত স্থান টাট্কা কাঁচা কূপের জল দ্বারা ধোয়াইয়া মুছিয়া ফেলিলেও অনেক উপকার দর্শে। যদি আক্রান্ত স্থানে জলপূর্ণ ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হয়, অর্দ্ধ পোয়া জলে ২০ ফোঁটা ক্যান্থারিসের মূল আরোক মিশাইয়া আক্রান্ত স্থান বারম্বার ধোয়াইবে। আক্রান্ত স্থানে জ্বালা বা কুট্কুটানী অনুভূত হইলে আর্ণিকার মূল আরোক ২০ ফোঁটা আধ পোয়া জলে মিশাইয়া আক্রান্ত স্থান ধোয়াইয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন লক্ষণবিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। আক্রান্তস্থান উষ্ণ, উজ্জ্বল লাল দাগ বিশিষ্ট এবং উহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ক্ষত এবং বিস্তারশীল ফোস্কা পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে আর্সিনিক ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। হাত পায়ের আঙ্গুলের চিল্-ব্লেইন্; আক্রান্ত স্থান নীলের আভাযুক্ত লালবর্ণ এবং অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত হয় ও চুলকায় ইত্যাদি লক্ষণে ফস্ফরাস্ ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। পায়ের আঙ্গুল আক্রান্ত হইয়া উহাতে ক্ষতযুক্ত ফোস্কা পড়িলে সাল্ফার ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। মনোনীত ঔষধের ১ মাত্রা প্রাতে, এবং ১ মাত্রা রাত্রিতে, সেব্য।

নিহারাক্রান্ত হওয়া (FROST-BITE.—FROZEN LIMBS.)

শরীরের কোন অংশ অনেকক্ষণ নিহারে থাকিলে উক্ত অংশ ট্যালো (Tallow) নির্ম্মিত বাতির ন্যায় রঙ্গ হইয়া আক্রান্ত স্থানে স্পর্শ জ্ঞান ও সঞ্চালন শক্তি রহিত হয় এবং নিহারাক্রান্ত অঙ্গ আকারে ছোট হয়। প্রতিক্রিয়া হইলে আক্রান্ত অঙ্গ নীলের আভাযুক্ত, স্ফীত, প্রদাহযুক্ত এবং বেদনাযুক্ত হয়। এই সময় অনেক রোগী জানিতে পারে না তাহার কি হইয়াছিল। নাসিকা বা কর্ণ আক্রান্ত হইলে রোগী এ বিষয় আরো জানিতে পারে না।

চিকিৎসা। নিহারাক্রান্ত রোগীকে একটী শীতল ঘরে শয়ন করাইয়া রাখিয়া আক্রান্ত অঙ্গ নিহার দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। নিহার অভাবে বরফের জল বা অত্যন্ত শীতল জল আক্রান্ত সঙ্গে ঘর্ষণ করিয়া লাগাইবে। ঘর্ষণ দ্বারা যাহাতে আক্রান্ত অঙ্গের চামড়া ছিঁড়িয়া না যায় বা উহাতে আঘাত না লাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে। রোগীর চৈতন্য হইলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীকে এমন ঘরে রাখিবে যাহার উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক না হয়। রোগী যে ঘরে থাকে তাহার উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষাও কম হইলে ভাল হয়। নিহারাক্রান্ত হইয়া প্রতিক্রিয়ার পর যদি বেদনা যন্ত্রণাদি বর্ত্তমান থাকে, তবে লক্ষণ বিশেষ কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্ ৬ ডাইলুশনের এক এক মাত্রা, ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর, সেব্য। যদি এই ঔষধে ৬ ঘণ্টার মধ্যে উপশম না হয়, তবে আর্সিনিকাম্ আল্বাম ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ কার্ব্বো বেজিটেবিলিসের ন্যায় ব্যবস্থা।

শয্যাক্ষত (BED SORE)

যদি অনেক দিন কোন প্রবল বা অত্যন্ত দুর্ব্বলকারক রোগ অবস্থিতি করে, তবে রোগী অনেকক্ষণ যে পাশে শয়ন করিয়া থাকে সে পাশের হাড় যদি বহির্দ্দিকে অধিক বাহির বা উন্নত হইয়া পড়ে, তবে উক্ত স্থানের চামড়া প্রদাহযুক্ত হইয়া উহাতে ক্ষত হয়, এবং পচাও লাগিতে পারে।

পৃষ্ঠদেশ, উরুর সন্ধি এবং বস্তির হাড় যে চর্ম্ম দ্বারা আবৃত, সে চর্ম্মেই এই ক্ষত অধিক হইয়া থাকে। অপরিষ্কৃত থাকা অথবা মূত্র লাগিয়াও অনেক সময় এই প্রকার ক্ষত হইতে পারে।

চিকিৎসা। শরীরের কোন অংশ টাটাইলে বা চড়্‌চড়্ করিলেই আর্ণিকার মূল আরোক ২০ ফোটা ৪ আউন্স্ জলে মিশাইয়া ব্রাণ্ডি নামক মদ্য ও জল সমানু পরিমাণে লইয়া মিশাইয়া আক্রান্ত স্থান ধোয়াইয়া দিবে। যদি চামড়া ছিঁড়িয়া যাইয়া ক্ষত হয়, তবে ক্যালেণ্ডুলার মূল আরোক আর্ণিকার ন্যায় ব্যবহার্য্য। এতদ্ভিন্ন রোগীকে অতি কোমল বা মুলাম বিছানায় শয়ন করাইয়া রাখিবে।

আঘাত লাগিয়া চামড়া ছিঁড়িয়া ঘা বা ক্ষত হওয়া
(WOUNDS.)

কোন প্রকারে আঘাত লাগিলে শরীরের কোন কোমলাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই ঘা নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:- (১) তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কাটা ঘা বা ইন্‌সাইজ্‌ড্ উণ্ড্‌স্ (Incised Wounds)। এই প্রকার ঘা সহজেই শুকাইয়া যায়। কিন্তু রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে ইহাতে রোগী অত্যন্ত ক্লেশ পায়। (২) ভোঁতা অস্ত্রাঘাত জনিত ঘা বা কন্‌টিউজ্‌ড্ উণ্ড্‌স্ (Contused wounds)। ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত স্থানের চামড়ার নীচের অংশে আঘাত লাগে, কিন্তু চামড়া ছিঁড়িয়া যায় না। (৩) প্রবল বেগে আঘাত পাইয়া চামড়াদি নানা দিকে অসমভাবে ছিঁড়িয়া যাইয়া ক্ষত বা লেসারেটেড্ উণ্ড্‌স্ (Lacerated wounds)। ইহাতে শরীরের কোন কোন অংশ ছিঁড়িয়া যাইয়া ক্ষতের প্রান্ত অসম হয় এবং উহা হইতে কখন কখন অতি সামান্য পরিমাণে রক্ত পড়িয়া থাকে। এই প্রকার ঘা সহজে শুকায় না। (৪) সূচী, কাঁটা, সঙ্গীন ইত্যাদি অপ্রশস্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত বা পাংচার্ড্ উণ্ড্‌স্ (Punctured wounds)। এই প্রকার ঘা সহজে শুকায় না এবং উহাতে অধিক বা অল্প পরিমাণে পূঁযের সঞ্চার হয়। (৫) বন্দুক ইত্যাদির গুলি লাগিয়া ক্ষত (Gunshot Wounds)। বারুদ কাঠের টুকরা, পাথরের টুকরা, কাঁশা, তামা ইত্যাদির টুকরা, এবং সর্ব্ব প্রকারের গুলি বন্দুক ইত্যাদিতে ভরিয়া উহাতে আগুন দিলে বন্দুক ছুটিয়া উক্ত পদার্থ বা গুলি গুলি কাহারো গায় প্রবিষ্ট হইয়া এই প্রকারের ঘা বা ক্ষত উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা। যদি ঘা অত্যন্ত গভীর বা বিস্তৃত রকমের হয়, তবে রোগীর চিকিৎসার ভার কোন এক বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। এই সকল ঘায়ের চিকিৎসায় রক্তস্রাব থামানই চিকিৎসকের প্রথম কর্ত্তব্য। ক্ষত স্থান উপরের দিকে উঠাইয়া উহাতে শীতল জল বা বরফ মিশ্রিত জল ঢালিয়া দিলে বা শীতল জলপটি লাগাইয়া রাখিলে রক্তস্রাব থামিয়া যায়। যদি কোন রক্তবহা ক্ষুদ্র নালী অথবা মুখগহ্বরের কোন ক্ষুদ্র বা রুগ্ন অংশ হইতে রক্তস্রাব হয় এবং শীতল জলাদি প্রয়োগে রক্তস্রাব না থামে, তবে পার্‌সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ আয়রণে (Persulphate of Iron) এক খানি লিণ্ট্‌ (Lint) বা সুতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া রাখিলে রক্ত থামিয়া যায়। যদি কোন ধমনী আহত হইয়া রক্তস্রাব হয় তাহা হইলে রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ হয় ও প্রত্যেক বার নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে চলকে চলকে রক্ত নির্গত হয়। এমতাবস্থায় আহত ধমনীটিকে আঙ্গুল বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ দ্বারা চাপিয়া রাখিবে। যদি বাহু বা পায়ের ডিম (থোড়া) ইত্যাদির ধমনী আহত হয়, তবে যে পর্য্যন্ত চিকিৎসক না আইসেন একখানি মুলাম নেকড়া রসির ন্যায় পাকাইয়া বাহু বা পায়ে বাঁধিয়া রাখিবে। ইহা দ্বারাই রক্ত থামিয়া যায়। তৎপর চিকিৎসক আসিয়া আবশ্যক বোধ করিলে তিনি লিগেচার (Ligature) দ্বারা ধমনী বাঁধিতে পারেন। ইহার পর দেখা উচিত যে ঘায়ের মধ্যে ধূলা, কাঁকর, বন্দুকের গুলি বা থানা থানা রক্ত আছে কি না। যদি কিছু থাকে, তবে উহা বাহির করিয়া ফেলিবে। ক্ষতের মধ্যে জল দ্বারা পিচকারী করিয়া ধোয়াইলে উক্ত পদার্থ গুলি বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই প্রকারে ঘা ধোয়াইয়া উহার দুই মুখ একত্রিত করিয়া আড্‌হিসিব্‌ প্লাষ্টার (Adhesive Plaster) দিয়া আঁটিয়া রাখিয়া ব্যাণ্ডেইজ্‌ (Bandage) দ্বারা আক্রান্ত স্থান বাঁধিয়া রাখিবে। যদি ঘা বিস্তৃত রকমের হয় এবং উক্ত ঘা যদি ভ্রূ, চক্ষুর পাতা, কর্ণ ইত্যাদিতে হয়, তবে ক্ষত স্থান সেলাই করা আবশ্যক হইতে পারে। ৩ হইতে ৫ দিবস মধ্যেই সেলাই খুলিয়া দেওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন ভোঁতা অস্ত্রাঘাত হেতু ক্ষত হইলে, সন্ধির কোমলাংশ থেঁৎলিয়া বা মোচড়াইয়া যাইলে, সন্ধি-স্থানভ্রষ্ট হইলে আর্ণিকার মূল আরোক ৫ ফোঁটা ২ কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া উক্ত লোশনে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থান বাঁধিয়া রাখিবে। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কাটা ঘা, সূচা বা অপ্রশস্ত তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ঘা, অথবা বন্দুকাদির গুলি দ্বারা ঘা হইলে

ক্যালেণ্ডুলার মূল আরোক ৩০ ফোঁটা ২ কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া উহাতে একখানি সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া রাখিয়া ব্যাণ্ডেইজ্ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে।

এতদ্ভিন্ন ঘায়ের দরুণ কোন প্রকারের ধাতুগত অসুখ প্রকাশ পাইলে লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ব্যবস্থা। প্রবল জ্বর লক্ষণ; ভয় ও মনের উদ্বেগ এবং অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা ইত্যাদি লক্ষণে একোনাইট ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ কন্‌কনানি; রোগী যাহাতেই শয়ন করুক না কেন উহা তাহার নিকট কঠিন অনুভূত হয় ইত্যাদি লক্ষণে আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। সকল প্রকারের আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর ধাতুগত অসুখের পক্ষেই ইহা এক সর্ব্বপ্রধান ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। অতএব আঘাত পাওয়ার অব্যবহিত পরই এই ঔষধ সেবন করা উচিত। যদি আহত স্থানে প্রচুর পরিমাণে পূঁয উৎপন্ন হইয়া উহাতে অত্যন্ত বেদনা হয় এবং ঘা সহজে না শুকায়, রোগী একবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়ে এবং সহজেই চটিয়া উঠে, তবে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। রক্তস্রাবের দরুণ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা অবসন্নতা; রোগী বারম্বার মূর্চ্ছা যায় এবং তাহার মুখমণ্ডল মৃতদেহের ন্যায় মলিন বা শিটা হয়; রক্তস্রাবের দরুণ দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে চায়না ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। সামান্যরূপে আহত হইলে বা চোট পাইলেই আহত স্থানে পূঁয উৎপন্ন হয়; এমতাবস্থায় এবং রোগী গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট হইলে হিপার সাল্‌ফিউরিস ৬ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রবল আকার ধারণ করিয়া যদি একোনাইট্, আর্ণিকা অথবা চায়না ব্যবহার্য্য হয়, তবে রোগের অবস্থা অনুসারে ঔষধের ১ মাত্রা অর্দ্ধ, ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

স্প্রেইন্ (SPRAIN,—SUBLUXATION.)

দৈব ঘটনা হেতু কোন সন্ধির চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কোমল অংশের প্রবল বিস্তৃতি বা মোচড়াইয়া যাওয়াকে স্প্রেইন্ (Sprain) বলে। ইহা দ্বারা আক্রান্ত

স্থানের আঁশাল অংশের সামান্য রকমের বিস্তৃতি হইতে পারে, অথবা উক্ত অংশ ছিঁড়িয়াও যাইতে পারে। এই প্রকার দুর্ঘটনা পায়ের পাতার সন্ধি, হাঁটুর সন্ধি ও মণিবন্ধেই সচরাচর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত কাল পরই প্রবল বেদনা এবং অনেক সময় মূর্চ্ছা, আহত স্থান স্ফীত এবং উহার রঙ্গ বিকৃত হইয়া পড়ে, উক্ত অংশ দুর্ব্বল বা শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না।

চিকিৎসা। শরীরের আঘাত প্রাপ্ত অংশ উচ্চভাবে রাখিবে এবং উহার সঞ্চালন একেবারেই করিবে না। আর্ণিকার মূল আরোকের ১০ ফোঁটা ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার টাট্‌কা জলে মিশাইয়া উহাতে একখানি পুরু সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আঘাত প্রাপ্ত হওয়া মাত্র আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিবে এবং নেকড়া খানি বারম্বার পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। যদি আঘাত প্রাপ্ত স্থান স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত হয়, তবে উক্ত প্রণালী মতে আর্ণিকার লোশন (Lotion) প্রস্তত করিয়া উষ্ণ কবিয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইবে। এতদ্ভিন্ন লোশন লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে আর্ণিকার ৩ বা ৬ ডাইলুশনের ১ ফোঁটা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ১ মাত্রা করিয়া এই প্রকারের ১ মাত্রা, রোগের অবস্থানুসারে, ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। উক্ত ঔষধ দ্বারা প্রবল যন্ত্রণাদি কমিয়া গেলে, লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিবে। আঘাত প্রাপ্ত সন্ধিতে বেদনা, যাহা সঞ্চালন করিলে বেদনার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয় এবং সন্ধি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল অত্যন্ত কঠিন; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে ইত্যাদি লক্ষণে ব্রাইওনিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। স্থির ভাবে থাকিলে বা রাত্রিতে আঘাত প্রাপ্ত স্থানে বেদনার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হয়; ঝড় বৃষ্টির কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই আঘাত প্রাপ্ত স্থান শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ইত্যাদি লক্ষণে রাস্টক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। বাতাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থানুসারে প্রতি দিন মনোনীত ঔষধের ২ বা ৩ মাত্রা সেব্য।

থেঁৎলিয়া যাওয়া বা ব্রুইজেজ্ (BRUISES.)

কোন প্রকারের ভোঁতা অস্ত্র বা পদার্থ লাগিয়া শরীরের কোন অংশে

চোট পাইলে উহাকে থেঁৎলিয়া যাওয়া বলে। ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত স্থানের চামড়ার সামান্য নীচেই রক্ত জমাট হয়, যাহার দরুণ কথঞ্চিত বেদনা হয় এবং কখন কখন উক্ত স্থান স্ফীত হয় ও উহার রঙ্গও বিকৃত হইয়া থাকে। যদি শরীরের গভীর অংশে পর্য্যন্ত আঘাত লাগে, তবে আঘাত প্রাপ্ত স্থানে অনেক সময় পুঁয উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। আর্ণিকার মূল আরোক ১০ ফোঁটা ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহাতে এক খানি সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিবে। যদি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ শরীরে বেদনাদি অসুখ অনুভূত হয়, তবে আর্ণিকার ৩ বা ৬ ডাইলুশনের ১ মাত্রা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা। যদি আঘাত প্রাপ্ত স্থানে পুঁয উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর হিপার সাল্‌ফিউরিস ৬ ডাইলুশনের ১ মাত্রা সেব্য; কোন কোন রোগীর আঘাত প্রাপ্ত স্থানে পুল্‌টিশ্ লাগানও আবশ্যক হইতে পারে। যদি আঘাত প্রাপ্ত স্থান পচিতে আরম্ভ হওয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়, তবে লক্ষণ বিশেষে আর্সি-নিকাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ এবং চায়না ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। এই দুই ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ময়দায় কাঠের কয়লার নির্ম্মল গুঁড়া মিশাইয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে পুল্‌টিশ্ লাগাইবে। এইরূপ অবস্থায় কোন এক বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসকের সাহায্য লওয়া কর্ত্তব্য।

মাথায় আঘাতজনিত ঘা (WOUNDS OF THE SCALP.)

মাথায় ঘা বা থেঁত্‌লিয়া যাওয়া যত সামান্য আকারের হউক না কেন উহা অবহেলা করা অনুচিত। কারণ, উহা দ্বারা বিসর্প (Erysipelas), অথবা প্রদাহ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা। আঘাত প্রাপ্ত বা ক্ষত স্থান পরিষ্কার জল ও সূতার কাপড়ের নেকড়া দ্বারা ধোয়াইয়া ধুলা, কাঁকর ইত্যাদি পদার্থ ধোয়াইয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ আড্‌হিসিব্ প্লাষ্টার (Adhesive Plaster) দ্বারা ঘায়ের দুই মুখ জুড়িয়া রাখিবে। কখন কখন সূচী দ্বারা ঘায়ের দুই মুখ সেলাই করাও আবশ্যক হইতে পারে। প্লাষ্টার লাগাইবার জন্য ঘায়ের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের চুল কাটিয়া দেওয়াও আবশ্যক হইতে পারে। বিশেষ

প্রয়োজন না হইলে আঘাত প্রাপ্ত স্থান সেলাই করা অনুচিত এবং সেলাই করিলেও কেবল চর্ম্মই সেলাই করা উচিত। ঘায়ের দুই মুখ আলগাভে একত্রিত করিয়া প্লাষ্টার লাগাইয়া একখানি ব্যাণ্ডেইজ্ (Bandage) বাঁধিয়া ক্যালেণ্ডুলার মূল আরোক ১ ভাগ, ১৬ ভাগ পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ব্যাণ্ডেইজ্ খানি সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিবে। যদি আঘাত দ্বারা চামড়া ছিঁড়িয়া না যাইয়া কেবল থেঁত্‌লিয়া যায়, তবে ক্যালেণ্ডুলার পরিবর্ত্তে ১০ ফোঁটা আর্ণিকার মূল আরোক ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহাতে এক খানি নেকড়া ভিজাইয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিবে এবং আঘাতের দরুণ সার্ব্বাঙ্গিক অসুখ অনুভূত হইয়া বমন বা নিদ্রাবল্য হইলে আর্ণিকার ৩ বা ৬ ডাঃ, ৩ ঘণ্টা অন্তর ১ মাত্রা সেব্য। যদি জ্বর হইয়া চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ; পিপাসা, মুখমণ্ডল আরক্ত এবং অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে একোনাইট্ ১ বা ৩ ডাইলুশনের ১ মাত্রা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। যদি শীত কম্প, জিহ্বা শুষ্ক, আঘাত প্রাপ্ত স্থান স্ফীত হইয়া দপ্ দপ্ করা এবং বেদনাযুক্ত হওয়া ইত্যাদি পূঁয উৎপন্ন হওয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায় তবে, অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া পূঁয বাহির করিয়া ফেলিবে। এতদ্ভিন্ন রোগীকে লঘু পথ্য ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাকে কোন প্রকারের উত্তেজক আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি উদরস্থ করিতে দিবে না।

আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের হঠাৎ কার্য্যাবরোধ বা কন্‌কাশন্ অব্ দি ব্রেইন্

(CONCUSSION OF THE BRAIN.)

ইহাতে পড়িয়া যাইয়া, বা মাথায় অন্য কোন প্রকারে আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের হঠাৎ কার্য্যাবরোধ হয়। সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইলে মাথা ঘোরা, চক্ষে আঁধার বা কম দেখা, শিরঃপীড়া, হাত পায়ের স্পন্দন, গা বমিবমি করা এবং ঘুমাইবার ইচ্ছা ইত্যাদি মানসিক কার্য্যের বৈলক্ষণ্যের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। রোগ প্রবল আকার ধারণ করিলে রোগী একবারে অচেতন হইয়া পড়ে, তাহার শরীর শিটা, মলিন এবং শীতল হয়; আকৃতি মৃতবৎ ভয়ানক বিকৃত হয়, নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল এবং অসম হয়, অথবা নাড়ী একবারে অনুভূত হয় না; নিশ্বাস প্রশ্বাস মৃদু মৃদু অথবা

অতি মৃদুভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস। যদি প্রবল আঘাত পাইয়া মস্তিষ্কের জড়তা হয়, তবে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা। আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার সময় অবধি উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাইলুশনের ১ ফোঁটা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ২০।৩০ মিনিট অন্তর এক মাত্রা ব্যবস্থা। আঘাত প্রাপ্ত স্থানে ক্ষতাদি বর্ত্তমানে মাথায় আঘাত জনিত ঘায়ের অধ্যায়ের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বনীয়। অত্যন্ত প্রবল জ্বর, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ; প্রবল পিপাসা, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন; অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা; প্রলাপ উক্তি, বিশেষতঃ রাত্রিতে ইত্যাদি লক্ষণে একোনাইট ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। চক্ষু লালবর্ণ ও উজ্জ্বল এবং ভয়ানক; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ও টল্‌টলে; দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া; আলোক বা গোলমাল সহ্য হয় না এবং উহাতে সমুদয় লক্ষণ বৃদ্ধি পায়; সর্ব্বদা নিদ্রাবেশ, কিন্তু রোগী ভালরূপে ঘুমাইতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে বেলাডোনা ১, ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। রোগী চক্ষু অর্দ্ধ খোলা রাখিয়া ঘুমায় এবং তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাসে গোঁ গোঁ ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়; প্রলাপ বলা এবং চক্ষু একেবারে খোলা থাকে; মুখমণ্ডল বেগুনি রঙ্গ বিশিষ্ট এবং স্ফীত; রোগী সামান্য শব্দও শুনিতে পায়; মল গোলাকার, কঠিন, কাল গোলার ন্যায় ইত্যাদি লক্ষণে ওপিয়াম্ ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত, অর্দ্ধ, এক, দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর মনোনীত ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগীর পথ্য অতি লঘুপাক হওয়া আবশ্যক। সকল প্রকারের উত্তেজক আহারীয় বা পানীয় নিষিদ্ধ। যে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে, সে ঘরে রোগীকে শয়ন করাইয়া রাখিবে এবং ঐ ঘরে যাহাতে অধিক লোক না যাইতে পারে সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। রোগীকে স্থির ভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে এবং তাহাকে কথা বলিতে দিবে না।

হাড় ভাঙ্গা বা ফ্রাক্‌চার (FRACTURE,—BROKEN BONE.)

প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বা পেশীর সঙ্কোচন দ্বারা শরীরের কোন

অংশের হাড় ভাঙ্গিয়া ছিন্ন হওয়াকে হাড় ভাঙ্গা বা ফ্রাক্‌চার (Fracture) বলে। হাড়ভাঙ্গা বা ফ্রাক্‌চার দুই প্রকার। (১) সামান্য বা সিম্পেল্‌ ফ্রাক্‌চার (Simple Fracture)। ইহাতে কেবল হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। (২) মিশ্র হাড়-ভাঙ্গা বা কম্পাউণ্ড্‌ ফ্রাক্‌চার (Compound Fracture)। ইহাতে হাড় ভাঙ্গিয়া পেশী, লিগামেণ্ট্‌ (Ligament) এবং বৃহৎ রক্তবহা নালী গুলি ভেদ করিয়া হাড় চামড়ার বাহির হইয়া পড়ে। আবার হাড় যে ভাবে ভাঙ্গে সেই অনুসারে হাড়-ভাঙ্গা তিন প্রকারে বিভক্ত। যথা—(১) আড়ে ভাঙ্গা বা ট্রান্‌স্‌বার্স্‌ ফ্রাক্‌চার্‌ (Transverse Fracture); (২) কোণাকোণী বা টেড়া ভাবে ভাঙ্গা বা অব্‌লিক্‌ ফ্রাক্‌চার (Oblique Fracture); (৩) লম্বালম্বি বা দীঘালে ভাঙ্গা বা লঞ্জিটিউডিনেল্‌ ফ্রাক্‌চার্‌ (Longitudinal Fracture)। যদি হাড় ভাঙ্গে, তবে আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গ বিকৃত হয়; উহার কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না এবং উহাতে অত্যন্ত বেদনা যন্ত্রণাদির উদ্রেক হয়। কিন্তু ভাঙ্গা অঙ্গ নাড়িলে এক প্রকার কেব্‌ কেব্‌ শব্দ বা ক্রিপিটেশন্‌ (Crepitation) শুনিতে পাওয়া যায়। হাড় ভাঙ্গিয়াছে কি না উক্ত শব্দ দ্বারাই স্থির করা যাইতে পারে। হাড় না ভাঙ্গিলে উক্ত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা। এই প্রকার দুর্ঘটনা হেতু অসুখের চিকিৎসার ভার কোন এক বিচক্ষণ অস্ত্র চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত। তবে উক্ত প্রকারের চিকিৎসকের না আইসা পর্য্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গ উহার স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিয়া আর্ণিকার মূল আরোক ৩০ ফোঁটা ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার শীতল জলে মিশাইয়া উহাতে এক খানি সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া উহা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গ বাঁধিয়া রাখিবে এবং শীঘ্র শীঘ্র এক জন বিচক্ষণ অস্ত্র চিকিৎসককে ডাকাইয়া তাহার হস্তে রোগীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করিবে।

অস্থি স্থানভ্রষ্ট হওয়া বা ডিস্‌লোকেশন্‌স্‌

(DISLOCATIONS,—LUXATIONS)

ইহাতে সন্ধি গুলির অস্থির সঞ্চালনশীল অগ্রভাগ উহার স্থান ভ্রষ্ট হয়। ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত সন্ধির লিগেমেণ্ট্‌ (Ligament) প্রায়ই ছিঁড়িয়া যায় এবং অনেক সময় উহার নিকটবর্ত্তী পেশীও ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। অস্থি স্থানভ্রষ্ট হওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই আঘাত প্রাপ্ত স্থান

বেদনাযুক্ত এবং স্ফীত হয়, উহা বিকৃত হয় এবং উহার সঞ্চালন শক্তি রহিত হয়। আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গ সুস্থ অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিলে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা। এই প্রকার দুর্ঘটনার চিকিৎসার ভারও কোন বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত। যাঁহারা শরীরতত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগের হাড় স্বস্থানে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়া রোগীকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। আর্ণিকার মূল আরোকের ৩০ ফোঁটা ২ কাচ্চা শীতল জলে মিশাইয়া উহাতে এক খানি সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থান বাধিয়া রাখিবে এবং আর্ণিকার ৩ বা ৬ ডাঃ ১ মাত্রা ১।২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। যদি জ্বর হয়, তবে আর্ণিকার পরিবর্তে শীতল জলে নেকড়া ভিজাইয়া উহা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত স্থান বাঁধিয়া রাখিবে এবং একোনাইট্ ১ বা ৩ ডাইলুশনের ১ মাত্রা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। যদি পেশীর অগ্রভাগ বা টেণ্ডানে (Tendous) অত্যন্ত আঘাত লাগে, তবে রাস্টক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ একোনাইটের ন্যায় ব্যবস্থা।

মৌমাছি ইত্যাদির কামড়জনিত অসুখ (Stings of Bees &c.)

মৌমাছি, বোল্‌তা (বল্লা) ইত্যাদিতে কামড়াইলে কোন চিকিৎসার আবশ্যক হয় না। তবে গলার মধ্যে, মুখ গহ্বরের পশ্চাৎভাগে মৌমাছি বা বোল্‌তা ইত্যাদি প্রবেশ করিয়া কামড়াইলে রোগীর বিশেষ কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা। কোন প্রকারের ফলাদির সঙ্গে মৌমাছি, বোল্‌তা ইত্যাদি লুক্কাইত ভাবে থাকিলে উক্ত ফলাদি খাওয়ার সময় মৌমাছি ইত্যাদি গলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কামড়াইয়া থাকে।

চিকিৎসা। মৌমাছি বা বোল্‌তা ইত্যাদিতে কামড়াইয়াছে এরূপ সন্দেহ হইলে যে স্থানে হুল ফুটায়, সে স্থানে হুল ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যদি কামড়ের স্থানে হুল ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে এক খানি সন্না লইয়া উহা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে এবং হুল বাহির করিয়া ফেলিয়া হুল ফুটানের স্থানে ক্যাম্ফার অথবা পেঁয়াইজের রস লাগাইয়া দিবে। চক্ষু বা মুখের মধ্যে কামড়াইলে উহাতে

মধু, আর্ণিকা, ক্যাম্ফার বা পেঁয়াইজের রস লাগাইবে। আর্ণিকার বাহ্য প্রয়োগের সময় আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ ১ ফোঁটা মাত্রায় উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ১।২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর ১ মাত্রা সেবন করিতে দিবে। ক্যাম্ফারের বাহ্য প্রয়োগের সময় রোগীকে ক্যাম্ফর সোঁকিতে দিবে। যদি উক্ত ঔষধ ব্যবহার সত্ত্বেও প্রদাহ এবং বেদনা বর্ত্তমান থাকে, তবে একোনাইট্‌ ১ বা ৩ ডাঃ আর্ণিকার ন্যায় সেব্য। ইহা দ্বারা যদি উপকার না দর্শে, তবে লক্ষণ বিশেষে বেলাডোনা ৩ বা ৬ এবং আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাইলুশনের এক মাত্রা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য এবং উক্ত দুই ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ জলের বাহ্য প্রয়োগ আবশ্যক। মসা, ডাঁস বা অন্যান্য প্রকারের কীট, পতঙ্গে কামড়াইলে, লেবুর রস বা আর্ণিকার লোশন লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

জলাতঙ্ক বা পাগ্‌লা কুকুর, শেয়াল ইত্যাদির কামড় বা হাইড্রোফবিয়া

(HYDROPHOBIA,—BITES OF MAD DOGS &c.)

পাগ্‌লা কুকুর বা শেয়ালে কামড়াইলে রোগীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও ভয়ানক হইয়া পড়ে। কুকুর ইত্যাদিতে কামড়াইলে উহার দরুণ যাহাতে অসুখ না হইতে পারে সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। যত লোককে পাগ্‌লা কুকুর বা শেয়ালে কামড়াইয়া থাকে, তন্মধ্যে শতকরা ৫ জনের অধিক লোকের জলাতঙ্ক (Hydrophobia) হয় কিনা সন্দেহ। তথাপি কুকুর ইত্যাদিতে কামড়াইলে উহার পরবর্ত্তী অসুখ নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। যদি কাপড়ের উপর কুকুর ইত্যাদিতে কামড়ায়, তবে কামড়াইবার সময় মুখের লাল কাপড়ে মুছিয়া যাওয়ার দরুণ বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু খালি বা আদুল গায় কামড়াইলে বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। পাগ্‌লা কুকুর বা শেয়ালের কামড়ের দরুণ অসুখ হইলে কামড়ের পর ১৮ দিনের পূর্ব্বে কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং অসুখ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তিন মাসের মধ্যেই প্রায় প্রকাশ

পাইয়া থাকে। কখন কখন এই নিয়মের অন্যথাও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার দেড়, দুই বৎসর পরও অসুখ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা। পাগ্‌লা কুকুর বা শেয়ালে কামড়াইবা মাত্রই কামড়ের স্থান চুষিয়া রক্ত বাহিব করিয়া ফেলিয়া আহত স্থানের মাংস কাটিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে এবং আহত স্থানের উপরিভাগ ও নিম্ন ভাগ এক খানি নেকড়া বা রসি দ্বারা বাঁধিয়া, আহত স্থানে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করিয়া দিবে এবং যে পর্য্যন্ত রক্ত নির্গত হয়, সে পর্য্যন্ত আহত স্থানে উষ্ণ জল ক্রমাগত ঢালিয়া দিবে। ইহার পর যে পর্য্যন্ত কামড়ের দরুণ ক্ষত না শুকায়, সে পর্য্যন্ত রোগীকে বেলাডোনা ১, ৩ বা ৬ ডাইলুশনের ১ মাত্রা প্রাতে, ১ মাত্রা দুই প্রহরের সময়, এবং একমাত্রা রাত্রিতে সেবন করাইবে। এই প্রকার অসুখে কোন এক বিচক্ষণ বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া কর্ত্তব্য।

সর্পাঘাত (BITES OF SNAKES.)

সমুদয় বিষাক্ত সর্পেরই উপরেব মাড়িতে সঞ্চালনশীল ২টী লম্বা বিষদাঁত আছে। যে সকল সর্প বিষাক্ত নহে তাহাদিগের উপরের মাড়িতে দুই সারি এবং নীচেব মাড়িতে দুই সারি দাঁত থাকে। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে আহত স্থানে প্রবল চিড়িকমাড়ার সহিত জ্বালাযুক্ত বেদনা বা যন্ত্রণার উদ্রেক হয়।

চিকিৎসা। বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে তৎক্ষণাৎ আহত স্থান চুষিয়া বিষ বাহির করিয়া ফেলিবে। মুখ, ওষ্ঠ বা জিহ্বায় ক্ষত না থাকিলে যে ব্যক্তি চোষে তাহার কোন বিশেষ অপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কামড়ের স্থানের ঊর্দ্ধাংশে এক গাছি শক্ত সূতা দিয়া বন্ধনী বাঁধিয়া কামড়েব স্থান অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবে এবং তৎপর উক্ত স্থান আদত নাইট্রিক আসিড (Strong Nitric Acid) দ্বারা পোড়াইয়া দিবে। এতদ্ভিন্ন এসময়ে আহত ব্যক্তিকে আয়োডিন্ ৩ ডাইলুশনের ২।৩ ফোঁটা পবিষ্কাব জলে মিশাইয়া ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। অনেক চিকিৎসক রোগীকে ব্রাণ্ডি বা, হুইস্কি (Brandy and Whisky)

নামক মদ্য পান করার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন এই প্রকারের মদ্য পান করিলে সর্পের বিষে আহত ব্যক্তির কোন অপকার করিতে পারে না। যেই যাহা বলুন না কেন, প্রকৃত বিষাক্ত সর্পে কামড়াইলে আহত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার আশা দুরাশা মাত্র।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হইয়া বিষাক্ত হওয়া বা পয়জনিং

(POISONING)

কোন প্রকারের বিষ উদরস্থ হইয়াছে জানিতে পারিলেই বিষাক্তব্যক্তিকে বমন করাইয়া উদরস্থ বিষ বাহির করিয়া ফেলিবে এবং তৎপর বিষের পরাক্রম হ্রাস বা দূরীভূত করিবার জন্য যথাযোগ্য প্রতিষেধক ঔষধ সেবন করাইবে। বমন করাইতে হইলে ঈষৎ উষ্ণ জলে লবণ মিশাইয়া রোগীকে প্রচুর পরিমাণে উক্ত জল পান করিতে দিবে এবং তৎপর গলায় আঙ্গুল দিয়া বমন উৎপাদন করাইবে। অথবা জিহ্বার উপর কতক পরিমাণে লবণ, নস্য, অথবা রাই (মাষ্টার্ডের গুঁড়া) রাখিলেও বমন হইয়া থাকে। এই সকল উপায় দ্বারাও যদি বমন না হয়, তবে তামাকের ধূম গলার মধ্যে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করা উচিত। যদি কোন প্রকারের বমন উৎপাদক ঔষধ সেবন করাইয়া বমন করান আবশ্যক হয়, তবে সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্কের ২৪ গ্রেইণ জলে মিশাইয়া বিষাক্ত ব্যক্তিকে একবার সেবন করাইবে। আবশ্যক হইলে এই ঔষধের দ্বিতীয় মাত্রাও দেওয়া যাইতে পারে।

আসিটিক্ আসিড্, সাইট্রিক্ আসিড্, মিউরিয়াটিক্ আসিড্, নাইট্রিক্ আসিড্, অক্‌জালিক্ আসিড্, সাল্‌ফিউরিক্ আসিড্, টার্টারিক্ আসিড্ ইত্যাদি অম্ল বিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলে (১) সাবানের উষ্ণ ফেণা, (২) জলে ম্যাগ্নেসিয়া, (৩) গুঁড়ান চা-খড়ী উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া, (৪) কাঠের কয়লার ছাই, সোডা পটাশ্, ভাতের মাড়, তিসির উষ্ণ কাত অথবা চাউলের

জল রোগীকে সেবন করাইবে। কার্ব্বোলিক আসিড্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে সেকারেট্ অব্ লাইম্ (Saccharate of Lime) সেব্য।

একোনাইট্, আর্ণিকা, কল্চিকাম্, কোনায়োম্, ডিজিটালিস্, আর্গট্, জেল্সিমিয়াম্, হেলিবোরাস্, হায়োসায়েমাস্, বিরেট্রাম্ ইত্যাদি ঝাল, কটু, তিক্ত, তীব্র, মাদক বিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলে যে উপায়েই হউক না কেন, উহা পাকস্থলী হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া ফেলিবে এবং কাফির উষ্ণ কাত অথবা বিনিগার ও জল সমান পরিমাণে মিশাইয়া বিষাক্ত ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন সাবান ও উষ্ণ জল অথবা উহাতে লবণ মিশাইয়া গুহ্যদ্বারে পিচ্কারী দিয়া দাস্ত পবিষ্কার করাইবে। এতদ্দ্বারা উদরস্থ বিষ বাহির হইয়া যাওয়ার পক্ষে অনেক সাহায্য হয়।

আল্কোহল (Alcohol) দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষাক্ত ব্যক্তিকে, যত শীঘ্র সম্ভবে, বমন করাইবে। ষ্টমাক্ পাম্প্ নামক যন্ত্র অথবা সাল্ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ খাওয়াইয়া বমন করাইয়া আল্কোহল বাহির করিয়া ফেলিবে। দুধ, দুধ ব্যতীত কাফির কাত, অথবা এক গ্লাশ চিনির জলে ২।৩ ফোঁটা আমোনিয়া মিশাইয়া উহার ১ ক্ষুদ্র চামচা পরিমাণে বিষাক্ত ব্যক্তিকে পান করাইবে। আলকোহল বাহির হইয়া গেলে পর যে যে অসুখ থাকে, লক্ষণ বিশেষে নাক্স্‌বমিকা, কফিয়া এবং ওপিয়াম্ সেবনে তাহা দূরীভূত হয়।

আমোনিয়ার নানা প্রকারে প্রস্তুত করা পদার্থ, পটাশ, সোডা, অথবা কাঠের কয়লার আগুনের ছাই ইত্যাদি উদরস্থ হইয়া বিষাক্ত হইলে, বিষাক্ত ব্যক্তিকে বমন না করাইয়া তাহাকে (১) বিনিগার এবং জল সমান পরিমাণে মিশাইয়া, (২) লিমনেড্, (৩) ঘোল, (৪) গোঁদের জল বা অন্য কোন প্রকারের খাদ্য আঠা তরল পদার্থ, (৫) সুইট্ অএল সেবন করাইবে।

টার্টার এমিটিক, বাটার অব্ আণ্টিমোনী (Butter of Antimony), অক্সাইড্ অব্ আণ্টিমোনী এবং এই ধাতুর অন্যান্য প্রকারের প্রস্তুত করা পদার্থ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষাক্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে এবং তাহাকে গল্নাট (Gall-nut), ওক্বার্ক, দুধ ব্যতীত গাঢ় কাফি এবং চট্চটিয়া আঠা তরল পানীয় পদার্থ পান করাইবে।

আর্সিনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে ঈষৎ উষ্ণ জল পান করাইয়া, গলার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া অথবা জিহ্বার উপর নস্য, লবণ অথবা রাই (Mustard) খাওয়া বা ষ্টমাক্ পাম্প্ নামক যন্ত্র দ্বারা বিষাক্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে।

পার্ অক্সাইড্ অব্ আয়রণ এই বিষের প্রকৃত প্রতিষেধক। ইহার মাত্রা যুবা বা যুবতীর পক্ষে ১ চামচা। এই ঔষধ পাওয়া না গেলে লোহার মরিচা চিনি মিশ্রিত জলে মিশাইয়া, পাটের বিচির উষ্ণ কাত, মদয়া জলে মিশাইয়া, ডিমের লাল জলে মিশাইয়া, সাবানের ফেণা অথবা জলে ক্যাল্‌সিওু ম্যাগ্‌নেসিয়া মিশাইয়া বিষাক্ত ব্যক্তিকে সেবন করাইবে। উক্ত উপায় দ্বারা উগ্র লক্ষণাদি দূরীভূত হইলে ইপিকাকিউএনা ব্যবস্থা। রোগী যদি রাত্রিতে অত্যন্ত অসুস্থ থাকে, অথবা অত্যন্ত খিট্‌খিট্ করে, তবে চায়না ব্যবস্থা। যদি রোগী প্রাতঃকালে আরো অসুস্থ হইয়া তাহার চট্‌চটিয়া আঠা তরল ভেদ হয়, অথবা তাহার কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তবে নাক্স্ বমিকা ব্যবস্থা। যদি বমন বা বমনোদ্বেগ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে শীত বা জ্বালানুভূত হয় ও রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীকে বমন করাইবে, অথবা ষ্টমাক্ পাম্প্ দ্বারা বিষ তুলিয়া ফেলিবে এবং যে পর্য্যন্ত উপশম না হয়, সে পর্য্যন্ত বেলাডোনার প্রতিষেধক স্বরূপ টিংচার ওপিয়াই ½ হইতে ১ ড্রাম মাত্রায় রোগীকে ১০।১৫ বা ২০ মিনিট অন্তর ১ মাত্রা সেবন করাইবে।

নাইট্রেট্ অথবা অক্সাইড্ অব্ বিস্‌মাথ্, পারেল্ পাউডার ইত্যাদি দ্বারা বিষাক্ত হইলে দুধ এবং চট্‌চটিয়া আঠা তরল পদার্থে চিনি মিশাইয়া বিষাক্ত ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে।

ক্যান্থারাইডিস্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীকে ডিমের লাল এবং চট্‌চটিয়া আঠা তরল পদার্থ অথবা তিসির কাত পান করিতে দিবে। তৎপরে বিষাক্ত ব্যক্তিকে ক্যাম্ফার সোঁকাইবে অথবা উহা পান করাইবে।

তুতিয়া (Blue Vitriol), তাম্রের কলঙ্ক (Verdigris), সিল্‌স্ সবুজ রঙ্গ (Scheel's Green) ইত্যাদি তামা বা তামা ঘটিত দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইলে, বিষাক্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে। ইহার জন্য বিষাক্ত ব্যক্তিকে ডিমের লাল, চিনি মিশ্রিত জল, দুধ এবং অন্যান্য প্রকারের চট্‌চটিয়া আঠা তরল পদার্থ পান করাইবে।

করোসিব্ সাব্লিমেট্, সায়েনাইড্ এবং নাইট্রেট্ অব্ মার্কারি, রেড্ অথবা হোয়াইট্ প্রিসিপিটেট্ অব্ মার্কারি ইত্যাদি দ্বারা বিষাক্ত হইলে মার্কারি উদরস্থ হওয়া মাত্রেই বমন করান উচিত। ডিমের লাল জলে

মিশাইয়া ভাল রূপে ঘাঁটিয়া বা ফেণাইয়া ঐ জল বিষাক্ত ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে পান করিতে দিবে। তৎপর বিষাক্ত ব্যক্তিকে চিনির সর্ব্বৎ, সাগু, আরারুট, ভাতের মাড় ইত্যাদি চটচটিয়া আঠা তরল পদার্থ ভাল সিদ্ধ করিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

দূষিত বায়ু (Gases),—যথা কার্ব্বোনিক্ আসিড্, কার্ব্বোনিক অক্‌সাইড্, জ্বলন্ত পোড়া কাঠের কয়লার ধূম, ক্লোরিন্ অথবা সাল্‌ফিউরেটেড্ হাইড্রোজান্ ইত্যাদি দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষাক্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ বায়ুতে আনিয়া তাহার মুখমণ্ডল ও বুক বিনিগার দ্বারা ধোয়াইয়া দিবে এবং তাহাকে কাফির গাঢ় কাত পান করাইবে। কতক পরিমাণে রোগের উপশম হইলে বিনিগার বন্ধ করিয়া বিষাক্ত ব্যক্তিকে ওপিয়াম্ সেবন করাইবে। এই ঔষধ দ্বারা উপকার না দর্শিলে লক্ষণ বিশেষে বেলা-ডোনা বা নাক্স্‌বমিকা ব্যবস্থা। এতদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে জলে ডুবিয়া দৃষ্টতঃ মৃত্যুর অধ্যায়ে নিশ্বাসপ্রশ্বাস উৎপাদন করার জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে ইহাতেও তাহাই অবলম্বনীয়।

আয়োডিন্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে সোডা জলে মিশাইয়া বিষাক্ত ব্যক্তিকে পান করাইয়া বমন করাইবে। তৎপর রোগীকে ভাতের মাড়, ময়দা সিদ্ধ করিয়া পাতলা করিয়া, অথবা তিসির কাত পান করিতে দিবে।

সীসা,—যথা সুগাম্ অব্ লেড্, শাদা সীসা, লিথার্জ্জ্ (Litharge) এবং সীসার অন্যান্য রকমের প্রস্তুত করা দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইলে (১) এপ্‌সাম্ সল্ট্, (২) গ্লবার সল্ট্‌স্, (৩) ডিমের লাল, (৪) সাবানের তরল ফেণা, (৫) দুগ্ধ ইত্যাদি পদার্থ পান করাইয়া বিষাক্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে।

লুনার কষ্টিক্ (Nitrate of Silver) দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষাক্ত ব্যক্তিকে (১) লবণ জলে মিশাইয়া উক্ত জল অধিক পরিমাণে, (২) ভিজা গোঁদের জল ইত্যাদি আঠা তরল পদার্থ পান করিতে দিবে।

আফিম বা লডেনাম্, মর্ফিয়া প্রভৃতি আফিম ঘটিত দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইলে গলার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া বা প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ জল পান করাইয়া বিষাক্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। ষ্টমাক্ পাম্প্ দ্বারা উদরস্থ বিষ বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলে আরো ভাল হয়। কাফির গাঢ় কাত আফিমের এক অত্যন্ত উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। যদি কাফি পাওয়া না যায়, তবে যত পরিমাণ বিনিগার উহাতে তত পরিমাণ

জল মিশাইয়া উহা বিষাক্ত ব্যক্তিকে পান করাইবে। বিষাক্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বদা জাগরিত অবস্থায় রাখিবে এবং তাহাকে লইয়া ঘরের মধ্যে এ দিক ওদিক তাড়াতাড়ি চলিয়া বেড়াইবে, অথবা যদি উহা দ্বারা ঘুম নিবারিত না হয়, তবে তাহার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাকে জাগরিতাবস্থায় রাখিবে। এতদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস উৎপাদনের যে উপায় জলে ডুবিয়া দৃষ্টতঃ মৃত্যুর অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বনীয়।

ফস্ফরাস্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষাক্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে। (১) ম্যাগ্নেসিয়া জলে মিশাইয়া ঘুঁটিয়া, (২) ভিজা গোঁদ তরল করিয়া এবং অন্যান্য প্রকারের চট্‌চটিয়া আঠা তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে রোগীকে পান করিতে দিবে। ক্লোরিন্ ওয়াটার ৮ ভাগ এবং ম্যাগ্নেসিয়া ১ ভাগ একত্রে মিশাইয়া ১ চাম্চা মাত্রায় ৫।১০ মিনিট অন্তর বিষাক্ত ব্যক্তিকে পান করাইবে।

প্রাসিক্ আসিড্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে স্পিরিট্স্ অব্ হ্যাট্সোরণ সোঁকাইবে এবং উহার অল্প মাত্রা অধিক পরিমাণ জলে মিশাইয়া রোগীকে সেবন করাইবে। অনেক উচ্চ স্থান হইতে গাড়ুর নালে রোগীর মেরুদণ্ডের উপর শীতল জল ঢালিয়া দিবে এবং তাহাকে কাফির গাঢ় কাত পান করিতে দিবে, অথবা কাফির কাত দ্বারা গুহ্যদ্বার দিয়া পিচ্‌কারিও দেওয়া যাইতে পারে।

রাস্ টক্স্, রাস্ রাডিকান্স্ ইত্যাদি দ্বারা বিষাক্ত হইলে, বাহ্যিক প্রয়োগে রাস্ টক্স্ যে স্থানে লাগান যায়, উহা প্রদাহযুক্ত, স্ফীত ও উহাতে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হইয়া অত্যন্ত চুলকায়, জ্বালাযুক্ত হয় এবং বিসর্পের অন্যান্য লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় আক্রান্তস্থান চুলকান অত্যন্ত অন্যায় এবং ফুস্কুড়ী ইত্যাদি শুকাইবার জন্য উহাতে কোন প্রকারের তীব্র বা উগ্র মলমাদি দেওয়া অন্যায়। ফুস্কুড়ীগুলি একবার বাহির হইয়া বসিয়া যাওয়া একটী কুলক্ষণ বিশেষ। সাবান এবং উষ্ণ জলদ্বারা আক্রান্ত স্থান বারম্বার ধোয়াইয়া দিবে এবং রোগীকে ব্রাইওনিয়া ৬ বা ১২ ডাইলুশনের ১ মাত্রা, ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। যদি মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইয়া প্রদাহ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে, তবে উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত বেলাডোনা ১, ৩ বা ৬ ডাইলুশনের ১ মাত্রা, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। আক্রান্ত স্থানে ময়দা বা আবারুট ছড়াইয়া দিলে চড়্‌চড়ানির অনেক উপশম হইয়া থাকে।

ধুতুরা (ষ্ট্রামোনিয়াম্) দ্বারা বিষাক্ত হইলে রোগীকে বমন করাইয়া তাহার উদরস্থ সমুদয় পদার্থ তুলিয়া ফেলিবে এবং তৎপর তাহাকে (১) কাফি, (২) বিনিগার, (৩) লিমনেড্ প্রচুর পরিমাণে পান করিতে দিবে।

ষ্ট্রিক্‌নাইন্ দ্বারা বিষাক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ রোগীকে বমন করাইবে এবং অধিক মাত্রায় আফিম সেবন করাইবে। অথবা আফিম জলে মিশাইয়া রোগীর গুহ্যদ্বার দিয়া পিচ্‌কারী দিবে। এতদ্ভিন্ন আয়োডিন্ ৩০ ফোঁটা জলে মিশ্রিত করিয়া, অথবা ৫ গ্রেইণ কর্পূর চট্‌চটিয়া আঠা তরল পদার্থে মিশাইয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। এই দুই ঔষধ দ্বারা খেঁচনীর অনেক উপশম হইলে ষ্টম্যাক্ পাম্প্ দিয়া ষ্ট্রিক্‌নাইন্ পাকস্থলী হইতে তুলিয়া ফেলিবে। অথবা কোন প্রকারের বমনোৎপাদক ঔষধ দ্বারা রোগীকে বমন করাইবে।

যদি ভ্রমবশতঃ তামাক উদরস্থ হয়, তবে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ঈষৎ উষ্ণ জল পান করাইয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া বমন করাইবে। তামাক বাহির হইয়া গেলে রোগীকে কতক পরিমাণে বিনিগার এবং জলপান করিতে দিবে। তৎপর আবশ্যক হইলে রোগীকে পাল্‌সেটিলার এক মাত্রা ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেবন করাইবে। যদি পাল্‌সেটিলা দ্বারা উপকার না দর্শে, তবে নাক্স্ বমিকা পাল্‌সেটিলার ন্যায় ব্যবস্থা।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্ত্রীচিকিৎসা।

যোনিদ্বারের প্রদাহ বা বেজায়নাইটিস্ (VAGINITIS.)

ইহাতে যোনিদ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা পুরাতন আকারেই সচরাচর প্রকাশ পায়। তরুণ আকারে প্রকাশ পাইলে রোগটীকে ক্যাটার অব্ দি বেজায়না (Catarrh of the Vagina) বলে। ইহা বালিকা বা যুবতী স্ত্রীলোককে সকল বয়সেই আক্রমণ করিতে পারে। রোগের তরুণাবস্থায় যোনিদ্বারে উষ্ণবোধ, জ্বালা এবং চুলকানি থাকে। প্রদাহ যোনির লেবিয়া (Labia) নামক অংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিও আক্রমণ

করিয়া থাকে। অতএব চলিবার সময় চাপ এবং ঘষা লাগিয়া অত্যন্ত যাতনার উদ্রেক হয়। রোগের তরুণ আক্রমণ সাধারণতঃ শীত হইয়া আরম্ভ হয় এবং তৎপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা হয়, শরীর উষ্ণ, নাড়ী দ্রুতগামী, তারের ন্যায়, জিহ্বা সচরাচব শাদা লেপযুক্ত, অক্ষুধা এবং অরুচি এবং কোন কোন রোগীর কখন কখন বমনোদ্বেগ বা বমনও হইয়া থাকে। শেষোক্ত লক্ষণগুলি দেখিয়া অনেক সময় রোগটীকে পালা জ্বর, পিত্ত জনিত জ্বর, পাকস্থলীর রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ বা পাকস্থলী প্রদাহ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কয়েক দিবস পর যোনিদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা বা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। এই প্রকারের নিঃসরণ দ্বারাই রোগের প্রকৃত প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। এই সময়ে রোগী শয্যাগত হয়। রোগ প্রখর আকার ধারণ করিলেই এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। রজঃস্রাবের সময় অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিলেই প্রদাহের উক্ত প্রবল লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এরূপ হইলে যোনিদ্বারের প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু প্রদাহও থাকে। অনেক সময় প্রসবের সময় সন্তানের মস্তক বৃহৎ হইলে যোনিদ্বার দিয়া সজোরে বাহির হওয়া বা মস্তক অনেকক্ষণ আটকাইয়া থাকার দরুণও যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হইতে পারে। প্রসবের সময় অস্ত্র দ্বারা সন্তান প্রসব করান, জরায়ুর পলিপাই (Polypi) বা অন্য কোন প্রকারের আব অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য লইয়া ছেদন করিয়া ফেলান, নববিবাহিতা স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত স্বামী সহবাস দ্বারা যোনিদ্বারের তরুণ প্রবল প্রদাহ উৎপন্ন হইতে পারে। অনেক সময় প্রমেহ রোগের দরুণ যোনিদ্বার-প্রদাহ হইতে পারে। ইহাকে গণরিয়াল্ (Gonorrhœal) বা স্পেসিফিক্ (Specific) যোনিদ্বার প্রদাহ বলে। স্বামীর প্রমেহ রোগ না থাকিলে বেশ্যা ব্যতীত গৃহস্থ স্ত্রীলোকের এই প্রকারের যোনিদ্বার প্রদাহ হয় না। প্রমেহের দরুণ যোনিদ্বার প্রদাহে মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনালীতে জ্বালা একটী প্রধান প্রাথমিক লক্ষণ। অন্য কারণে যোনিদ্বার প্রদাহ হইলে মূত্রত্যাগে জ্বালানুভব রোগের প্রথমাবস্থায় হয় না, রোগের শেষাবস্থায় হইলেও হইতে পারে এবং এরূপ হইলেও জ্বালাদি যোনিদ্বারের লেবিয়ার মধ্যদেশে হইয়া থাকে, মূত্রনালীতে হয় না। যোনিদ্বার-প্রদাহ প্রমেহের দরুণ হইলেই বাগি (Bubo) হইয়া থাকে, অন্য কারণে হইলে বাগি হয় না। ইহাতে যোনিদ্বারাদি এত স্ফীত হয় যে উহা স্বাভাবিক

অপেক্ষা অনেক কম প্রশস্ত হয়। এই সময় যোনিদ্বারে স্পেকুলাম্ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা অত্যন্ত কষ্টকর, অতএব নিষ্ঠুরতা বিশেষ। অতএব যুবা চিকিৎসকের এ বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। রোগের তরুণাবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ জরায়ুর কোন কোন প্রকারের রোগেও বর্ত্তমান থাকে। অতএব রোগ নির্ণয় করিবার সময় আমাদিগের ভ্রমে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। যোনিদ্বারের তরুণ প্রবল প্রদাহে যোনির লেবিয়া মেজরা (Labia majora) নামক স্থানে ফোড়া হইতে পারে। কয়েকটী রোগীর চিকিৎসা করা কালীন অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে ফোড়া হইয়া উহার প্রদাহ যোনিদ্বারে বিস্তৃত হইয়াছে। যোনিদ্বারের প্রদাহের দরুণ লেবিয়াতে উক্ত প্রকারে ফোড়া হয় নাই। সূতার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকারের কৃমি গুহ্যদ্বারে থাকার দরুণ অনেক যুবতী বালিকার যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে। কখন কখন যোনিদ্বার অপরিস্কৃত রাখার দরুণ যোনিরদ্বার চুলকায় এবং চুলকাইলে ছাল উঠিয়া যায় এবং এই সময়ে যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগে তবে যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যোনিদ্বারের তরুণ অপেক্ষা পুরাতন আকারের প্রদাহই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অনেক স্ত্রীলোকের সাব-একিউট আকারে অবস্থিতি করিয়া শ্বেত প্রদর, যোনিদ্বারের আক্ষেপ (Vaginismus) উৎপাদন করে, যাহার দরুণ স্বামী বা পুরুষ সহবাস অত্যন্ত কষ্টকর বা একবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোন কোন রোগীর যোনিদ্বারে বেদনা বা টাটানি, উত্তাপ একবারেই থাকে না, বরং উহা অত্যন্ত শিথিল এবং ঠাণ্ডা থাকে; কিন্তু তথাপি যোনিদ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি লাল দেখায় এবং উহা হইতে প্রচুর বা অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা এবং কখন কখন পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। কখন কখন এই নিঃসরণ পরিমাণে এত অধিক হয় যে উহার দরুণ রোগীর কাপড় ভিজিয়া যায় এবং তদ্দরুণ রোগী অত্যন্ত অসুবিধা অনুভব করে। যোনিদ্বারের পুরাতন আকারের প্রদাহে মূত্রনালীতে জ্বালাদি কমই থাকে এবং ইহাতে অন্যান্য সার্ব্বাঙ্গিক উপদ্রবও কম থাকে।

ঠাণ্ডা লাগা; বারম্বার সন্তান প্রসব করা বা গর্ভস্রাব হওয়ার দরুণ যোনিদ্বারাদি উত্তেজিত এবং দুর্ব্বল হইয়া থাকার দরুণ ঠাণ্ডা লাগিলেই উহা প্রদাহযুক্ত হয়। অতিরিক্ত স্বামী বা পুরুষ সহবাস, যোনিদ্বার অপরিস্কৃত

রাখা, পেসারিস্ (Pessaries) ব্যবহার ইত্যাদি দ্বারাও কোন কোন স্ত্রীলোকের যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হইতে পারে। অনেক চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত বলেন গরমীর ব্যারামের দোষ স্বামীর থাকিলে তাহার সহবাসে স্ত্রীর যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হইলেই যোনিদ্বারের পুরাতন আকারের প্রদাহ অধিক হইয়া থাকে। অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময় জরায়ুর মুখে কষ্টিক্ লোশন, টিংচার আয়োডিন্ এবং অন্যান্য প্রকারের উগ্র ঔষধ দ্বারা পিচ্‌কারী দেওয়ার দরুণও যোনিদ্বারের পুরাতন প্রদাহ হইতে পারে। জরায়ু হইতে অনবরত ক্ষতকারক ও উগ্র ক্লেদ নিঃসরণ অনেক স্ত্রীলোকের যথোচিত চিকিৎসা সত্ত্বেও যোনিদ্বার-প্রদাহ আরোগ্য না হওয়ার একটী বিশেষ কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। গণ্ডমালা ধাতু, অত্যন্ত প্রবল শারীরিক পরিশ্রম হেতু অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তিও যোনিদ্বার-প্রদাহের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার বস্তিকোটরের মধ্যে কোন প্রকারের আব বা টিউমার থাকাও যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হওয়ার কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রকার ভেদ (Varieties)। চিকিৎসাদির সুবিধার জন্য যোনিদ্বারের প্রদাহকে চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা,—(১) সামান্য যোনিদ্বার প্রদাহ বা সিম্পেল্ বেজায়নাইটিস্ (Simple Vaginitis); (২) স্পেসিফিক বেজায়নাইটিস্ বা গণরিয়া (Specific Vaginitis,—Gonorrhœa); (৩) গ্রান্থুলার বেজায়নাইটিস্ (Granular Vaginitis)। সামান্য যোনিদ্বার প্রদাহ সচরাচর অল্প বয়স্কা বালিকাগণেরই হইয়া থাকে। অপরিষ্কৃত থাকা বা গুহ্যদ্বারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি থাকার দরুণ এই প্রকারের রোগ হইয়া থাকে। ইহার দরুণ যোনিদ্বার অধিক কি অল্প পরিমাণে অবরুদ্ধ হইতে পারে। বালিকার বয়স কতকটা অধিক হইলে কোন প্রকার স্ফোটক রোগ বা জরায়ুর কোন প্রকারের উগ্র উত্তেজক নিঃসরণের উত্তেজনার দরুণ ইহা ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় জরায়ুকে আপন স্থানে রাখিবার অভিপ্রায়ে পেসারিস্ (Pessaries) পরার দরুণও অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হইতে পারে। যোনিদ্বারের এই প্রকার প্রদাহে আক্রান্ত স্থানে উষ্ণানুভব, কন্‌কনানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বার দিয়া প্রচুর পরিমাণে পুঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে

যোনিদ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি উজ্জ্বল লালবর্ণ হয়, এবং স্পর্শনে উহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়। ইহাতে দুধের সরের ন্যায় শাদা পদার্থ দ্বারা যোনিদ্বার আবৃত থাকে এবং উহার স্থানে স্থানে কম কি অধিক পরিমাণে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায়ও দৃষ্ট হয়।

স্পেসিফিক্ বেজায়নাইটিস (Specific Vaginitis) প্রমেহ জনিত হইয়া থাকে। ইহাতে যোনিদ্বারাদি দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ় ক্লেদ নিঃসৃত হয়। ইহাতে বস্তিকোটরে অত্যন্ত বেদনা বা যাতনা অনুভূত হয়, যোনিদ্বার এবং গুহ্যদ্বার এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী পেরিনিয়াম (Perineum) নামক স্থানে ভারি বা চাপা বোধ হয়, বারম্বার প্রস্রাবের ইচ্ছা হয়, এবং প্রস্রাব করার সময় মূত্রনলীতে জ্বালার উদ্রেক হয়। যোনিদ্বারের মধ্যদেশ দুধের সরের ন্যায় শাদা পুঁষ দ্বারা আবৃত হয়, বিশেষতঃ মূত্রনালীর মুখের চতুর্দ্দিকে এবং যোনিদ্বারের ঊর্দ্ধাংশে। মূত্রাধারে বিস্তৃত হইয়া মূত্রাধার প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস্ (Cystitis) এবং জরায়ুতে বিস্তৃত হইয়া জরায়ুর মধ্যাবরক পর্দ্দা প্রদাহ বা এণ্ডো-মিট্রাই-টিস্ (Endo-Metritis), ফেলোপিয়ান টিউবস্এর প্রদাহ বা স্যাল্পিন্জাইটিস্ (Salpingitis) এবং অন্ত্রাবরক ঝিল্লি প্রদাহ বা পেরিটোনাইটিস্ (Peritonitis) হইতে পারে। যোনিদ্বারের দানাযুক্ত প্রদাহে (Granular Vaginitis) যোনিদ্বারে এবং জরায়ুর মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে সরিষার ন্যায় এক প্রকারের দানা দানা ফুস্কুড়ী প্রকাশ পায়। ইহা গর্ভাবস্থায়ই সচরাচর অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা। যোনিদ্বারের প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে মাথাঘোরা বা মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা; মৃত্যুভয়, অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা; নাড়ী দ্রুতগামী এবং তারের ন্যায় গোল এবং কঠিন ও পূর্ণ বা মোটা; চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ হইলে একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। যোনিদ্বার প্রদাহে বমনোদ্বেগ, সমুদয় শরীরে বেদনা, পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উষ্ণবোধ; প্রচুর হরিদ্রা বর্ণের শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণে আর্সেনিক ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। কোন প্রকারের চোট পাওয়া বা অতিরিক্ত স্বামী বা পুরুষ সহবাসের দরুণ যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হইয়া উহার সঙ্গে অক্ষুধা বা অরুচি; মুখে তিক্তস্বাদ, মাথার ঠিক উপরি ভাগে ঠাণ্ডা বোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক অবসন্নতা ইত্যাদি লক্ষণে আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। ৫ ফোঁটা আর্ণিকার মূল আরোক দুই কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা যোনিদ্বার মৃদু ভাবে

প্রাতে ও বৈকালে ধোয়াইয়া দিলে যাতনার অনেক আশু উপশম হইতে পারে। যোনিদ্বারে ক্ষত থাকিলে আর্ণিকার মূল আরোকের বাহ্যপ্রয়োগ করায় সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ, উহার দরুণ ইরিসিপেলাশ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যোনিদ্বারের প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকে টন্ টন্ করিয়া ঠেলিয়া নামিতেছে যোনিদ্বারে এরূপ বেদনা; যোনিদ্বার শুষ্ক ও উষ্ণ; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পিপাসা; প্রচুর পরিমাণে আসাড়ে বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক ফিকা মূত্রত্যাগ; নাড়ী পূর্ণ এবং দপ্‌দপিয়া, ঘর্ম্ম হওয়ার উপক্রম বা ঘর্ম্ম হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে বেলাডোনা ১, ৩, ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। কষ্টকর রজঃস্রাব বা বাধকের বেদনার (Dysmenorrhœa) সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বার প্রদাহ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বা অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব, ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা প্লুরাইটিস্ (Pleuritis), শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময়; ওষ্ঠ শুষ্ক ও উহার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক অবসন্নতা, শুষ্ক, ক্ষণস্থায়ী খুশ খুশে কাশি ইত্যাদি লক্ষণে ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যোনিদ্বার প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে দুধের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; যোনির লেবিয়া (Labia) নামক অংশ স্ফীত এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; মূত্রনালীতে জ্বালা; মূত্রত্যাগে অত্যন্ত যাতনা; হৃৎস্পন্দন এবং ঘুমের ঘোরে ভয় উৎপাদক স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি লক্ষণে ক্যানাবিস স্যাটাইবা ১ বা ৩ ডাঃ বা θ ব্যবস্থা। প্রমেহ দোষে যোনিদ্বার প্রদাহে ইহা বিশেষ উপকারী। দুধের ন্যায় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; মলিন দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ; চলিয়া বেড়ানের সময় মাথা ঘোরা; শরীরের নানা অংশের স্ফীতি এবং বিবৃদ্ধি বা বিস্তৃতি; হাতের পাতায় ঘর্ম্ম; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও আদ্র ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট যোনিদ্বার প্রদাহে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাবরোধ; যোনিদ্বার শুষ্ক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বা পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা (Nymphomania) ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট যোনিদ্বারের প্রদাহে ক্যান্থারিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। ডিম্বকোষ বা ওবারিতে বেদনা; কষ্টকর রজঃস্রাব, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুশূল বা বাত রোগ (Rheumatism); কপালে বা মাথার সম্মুখ ভাগে ঘুশ্ ঘুশে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ যোনিদ্বার প্রদাহের সঙ্গে থাকিলে সিমিসিফিউগা রেসিমোসা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। সন্তান প্রসবের পর যোনিদ্বার প্রদাহ; মূত্রে লাল তলানি পড়ে; মূত্রত্যাগে অত্যন্ত কষ্টানুভব; দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া, কাণের মধ্যে সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া

ইত্যাদি লক্ষণে চায়না ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। প্রচুর রজঃস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বার প্রদাহ, মাথাঘোরা বা মাথা ঝিম্ ঝিম্ করার সঙ্গে বমনোদ্বেগ থাকিলে ককিউলাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যোনিদ্বারে পচা ঘায়ের ন্যায় ক্ষত; অজীর্ণ; গুহ্যদ্বার দিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত বায়ু নিঃসরণ; স্বর ভঙ্গ; দিনের বেলায় ঘুমাইবার ইচ্ছা; রাত্রিতে ঘুম হয় না ইত্যাদি লক্ষণ যোনিদ্বার প্রদাহে থাকিলে কার্ব্বো বেজিটেবিলিস ৩ ক্রমের গুঁড়া বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যোনিদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি; জরায়ু, ডিম্বকোষ অথবা স্তনে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্বামী বা পুরুষ সহবাসে অতিরিক্ত ইচ্ছা থাকিলে যোনিদ্বার প্রদাহের চিকিৎসায় কোনায়াম্ ম্যাকুলেটম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবহার্য্য। হৃৎস্পন্দন, সপর্দা কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনার (Membranous Dysmenorrhœa) সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বার প্রদাহে ডিজিটালিস ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। রজঃরোধ ও জলবৎ তরল উদরাময়; কোমরের পশ্চাৎদেশে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ সম্বলিত যোনিদ্বার প্রদাহে ডাল্‌কেমেরা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবহার্য্য। মুখমণ্ডল লালবর্ণ; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; রজঃরোধ; নাক দিয়া রক্ত পড়া ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট যোনিদ্বারের প্রদাহে ফেরাম ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। জরায়ুতে প্রখর বেদনা এবং মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা; মাথার পশ্চাৎদেশে বেদনা; শরীর কম্পন এবং দুর্ব্বল ইত্যাদি লক্ষণ যোনিদ্বার প্রদাহের সঙ্গে থাকিলে জেল্‌সিমিয়াম ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবহার্য্য। প্রচুর শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; যোনিতে চুলকানী এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃকালে বমন বা বমনোদ্বেগ; মাচ মাংসাদিতে অরুচি বা অস্পৃহা; আহার দ্রব্যের গন্ধে বমনোদ্বেগ; অত্যন্ত হতাশ বা নিরাশা এবং দুর্ব্বলতা যোনিদ্বার প্রদাহের সঙ্গে থাকিলে গ্রাফাইটিস ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, রক্তস্রাবক অর্শ রোগের সঙ্গে যোনিদ্বারের প্রদাহে হামামেলিস্ ১ বা ৩ ডাঃ সেব্য। হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ; স্বামী বা পুরুষ সহবাসের অতিরিক্ত ইচ্ছা; যোনি ইত্যাদি অনাবৃতা রাখা; চক্ষুর তারা বিস্তৃত; চক্ষু পাগলের ন্যায় স্থির ভাব বিশিষ্ট ইত্যাদি লক্ষণের সঙ্গে যোনিদ্বারের প্রদাহে হায়োসায়েমাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। বারম্বার প্রস্রাব করা; সর্ব্বদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করা; অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ; ঘুম ভাল হয় না বা বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট যোনিদ্বারের প্রদাহে ইগ্নেসিয়া ৬ বা ৩০ ডাঃ ব্যবহার্য্য। জরায়ু কঠিন এবং

ডিম্বকোষ বা ওবারি স্ফীত হওয়া ; স্তন অসম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত বা ছোট থাকা ; গণ্ডমালা ধাতু ইত্যাদির সঙ্গে যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হইলে আয়োডিয়াম ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। এই ঔষধ খালি পেটে সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে। হরিদ্রাবর্ণের প্রদর নিঃসরণ ; যোনির লেবিয়া (Labia) নামক অংশে অত্যন্ত চুলকানির সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বারের প্রদাহে ক্রিয়াজোট ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। সমুদয় শরীরে দমকা উষ্ণানুভব, চক্ষে অন্ধকার দেখা বা কম দেখা ; মাথা ঘোরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ সহ বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হইলে ল্যাকেসিস্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবহার্য্য। যোনিদ্বারে শুষ্ক বোধ ; আহারে অত্যন্ত ইচ্ছা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হিক্কা ; স্মরণ শক্তির হ্রাস এবং কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট যোনিদ্বার প্রদাহে লাইকোপডিয়াম্ ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। স্বামী বা পুরুষ সহবাসে উন্মত্ততা বা নিম্ফোমেনিয়া (Nymphomania) ; পেটে নিম্নদিকে সজোরে ঠেলিয়া নামিবার ন্যায় টন্‌টনে বেদনা ; বস্তুগুলি ছোট বলিয়া অনুভূত হয় ; সর্ব্বদা বিমর্ষ ও উত্তেজিত ভাব ইত্যাদি লক্ষণ যোনিদ্বার প্রদাহের সঙ্গে থাকিলে প্লাটিনাম ৬ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। ঠাণ্ডা লাগিয়া স্বল্প রজঃস্রাব ; গাঢ় দুধের সরের ন্যায় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ সম্বলিত যোনিদ্বার প্রদাহে পাল্‌সেটিলা ৬ বা ৩০ ডাঃ ব্যবহার্য্য। যোনিদ্বারে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি ; যোনিদ্বার অত্যন্ত উষ্ণ ও শুষ্ক ; মূত্র ঘোলাটিয়া এবং লাল তলানিযুক্ত ; মুখাকৃতি হরিদ্রাবর্ণ বা ফিকা বা শিটা ; বলক্ষয় ইত্যাদি লক্ষণ যোনিদ্বার প্রদাহে থাকিলে সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ সেব্য। যোনিদ্বার প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ; প্রচুর রজঃস্রাব ; প্রস্রাব করিতে করিতে মূত্র নিঃসরণ হঠাৎ বন্ধ হয় ; আমাশয়ের লক্ষণ ; বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা বা বেগ ; চলিবার উপক্রম করিলেই মাথা ঘোরে ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে স্যাবাইনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর ; কোষ্ঠবদ্ধ ; পেট বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায় ; যোনির লেবিয়া (Labia) নামক অংশে অত্যন্ত কষ্টদায়ক চুলকানি ইত্যাদি লক্ষণের সঙ্গে যোনিদ্বার প্রদাহযুক্ত হইলে সালফার ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। শ্লেষ্মা মিশ্রিত শ্বেতপ্রদর ; যোনিতে অত্যন্ত চুলকানি ইত্যাদি লক্ষণ সহ যোনিদ্বার প্রদাহে থুজা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। গরমির ব্যারামের দোষ থাকিলে এই ঔষধ আরো

উপকারী। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, বিশেষতঃ উহার নিম্ন ভাগে; গ্রীবার পশ্চাৎ দেশে পূর্ণবোধ; খিট্‌খিটে স্বভাব; চক্ষুর তারা বিস্তৃত; পাকস্থলীতে বেদনা এবং বমন ইত্যাদি লক্ষণ যদি যোনিদ্বার প্রদাহে থাকে, তবে বিরেট্রাম্ বিরাইড্ ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। স্বামী বা পুরুষ সহবাসের অনিবার্য্য ইচ্ছা; রক্ত মিশ্রিত গাঢ় শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; মাথা ঘোরা বা মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ শক্তির হ্রাস; মুখগহ্বর এবং ওষ্ঠ শুষ্ক ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট যোনিদ্বার প্রদাহে জিঙ্কাম্ ৬ বা ৩০ ডাঃ ব্যবহার্য্য।

এতদ্ভিন্ন রজঃরোধ, কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা, শ্বেতপ্রদর, স্ত্রীলোকের প্রমেহ রোগ এবং জরায়ু প্রদাহের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। যে পর্য্যন্ত আরাম না হয়, সে পর্য্যন্ত রোগীকে শোয়াইয়া রাখা উচিত। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কোন প্রকারের রেচক ঔষধ সেবন না করাইয়া ঈষৎ উষ্ণ জলে সাবান মিশাইয়া উহা দ্বারা গুহ্যদ্বার দিয়া পিচ্‌কারী দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবে। আবশ্যক মনে হইলে সাবান মিশ্রিত উষ্ণ জলে ৪ হইতে ৬ ড্রাম্ ওলিব্ অএল মিশাইতে পারা যায়। রেচক ঔষধ এই অবস্থায় বিশেষ অনিষ্টকর। একটী গামলায় উষ্ণ জল লইয়া উহাতে রোগীকে প্রতিদিন ২ বা ৩ বার করিয়া কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া এক একবারে ১৫।২০ মিনিট বসাইয়া ভিজা অংশ ভালরূপে মুছাইয়া ফেলিবে। এতদ্ভিন্ন একোনাইট θ, ২০ বা ৩০ ফোঁটা, দুই কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া এই লোশনে একখানি মুলাম সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া যোনিদ্বারে লেবিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে লাগাইয়া রাখিবে। ইহা দ্বারা বেদনা বা টাটানির অনেক আশু উপশম হইতে দেখা যায়। হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরেল (Hydrate of chloral) ১০ গ্রেইন্ এক আউন্স্ জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা যোনিদ্বারে পিচকারী দিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি। এই পিচ্‌কারী আমি সচরাচর প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে দিয়া থাকি। কোন কোন রোগীর চিকিৎসায় আমি ৪ ঘণ্টা অন্তর প্রতিদিন ৩।৪ বার করিয়া উক্ত লোশনের পিচ্‌কারী দিয়া থাকি। সিন্‌সিনেটাই. ওহিও, নিবাসী ডাক্তার ইটন্ (Dr. Eaton of Cincinati, Ohio) সাহেবের পুস্তক পাঠ করিয়া আমি কোন এক রোগীর চিকিৎসায় ইহা প্রথম ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়াতে এইক্ষণ প্রায় সকল রোগীর চিকিৎ-

সায়ই আমি ইহা ব্যবস্থা দিয়া থাকি। উক্ত ডাক্তার মহাশয় ১৫ গ্রেইন্‌ মাত্রায় হাইড্রেট্‌ অব্‌ ক্লোরেল্‌ ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জরায়ু প্রদাহ, কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা, রজঃরোধ, স্ত্রীলোকের প্রমেহ রোগ, শ্বেতপ্রদর ইত্যাদির অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যোনিদ্বারের আক্ষেপ বা বেজায়নিস্‌মাস্‌,—ডিস্‌পেরুনিয়া

(VAGINISMUS,—DYSPAREUNIA,—SPASM OF THE VAGINA.)

ইহাতে স্পর্শনে যোনিদ্বারের পৈশিক আবরক অথবা উহার সঙ্কোচক নির্ম্মাণ বা স্ফিংটার (Spincter) আক্ষেপিক রূপে সঙ্কুচিত হয় এবং তদ্দরুণ রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। যোনিদ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ এবং ক্ষতের দরুণ উহার স্পর্শ জ্ঞানাধিক্য বা হাইপরিস্থিসিয়া (Hyperæsthesia) হওয়াতে এই রোগ হইয়া থাকে। যদি স্বামী বা পুরুষ সহবাসে উক্ত আক্ষেপের উদ্রেক হয়, তবে রোগটীকে ডিস্‌পেরুনিয়া (Dyspareunia) বলে। ১৮৫৭ খ্রীঃ ডাক্তার সিম্‌স্‌ (Dr. Sims) ইহাকে একটী স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া প্রথম উল্লেখ করেন। লণ্ডন নিবাসী ডাক্তার রবার্ট বার্ণেস্‌ (Dr. Robert Barnes of London) এই অসুখের নাম ডিস্‌পেরুনিয়া দিয়াছেন। সামান্য স্পর্শনেই, (এমন কি যোনিদ্বার অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেও) যোনিদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া উহাতে অত্যন্ত যাতনার উদ্রেক হয়। অতএব স্বামী সহবাসে রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। এই সঙ্কোচন এবং তদ্দরুণ যাতনা এত অধিক হয় যে, উহার দরুণ স্বামী বা পুরুষ সহবাস একবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার দরুণ রোগী ও তাহার স্বামীর বিবাহের একটী উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয় এবং মন একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে ও সন্তান উৎপত্তির পথ একবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। কেবল এই রোগ দ্বারাই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে না। তবে ইহার দরুণ মনের অবসন্নতা অধিক পরিমাণে হওয়ার দরুণ পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। অতএব শরীরের যথোচিত পরিপোষণ না হওয়ার দরুণ নানা প্রকারের কঠিন রোগ হইয়া রোগীর মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে। যে সকল স্ত্রীলোকের অধিক বয়সে বিবাহ হয়, তাহাদিগের মধ্যেই এই রোগ সচরাচর অধিক

দেখিতে পাওয়া যায়। আবার নূতন বিবাহিতাদিগের মধ্যে ইহা সচরাচর অধিক হইয়া থাকে। যাহাদিগের সন্তান হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে এই রোগ অতি বিরল। এই রোগ আক্রান্ত অনেক স্ত্রীলোক ইহার দরুণ আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কারণ, ইহাতে স্বামী সহবাস কষ্টকর এবং অনেক সময় অসম্ভব বলিয়া তাহাদিগের স্বামী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া থাকেন। এবং যে সকল স্বামী স্ত্রীর প্রকৃত অবস্থা জানেন বা বিশ্বাস করেন, কেবল তাঁহাদিগের স্ত্রীরই মন কতক পরিমাণে ভাল থাকে। যাহাদিগের স্বামী তাহাদিগের উক্ত অবস্থার কথা বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা প্রকারে দোষারোপ করেন এবং সামাজিক নিয়মানুসারে যাহারা পারেন স্ত্রীকে যাবজ্জীবনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এইটী যে একটী রোগবিশেষ তাহা অনেক শিক্ষিত লোকও বিশ্বাস করেন না, আমি অনেক রোগীর চিকিৎসায় এরূপ জানিতে পারিয়াছি। অতএব এরূপ অবস্থায় উচিত যে রোগীর স্বামীকে চিকিৎসক এই বিষয় ভালরূপে বুঝাইয়া দেন। যোনিদ্বারের সঙ্কোচন এবং তদ্দরুণ স্বামী সহবাসে অক্ষম হওয়া, জরায়ু প্রদাহ, ডিম্বকোষ প্রদাহ অথবা উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের স্থানভ্রষ্ট হওয়া, যোনিদ্বারের প্রদাহ, স্বামীর পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর যোনিদ্বারের হিসাবে মোটা ও অধিক লম্বা হওয়া, স্বামী সহবাসের স্পৃহার অভাব, মূত্রাধারের প্রদাহ (Cystitis) ইত্যাদি কারণেও এই রোগ ঘটিয়া থাকে।

কারণ। স্নায়বিক মণ্ডলীর অতিরিক্ত চেতনা, চাঞ্চল্য বা হাইপারিস্থি- (Hyperæsthesia) যোনিদ্বারের আক্ষেপের কারণ। এই চাঞ্চল্য যোনিদ্বারের স্থানিক অতিরিক্ত চেতনার দরুণও ঘটিতে পারে। যোনিদ্বার, যোনি, মিয়েটাস্ ইউরেনিয়াস্ (Meatus Uranius), মূত্রনালী, যোনিদ্বার ইত্যাদির প্রদাহ; যোনিদ্বারের আবরক হায়মেন্ (Hymen) নামক পর্দা অকালে বা বল প্রয়োগের দরুণ ফাটিয়া যাওয়া, অর্শরোগ, বস্তি প্রদেশের সেলুলার টিশু ইত্যাদির প্রদাহ; স্থানভ্রষ্ট হওয়ার দরুণ জরায়ু উল্টিয়া পড়া বা নীচের দিকে নামিয়া পড়া, জরায়ু হইতে উত্তেজক নিঃসরণ, স্বামীর পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর যোনিদ্বারের ছিদ্র অপেক্ষা মোটা হওয়া, সহবাসের সময় স্ত্রীর উপর স্বামীর অতিরিক্ত এবং অন্যায় ভাবে বল প্রয়োগ বা পশুবৎ ব্যবহার, অতিরিক্ত স্বামী সহবাস হেতু যোনিদ্বারের প্রদাহ ইত্যাদি উক্ত স্থানিক কারণের মূল বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই রোগাক্রান্ত কএক জন রোগীর

চিকিৎসা করিয়া আমার এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে বালিকাগণের উচ্চ শিক্ষা-লাভ করার দরুণ অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং তদ্দরুণ আহার নিদ্রার অনিয়মে বালিকাগণের স্নায়বিক মণ্ডলী এক-বারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং তদ্দরুণ গ্রন্থি এবং পেশীর শক্তি কমিয়া যায়। অতএব তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এজন্যই বোধ হয় অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক অপেক্ষা শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে এই রোগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক বয়সে বিবাহও এই রোগের কারণ বলিয়া আমার বিশ্বাস হয়। যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অনেক বালিকার বিবাহের পরই পুরুষ সহবাসের ইচ্ছার উদ্রেক হয়। যাহারা এই ইচ্ছা গোপন করে তাহাদিগের যোনিদ্বারের স্বাভাবিক নিঃসরণ যোনির লেবিয়া (Labia) ও নিম্ফি (Nymphæ) নামক অংশে ক্রমাগত পড়িতে থাকে এবং তদ্দরুণ যোনিদ্বার শুষ্ক হইয়া পড়ে। অতএব স্বামী সহবাসের সময় যোনিদ্বার শুষ্ক থাকার দরুণ সহবাস কষ্টকর হইয়া যোনিদ্বারের আক্ষেপ হয়। এইরূপ অবস্থায় স্বামী সহবাসের ইচ্ছা অনেকের থাকে না। অত-এব যোনিদ্বারের শুষ্কতা, এবং তদ্দরুণ স্বামী সহবাসে ভয়ের উদ্রেক হওয়া এই দুই কারণ একত্রিত হইয়া স্বামী সহবাসের সময় যোনিদ্বার আক্ষেপিক রূপে সঙ্কুচিত হয়। এরূপ বারম্বার হওয়ার দরুণ জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা বা এটোনি (Atony) এবং উহার হ্রাস বা আট্রোফি (Atrophy) হইয়া থাকে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমই এই প্রকারের কারণের মূল বলিয়া আমার বিশ্বাস হয়। ফরাসী দেশীয় ডাক্তার নেফ্‌টেল্‌ (Dr. Neftel) বলেন যে, অনেক স্ত্রীলোক শরীরের ময়লা বা ফুস্কুড়ী নিবারণের জন্য সীসা মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করে এবং তদ্দরুণ তাহারা কতক পরিমাণে বিষাক্ত হইয়া এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত বা প্যারাপ্লেজিয়া (Paraplegia) বা স্নায়ুশূল (Neuralgia) রোগও উৎপন্ন হইতে পারে। অনেক চিকিৎসাবিদ্‌ পণ্ডিত হিষ্টিরিয়া রোগকে যোনি-দ্বারের সঙ্কোচনের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস এই যে হিষ্টিরিয়া যোনিদ্বারের সঙ্কোচনের ফল মাত্র। ইহা উহার কারণ নহে।

চিকিৎসা। স্বামী বা পুরুষ সহবাসের পর বা উহাতে অত্যাচার, বা যোনিদ্বারে কোন প্রকারের চোট পাইয়া যদি রোগ উৎপন্ন হয়, তবে আর্ণিকা মণ্টেনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবহার্য্য। আর্ণিকার মূল আরোকের

৫ ফোঁটা, ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া উক্ত লোশন দ্বারা যোনিদ্বার ধোয়াইয়া দিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শে। যোনিদ্বারের সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বারে উষ্ণ বোধ ও টাটানি, নাড়ী পূর্ণ ও মোটা, সমুদয় শরীরে বেদনা বা কন্‌কনানি এবং জ্বর থাকিলে একোনাইট্ ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। সর্ব্বদা ঘুমের ইচ্ছা বা ঝিমান; যোনিদ্বারে নিম্ন দিকে সজোরে ঠেলিয়া নামিবার ন্যায় ঠন্ ঠন্ করা বা বেদনা; কোমরের পশ্চাৎ দেশে বেদনা; মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং টল্‌টলে ইত্যাদি লক্ষণে বেলাডনা ১, ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, স্নায়বিকতা বা স্নায়বিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা, নিদ্রাশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণে ইগ্নেসিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবহার্য্য। হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ, সর্ব্বদা কাঁদা, উলঙ্গ হইয়া থাকা বা উলঙ্গ থাকার ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণে হায়োসায়েমাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবহার্য্য। এতদ্ভিন্ন যোনিদ্বার প্রদাহের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। অনেক চিকিৎসক অস্ত্র চিকিৎসার সাহায্য লইয়া যোনিদ্বারকে বিস্তৃত করিয়া বিস্তৃতাবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। স্বামী সহবাসে বিরত রাখা, ঈষৎ উষ্ণ জল দ্বারা যোনিদ্বারে পিচ্‌কারী দেওয়া, বেলাডোনা অয়েন্ট্‌মেণ্ট্ বেসেলিনে সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া যোনিদ্বারে লাগাইয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারাই আমি অনেক রোগীকে আরাম করিয়াছি। আরো আনুষঙ্গিক উপায় সম্বন্ধে যোনিদ্বারের প্রদাহের অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যোনিদ্বার দিয়া জলবৎ পদার্থ নিঃসরণ বা হাইড্রোরিয়া

(HYDRORRHŒA.)

ইহাতে যোনিদ্বার দিয়া জলবৎ এক প্রকারের পদার্থ নির্গত হয়। ইহা গর্ভাবস্থার দরুণ হইতে পারে বা নাও হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় হইলে ইহা লাইকার আম্‌নিয়াই হইতে পারে বা নাও হইতে পারে। লাইকার আম্‌নিয়াই না হইলে উহা সার্ব্বাইকেল্ গ্লাণ্ডস্ (Cervical Glands,—Glandulœ Nabothi) হইতে নির্গত হয় বা ফুল বা প্লাসেণ্টার হায়ডেটিফরম্ ডিজেনারেশনের (Hydatiform degeneration) দরুণ ঘটিয়া থাকে। সন্তান প্রসব বা গর্ভস্রাবের পর হইলে জরায়ুর মধ্যে ফুল বা ফুলের পর্দ্দার

অংশ থাকিয়া যাওয়ায় বা পলিপাসের (Polypus) দরুণ এরূপ ঘটিয়া থাকে। গর্ভাবস্থা ব্যতীতও জরায়ুর সার্ব্বিক্‌স্ নামক অংশে ফুলকফির ন্যায় ফুস্কুড়ি (Cauliflower Excrescences) থাকিলে, ডিম্বকোষের সিষ্ট্‌স্ (Ovarian cysts) ফাটিয়া যাওয়া, বেসিকো-বেজায়নেল্ ফিশ্চুলা (Vesico-Vaginal fistula) ইত্যাদি রোগের দরুণও উক্ত প্রকারের নিঃসরণ হইতে পারে।

যে সকল কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সে সকল কারণ দূরীভূত করিলেই আরাম হয়।

ঋতু, রজঃস্রাব বা মেন্‌ষ্ট্রুয়েশন্ (MENSTRUATION)

শরীর সুস্থ থাকিলে স্ত্রীলোকের যৌবনাবস্থায় প্রতি মাসে জরায়ু হইতে কতক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়। এই রক্ত নিঃসৃত হওয়া স্ত্রীলোকের একটী স্বাভাবিক নিয়মিত নিঃসরণ মধ্যে পরিগণিত। এই নিয়মিত স্বাভাবিক নিঃসরণকে ঋতু, রজঃস্রাব বা মেন্‌সেস্ (Menses) বলা যায়। ঋতু বা রজঃস্রাব আরম্ভ হইলেই স্ত্রীলোক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ অনুমিত হয়। শীত-প্রধান দেশে ১৩ হইতে ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যেই বালিকাগণের রজঃস্রাব আরম্ভ হয় এবং এতদ্দেশেও সচরাচর ১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাগণের রজঃস্রাব আরম্ভ হয়। আবার এতদ্দেশে ১০।১১ বৎসরের সময়ও অনেক বালিকার রজঃস্রাব আরম্ভ হইতে দেখা যায়। এরূপ ঘটনা এতদ্দেশে খুব বিরল নহে। আবার আহার বাসাদি ও স্বাস্থ্যানুসারে, বালিকাগণের ঋতু অল্প বা অধিক বয়সে হইয়া থাকে। যাহারা সুস্থকায়বিশিষ্টা ও সর্ব্বদা পুষ্টিকর বা বলকারক দ্রব্যাদি খায় তাহাদিগের রজঃস্রাব, অসার আহার দ্রব্যাদি ভোজী ও অসুস্থকায়বিশিষ্টা বালিকাগণ অপেক্ষা অনেক অল্প বয়সে আরম্ভ হইয়া থাকে। যখন এই অবস্থা আরম্ভ হয়, তখন বালিকাগণ সঙ্কুচিত স্বভাব বিশিষ্টা বা লজ্জাশীলা হয়; তাহারা সোজা হইয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে ভালবাসে এবং তাহাদিগের স্বরের পরিবর্ত্তন হয়; তাহাদিগের বক্ষ প্রশস্ত হয় এবং স্তন বর্দ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুস্থ স্ত্রীলোকের ঋতু বা রজঃস্রাব প্রতি অষ্টাবিংশ দিবসে হইয়া থাকে। আবার রজঃস্রাব

সকল স্ত্রীলোকের সমান স্থায়ী হয় না। কোন কোন স্ত্রীলোকের ২ দিবস ও কোন কোন স্ত্রীলোকের ৬ দিবস পর্য্যন্ত উহা অবস্থিতি করিতে পারে। কিন্তু সচরাচর রজঃস্রাব ৫ দিবসের অধিক অবস্থিতি করিতে দেখা যায় না। প্রত্যেক বার ঋতুর সময় সচরাচর অর্দ্ধ পোওয়া হইতে দেড় পোওয়া রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং এই রক্ত আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে নির্গত হয়। রক্ত কাল্‌চে লাল বর্ণ, পাতলা এবং সহজে জমাট হয় না, অথবা সহজে পচে না। যে সকল বালিকার ঋতু অতি অল্প বয়সে আরম্ভ হয়, তাহাদিগের রক্তের পরিমাণ অতি কম হয় এবং উহাতে শাদা শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থের ভাগই অধিক থাকে। ৪০।৫০ বৎসর বয়সে সচরাচর স্ত্রীলোকের ঋতু বা রজঃস্রাব একবারে বন্ধ হইয়া যায়। আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের ৪০ বৎসরের পূর্ব্বেও রজঃস্রাব একবারে বন্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব একবারে বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে তাহাদিগের রজঃস্রাব নিয়মিত রূপে হয় না এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধও থাকে।

রজঃস্রাব (১) নিয়মিত বা অনিয়মিত রূপে (Regular or irregular) হইতে পারে। (২) অতি অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব বা রজঃরোধ বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব (Scanty, absent or Profuse menstruation) হইতে পারে। (৩) বারম্বার বা অনেক দিন ব্যাপিয়া রজঃস্রাব (Too frequent or too long) হইতে পারে। (৪) কষ্টকর (Painful) রজঃস্রাব হইতে পারে।

যদি অনিয়মিত রূপে, অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেক দিন ধরিয়া জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে উক্ত রক্তস্রাব স্বাভাবিক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। পুরুষ সহবাস বা প্রবল শারীরিক পরিশ্রমের পর যোনিদ্বার দিয়া উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইলে কোন প্রকার সাংঘাতিক আকারের রোগ শীঘ্র হইবে এরূপ বুঝায়। রজঃস্রাবের রক্ত যদি পরিমাণে অতিরিক্ত না হয়, তবে উহা জমাট হয় না। যোনিদ্বারের শ্লৈষ্মিক পদার্থগুলি রক্তে মিশ্রিত হইয়াই রক্তের এরূপ তরলাবস্থা ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় রজঃস্রাবের রক্ত যোনিদ্বার দিয়া নির্গত না হইয়া নাসিকা, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থলী বা গুহ্যদ্বার দিয়া রজঃস্রাবের সময় নির্গত হয়। এমতাবস্থায় উক্ত রক্তস্রাবকে বাইকেরিয়াস মেনষ্ট্রুয়েশন্ (Vicarious Menstruation) বলে। যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে (Periodical) হইলেও, বিশেষতঃ উহা যদি পরিমাণে অধিক হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে

যদি শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া (Leucorrhœa) থাকে, তবে উহাতে জরায়ুর কোন প্রকারের অসুখ বুঝায়।

গৌণে প্রথম রজঃস্রাব বা রিটেন্‌শন্ অব্ দি মেন্‌সেস্
(RETENSION OF THE MENSES.)

ইহাতে স্ত্রীলোকের প্রথম রজঃস্রাব অতি গৌণে আরম্ভ হয়। শরীর অন্যান্য প্রকারে সুস্থ থাকিয়া রজঃস্রাব গৌণে আরম্ভ হইলেও কোন প্রকার বিশেষ আশঙ্কার বিষয় নহে। কিন্তু যৌবনকালে স্ত্রীলোকের শারীরিক বা মানসিক যে স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইয়াও যদি ঋতু না হয়, বিশেষতঃ যদি মধ্যে মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুঁচ্‌কী, কোমর, পৃষ্ঠদেশে বেদনার উদ্রেক হয় এবং তলপেটে পূর্ণবোধ ও টন্‌টনানী বা তলপেটস্থ যন্ত্রাদি নিম্নদিকে সজোরে নামিয়া পড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়, তবে স্বভাব বা প্রকৃতিকে সাহায্যার্থ যথাযোগ্য চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু সকলেরই ইহা মনে রাখা উচিত যে, হাতুড়িয়া চিকিৎসকদিগের উগ্র ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রজঃস্রাব আনয়ন করা যার পর নাই অন্যায় ও অনিষ্টকর।

কারণ। বহির্ব্বায়ুতে বাহির না হইয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকা; পাঠাদি মানসিক পরিশ্রমে সর্ব্বদা অত্যন্ত লিপ্ত থাকা; শারীরিক অসুস্থতা; ডিম্বকোষের (Ovaries) অসুখ; যোনিদ্বারের আবরক পর্দ্দার অছিন্নাবস্থা বা ইন্‌পার্ফোরেট্ হায়মেন্ (Inperforate Hymen) ইত্যাদি গৌণে প্রথম রজঃস্রাব বা রজঃরোধের কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। সর্ব্বদা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; শয়নাবস্থা হইতে উঠিলেই মাথা ঘোরা বা অস্থির হইয়া পড়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রক্তাধিক্য ধাতুবিশিষ্ট বালিকা ও যাহারা সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

আর্সিনিকাম্ অল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিলে মুখমণ্ডল মলিন বা শিটা, স্ফীত বা টল্‌টলে ও পায়ের পাতা স্ফীত; রক্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরে উষ্ণানুভব ও বলক্ষয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

বেলাডোনা ১ বা ৩ ডাঃ। নাসিকা হইতে বারম্বার রক্তস্রাব বা রক্ত নির্গমন; চক্ষু লালবর্ণ; আলোক বা কোন প্রকার গোলমালে বৈরক্তি; জননেন্দ্রিয়ে বেদনা ও ভারবোধ; ডাইন ডিম্বকোষে প্রদাহ জনিত বেদনা বা টাটানি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। ঋতুর সময় যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব না হইয়া নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; কোষ্ঠবদ্ধ ও অত্যন্ত শুষ্ক কঠিন মল নির্গমন; অত্যন্ত খিট্ খিট্ করা; রোগী সর্ব্বদা নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে চাহে ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ সেব্য।

ককিউলাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। ঋতু বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্নায়বিক মণ্ডলের অসুখের লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকে; তলপেটে সঙ্কোচক বা চিন্‌চিনে বেদনা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টানুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগী সর্ব্বদা কোঁথায় বা কোঁকায়; গাড়ী, নৌকা বা পাল্কী ইত্যাদিতে চাপিয়া বেড়াইলে যদি শিরঃপীড়া হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন বা বমনোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকে, তবে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখমণ্ডল মলিন বা শিটা; উষ্ণ ঘরেও শীতবোধ; পেট ও পৃষ্ঠদেশের পাথালে বা আড়াআড়ী বেদনানুভব; গুল্ম বায়ু বা হিষ্টিরিয়ার (Hysteria) ন্যায় কখন হাসি, কখন বা ক্রন্দন; সমুদয় বিষয়েই হতাশ হওয়া এবং দুঃখ প্রকাশ করা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট বা যাহারা সামান্য কারণেই কাঁদে বা দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে, অথবা বহির্ব্বায়ুতে বা অঙ্গচালনাতে যদি অসুখাদি বৃদ্ধি হয়, অথবা অসুখাদি সচরাচর অপরাহ্ন বা সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধি হয়, তবে এই ঔষধ আরো উপকারী। রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা ৩০ ডাইলুশন দ্বারা অধিক উপকার পাওয়া যায়। রোগ তরুণ হইলেও ৩০ ডাইলুশন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বা ক্ষীণ-কায় বিশিষ্টা; নাসিকা ও গালে হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়া; হাত পায়ের পাতা শীতল এবং মাথা ও মুখমণ্ডলে বারম্বার হঠাৎ উষ্ণানুভব বা জ্বালা বোধ, সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ ভাবে থাকা এবং বারম্বার দুঃখ প্রকাশ করা বা কাঁদা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। মাথার উপরিভাগে সর্ব্বদা উষ্ণানুভব; অক্ষুধা ও আহারের পর বমনোদ্বেগ বা বমন; সমুদয় রাত্রিতেই ঘোর নিদ্রা; চর্ম্ম অসুস্থ এবং সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইলেই আহত স্থান পাকিয়া উহাতে পুঁষ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ইহা গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ফস্ফরাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। অত্যন্ত দুর্ব্বল বা ক্ষীণকায় ও সুন্দর আকার বা দুর্ব্বল বক্ষবিশিষ্ট স্ত্রীলোকের ক্ষয় কাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। কাশিতে কাশিতে কখন কখন শ্লেষ্মার সঙ্গে অল্প পরিমাণে রক্ত নির্গত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। মনোনীত ঔষধের ১ ফোঁটা, ২ কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ১ সপ্তাহ কাল প্রতিদিন ১ মাত্রা করিয়া সেবন করিয়া ৪।৫ দিবস ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে এবং রোগের উপশম হইলে যে পর্য্যন্ত উপশম অনুভূত হয়, সে পর্য্যন্ত ঔষধ বন্ধ রাখিবে। যদি অসুখের লক্ষণাদি বৃদ্ধি পায় এবং ঋতু না হয়, তবে লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার করিবে।

আনুষঙ্গিক উপায়। আহার দ্রব্যাদি লঘুপক্ক, পুষ্টিকর বা বলকারক, অথচ সহজে পরিপাক পায় এরূপ হওয়া আবশ্যক। অধিক পরিমাণে ঘৃত বা মস্‌লা দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি বা কোন প্রকার উত্তেজক পদার্থ খাওয়া অনুচিত। প্রাতে ও বৈকালে বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা করা উচিত। মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে শয়ন করিবার পূর্ব্বে ১০।১৫ মিনিটের জন্য উষ্ণ জলে পায়ের পাতা ভিজাইয়া রাখিয়া পশ্চাৎ শুকনা কাপড় দ্বারা পা মুছিয়া শয়ন করিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

মৃত্তিকা পাণ্ডু,—ক্লোরোসিস্ বা গ্রিণ্ সিক্‌নেস্

(CHLOROSIS,—GREEN SICKNESS.)

ইহা যুবতী স্ত্রীলোকদিগের যৌবনাবস্থার এক বিশেষ প্রকৃতির রোগ বিশেষ। যৌবনকালে রজঃরোধ বা দূষিত ঋতু বা শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa) সঙ্গে সঙ্গে এই অসুখটী বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে পাকস্থলী ও অন্ত্রের অসুখ, জিহ্বা শিটা, স্ফীত ও টল্‌টলে আকার ধারণ করে,

মুখে দুর্গন্ধ হয়; ক্ষুধাশূন্যতা, অথবা চাথড়ি, কয়লা, কাদা, কাগজ ইত্যাদি অপকারক বা অজীর্ণ উৎপাদক দ্রব্যাদি খাওয়াব ইচ্ছা; কোষ্ঠ ভাল রূপ হয় না; মল উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণা বিশিষ্ট ও উহার রঙ্গ অস্বাভাবিক; শরীরের চর্ম্ম অত্যন্ত পিটা, কথন শাদা, কথন বা হরিদ্রার আভাযুক্ত, অথবা সবুজের আভাযুক্ত মোমের আকার বিশিষ্ট হয়। এমন কি, ওষ্ঠ ও মুখের মধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি পর্য্যন্ত পিটা হইয়া যায় এবং চক্ষুদ্বয় কাল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। কোন কোন রোগীর মুখমণ্ডল ও চক্ষুর পাতা এবং বক্ষ শোথের ন্যায় স্ফীত হয়, বিশেষতঃ নিদ্রার পর। স্নায়বিক মণ্ডলির অসুখ হইয়া মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে; শিরঃপীড়া হয়; কাণে গুন্ গুন্ সোঁ সোঁ শব্দ হয়; শরীরেব নানা স্থানে বেদনা বা যন্ত্রণাদির উদ্রেক হয়; হৃৎস্পন্দন এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রজঃস্রাব একবারে রুদ্ধ না হইলে নির্গত রক্তের পরিমাণ অতি অল্প হয় এবং উহা মলিন, শাদাটিয়া বা জলবৎ তরল হইয়া থাকে। এই রোগের কারণ সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অতিরিক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর ও বলকারক আহার, চটা স্বভাব এবং শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া সর্ব্বদা অলস ভাবে ঘরে বসিয়া থাকা ইত্যাদি কতকগুলি সাধারণ কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ৬ ডাঃ। জিহ্বা দুগ্ধবৎ গাঢ় শাদা লেপযুক্ত; পাকস্থলীর কার্য্যের বৈলক্ষণ্য ও ক্ষুধা শূন্যতা এবং উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার উঠা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখমণ্ডল মলিন ও মৃতদেহের বর্ণবিশিষ্ট; চক্ষুর পাতা টল্‌টলে ও স্ফীত; প্রবল পিপাসা ও বারম্বার জল পানের ইচ্ছা; কিন্তু রোগী একবারে অধিক জল পান করিতে পারে না; শরীর কম্পন; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও বারম্বার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়া; রোগী সর্ব্বদা উষ্ণ ঘরে থাকিতে ভাল বাসে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মনের স্ফূর্ত্তির অভাব এবং সামান্য কারণেই রোগী কাঁদে বা কাঁদিবার উপক্রম হয়; মুখা-

কৃতি শিটা ও মলিন এবং চক্ষু কাল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ; নীচের ঘর হইতে উপরের ঘরে উঠিবার সময় মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা ; মাংসাদি আহারে বৈরক্তি বা অরুচি ; টক স্বাদবিশিষ্ট অথবা চাখড়ী, কাদা ইত্যাদি অপাক কারক পদার্থগুলি খাওয়ার ইচ্ছা ; আহারান্তে পাকস্থলী ফুলিয়া উঠা এবং হৃৎ-স্পন্দন ; নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বা শ্বাসকষ্ট এবং পেশীর দুর্ব্বলতা ; সহজেই রোগীর সর্দ্দি লাগে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

চায়না ১, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে চাহে না ; আহার দ্রব্যাদি পরিপাক পায় না ; টক উদ্গার উঠে ও পেট ঠোশ মারিয়া থাকে ; বেদনাহীন উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণা-বিশিষ্ট তরল ভেদ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব বা অন্যান্য প্রকারের প্রবল রোগ দ্বারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া রোগ উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ফেরাম্ ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। মুখমণ্ডল সবুজের আভাযুক্ত বা ছাইয়ের রঙ্গের ন্যায় মলিন বর্ণবিশিষ্ট যাহা সামান্য মনের উদ্বেগ বা পরি-শ্রমেই আগুনের ন্যায় লালবর্ণ হয় ; হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসকষ্ট ; সর্ব্বদাই শয়ন করিয়া বা বসিয়া থাকার ইচ্ছা ; রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং সহজেই অবসন্ন হইয়া পড়ে ; গলা দিয়া কাশির সঙ্গে রক্ত উঠা এবং স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা ; হয় ঋতু একবারে বন্ধ থাকে, নতুবা ঋতুর সময় মলিন বা জলবৎ রক্ত নির্গত হয় ; রোগী আস্তে আস্তে চলিয়া বেড়াইলে অসুখাদির উপশম হয় ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১১ বা ৩০ ডাঃ। পাকস্থলী ও যকৃতের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য ; তিক্ত বা টক স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার উঠা ; রোগী সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং একাকী থাকিতে ভালবাসে ; সামান্য কারণেই রোগীর মনে অত্যন্ত উদ্বেগ হয় ; মুখাকৃতি মলিন বা হরিদ্রাব আভাযুক্ত ; রাত্রি ২।৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইয়া নানা প্রকারের চিন্তা আসিয়া রোগীর মন ব্যাকুল করিয়া ফেলে ; কোষ্ঠবদ্ধ অভ্যস্ত এবং মল বড় কঠিন মোটা নেড় যাহা অতি কষ্টে গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয় ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না ; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। প্রথমবার ঋতু হইতে গৌণ হওয়া বা ঋতু একবার আরম্ভ হইয়া পুনরায় বন্ধ হওয়া; তলপেটে কসিয়া ধরা বা ঠেলিয়া দেওয়া বা নিম্ন দিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ বেদনানুভব; বারম্বার হৃৎস্পন্দন এবং কোন প্রকার সামান্য পরিশ্রম করিলেই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে; হাত পায়ের পাতা শীতল; উষ্ণঘরেও শীত বোধ; জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত এবং প্রাতে মুখে বিস্বাদ; কোন প্রকার তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ পরিপাক পায় না; উত্তেজক বা অধিক পরিমাণে মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি খাওয়ার অত্যন্ত স্পৃহা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। লৌহঘটিত ঔষধাদির অপব্যবহার দ্বারা রোগ উৎপন্ন হইলে, অথবা রোগী যদি শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়, তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। ঋতু বন্ধ হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বারম্বার শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa) নিঃসরণ; গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া (Hysteria) জনিত বা স্নায়বিক শিরঃপীড়া; রোগী সর্ব্বদা বিমর্ষভাবে থাকে এবং সামান্য কারণেই দুঃখ প্রকাশ করে; নাসিকা ও গালের উপর হরিদ্রার দাগ পড়ে; বমন বা বমনোদ্বেগ, আহার দ্রব্যাদির ঘ্রাণেও যাহার উদ্রেক হয়; মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে পাত্রের নীচে লাল্‌চে বা কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট তলানি পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাল্‌ফার ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে রোগের প্রথমাবস্থায় উপকারী। দিনের বেলা বারম্বার নিদ্রাবেশ এবং রাত্রিযোগে নিদ্রাশূন্যতা; প্রথম রজঃস্রাব অত্যন্ত গৌণে হয় বা কষ্টকর রজঃস্রাব; চর্ম্ম খুশ্‌কী বা মাছের আঁইসের ন্যায় আকার বিশিষ্ট; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি সহজে পরিপাক পায় না; পাকস্থলীতে ভার ও পূর্ণ বোধ; মাথার উপরিভাগে আগুনের ন্যায় জ্বালানুভব; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা এবং গায় বহির্ব্বায়ু অসহ্য হওয়া; রোগী স্নান করিতে বা শরীর জলদ্বারা মুছিয়া ফেলিতে চাহে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে ককিউলাস্, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, গ্রাফাইটিস্, নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্, প্লাম্বাম্, ফস্ফরাস্, ইগ্নেসিয়া, ল্যাকেসিস্, কোনায়াম্, আলুমিনা, বোরাক্স্, নাইট্রিক্ আসিড, ক্যালী কার্ব্ব, প্লাটিনা,

ডিজিটালিস্, মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস্, স্পাইজেলিয়া, ফস্ফরিক্ অ্যাসিড্, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, লাইকোপডিয়াম্, হেলোনিয়াম্ ডায়োইকা ইত্যাদি ঔষধগুলিও আবশ্যক হইতে পারে না।

ঔষধের মাত্রা। কোন একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া উহার এক মাত্রা প্রাতে ও এক মাত্রা বৈকালে, এইরূপ ১ সপ্তাহ কাল সেবন করিয়া ৪।৫ দিন ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে এবং এই ঔষধ দ্বারা যদি কোন উপকার না দর্শে, তবে লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার করিবে।

আহারাদির নিয়ম গৌণে-প্রথম রজঃস্রাব এবং কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনার অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

রজঃস্রাবের বৈলক্ষণ্যজনিত অসুখ
(Disorders of Menstruation)

রজঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য প্রধানতঃ তিন প্রকারে হইয়া থাকে। যথা (১) রজঃরোধ,—রজঃস্রাবের অভাব বা এমিনোরিয়া (Amenorrhœa,—Absence of Menses); (২) কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা বা ডিস্‌মেনোরিয়া (Dysmenorrhœa,—Painful Menstruation); (৩) প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব বা মেনোরেজিয়া (Menorrhagia,—Menses too Copious)। এই তিন প্রকারের ঋতু বৈলক্ষণ্যের বিষয় ক্রমে নিম্নে লিখিত হইল।

(১) রজঃ রোধ,—রজঃস্রাবের অভাব বা এমিনোরিয়া
(Amenorrhœa.)

ইহাতে ঋতু বা রজঃস্রাব একবার আরম্ভ হইয়া পুনর্বার বন্ধ হইয়া থাকে। রজঃস্রাব বন্ধ হওয়ার দরুণ পাকস্থলী ও অন্ত্রে প্রবল আক্ষেপিক বেদনার উদ্রেক হয় এবং অনেক সময় বমনোদ্বেগ বা বমন হয়। শিরঃপীড়া; মুখমণ্ডল আরক্ত, উগ্র প্রলাপ (Delirium), আক্ষেপ (Convulsions), গুল্ম বায়ু বা হিষ্টিরিয়া (Hystyria); হৃৎস্পন্দন, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি কষ্টকর উপদ্রব গুলি প্রকাশ পায়। যদি ঋতু ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়, অথবা ঋতুর আভ্যন্তরিক কালে কোন কারণে ঋতু বন্ধ হয়, তবে উহার দরুণ অসুখাদি হঠাৎ প্রকাশ পায় না। রোগী শিটা হয় এবং অত্যন্ত অলস,

বোধ করে ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; ক্ষুধা থাকে না; তাহার মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না; সে অত্যন্ত রুগ্ন ও বিমর্ষ হয়; পায়ের পাতা এবং পায়ের পাতা ও পায়ের মধ্যবর্ত্তী সন্ধি স্ফীত হয়, স্নায়বিক লক্ষণাদি প্রকাশ পায়; হৃৎস্পন্দন; নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বা শ্বাসকষ্ট হয়। পিতা মাতার দোষ থাকিলে রোগীর ক্ষয় কাশও হইতে পারে।

প্রকার ভেদ (Varieties)। কারণ বুঝিয়া চিকিৎসার সুবিধার জন্য চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ রজঃরোধকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা,—(১) স্বাভাবিক রজঃরোধ বা ফিজিয়োলজিকেল্ এমিনোরিয়া (Physiological Amenorrhœa)। গর্ভাবস্থায় রজঃরোধ এবং শেষ রজঃরোধ (Menopause) এই প্রকার রজঃরোধের উদাহরণ। (২) ধাতুগত কারণে রজঃরোধ বা কনষ্টিটিউশনেল্ এমিনোরিয়া (Constitutional Amenorrhœa)। সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা, যক্ষ্মাকাশ, রক্তাল্পতা বা এনিমিয়া (Anœmia) এবং মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ বা ক্লোরোসিস (Chlorosis) ইত্যাদি কারণে এই প্রকার রজঃরোধ হইয়া থাকে। (৩) স্থানিক কারণে রজঃরোধ (Amenorrhœa from local causes)। জননেন্দ্রিয়ের জন্মাবধি কোন প্রকারের যান্ত্রিক বিকৃতির (Congenital defect) দরুণ ইহা ঘটিয়া থাকে। ইহাকে প্রিমিটিব্ এমিনোরিয়াও (Primitive Amenorrhœa) বলিয়া থাকে। ইহাকে প্রকৃত বা রিয়েল্ (Real) বা অবরুদ্ধ, গুপ্ত বা রিটেইণ্ড্ বা অকাল্ট্ (Retained or Occult) রজঃরোধ বা এমিনোরিয়া বলা যাইতে পারে। ডিম্বকোষ (Ovaries), ফেলোপিয়েন্ টিউবস্ (Fallopian tubes), অথবা জরায়ুর অসম্পূর্ণ বিকাশ বা উহার অভাবের দরুণ রিয়েল এমিনোরিয়া হইয়া থাকে। জরায়ুর মুখ, যোনিদ্বার ইত্যাদিতে ছিদ্র না থাকা, কুমারী অবস্থায় যে পর্দ্দা যোনিদ্বার আবরণ করিয়া থাকে তাহা অচ্ছিন্নাবস্থায় থাকা (Imperforate Hymen), অথবা যোনিদ্বারের অভাব ইত্যাদি রিটেইণ্ড্ এমিনোরিয়ার কারণ। যোনিদ্বারের ঊর্দ্ধাংশে অবরোধ সচরাচর প্রসবের সময় উক্ত স্থানে ছিঁড়িয়া যাইয়া ক্ষতাদি হওয়ার দরুণ ঘটিয়া থাকে। যোনিদ্বারের নিম্ন ভাগে অবরোধ শৈশবাবস্থায় যোনিদ্বারের প্রদাহের দরুণ সংলগ্নতার (Adhesions) দরুণ ঘটিয়া থাকে। রিটেইণ্ড্ এমিনোরিয়াতে অবরোধের স্থানের ঊর্দ্ধভাগে রক্ত সঞ্চিত হইয়া জরায়ু বা যোনিদ্বার প্রদেশে ফ্লাকচুয়েটিং টিউমার (Fluctuating tumour) উৎপন্ন হইতে পারে। অথবা উক্ত সঞ্চিত রক্ত ফেলোপিয়ান্ টিউব্স্ দিয়া উথলিয়া

পড়িয়া হিমাটোসিল্ বা পেরিটোনাইটিস্ (Hœmatocele or Peritonitis) হইতে পারে।

কারণ। শীত, হিম, ঠাণ্ডা লাগা ঋতু বন্ধ হওয়ার সাধারণ কারণ বলিয়া অনুমিত। হঠাৎ প্রবল মানসিক উদ্বেগ বা উত্তেজনা; শোক, ভয় ইত্যাদি; হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস্, যকৃৎ অথবা জরায়ু বা তৎসম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির অসুখ ও ঋতু বন্ধ হওয়ার কারণ মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণের বিষয় প্রকার ভেদ শীর্ষে লিখিত হইয়াছে।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শীতল প্রয়োগে ঋতু বন্ধ হয়; মস্তিষ্ক বা বুকে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও মুখমণ্ডল আরক্ত; মাথায় দপ্দপিয়া বেদনা, যাহা একস্থানে সর্ব্বদা থাকে না; প্রলাপ বা অবসন্নতা; মাথাঘোরা এবং শয়নাবস্থা হইতে উঠিবার সময় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়া ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যৌবনকালে ও যাহারা ভাল খায় এবং যাহাদিগের শরীরে অধিক রক্তের সঞ্চার হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

আর্সিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখমণ্ডল মলিন, মোমের রঙ্গের ন্যায়; ক্ষুধা শূন্যতা; সামান্য পরিশ্রমেই অত্যন্ত বলক্ষয়; সর্ব্বদা দুঃখিত ও বিষন্নমনা, মৃত্যুভয় এবং একাকী থাকিতে ভয়; অত্যন্ত শীতবোধ যাহার দরুণ রোগী সর্ব্বদা গায় কাপড় জড়াইয়া রাখিতে চাহে, অথবা আগুনের নিকট থাকিতে ভালবাসে; অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অধিক পরিমাণে জলপান করিতে পারে না, রাত্রি দুই প্রহরের পর যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ১, ৩ বা ৩০ ডাঃ। প্রত্যেকবার রজঃস্রাবের সময় দপ্দপিয়া শিরঃপীড়া; মুখমণ্ডল লালবর্ণ এবং মাথা হেট করিলে মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; তল পেট দিয়া কোন ভারিপদার্থ সজোরে নিম্ন দিকে নামিয়া পড়ার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার রজঃস্রাব আরম্ভ হইবে; গোলমাল বা আলোক সহ্য হয় না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৬ বা ১২ ডাঃ। মাথায় কোন পদার্থ হুড়্ হুড়্ করিয়া যাইতেছে এরূপ অনুভূত হয়; কর্ণের পশ্চাৎভাগে অত্যন্ত

কষ্টদায়ক চাপ বোধ; ঋতুর সময় যোনিদ্বার দিয়া রক্তস্রাব না হইয়া নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব; তলপেটে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন মল ত্যাগ; সামান্য নড়াচড়াতেই লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। প্রসবের পূর্ব্বে যেরূপ হয়, জননেন্দ্রিয়ে সেরূপ চাপা বোধ এবং প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা: কর্ত্তনবৎ শূল বেদনা এবং ঋতু হওয়ার পূর্ব্বে উরুদেশে কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হওয়া; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে চটিয়া উত্তর দেয়; এক গাল লাল ও অপর গাল মলিন; অধিক পরিমাণে বর্ণহীন মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, এই ঔষধের মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবহারে অনেক সময় মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে।

কলোসিন্থ্ ৩ বা ৬ ডাঃ। ক্রোধ বা অপ্রকাশ্য শোক দ্বারা ঋতু বন্ধ হওয়া; পেটের মধ্যে শূল বেদনার ন্যায় ভয়ানক কর্ত্তনবৎ বেদনা, যাহার দরুণ রোগী হাঁটু গুটাইয়া পেটের উপর চাপ দিয়া রাখিতে বাধ্য হয়; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ও অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্রোকাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। যোনিদ্বার পানে ভার ও চাপা বা কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয় ও পেটে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার রজঃস্রাব আরম্ভ হইবে; পেটের মধ্যে জীবন্ত কোন পদার্থ নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়; নাক দিয়া গাঢ় কাল্‌চে রসির ন্যায় রক্ত নির্গত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। পেটের মধ্যে কোন জীবন্ত পদার্থ নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বলিয়া অনুমিত।

ডাল্‌কেমেরা ৩ বা ৬ ডাঃ। হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শরীর ভিজিয়া ঋতু বন্ধ হয়; প্রত্যেকবার ঋতুর সময় গায় ফুস্কুড়ী বাহির হয়; প্রত্যেকবার হিম ঠাণ্ডা লাগিলেই গায় আমবাতের (Urticaria) ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

গ্রাফাইটিস্ ৬ ডাঃ। ঋতু বন্ধ হওয়া ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বাহু ও পায়ের পাতাদিতে ভার বোধ; কখন কখন রজঃস্রাব হয়, যাহার পরিমাণ

অতি অল্প ও মলিন, বর্ণহীন বা ফিকা ; পায়ের পাতা স্ফীত ও শীতল ; গায় এক প্রকার ফুস্কুড়ী বাহির হয় যাহা হইতে চট্‌চটিয়া আঠা জলবৎ তরল পদার্থ নির্গত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রজঃরোধ, বিশেষতঃ পা ভিজিয়া রজঃরোধ হইলে ; কপালে কামড়ানের ন্যায় বেদনা এবং মাথার উপরিভাগে চাপা বোধ ; মাথাঘোরা ও কর্ণে বজ্‌ বজ্‌ বা ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দ হওয়া ; দাঁতের গোড়ার মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় যাতনা যাহা এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে হঠাৎ বিস্তৃত হয় ; হৃৎস্পন্দন ; পাকস্থলীতে বেদনা ; বমন বা বমনোদ্বেগ ; উষ্ণ ঘরেও বারম্বার শীত বোধ , সন্ধ্যার সময় লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ও যাহারা সর্ব্বদা বিমর্ষ ভাবে থাকে ও সহজেই কাঁদে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী হিষ্টিরিয়া (Hysteria) জনিত বা স্নায়বিক শিরঃপীড়া দ্বারা বারম্বার আক্রান্ত হয় ; দন্তশূল এবং দাঁতের স্নায়ুতে অত্যন্ত টনটনানী , মুখাকৃতি মলিন, শিটা অথবা মুখমণ্ডলের নানা স্থানে কাল্‌চে হরিদ্রা বর্ণের দাগ ; অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও প্রায় সর্ব্বদাই শরীরে ঘর্ম্ম হয় ; পাকস্থলীর মধ্যে কষ্টদায়ক খালি বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। মাথায় কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বা কামড়ানী, বিশেষতঃ মাথার পশ্চাৎভাগ হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত ; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ ও মস্তিষ্কে সাঁই সাঁই সোঁ সোঁ শব্দ হওয়া ; মাথার উপরিভাগে সর্ব্বদা জ্বালা এবং উষ্ণানুভব ; মুখাকৃতি শিটা ও রুগ্ন এবং চক্ষু নীল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ; সমুদয় দিবসই রোগী বারম্বার অবসন্ন হইয়া পড়ে ; বেলা ১১ টার সময় অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বিরেট্রাম্‌ আল্‌বাম্‌ ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। প্রত্যেকবার ঋতুর সময় স্নায়বিক শিরঃপীড়া এবং হিষ্টিরিয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায় ; মুখমণ্ডল মলিন, শিটা বা নীলের আভাযুক্ত ; কপালে শীতল ঘর্ম্ম ; মাথার উপরিভাগে ঠাণ্ডাবোধ ; হাত, পা ও নাসিকা শীতল ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও বারম্বার অবসন্ন হইয়া পড়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এপিস মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তাবরোধ বা রক্তাধিক্য, মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগ (Chlorosis) এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল মোমের ন্যায় শাদাটিয়া বা শিটা, টল্‌টলে এবং শোথের ন্যায় স্ফীত; চক্ষু এবং পায়ের পাতার শোথের ন্যায় স্ফীতি; অত্যন্ত অস্থিরতা এবং কোন কার্য্য ক্রমাগত না করিয়া রোগী একবার এটা, আবার ওটা, এরূপ অনবরত করিতে থাকে; রোগী প্রায়ই দ্রব্যাদি ভাঙ্গে; ডাইন ডিম্বকোষে (Right Ovary) কন্‌কনানী বা বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রজঃস্রাবের পূর্ব্বে স্তন স্ফীত হয় এবং টাটায়, মাথা ধরে, পেটে বেদনা হয়, শীতকম্প এবং শ্বেত-প্রদর (Leucorrhœa) নিঃসৃত হয়; পায়ের পাতা ঠাণ্ডা এবং উদর স্ফীত; নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিতে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রোগী গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

ককিউলাস্ ৬ ডাঃ। নিয়মিত সময়ে রজঃস্রাব না হইয়া তৎপরি-বর্ত্তে উক্ত সময়ে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; রজঃস্রাবের সময় অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; কখন কখন কেবল কএক ফোঁটা মাত্র কাল্‌চে রক্ত নির্গত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রোগী যদি স্নায়বিক ধাতু বিশিষ্ট হয় এবং তাহার হিষ্টিরিয়া রোগ থাকে, তবে এই ঔষধ আরো উপকারী।

কোনায়াম্ ম্যাকুলেটাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অত্যন্ত মাথা ঘোরা, বিশেষতঃ শয়ন করিয়া থাকিলে বা বিছানায় পাশ ফিরিবার সময়; প্রত্যেকবার রজঃস্রাবের সময়ই স্তন টাটায় এবং বেদনাযুক্ত হয়; মূত্র ত্যাগে অত্যন্ত কষ্টানুভব; মূত্র একবারে একধারে না পড়িয়া থামিয়া থামিয়া পড়ে; সামান্য চলিলেই অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

জেল্‌সিমিয়াম্ ১ বা ৩ ডাঃ। রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু প্রদেশে ভারি বোধ; তলপেটে পূর্ণ বোধ; ঋতুর পূর্ব্বে যেরূপ হয়, জরায়ু প্রদেশ এবং গুহ্যদ্বারের উপরি ভাগে সেরূপ বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার রজঃস্রাব আরম্ভ হইবে; মাথা ধরা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা এবং তদ্দরুণ চক্ষে আঁধার দেখা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যালী কার্ব্ব ১, ২ বা ৩ ডাঃ। রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শোথ; পেটে কৃত্রিম প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা; শ্বাসকষ্ট এবং প্রবল হৃৎস্পন্দন; প্রাতঃকালে চক্ষুর উপরের পাতায় ছোট থলিয়ার ন্যায় শোথ সম্বলিত স্ফীতি; যৌবন কালে রজঃরোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

লিলিয়াম্ টাইগ্রিনাম্ ১ বা ৩ ডাঃ। রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে কষ্টানুভব, অথবা ডিম্বকোষ প্রদেশে হুল ফুটানের ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা; জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হইয়া নিম্নদিকে সজোরে ঠেলিয়া নামে বা অন্য দিকে সরিয়া পড়ে; তরুণ জ্বালা উৎপাদক বা ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ যাহা লাগিয়া কাপড়ে কটা বর্ণ দাগ পড়ে; ঋতু দুই একবার নিয়মিত রূপে হইয়া আবার অনেক কাল বন্ধ হইয়া থাকে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোক এক ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

লাইকোপডিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পুরাতন আকারের রজঃরোধ বা কোন প্রকার ভয় পাইয়া রজঃরোধ; টক উদ্গার উঠা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং বমন, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে; পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যে পূর্ণবোধ; সামান্য পরিমাণে আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ হইলেই পেট গলা সমান ভরিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; মূত্রে লাল বালির কণার ন্যায় তলানী পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ মস্কাটা ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে প্রখর বেদনা; ঋতু নিয়মিত রূপে হয় না এবং গাঢ় ও কাল্চে রক্তস্রাব হয়; সর্ব্বদা নিদ্রাবল্য এবং বারম্বার মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হওয়া; জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক, বিশেষতঃ ঘুমের পর; পৃষ্ঠদেশে ভাঙ্গিয়া বা থেঁতলিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; আহারের পর পেট অত্যন্ত ফাঁপিয়া থাকে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। হঠাৎ ঋতু বন্ধ হইয়া যদি লক্ষণাদি অতি প্রখর আকার ধারণ করে, তবে মনোনীত ঔষধের এক এক মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা। কিন্তু রোগ প্রখর না হইলে প্রতিদিন মনোনীত ঔষধের ২।১ মাত্রার অধিক সেবন করা অনুচিত।

আনুষঙ্গিক উপায়। হিম-ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি রজঃরোধ হয়, তবে

রোগীকে উষ্ণ জলে কোমর পর্য্যন্ত ১৫।২০ মিনিট ডুবাইয়া রাখিলে, অথবা উষ্ণ জলে পা ভিজাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে। আহারাদি সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। যদি জরায়ুর মুখ কোন কারণে অবরুদ্ধ হয়, তবে অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দিয়া অবরোধ দূরীভূত করিবে। অথবা যোনি-দ্বার বা জরায়ুর মুখ যদি অপ্রশস্ত থাকে, তবে যন্ত্র দ্বারা উহা বিস্তৃত করিয়া পেসারি (Pessary) নামক যন্ত্র দ্বারা উহা বিস্তৃতাবস্থায় রাখিবে। যোনিদ্বারের হায়মেন্ (Hymen) নামক আবরক পর্দ্দার অছিন্নাবস্থার দরুণ (Imperforate hymen) যদি রজঃরোধ হয়, তবে উক্ত পর্দ্দার পশ্চাৎ দেশে সঞ্চিত রক্ত সাবধানতার সহিত টানিয়া ফেলিবে, নতুবা উক্ত সঞ্চিত রক্তের দরুণ জরায়ু আক্ষেপিক রূপে সঙ্কুচিত হইলে উক্ত রক্ত ফেলো-পিয়ান টিউব্‌সের মধ্য দিয়া ফিরিয়া যাইতে পারে, অথবা পশ্চাৎ বা উর্দ্ধগামী জরায়ুর টান পড়িবা ফেলোপিয়ান্ টিউব্‌স্ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। যদি যক্ষ্মাকাশ বা অন্য কোন ধাতুগত কারণে রজঃরোধ হয়, তবে উহার প্রতি-বিধান করা কর্ত্তব্য। রক্তাল্পতা বা মৃত্তিকা পাণ্ডুরোগের দরুণ রজঃরোধ হইলে উক্ত অসুখদ্বয়ের প্রতিকারার্থ ঔষধের সঙ্গে জল বায়ু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। দুর্ব্বলতার দরুণ হইলে বলকারক ও পুষ্টিকর আহার দ্রব্যাদি ব্যবস্থা।

---

(২) কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা বা ডিস্‌মেনোরিয়া

(DYSMENORRHŒA,—PAINFUL MENSTRUATION.)

এই প্রকার ঋতুর বৈলক্ষণ্যের দরুণ অসুখই আমরা সচরাচর অধিক দেখিতে পাই। ইহাতে পৃষ্ঠদেশ, কোমর, ডিম্বকোষ ও জরায়ুর মধ্যে অত্যন্ত প্রখর বেদনা হইয়া থাকে। এই বেদনা রজঃস্রাবের অনেক দিন পূর্ব্বে বা রজঃস্রাব আরম্ভ হওয়ার সময় আরম্ভ হইয়া, সচরাচর ২।৩ দিবস, অথবা কোন কোন স্ত্রীলোকের যে পর্য্যন্ত রজঃস্রাব হয়, সে পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। এই বেদনা বা যন্ত্রণা কখন বা সামান্য হয় ও কখন বা অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়া আক্ষেপ (Spasms) হইয়া থাকে। রক্তের প্রকৃতি সকল ব্যক্তির এক প্রকার থাকে না। আবার এক ব্যক্তির রজঃস্রাবও সকল সময়ে এক প্রকার হয় না। রক্তের পরিমাণ সচরাচর অল্প হয়,

স্বাভাবিক রক্ত অপেক্ষা মলিন বা ফিকা হয় এবং উহার সঙ্গে থানা থানা চাপ্ চাপ্ রক্ত এবং উহাতে কথন কথন পর্দ্দার ছিন্নাংশও থাকে।

প্রকার-ভেদ (Varieties)। কারণ অনুসারে এবং চিকিৎসার সুবিধার জন্য চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনাকে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা,—(১) সিষ্টিমিক্ ডিস্মেনোরিয়া (Systemic Dysmenorrhœa)। ইহা রক্ত বা স্নায়ুমণ্ডলের বিকৃতির দরুণ ঘটিয়া থাকে। (২) ডিম্বকোষ সম্বন্ধীয় বা ওবেরিয়ান্ ডিস্মেনোরিয়া (Ovarian Dysmenorrhœa)। ইহা ডিম্বকোষ বা ওবারির বিকৃতাবস্থার দরুণ ঘটিয়া থাকে। ইহা ডিম্বকোষ বা ওবারিতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহা স্থানভ্রষ্ট হওয়ার দরুণ ঘটিয়া থাকে। ইহাতে হিষ্টিরিয়া (Hysteria) নামক রোগের ন্যায় স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, স্তনে বেদনা হয় এবং উহা অনেক স্ফীত বা বর্দ্ধিত হয়। রজঃস্রাবের আভ্যন্তরিক কালে বেদনা বা যাতনার বৃদ্ধি ইহার একটী প্রধান উপদ্রব বা লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। (৩) জরায়ু সম্বন্ধীয় বা ইউটারাইন্ ডিস্মেনোরিয়া (Uterine Dysmenorrœa)। ইহা জরায়ুর বিকৃতাবস্থার দরুণ ঘটিয়া থাকে। ইহা অব্‌ষ্ট্রাক্টিব্ (Obstructive), নিউরাল্জিক্ (Neuralgic), কন্‌জেষ্টিব্ (Congestive), এবং মেম্ব্রেইনাস্, (Membranous) এই কয় প্রকারে বিভক্ত। অব্‌ষ্ট্রাক্টিব্ ডিস্মেনোরিয়া (Obstructive Dysmenorrhœa) জরায়ুর মুখ বা যোনিদ্বারের সংকীর্ণতা (ইহা জরায়ুর মুখের সংকীর্ণতা, জরায়ুর মুখ কোণ বিশিষ্ট হওয়া (Conicalos), অথবা যোনিদ্বারের সংলগ্নতার দরুণ ঘটিয়া থাকে। অথবা জরায়ুর মুখ বা গ্রীবা বাঁকা হওয়া বা জরায়ুর মুখে ঘা হইলে ঘা শুকাইয়া উহাতে দাগ থাকার দরুণ সঙ্কুচিত হইয়া এই প্রকার কষ্টকর রজঃস্রাব হইয়া থাকে। ইহাতে জরায়ুতে শূলবেদনার ন্যায় ভয়ানক প্রবল বেদনার উদ্রেক হয়। রক্তস্রাব হইয়া গেলেই এই বেদনার উপশম হয় বা বেদনা সারিয়া যায়। নিউরাল্জিক্ ডিস্মেনোরিয়া স্নায়বিক ধাতু এবং চটা উত্তেজিত স্বভাববিশিষ্ট স্ত্রীলোকেরই সচরাচর অধিক হইয়া থাকে। এই প্রকার ডিস্মেনোরিয়াতে রক্তস্রাব হইলেই সচরাচর বেদনা যন্ত্রণাদির উপশম হয় বা উহা সারিয়া যায়। কন্‌জেষ্টিব্ ডিস্মেনোরিয়া কোন আকস্মিক কারণে ঘটিয়া থাকে। ডিস্মেনোরিয়ার পূর্ব্বে বস্তি কোটরের প্রদাহ (জরায়ুর বাহ্যাবরক পর্দ্দাপ্রদাহ বা পেরিমেট্রাইটিস্ বা জরায়ু অতি

নিকটবর্ত্তী অংশের প্রদাহ বা প্যারামেট্রাইটিসের) (Peri-metritis or Para-metritis) দরুণ ঘটিয়া থাকে, এবং রজঃস্রাবের সময় জরায়ুতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধের দরুণ বেদনা যাতনার উদ্রেক বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জরায়ুর মধ্যাবরক পর্দ্দার প্রদাহ বা এণ্ডোমেট্রাইটিস্ (Endo-metritis), রক্তাধিক্য বা প্লেথোরা (Plethora), অথবা পোর্টেল্ কন্‌জেচ্চন্ (Portal Congestion), জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়া, অথবা ঠাণ্ডাদি লাগিয়া এই প্রকারের ডিস্‌মেনোরিয়া হইয়া থাকে। এই প্রকার ডিস্‌মেনোরিয়াতে রক্তস্রাব পরিমাণে অতি অল্প হয় বা কোন কোন রোগীর রক্তস্রাব একবারেই বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে জ্বরের লক্ষণাদি থাকে এবং আক্রান্ত স্থানে বেদনা যাতনাও থাকে। মেম্ব্রেনাস্ ডিস্-মেনোরিয়াকে এলিমিনেশন্ অব্ মেন্‌ষ্ট্রুয়াল ডেসিডুয়াও (Elimination of Menstrual Decidua) বলে। ইহাতে কথন কথন নিঃসরণ সমুদয়ই জরায়ুর মধ্যাবরক ঝিল্লীতে থাকে। এই প্রকার নিঃসরণকে ফল্‌স্ মোল্‌ও ("False Mole") বলে। এই নিঃসরণ অনেক সময় গর্ভাবস্থায় নিঃসরণের সঙ্গে ভ্রম হইতে পারে। জরায়ুর মধ্যে জমাট রক্ত বা লিম্ফ্ (Lymph) নামক ফেণবৎ পদার্থ সঞ্চিত হইলেও উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। অথবা জরায়ুর মধ্যদেশস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী খণ্ড খণ্ড হইয়া নির্গত হইতে পারে। এই প্রকার ডিস্‌মেনোরিয়াতে পেটে প্রসব বেদনার ন্যায় প্রবল বেদনা হয়। এই বেদনা কএক দিন ব্যাপিয়া থাকে এবং যে পর্য্যন্ত পর্দ্দাগুলি নির্গত হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত এই বেদনার উপশম হয় না বা একবারে সারে না। জরায়ুর মধ্যাবরক ঝিল্লীর অসুস্থাবস্থার দরুণ এই প্রকারের ডিস্‌মেনোরিয়া হয় বলিয়া অনুমিত। (জরায়ুর মধ্যাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা এণ্ডোমেট্রাইটিসের (Endometritis) অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধকের বেদনা (Dysmenorrhœa) অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকিলে (১) জরায়ুতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং জরায়ুর বিবৃদ্ধি (Enlargement) হইয়া প্রচুর রজঃস্রাব হইতে পারে; (২) ফেলোপিয়ান টিউবস্‌এর জরায়ুতে সংলগ্ন অগ্রভাগের মুখ বিস্তৃত রূপে খোলা থাকিতে পারে, (৩) ডিম্বকোষ বা ওবারির রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ হইতে পারে; উহার বিবৃদ্ধি হইতে পারে এবং উহা স্থানভ্রষ্টও হইতে পারে ও তদ্দরুণ হ্যট্রা-এলার এবং রিট্রো-ইউটারাইন্ হিমাটোসিল্

(Intra-alar and Retro-Uterine Hæmorrhage) এবং সীমাবিশিষ্ট অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা লিমিটেড্ পেরিটোনাইটিস্ (Limited Peritonitis) হইতে পারে এবং সংলগ্নতার (Adhesions) দরুণ ডিম্বকোষ অস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা ইহার দরুণ ডিম্বকোষের হ্রাস বা আট্রোফি (Atrophy) হইয়া সন্তান উৎপাদনের শক্তি বিনষ্ট হইয়া রোগী বন্ধ্যা হইতে পারে।

কারণ। হিম, শীত, ঠাণ্ডা লাগা; জরায়ুর সঙ্কীর্ণতা; ডিম্বকোষের অসুখ; জরায়ুর নিঃসারক ধমনি, শিরাদির রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধের অবস্থা ইত্যাদি কষ্টকর রজঃস্রাব ও বাধক বেদনার কতকগুলি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত। এতদ্ভিন্ন প্রকারভেদের শীর্ষ দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা।

বেলাডোনা ১ বা ৩ ডাঃ। রক্তস্রাবের পূর্ব্বে বেদনা, মাথার রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং চক্ষে আঁধার দেখা, নিদ্রাবস্থায় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠা; কামড়ান বা দ্রব্যাদি ছিঁড়িয়া ফেলার ইচ্ছা; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ও টল্‌টলে, জরায়ুর মধ্য হইতে যোনিদ্বার দিয়া কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া; বেদনার হঠাৎ উদ্রেক হয় এবং উহা হঠাৎ থামিয়া যায়, প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লাল রক্তস্রাব; কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত থানা থানা রক্তের চাপ নির্গত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রজঃস্রাবের পরও যদি বেদনা বর্ত্তমান থাকে, তবে এই ঔষধের সঙ্গে একোনাইট্ ১ বা ৩ ডাঃ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রজঃস্রাবের পূর্ব্বে স্তনের স্ফীতি ও টাটানী; শিরঃপীড়া; শূল বেদনার ন্যায় বেদনা, শরীর কম্পন এবং শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; রক্তস্রাবের সময় উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; দন্তশূল; পেটের মধ্য দিয়া নিম্নদিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া এবং শিরা গুলির বিবৃদ্ধি; পায়ের পাতা অত্যন্ত শীতল ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। প্রসব বেদনার ন্যায় জরায়ুতে চাপা বা ভার বোধ; রক্ত কাল্‌চে লালবর্ণ, থানা থানা এবং উরুদেশে

ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা ; বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ ও টল্ টলে ; এক গাল লাল ও অপর গাল মলিন বা শিটা ; মাথায় উষ্ণ ঘর্ম্ম হয় ; রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হয় এবং সে সকলের সঙ্গেই চটিয়া কথা বলে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক সময় ইহার মূল আরোক ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে।

সিমিসিফিউগা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। প্রচুর বা অল্প পরিমাণে থানা থানা রক্তস্রাব; পৃষ্ঠদেশ, উরুর নিম্নভাগ ও কুঁচ্কির মধ্যে প্রখর বেদনা; প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা এবং জরায়ুর মধ্য দিয়া নিম্নদিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ অনুভূত হয় ; হিষ্টিরিয়া রোগের ন্যায় আক্ষেপ (Spasms) ; খিল ধরা এবং অন্ত্রের নিম্নভাগে টাটানি ; শরীরে বাতের বেদনার ন্যায়, বিশেষতঃ বাম স্তনের নিম্নভাগে, বেদনা ; রোগী সর্ব্বদাই বিমর্ষ ভাবে থাকে ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা। বাম স্তনের নিম্নভাগে বেদনা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

কোনায়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অতি অল্প পরিমাণে ও কটা-বর্ণের রক্তস্রাব ; ঋতুর পূর্ব্বে স্তন স্ফীত, কঠিন ও বেদনাযুক্ত হয় ; পেটের মধ্য হইতে নিম্ন দিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ বেদনানুভব এবং পায় কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ; মূত্রত্যাগে কষ্টানুভব এবং মূত্র একবার কতক পরিমাণে নির্গত হইয়া আবার নির্গত হয় না এরূপ বারম্বার হয় ; হৃৎপ্রদেশে কন্কনানি বা বেদনা এবং শয়ন করিবার সময় অথবা পাশ ফিরিবার সময় মাথা ঘোরা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে ঋতু হয় এবং গাঢ় থানা থানা চাপ্ চাপ্ রক্তস্রাব হয় ; পেটে মোচড়ানের ন্যায় বেদনা ; বমনোদ্বেগ ; পৃষ্ঠদেশ এবং কোমরে থেঁৎলিয়া যাওয়া বা মোচড়াইয়া পড়ার ন্যায় বেদনা ; মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, জননেন্দ্রিয়ের উপরিভাগস্থিত হাড়ে সেরূপ বেদনা ; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা ; কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন ; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল অতি কষ্টে নির্গত হয় ; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক ঔষধ সেবনের পর এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গৌণে রজঃস্রাব এবং রক্ত গাঢ় ও কাল্‌চে লালবর্ণ ; রক্ত কখন নির্গত হয়, কখন বা একবারে বন্ধ থাকে, অর্থাৎ নিয়মিত রূপে রজঃস্রাব হয় না ; একখানি প্রস্তর রুদ্ধ হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, বস্তিকোটরের মধ্যে সেরূপ ভার বোধ ; অত্যন্ত বেদনা, যাহার দরুণ রোগী বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করে এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে বাধ্য হয় ; তলপেটে কষিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হওয়া বা অবশ বোধ, যাহা উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; শয়নাবস্থা হইতে বসিলে বা বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথা ঘোরে এবং শীত অনুভূত হয় ; উষ্ণ ঘরে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক অথবা যে সকল স্ত্রীলোক সামান্য কারণে দুঃখ প্রকাশ করে তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। ঋতু নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে হয় এবং অতি অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব হয় ; তলপেটে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা এবং তলপেট হইতে নিম্নদিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগী হাতের পাতা দিয়া তলপেট উপর দিকে ঠেলিয়া চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয় ; ঋতুর পূর্ব্বে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ, যাহার দরুণ যোনিদ্বারাদিতে ক্ষত হইয়া জ্বালার উদ্রেক হয় ; পেটের মধ্যে কষ্টদায়ক খালি বোধ ; বমন বা বমনোদ্বেগ, বিশেষতঃ প্রাতে ; রোগী সর্ব্বদা কোঁথায় বা কোঁকায় বা কাঁদে ; মল অত্যন্ত কঠিন গুঁটলে যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় এবং যাহার দরুণ গুহ্যদ্বারে ভার অনুভূত হয় ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। গাঢ়, কাল, ক্ষতকারক রক্তস্রাব ; পেটে চিন্‌চিনে বা অত্যন্ত প্রবল বেদনা ও উষ্ণানুভব ; শীত বোধ ও মৃগী রোগের ন্যায় শরীরের কাঁপনি ; মাথার উপরিভাগে বারম্বার জ্বালা ও উষ্ণানুভব ; বারম্বার শরীরে দমকা উষ্ণানুভব ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা ; গায় কোন প্রকারের পুরাতন ফুস্কুড়ী বর্ত্তমান থাকা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অত্যন্ত ক্ষীণকায়বিশিষ্ট স্ত্রীলোক ও যাহারা মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া চলে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

আমোনিয়াম্ কার্ব্ব ১, ২ বা ৩ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব ; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে পেট কামড়ানী

এবং ক্ষুধা শূন্যতা; কাল্‌চে চাপ্‌ চাপ্‌ থানা থানা রক্তস্রাব যাহা নির্গত হওয়ার সময় পেটে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়; মুখমণ্ডল শিটা, বিমর্ষ ভাবযুক্ত এবং দাঁতের গোড়ায় বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এপিস মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। অল্প পরিমাণে শাদা চট্‌চটিয়া আঠা পদার্থ মিশ্রিত রক্তস্রাব; রজঃরোধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বকোষে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ এবং উহার প্রদাহ; ডিম্বকোষ প্রদেশে ভারি বোধ; ডাইন ডিম্বকোষের প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাক্‌টাস্‌ ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। অতি অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব; শয়ন করিয়া থাকিলে রজঃস্রাব বন্ধ হয়; পেটে অত্যন্ত প্রবল বেদনা, যাহার দরুণ রোগী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে বাধ্য হয়; বেদনার উদ্রেক সকল সময় না হইয়া কোন কোন সময় হয়; এই বেদনা সন্ধ্যার সময়ই রোগীকে অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে; কঠিন লোহার হাত দিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিলে যেরূপ হয়, হৃৎপিণ্ডে সেরূপ আটা এবং অসুখ বোধ; হৃৎস্পন্দন, বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে যাহার বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কলোফিলাম্‌ ১ বা ৩ ডাঃ। অল্প পরিমাণে রক্তঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে নীচের দিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামার ন্যায় আক্ষেপিক বেদনা; পেটে এরূপ বেদনার দরুণ মূত্রাধার, অন্ত্র এবং গুহ্য ইত্যাদি পেটের নিকটবর্ত্তী যন্ত্রের আক্ষেপ; রক্তের সঙ্গে পর্দ্দার ন্যায় পদার্থ নির্গমন, রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক সময় এই ঔষধের মূল আরোক, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবস্থা করিয়া মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়।

জেল্‌সিমিয়াম্‌ ১ বা ৩ ডাঃ। কষ্টকর রজঃস্রাব এবং রজঃস্রাবের পূর্ব্বে শিরঃপীড়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বমন, মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ এবং পেটে নীচের দিকে সজোরে কোন পদার্থ ঠেলিয়া নামার ন্যায় অনুভব ও পৃষ্ঠদেশ এবং হাত পা ইত্যাদিতে বেদনা; দুই হাতে চাপিয়া নিঙ্‌ড়াইলে যেরূপ হয়, জরায়ুর মধ্যে সেরূপ অনুভূত হয়; রজঃস্রাবের সময় স্বরভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

লিলিয়াম্‌ টাইগ্রিনাম্‌ ১ বা ৩ ডাঃ। বাম ডিম্বকোষে হুল-ফুটানের ন্যায়, কর্ত্তনবৎ, চাপিয়া ধরার ন্যায় জ্বালাযুক্ত বেদনা; পেটের এক দিক হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া অপর দিকে কুঁচ্‌কি পর্য্যন্ত যাইয়া পা

পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কাল্‌চে, গাঢ় এবং প্রসবের পর ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণের গন্ধের ন্যায় গন্ধযুক্ত রজঃস্রাব; জরায়ুতে স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ পেটের উপর সামান্য চাপ বা ঝাঁকি সহ্য হয় না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের মূল আরোক ২।৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন।

নাইট্রিক্ আসিড্ ৩ বা ৬ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অনিয়মিত রূপে অল্প পরিমাণে ঘোলাটিয়া জলের ন্যায় রজঃস্রাব; পেটে খিল ধরার ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ মনে হয় যেন পেট ফাটিয়া যাইবে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে উদ্গার উঠা; তলপেটে নীচের দিকে সজোরে কোন পদার্থ ঠেলিয়া নামার ন্যায় বেদনা যাহার দরুণ মনে হয় যেন তলপেটের সমুদয় যন্ত্র যোনি দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে; অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ফস্ফরাস্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে এবং অতি অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব; রজঃস্রাবের সময় অত্যন্ত নিদ্রাবেশ, এমন কি, রোগী বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জাগিয়া থাকিতে পারে না; স্তনে সূচী বিঁধান বা চিড়িক মারার ন্যায় অনুভূত হয়; টক উদ্গার উঠা এবং টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ বমন; উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি যেন উদরে পচিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; তলপেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, শীতবোধ এবং হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; পেটের মধ্যে খালি এবং দুর্ব্বল বোধ; কোষ্ঠ বদ্ধ; মল সরু লম্বা কঠিন নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

প্লাটিনা ৬ বা ৩০ ডাঃ। কাল্‌চে চাপ্ চাপ্ থানা থানা রক্তস্রাব; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে পেটে নীচের দিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামার ন্যায় এবং খিল ধরার ন্যায় অনুভূত হয়; বারম্বার বাহ্যের বেগ এবং পৃষ্ঠদেশে কন্‌কনানি বা বেদনা; রজঃস্রাবের সময় পেটে চিন্‌চিনে বেদনা বা খেঁচনি; জরায়ুতে অসহ্য বেদনা এবং দপ্‌দপানি বা চিড়িক মারা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। যে পর্য্যন্ত যন্ত্রণাদির উপশম না হয়, একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া এক মাত্রা অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। রজঃস্রাবের সময় হাত পায় ঠাণ্ডা জলাদি

লাগান অনিষ্টকর। রজঃস্রাবের সময় রোগীকে স্নান করিতে বা তাহার গায়ে হিম ঠাণ্ডা লাগাইতে দিবে না। অব্‌ষ্ট্রাক্‌টিব্‌ ডিস্‌মেনোরিয়াতে জরায়ুর যেখানে অবরোধ থাকে, টেণ্ট্‌স্‌ Tents) ব্যবহার দ্বারা উক্ত স্থান প্রশস্ত করিয়া রাখিবে, অথবা জরায়ুর সার্ব্বিক্‌সের পোষ্টিরিয়ার ওয়ালে (Posterior wall of the cervix) অবরোধ থাকিলে অবরোধের স্থান অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা মুক্ত করিয়া ষ্টেম্‌ পেসারি (Stem-pessary) বসাইয়া রাখিয়া উক্তস্থান মুক্তাবস্থায় রাখিবে। যদি জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়ার দরুণ সার্ব্বিক্‌সের সংকীর্ণতা হয়, তবে রোগীকে সর্ব্বদা শয়নাবস্থায় রাখা উচিত। নিউরাল্‌জিক্‌ ডিস্‌মেনোরিয়াতে ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে জল বায়ু, সঙ্গ পরিবর্ত্তন, স্বাস্থ্যকর অঙ্গচালনা এবং মানসিক পরিশ্রম ও নৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা ও শরীর ও মনকে সুস্থ রাখা কর্ত্তব্য। কন্‌জেচ্‌টিব্‌ ডিস্‌মেনোরিয়া প্লেথোরা বা জরায়ুর মুখে ঘায়ের দাগের দরুণ হইলে উহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। যদি জরায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়ার দরুণ রোগ হয়, তবে জরায়ুকে স্বস্থানে আনিবার চেষ্টা করা উচিত। রোগীর যাহাতে নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রোগীকে শোয়াইয়া রাখা উচিত। উদরের উপর ভুষির পুল্‌টিশাদি দেওয়া বা উহাতে ধোনা তুলা রাখিয়া ফ্লানেল কাপড় দ্বারা মৃদুভাবে বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। মেম্‌ব্রেনাস্‌ ডিস্‌মেনোরিয়াতে রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় এক গামলা গরম জলে কোমর পর্য্যন্ত রোগীকে ১০।১৫ মিনিট্‌ বসাইয়া রাখিবে। ইহা দ্বারা বেদনার অনেক হ্রাস হয়। রোগীকে শোয়াইয়া রাখিবে এবং যাহাতে তাহার মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা না হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন রোগীর যাহাতে শরীর অন্যান্য রকমে সুস্থ থাকে সে সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। সকল প্রকারের ডিস্‌মেনোরিয়াতেই গরম জল ও ফ্লানেল কাপড় দ্বারা বা কাঠের কয়লার আগুনে ফ্লানেল কাপড় গরম করিয়া পেটের উপর সেক দিলে বেদনাদির অনেক আশু উপশম হয়।

---

(৩) প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব বা মেনোরেজিয়া

(MENORRHAGIA,—MENSES TOO COPIOUS.)

ইহাতে ঋতুর সময় জরায়ু হইতে প্রচুর বা অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হয়। ইহা নিয়মিত সময়ে, অথবা নিয়মিত সময়ের পুর্ব্বেও হইতে

পারে, অথবা ঋতু নিয়মিত সময়ে আরম্ভ হইয়া অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকিতে পারে। ইহাতে সচরাচর অলসবোধ বা গা মাটি মাটি করা, মাথায় যন্ত্রণা বোধ; পৃষ্ঠদেশ, কোমর ও পায়ের স্থানে স্থানে স্থান পরিবর্ত্তন-কারী বেদনা; বস্তিকোটরে ভার বা চাপা বোধ; শীতবোধ, পায়ের পাতা শীতল এবং ক্ষুধা বা রুচি শূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

কারণ। প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাবের অনেক গুলি কারণ। তন্মধ্যে জরায়ুর যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন বা জরায়ুতে আব বা টিউমার (Tumour) প্রভৃতি কোন প্রকারের অস্বাভাবিক বিবৃদ্ধি; ঋতু সম্বন্ধীয় রক্তনিঃসারক নালীগুলির রক্তাধিক্য বা উহাতে রক্তাবরোধ হেতু উত্তেজনা; অতিরিক্ত আহার বা পান; কাম বৃত্তির উত্তেজনা; হস্তমৈথুন ইত্যাদি কতকগুলি প্রধান বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। রক্তাধিক ধাতু বিশিষ্ট যুবতী স্ত্রীলোক বা বালিকাগণের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব; অত্যন্ত ভয় ও মনের উদ্বেগ; শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যদি শুষ্ক শীতল বাতাস লাগিয়া রোগ উৎপন্ন হয়, তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

বেলাডোনা ১ বা ৩ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে ও প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব; রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং নির্গত হওয়ার সময় উষ্ণানুভব; যোনিদ্বার দিয়া তলপেটের সমুদয় যন্ত্র সজোরে নিম্নদিকে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হয়; দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা; জরায়ুতে কসিয়া বা ষাটিয়া ধরার ন্যায় অত্যন্ত প্রখর বেদনা যাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোগী দাঁত কড়্‌মড়্ করে এবং তাহার সম্মুখে যাহা পায় সে তাহাই ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে প্রচুর রজঃস্রাব হইয়া অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকে; ঋতু আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে স্তন স্ফীত হয় ও টাটায়; শিরঃপীড়া, শূল বেদনা এবং শরীর কম্পন; রজঃস্রাবের সময় পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, দন্তশূল এবং পেট নিম্ন দিকে টন্‌টন্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয়; মাথা হেট

করিলে মাথাঘোরা যাহা নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিতে বৃদ্ধি পায়; পায়ের পাতায় অত্যন্ত শীতলানুভব; রোগী সামান্য শীতল বাতাসও সহ্য করিতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। প্রচুর পরিমাণে কাল্‌চে থানা থানা চাপ্ চাপ্ রক্তস্রাব যাহা ক্রমাগত না হইয়া সময়ে সময়ে হয়; জরায়ুতে প্রসব বেদনার ন্যায় অত্যন্ত প্রখর বেদনা ও পায়ের শিরাতে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং কোন ব্যক্তি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে অত্যন্ত চটিয়া উত্তর দেয়; বারম্বার প্রচুর পরিমাণে বর্ণহীন মূত্রত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিমিসিফিউগা ৩ বা ৬ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব; কাল্‌চে থানা থানা বা চাপ্ চাপ্ বা জমাট রক্তস্রাব; পৃষ্ঠদেশ ও উরুর নিম্নভাগে প্রখর বেদনা; কুঁচ্‌কির মধ্য দিয়া বেদনা ও নিম্নদিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামিলে যেরূপ হয়, জরায়ুর মধ্য দিয়া সেরূপ বেদনা; বাম স্তনের নিম্নভাগে বেদনা; অত্যন্ত স্নায়বিকতা ও হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপের ন্যায় আক্ষেপ; মাথা ও চক্ষুর গোলকে অত্যন্ত প্রবল বেদনা যাহা সামান্য নড়াচড়াতেই বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। বাম স্তনের নিম্নভাগে বেদনা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ক্রোকাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। নিয়মিত সময়েই ঋতু হয় বটে; কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হয় এবং রক্তস্রাব অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকে; রক্ত কাল্‌চে লাল বর্ণ ও থানা থানা বা রসির ন্যায়; সামান্য নড়াচড়াতেই রক্তস্রাব বৃদ্ধি হয়; মুখমণ্ডল হরিদ্রার আভাযুক্ত বা মৃত্তিকা বর্ণ; পেটের মধ্যে কোন একটী জীবন্ত পদার্থ নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে যাওয়ার সময় হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। পেটের মধ্যে কোন একটী জীবন্ত পদার্থ নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে এবং প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব; কাল্‌চে লাল বর্ণ রক্তস্রাব; কয়েক

দিন হইয়া কতক দিন বন্ধ থাকে এবং পুনবায় রজঃস্রাব আরম্ভ হয়; কোমরে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা এবং বস্তিকোটরের নিম্নদিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামিলে যেরূপ হয়, সেরূপ টন্ টন্ করে; পেটে খিলধরার ন্যায় বেদনা যাহা উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; রোগী অকারণে চটিয়া উঠে; কোষ্ঠবদ্ধ অভ্যস্ত ও বারম্বার বাহ্যের বেগ হয় বটে, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যের মধ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ফস্ফরাস্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব যাহা অনেকদিন ব্যাপিয়া থাকে; কোমরের পশ্চাৎভাগ ও পেটে বেদনা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং পা ও পায়ের পাতা শীতল; পেটে দুর্ব্বল ও খালি বোধ; আহারের পর ঢেকুর বা উদ্গারে অধিক পরিমাণে বায়ু নিঃসরণ; আহারের পর, বিশেষতঃ বৈকালে আহারের পর, নিদ্রাবেশ; মল লম্বা, সরু কঠিন নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। লম্বা, ক্ষীণ ও শীর্ণকায় বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাবাইনা ৩ বা ৬ ডাঃ। অতিরিক্ত পরিমাণে দুর্ব্বলকারক রজঃস্রাব; রক্ত কতক মলিন বা ফিকা লালবর্ণ ও কতক থানা থানা, প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনানুভব যাহা নিম্নে কুঁচকি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; পৃষ্ঠদেশ হইতে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের উপরিভাগের অস্থির মধ্যদিয়া কসিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; রোগী অত্যন্ত স্নায়বিক এবং হিষ্টিরিয়া রোগের অনেক লক্ষণাক্রান্ত; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে তলপেটে অত্যন্ত বেদনা এবং রজঃস্রাব প্রচুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেদনার হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যে সকল স্ত্রীলোকের বারম্বার গর্ভস্রাব হয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। যদি রজঃস্রাবের পরও অনেক দিন ব্যাপিয়া তলপেটে বেদনা থাকে, তবে এই ঔষধের সঙ্গে প্রতিদিন রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় ১ মাত্রা একোনাইট্ ১ বা ৩ ডাঃ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অর্থাৎ প্রাতে ১ মাত্রা ও দুই প্রহরের সময় ১ মাত্রা সাবাইনা এবং রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় এক মাত্রা একোনাইট্ সেব্য।

সিকেল কর্ণুটাম্ ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব যাহা অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকে; কাল্চে জলবৎ তরল রক্তস্রাব

যাহা নড়াচড়াতে বৃদ্ধি হয়; তলপেটে কখন কখন অত্যন্ত খিল ধরে; ঋতু হওয়ার পূর্ব্বেই সমুদয় অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কৃষাঙ্গিনী রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। কাল্‌চে জলবৎ তরল রক্তস্রাব এই ঔষধের একটী প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। অনেক সময় ৩০ ডাইলুশনে অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিতে দেখা যায়।

সিপ্রিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে ঋতু হওয়া ও প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব; পাকস্থলীর মধ্যে কষ্টকর খালি বোধ; দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র ত্যাগ এবং কোন এক পাত্রে মূত্র ধরিয়া রাখিলে পাত্রের নিম্নভাগে পোড়া মাটির ন্যায় তলানি পড়ে; মুখমণ্ডলে, বিশেষতঃ নাসিকার উপরে, হরিদ্রাবর্ণের দাগ পড়ে, জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হয় (Prolapsus Uteri); যোনিদ্বার দিয়া জরায়ু ইত্যাদি সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইবে এরূপ অনুভূত হয়; কোষ্ঠবদ্ধ ও কঠিন গুঁটলে মল ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। রজঃস্রাব অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকে; এক একবার রজঃস্রাব প্রায় সম্পূর্ণ কমিয়া যাইয়া পুনরায় আরম্ভ হয়; ক্ষতকারক, টক গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব যাহা লাগিয়া উরুদেশে ক্ষত হয়; শরীরে হঠাৎ উষ্ণানুভূত হইয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; মাথার উপরিভাগে সর্ব্বদা জ্বালা এবং উষ্ণানুভব; রক্তস্রাবক অর্শরোগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আমোনিয়াম্ কার্ব্ব ১, ২ বা ৩ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে আপেক্ষিক বা খিলধরার ন্যায় বেদনা; প্রাতঃকালে মুখ হাত ধোয়ার সময় নাক দিয়া রক্ত পড়া; কাল্‌চে বা ফিকা রঙ্গের ক্ষতকারক বা জ্বালা উৎপাদক রক্তস্রাব যাহা লাগিয়া উরুদেশে জ্বালা বা টাটানির উদ্রেক হয়; অত্যন্ত বিমর্ষভাব এবং কোমরের পশ্চাৎভাগে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব; কাল্‌চে রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে গায়, চাঁচিয়া ফেলার ন্যায় চড়্‌চড়ানী বা বেদনা; পৃষ্ঠদেশে বেদনা; মাথায় প্রখর বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথার হাড় ফাটিয়া যাইবে; বমনোদ্বেগ এবং বমনের দরুণ রোগী সোজা হইয়া বসিতে পারে না; রোগী

সর্ব্বদা স্থির ও নিস্তব্ধভাবে থাকিতে ভালবাসে; কারণ, সামান্য নড়াচড়াতেই তাহার অসুখের বৃদ্ধি হয়; মল অত্যন্ত কঠিন ও শুষ্ক; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা ৬ ডাঃ। ২ সপ্তাহ অন্তর কাল্চে চাপ চাপ থানা থানা রজঃস্রাব; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে পেটে বেদনা এবং কল কল গড়্ গড়্ শব্দ হওয়া; মাথার বাম পার্শ্বে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; দিনের বেলা নিদ্রাবেশ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক সময় এই ঔষধের ১ম বা ২য় দশমিক ক্রমের গুঁড়া ২।৩ গ্রেইন মাত্রায় ব্যবহারে ৬ ডাঃ অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে।

ইগ্নেসিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বারম্বার বা ঘন ঘন অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেক দিন ব্যাপিয়া রজঃস্রাব; রোগী যেন সর্ব্বদাই শোকান্বিত অবস্থায় থাকে যাহার বিষয় সে কাহাকেও মন খুলিয়া বলে না; বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস এবং পেটে খালিবোধ; মল কঠিন যাহা নির্গত হওয়ার সময় কোঁথ পাড়ার দরুণ গুহ্য দ্বার (হারিস) বাহির হইয়া পড়ে; হাত পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; হাত পায় অবশ বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অতিরিক্ত রজঃস্রাবের সঙ্গে রোগীর হিষ্টিরিয়া রোগ থাকিলে এবং হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের সময় যদি পেট ফাঁপিয়া কঠিন হয় এবং উহাতে প্রতিঘাত করিলে যদি ঢপ্ ঢপ্ শব্দ হয়, এবং উহার দরুণ যদি রোগীর নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

আয়োডিন্ ৩ বা ৬ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে প্রবল এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে মাথায় গরম বোধ এবং হৃৎস্পন্দন হয়; ডিম্বকোষ প্রদেশে বেদনা এবং টাটানি যাহার দরুণ রোগী উক্ত স্থানে হাত লাগাইতে বা সামান্য চাপ দিতেও দেয় না; রোগী শীর্ণ এবং দুর্ব্বল হয় বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুধা বা রুচি স্বাভাবিকই থাকে; মল কাল্চে কঠিন গুটলি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী।

ক্রিয়াজোট্ ৩ বা ৬ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেক দিন স্থায়ী রজঃস্রাব; রজঃস্রাব ক্রমাগত

হয় না, অর্থাৎ ২।৩ দিন হইয়া প্রায়ই বন্ধ হয় এবং যখন রোগী মনে করে যে তাহার রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে তখন রজঃস্রাব পুনরায় আরম্ভ হয়; অধিক পরিমাণে কাল্‌চে, দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতকারক চুলকানী এবং জ্বালা উৎপাদক রজঃস্রাব, যাহার দরুণ যোনি দ্বারাদিতে জ্বালা ও চুলকানির উদ্রেক হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শেষ রজঃস্রাব বন্ধ হওয়ার সময় অতিরিক্ত রজঃস্রাবের পক্ষে ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

নাক্স্ মস্কাটা ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে গাঢ় কাল্‌চে রজঃস্রাব; জিহ্বা এবং মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, বিশেষতঃ ঘুমের পর; রজঃস্রাবের সময় পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত চাপা বোধ যাহা পেটের মধ্য দিক হইতে আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠদেশ পানে বিস্তৃত হয়; সর্ব্বদা নিদ্রাবেশ এবং মূর্চ্ছা যাওয়ার ভাব; গাড়ী ইত্যাদিতে চাপিয়া বেড়াইলে গুহ্যপ্রদেশে বেদনা; আহারের পর পেট অত্যন্ত ফাঁপে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

প্লাটিনা ৬ বা ৩০ ডাঃ। অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অনেক দিন স্থায়ী রজঃস্রাব; কতক পাতলা এবং কতক থানা থানা রক্তস্রাব; বস্তিকোটরস্থ সমুদয় যন্ত্র যোনিদ্বার দিয়া সজোরে ঠেলিয়া নীচের দিকে বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয় ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

ট্রিলিয়াম্ ১ বা ৩ ডাঃ। অনেক দিন ব্যাপিয়া রজঃস্রাব; প্রথমতঃ রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ থাকে এবং তৎপর উহা শাদাটিয়া বা ফিঁকা হয়; ঋতুর আভ্যন্তরিক কালে অতিরিক্ত পরিমাণে গাঢ় হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আষ্টিলেগো ৩ বা ৬ ডাঃ। শেষ রজঃস্রাব বন্ধ হওয়ার সময় অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব যাহা অনেক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে; জরায়ু হইতে পুরাতন আকারের রক্তস্রাব; রক্ত কাল্‌চে লাল বর্ণ এবং উহার সঙ্গে চাপ্ চাপ্ থানা থানা রক্ত পড়া এবং মাথা ঘোরা; মাথায় বেদনা এবং ভার বোধ; ডিম্বকোষের উত্তেজনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। যদি অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়, তবে ঔষধের ১ মাত্রা ১৫।২০।৩০ মিনিট বা ১ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া উচিত। রোগ মৃদু হইলে বা রোগের উপশম হইলে ঔষধের ১ মাত্রা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। উত্তেজক আহার দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ। সাগু, বার্লী, আরারুট বা সুজি সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করা উচিত। রোগীকে সকল প্রকারের পথ্যই ঠাণ্ডা করিয়া দিবে। কারণ, আহার দ্রব্যাদি উষ্ণাবস্থায় উদরস্থ হইলে রক্তস্রাব বৃদ্ধি হওয়ার অনেক সম্ভাবনা। রোগীকে চীত ভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে এবং তাহাকে নড়িতে দিবে না। রোগীকে চটাইবে না, কারণ, উহা দ্বারা রক্তস্রাব অধিক হওয়ার সম্ভাবনা। রোগী যে ঘরে থাকে, সে ঘর শীতল হওয়া আবশ্যক। ঐ ঘরে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে সেরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত।

শেষ রজঃ রোধ (Cessation of the Menses,—Change of Life,—Critical Period.)

ইহাতে ঋতু যাবজ্জীবন একবারে বন্ধ হইয়া যায়। ৩৫ হইতে ৪৫।৫০ বৎসর বয়সের সময় এই অবস্থা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। ইহাকে স্ত্রীলোকের দুঃসময়ও (Critical-age) বলিয়া থাকে; কারণ, এ সময় অতিরিক্ত রজঃস্রাব ও তজ্জনিত অন্যান্য অসুখ হইয়া অনেকের মৃত্যু হইত বলিয়া পূর্ব্বকালে ইহা দুঃসময় বলিয়া অনুমিত হইত। কিন্তু এইক্ষণ দেখা যায় যে, উক্ত বয়সে স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা অধিক নহে। শেষ রজঃ রোধ হওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে, ঋতু নিয়মিত সময়ে হয় না এবং রজঃ-স্রাবের পরিমাণও একপ্রকার থাকে না। কখন অতি অল্প ও কখন এত অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হয় যে, উহাকে প্রকৃত রক্তস্রাব (Hæmorrh-age) বলিলেও বলা যাইতে পারে। কখন কখন যে সময়ে রজঃস্রাবের কোন সম্ভাবনা নাই, সে সময়ে রজঃস্রাব হইয়া থাকে এবং অল্প সময় অবস্থিতি করিয়া হঠাৎ বন্ধ হয় ও ঋতু বন্ধ হওয়ার পর, যে সকল লক্ষণাদি প্রকাশ হওয়া উচিত, সে সকল কিছুই প্রকাশ পায় না। আবার কোন কোন স্ত্রীলোক এই অবস্থায় এত আস্তে আস্তে পতিত হয়, যে তাহার শেষ রজঃরোধ হইয়াছে সে এরূপ অনুভবও করিতে পারে না। আবার দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন কোন স্ত্রীলোকের এ সময়ে মাথা ঘোরা বা মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা, শিরঃপীড়া, মধ্যে মধ্যে হঠাৎ শরীরে উষ্ণানুভব, স্নায়বিকতা, দুর্ব্বলতা,

অর্শ রোগ; জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি ইত্যাদি কতকগুলি যন্ত্রণাদায়ক উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া রোগী অনেক কাল পর্য্যন্ত কষ্ট পাইতে পারে।

চিকিৎসা।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। রক্তাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার কপাল ফাটিয়া যাইবে; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নড়াচড়াতে সমুদয় উপদ্রবের বৃদ্ধি; কোষ্ঠবদ্ধ, মল অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ককিউলাস ৩ বা ৬ ডাঃ। রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; রোগী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে উহার দরুণ কথা বলিতেও তাহার মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতে হয়; শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে যাহা শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি হয়; স্নায়বিক মণ্ডলির অত্যন্ত উত্তেজনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইগ্‌নেসিয়া ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। রোগী অপ্রকাশ্য ভাবে শোকাতুরা; মাথার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটী কাঁটা বিঁধাইয়া রাখিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; অতি অল্প পরিমাণে কাল্‌চে দুর্গন্ধযুক্ত থানা থানা রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ল্যাকেসিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। ইহা শেষঋতু বন্ধ হওয়ার পক্ষে এক বিশেষ উপযোগী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। বারম্বার জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং হঠাৎ উষ্ণানুভব; মাথায় ভারবোধ এবং মাথার উপরিভাগে জ্বালানুভব ও দপ্‌দপানি; জরায়ু প্রদেশে সামান্য চাপও রোগী সহ্য করিতে পারে না; বাম ডিম্বকোষ (Left Ovary) স্ফীত এবং উহাতে খাটিয়া ধরা বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; রাত্রিতে শীতবোধ এবং দিবাতে বারম্বার হঠাৎ উষ্ণানুভব; নিদ্রার পর সমুদয় উপদ্রবের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং উষ্ণ ঘরেও শীত বোধ; এক পেশে (আধ্ কপালিয়া) মাথা বেদনা; ঊর্দ্ধ দিকে তাকাইলে মাথা ঘোরা বা মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা; পাকস্থলীতে চাপাবোধ এবং জরায়ুতে বেদনা; মুখে পচাগন্ধ ও বমনোদ্বেগ, বিশেষতঃ

স্রাবে; জলবৎ তরল, জ্বালা উৎপাদক ও ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; সন্ধ্যার সময় সমুদয় উপদ্রবের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক, অথবা যাহারা সামান্য কারণেই কাঁদিয়া ফেলে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে থাকে এবং সর্ব্বদাই কাঁদে বা দুঃখ প্রকাশ করে; সন্ধ্যার সময় ভয়ানক দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া যাহা প্রায়ই মাথার দুই পার্শ্বে, কর্ণের উপবিভাগ ও সম্মুখে অনুভূত হয়; নাসিকা ও গালের উপর হরিদ্রার দাগ পড়ে; জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হয় (Prolapsus Uteri) এবং কোমরের পশ্চাৎ ভাগে জ্বালাযুক্ত বেদনা; হরিদ্রার আভাযুক্ত জলবৎ তরল শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ও যোনিদ্বারে চুলকানী ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাল্‌ফার্‌ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মাথার উপরিভাগে সর্ব্বদা উষ্ণানুভব; চক্ষে জ্বালানুভব; পেটে অত্যন্ত টাটানি, সামান্য স্পর্শনেই পেটে অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয়; জ্বালাযুক্ত ও কষ্টদায়ক শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ, যাহার দরুণ যোনিদ্বারে ক্ষত হয় এবং অত্যন্ত জ্বালার উদ্রেক হয়; মাথার ঠিক উপরিভাগে জ্বালা এবং উষ্ণানুভব; দিবাতে রোগী বারম্বার দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থানুসারে ঔষধের এক মাত্রা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা। সচরাচর এই রোগে প্রতিদিন ঔষধের ২।১ মাত্রার অধিক আবশ্যক হয় না।

আনুষঙ্গিক উপায়। আহার দ্রব্যাদি লঘুপাক ও সহজে পরিপাক পায় এরূপ হওয়া আবশ্যক। শাক, সব্‌জী অথবা কেবল শস্যনির্ম্মিত দ্রব্যই রোগীর সচরাচর আহারীয় মধ্যে পরিগণিত। উত্তেজক আহারীয় বা পানীয় দ্রব্যাদি একবারে নিষিদ্ধ। বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গচালনা ও কাঁচা টাট্‌কা জলে স্নান অত্যন্ত উপকারী। রোগী যে ঘরে শয়ন করে সে ঘরে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে, সেরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত। রোগীকে তুলা বা পাখীর কোমল পালক-নির্ম্মিত তোষকাদিতে শয়ন করিতে দিবে না। তাহাকে নারিকেলের খোসা বা ছোব্‌ড়া নির্ম্মিত কঠিন তোষকাদিতে শয়ন করিতে দেওয়া উচিত।

জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা মেট্রোরেজিয়া

(METRORRHAGIA,—UTERINE HŒMORRHAGE.)

জরায়ু হইতে রক্তস্রাবকে অতিরিক্ত রজঃস্রাব বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু জরায়ু হইতে রক্তস্রাবের প্রকৃতি অতিরিক্ত রজঃস্রাবের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হওয়ার দরুণ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব একটী স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা গেল। গর্ভাবস্থা এবং সন্তান প্রসবের সময় রক্ত-স্রাবকেও জরায়ু হইতে রক্তস্রাব বলা যাইতে পারে। সন্তান সম্ভাবনা না থাকিয়া যদি জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে উহার কারণ এবং অতিরিক্ত রজঃস্রাবের কারণ এক বলিলেও বলা যাইতে পারে। যে সকল কারণে জরায়ুতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তের সঞ্চার হয়, সে সকল কারণেই জরায়ু হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে পারে। ইহা জরায়ুর পদার্থের বিকৃতি এবং উহার কোটরে কোন প্রকার অস্বাভাবিক পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার দরুণও ঘটিতে পারে। আবার অনেক সময় অনেক স্ত্রীলোকের শেষ রজঃ-রোধ হওয়ার সময়ও জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। এ সময় অতি-রিক্ত রজঃস্রাব এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব প্রভেদ করা এক অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার বিশেষ।

কারণাদি বুঝিয়া জরায়ু হইতে রক্তস্রাবকে চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কএক প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। (১) প্রচুর বা অতিরিক্ত রজঃস্রাব বা মেনোরেজিয়া (Menorrhagia)। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। (২) রজঃস্রাব ব্যতীত অন্যান্য কারণে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব বা মেট্রোরেজিয়া (Metrorrhagia)। এই সকলের কারণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—(১) গর্ভাবস্থা সম্বন্ধীয়; (২) যে প্রকার রক্তস্রাবে জরায়ুর আকার বা নির্ম্মাণে কোন প্রকারের পরিবর্ত্তন হয় না; (৩) যে প্রকার রক্তস্রাব জরায়ুর আকার বা নির্ম্মাণের বাস্তবিক পরিবর্ত্তনে হইয়া থাকে।

(১) গর্ভাবস্থা সম্বন্ধীয় জরায়ু হইতে রক্তস্রাব নিম্নলিখিত কএক প্রকারে বিভক্ত। যথা,—(১) গর্ভস্রাব (Abortion); (২) গর্ভাবস্থায় ফুল বা প্লাসেণ্টা ছিন্ন বা স্বতন্ত্র হওয়া (Detachment of Placenta)। প্লাসেণ্টা প্রিবিয়াও (Placenta Prœvia) ইহা ভুক্ত। (৩) একষ্ট্রা ইউটারাইন জেষ্টেশন্ (Extra Uterine Gestation); (৪) সন্তান প্রসব বা গর্ভ-

স্রাবের পর জরায়ুর মধ্যে ফুল, পর্দ্দা বা থানা থানা রক্ত আট্‌কাইয়া থাকা। (৫) ফুলের হাইডেটিফরম্ ডিজেনারেশন্ (Hydatiform Degeneration of the Placenta); (৬) যোনি বা যোনিদ্বারের শিরার স্ফীতি ও বিস্তৃতি (Varix of Vulvar or Vaginal Veins)। গর্ভস্রাবের দরুণ হইলে বেদনার পূর্ব্বে রক্তস্রাব হয় এবং ফুল ছিন্ন বা স্বতন্ত্র হওয়ার দরুণ হইলে বেদনার মধ্যবর্ত্তী কালে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। প্লাসেণ্টা প্রিবিয়ার দরুণ হইলে বেদনার সময় রক্তস্রাব হয় বা এই সময়ে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। একষ্ট্রা ইউট্রাইন্ জেষ্টেশনের দরুণ হইলে বেদনার পূর্ব্বে বা উহার পর বা বেদনার সময় কোন সময়ে রক্তস্রাব হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা থাকে না এবং বেদনা অধিক বা অল্প পরিমাণে অনবরতই বর্ত্তমান থাকে এবং এই বেদনা উদরের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে অনুভূত হয়।

(২) জরায়ুর আকার বা নির্ম্মাণের কোন প্রকারের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন না হইয়া রক্তস্রাব (১) হৃৎপিণ্ড, যকৃত বা ফুস্‌ফুসের অসুখের দরুণ; (২) রক্তাধিক্য ধাতুবিশিষ্ট যুবতী বালিকাগণের প্রচুর বা অতিরিক্ত রক্তস্রাবের দরুণ; (৩) শেষ রজঃরোধের দরুণ (Menopause); (৪) অতিরিক্ত স্বামী বা পুরুষ সহবাসের দরুণ ডিম্বকোষ বা ওবারির অতিরিক্ত উত্তেজনা হেতু; (৫) কোন কোন স্ফোটক রোগ, একিউট্ ইয়োলো এট্রোফী অব্ দি লিবার লিউকোসিথিমিয়া, স্কার্ব্বি ইত্যাদি রোগে রক্ত দূষিত হওয়ার দরুণ ঘটিয়া থাকে।

(৩) জরায়ুর আকার বা নির্ম্মাণের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের দরুণ হইলে রক্তস্রাব (১) জরায়ু যথোচিত পরিমাণে সঙ্কুচিত না হওয়া বা সাব্ ইন্‌বলিউশন্ (Sub-Involution); (২) জরায়ুর মধ্যাবরক পর্দ্দা এবং জরায়ু সার্ব্বিকস্ প্রদাহ,—এণ্ডোমিট্রাইটিস্ বা সার্ব্বিসাইটিস্ (Endo-Metritis and Cervicitis); (৩) জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়ার দরুণ জরায়ুতে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ (Displacements of the uterus leading to Congestion); জরায়ুর মুখ দানাযুক্ত হওয়া বা গ্রানুলার অস্ (Granular os), জরায়ুর মুখের ছাল উঠিয়া যাওয়া, জরায়ুর মুখে ঘা হওয়া, জরায়ুর সার্ব্বিক্সে ঘা হওয়া; (৪) জরায়ুতে ফাইবরয়েড্ টিউমার (Interstitial and Sub-Mucous); (৬) জরায়ুতে পলিপাশ (Polypus,—Fibrous and Mucous), (৭) জরায়ুর ক্যান্সার রোগ (Uterine Cancer or sarcoma); (৮) যোনি ও যোনিদ্বারের শিরার স্ফীতি ও বিস্তৃতি ইত্যাদির দরুণ রক্তস্রাব হইতে পারে।

জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হওয়ার কএক দিন বা অনেক দিন পূর্ব্বে কোমরের পশ্চাৎ ভাগে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে জননেন্দ্রিয়ের দিকে উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; বস্তি প্রদেশে (Pelvis) ভারি এবং পূর্ণবোধ, গরম এবং দপ্‌দপানি ও পেটে বেদনা অনুভূত হয়; বারম্বার প্রস্রাবের ইচ্ছা; জরায়ু, যোনিদ্বারে জ্বালা এবং সুড়্‌সুড়ী অনুভূত হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শীতবোধ হয় এবং গা গরম হয়; নাড়ী দ্রুতগামী, কোমল এবং কখন দ্বিগুণ স্পন্দন করে; হৃৎস্পন্দন. স্তন স্ফীত হয় এবং টাটায় ও শ্বেতপ্রদরের নিঃসরণ ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেষ রজঃরোধ হওয়ার সময় জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলেই এই সকল লক্ষণ অধিক প্রকাশ পায়। শীত বোধ, মুখমণ্ডল ফিকা বা পিটা, হাত পা ঠাণ্ডা এবং কখন কখন কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়াও রক্তস্রাব আরম্ভ হইতে পারে। কখন কখন সামান্য ভাবে রক্ত বহিয়া পড়ে; আবার কখন কখন সময়ে সময়ে অতিরিক্ত পরিমাণে মলিন বা কাল্‌চে রক্তস্রাব হয়। এই রক্ত নির্গত হইলে বা জরায়ুতে থাকা কালীনও জমাট হইয়া যায়। রক্তস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর স্বভাব উগ্র হয়, মনের উদ্বেগ, অস্থিরতা বা নিদ্রাশূন্যতা, পেটে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, পেট কামড়ানী, প্রস্রাবে কষ্টানুভব, বমন, আক্ষেপ, হঠাৎ হাসি বা হঠাৎ কাঁদা ইত্যাদি লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়। রক্তস্রাব অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকিলে, রক্তাল্পতার (Anœmia) লক্ষণগুলি .প্রকাশ পায়। এই রক্তস্রাব না থামাইলে ইহা দ্বারা রোগীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; অথবা উহার দরুণ তাহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে।

ভ্রূণ বা সন্তান প্রসবের অনতিকাল বিলম্বে অতিরিক্ত রক্তস্রাব একটী ভয়ানক দুর্ঘটনার মধ্যে পরিগণিত। প্রসবের পর জরায়ু বড় এবং কোমল থাকার দরুণই এইরূপ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। প্রসবের পরই প্রসূতী ঘুমাইয়া পড়িলে এরূপ রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অতএব প্রসবের পর ২।৩ ঘণ্টা প্রসূতীকে ঘুমাইতে দেওয়া অনুচিত। আবার অনেক সময় জরায়ুর মুখে রক্ত জমাট হইয়া জরায়ুর মধ্যে রক্তস্রাব হইলেও যোনিদ্বার দিয়া নির্গত হইতে পারে না। এমতাবস্থায় প্রসূতীর তল পেট যদি উচু হইয়া থাকে তবে জরায়ুতে রক্ত সঞ্চিত হইয়াছে, অথচ জরায়ুর মুখে জমাট রক্ত থাকায় দরুণ উহা বাহির হইতে পারিতেছে না এরূপ সন্দেহ করিয়া উহার প্রতি-

কারের চেষ্টা করা অন্যায় নহে। অন্যান্য প্রকারের রক্তস্রাবের ন্যায় ইহাতেও মুখাকৃতি শিটা, শীত বোধ, গায়ে শীতল ঘর্ম্ম হওয়া, মূর্চ্ছা, নিদ্রালুতা, নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট, আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন জরায়ুও কোমল এবং স্বাভাবিক অপেক্ষাও অনেক বড় হইয়া থাকে। সন্তান প্রসবের অনেক দিন পর রক্তস্রাব হইলে জরায়ুর যথোচিত সঙ্কোচনের অভাব, অথবা জরায়ুর প্রদাহ হেতুই উহা ঘটিয়া থাকে। এমতাবস্থায় রোগ প্রায়ই সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। যে সকল স্ত্রীলোক শিশুকে আপন স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেয় না, তাহাদিগের মধ্যেই এই দুর্ঘটনা সচরাচর অধিক ঘটিতে দেখা যায়।

গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে রক্তস্রাব দ্বারা কখন কখন কোন অনিষ্ট হয় না। আবার উহা দ্বারা কখন কখন ভয়ানক অনিষ্ট হয়। কোন কোন স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায়ও অনেকবার রক্তস্রাব হইয়াও তাহাদিগের সন্তান পূর্ণ সময়ে দৃষ্টতঃ সুস্থাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় বটে; কিন্তু তাহাদিগের সন্তানগণ যে অপেক্ষাকৃত কম সুস্থ এবং কম বলবান হয় তাহার কোনও সন্দেহ নাই। এরূপ ঘটনা এতদ্দেশে বিরল নহে। গর্ভসঞ্চারের ৫ পাঁচ মাসের পূর্ব্বে রক্তস্রাব যেমন ভয়ানক, পাঁচ মাসের পর রক্তস্রাব তত ভয়ানক হয় না; কারণ, ৫ মাসের পূর্ব্বে রক্তস্রাব হইলে গর্ভস্রাব হওয়ার অধিক আশঙ্কা থাকে।

চিকিৎসা।

যে সকল কারণে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব রক্তস্রাবের কারণ দেখিয়া চিকিৎসকের চিকিৎসা করা উচিত। লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবস্থা।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। রোগী ভাল অবস্থাপন্ন হইয়া যদি সর্ব্বদা ভাল খায় ও ভাল থাকে এবং পরিশ্রম একবারেই না করে ও অল্প বয়স্কা হয়; অতিরিক্ত পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; অত্যন্ত মৃত্যু ভয়; অত্যন্ত অস্থিরতা এবং নিদ্রাশূন্যতা ও মনের উদ্বেগ; মাথা ঘোরা এত প্রবল হয় যে, উহার দরুণ রোগী বিছানায় সোজা হইয়া বসিতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। কোমরের পশ্চাৎদেশে ভয়ানক বেদনা, যাহার দরুণ মনে হয় যেন কোমর ভাঙ্গিয়া যাইবে; অতিরিক্ত

পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব এবং রক্ত নির্গত হওয়ার সময় যোনি-দ্বারাদিতে গরম বোধ; তলপেটস্থিত যন্ত্রগুলি নীচের দিকে যেন সজোরে ঠেলিয়া নামিয়া যোনিদ্বার দিয়া বেগে বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ মনে হয়; রক্তে কখন কখন দুর্গন্ধ হয়; হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি লক্ষণে ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া অ্যাল্বা ৬ বা ১২ ডাঃ। অধিক পরিমাণে কাল্চে লালবর্ণ রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কোমরের পশ্চাৎভাগে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ও প্রবল শিরঃপীড়া, যাহার দরুণ মনে হয় যেন মাথা ফাটিয়া যাইবে; বিছানায় সোজা হইয়া বসিলে বমনোদ্বেগ, বমন এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; ওষ্ঠ এবং মুখ অত্যন্ত তপ্ত ও অত্যন্ত পিপাসা; নড়া চড়াতে সমুদয় উপদ্রবের বৃদ্ধি যাহার দরুণ রোগী সর্ব্বদা স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে ভালবাসে; সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করা; মল শুষ্ক এবং অত্যন্ত কঠিন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। কাল্চে জমাট রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, পায় ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; বারম্বার অধিক পরিমাণে বর্ণহীন মূত্র ত্যাগ; রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গর্ভস্রাব বা সন্তান প্রসবের পর অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া; কাল্চে চাপ্ চাপ্ থানা থানা রক্তস্রাব; মাথায় ভারি বোধ, কাণে টন্ টন্ শব্দ হয়, রোগী চক্ষে দেখিতে পায় না এবং মূর্চ্ছা যায়; রোগী হঠাৎ দুর্ব্বল এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়া তাহার হাত পা ঠাণ্ডা এবং মুখমণ্ডল মলিন বা শিটা হয়; রোগী তাহাকে সর্ব্বদা বাতাস দিতে বলে, আবার বাতাস দিলে সে সহ্য করিতে পারে না বা তাহার বাতাস ভাল লাগে না; রক্তস্রাবের পর দুর্ব্বলতা এবং অন্যান্য প্রকার উপদ্রবের জন্য এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ক্রোকাশ ৩ বা ৬ ডাঃ। গর্ভস্রাব বা সন্তান প্রসবের পর বা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের পর রক্তস্রাব; কাল্চে রসির ন্যায় রক্তস্রাব, সামান্য শারীরিক পরিশ্রমের পরও যাহার বৃদ্ধি হয়; পেটের মধ্যে কোন জীবিত প্রাণী নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয়; কাল্চে রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে রক্তস্রাবের পক্ষে ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। পেটের

মধ্যে কোন এক জীবিত প্রাণী নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বিশেষ।

ফেরাম ৬ ডাঃ। বারম্বার কতক তরল এবং কতক পরিমাণে কাল্‌চে চাপ্‌ চাপ্‌ থানা থানা রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে প্রসব বেদনার ন্যায় প্রখর বেদনা; সামান্য শারীরিক পরিশ্রম বা মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতাতেই রোগীর মুখমণ্ডল আরক্ত এবং উহাতে গরম বোধ হয়; বারম্বার ক্ষণস্থায়ী শরীর কম্পন, শিরঃপীড়া এবং মাথা ঘোরা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যে সকল রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং যাহাদের সময় সময় সামান্য কারণে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

হামামেলিস্‌ ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। জরায়ুর রক্তবহা নালীর শিথিলতা বা জড়তার দরুণ অনেক দিন ব্যাপিয়া রক্তস্রাব; গর্ভস্রাব বা সন্তান প্রসবের পর মলিন তরল জলবৎ রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত থানা থানা কাল্‌চে রক্তস্রাব; রাত্রিতে রক্তস্রাব হয় না বা রক্তস্রাব কম হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হায়োসায়েমাস্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুতে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, এবং উরুদেশ ও কোমরের পশ্চাৎভাগে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; অনবরত উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; সমুদয় শরীরের কম্পন, অথবা হাত পায়ে অবশ বোধ; কোন কোন অঙ্গের ঝাকনী বা কম্পন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। ক্রমাগত উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব, যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া হাঁপায় বা তাহার শ্বাস রোধ হওবার উপক্রম হয়; নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা; তল পেটের নীচের দিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামার ন্যায় টণ্টনানি; শীতবোধ এবং শরীর ঠাণ্ডা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং বমনের ইচ্ছা; গর্ভস্রাব বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাবের পক্ষে ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পেটে একবার প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা এবং উহার পরক্ষণই রক্তস্রাব, অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা এবং রক্তস্রাব; রক্তস্রাব একবার ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইয়া

পুনরায় দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হয়; জরায়ুর কার্য্যের জড়তা; হৃৎস্পন্দন; বারম্বার শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হইয়া শরীর অবসন্ন হওয়া এবং সর্ব্বদা কাঁদ কাঁদ হওয়া বা কাঁদা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

স্যাবাইনা ৩ বা ৬ ডাঃ। পেটে ঠেলিয়া ধরার স্থায় বেদনা যাহা কোমর এবং পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; অতিরিক্ত পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; পেট পড়িয়া যায় বা পেটে পিঠে একত্রিত হইয়া লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; কখন কখন জলবৎ তরল রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত চাপ চাপ থানা থানা কাল্‌চে রক্তস্রাব; বেদনা পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া মধ্য দিয়া যোনির ঠিক উপরি ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিকেল্ কর্ণুটাম্ ১, ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। দুর্ব্বল বা রুগ্ন স্ত্রীলোকদিগের শিরা সম্বন্ধীয় (কাল্‌চে) রক্তস্রাব; গর্ভস্রাব বা সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব; জরায়ুর কার্য্যের অভাব বা জড়তা; কাল্‌চে তরল রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটে সামান্য বেদনা থাকে, কখন বা বেদনা একবারেই থাকে না; হাত পা ঠাণ্ডা; মুখমণ্ডল মলিন, শিটা বা শাদাটিয়া এবং নারী অত্যন্ত দুর্ব্বল; রোগী গায় কাপড় রাখিতে চাহে না, কারণ, গরমে অসুখের বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। জরায়ুর গ্রীবার কঠিনতা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু, ডিম্বকোষ, যোনি ইত্যাদিতে কষ্টদায়ক খিল ধরার স্থায় চাপা বা বেদনানুভব; পুরাতন আকারের রক্তস্রাব, সামান্য কারণেই যাহার উদ্রেক হয়; মুখমণ্ডল হরিদ্রার আভাযুক্ত এবং উহাতে দাগ বা চিহ্ন; পেটে কষ্টদায়ক খালিবোধ; মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত এবং মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট তলানী পড়ে এবং এই তলানী পাত্রের গায় লাগিয়া থাকে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ। বারম্বার রক্তস্রাব; রক্তস্রাব হইয়া এক বার বন্ধ হইতে না হইতেই আবার রক্তস্রাব আরম্ভ হয়; মাথার ঠিক উপরি ভাগে জ্বালা ও গরম বোধ এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা; রোগী বারম্বার অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার গায় গরম বোধ হয়; বেলা ১১ টার সময় অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে এবং অন্য কোন ঔষধ দ্বারা কোন উপকার না দর্শিলে

বা আংশিক উপকার দর্শিলে অন্য একটী ঔষধ সেবন আরম্ভ করার পূর্ব্বে কএক মাত্রা সাল্‌ফার দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ঔষধের মাত্রা। রোগ কঠিন এবং সাংঘাতিক আকার ধারণ করিলে ২০।৩০ মিনিট অন্তর ঔষধের এক মাত্রা সেব্য। রোগ অপেক্ষাকৃত মৃদু আকার ধারণ করিলে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর মনোনীত ঔষধের এক মাত্রা সেব্য।

এই রোগের আনুষঙ্গিক উপায় অতিরিক্ত রজঃস্রাবের (Menorrhagia) অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

জরায়ুপ্রদাহ বা মেট্রাইটিস্

(METRITIS,—INFLAMMATION OF THE UTERUS.)

নির্ব্বাচন। ইহাতে জরায়ু প্রদাহযুক্ত হয়। যদি জরায়ুর পদার্থ প্রদাহযুক্ত হয়, তবে রোগটিকে জরায়ুপ্রদাহ বা মেট্রাইটিস্ (Metritis) বলে। যদি জরায়ুর মধ্য দিকের আবরক পর্দ্দা প্রদাহযুক্ত হয়, তবে উহাকে জরায়ু মধ্যাবরক পর্দ্দা প্রদাহ বা এণ্ডো মেট্রাইটিস্ (Endo-Metritis) বলে। যদি জরায়ুর বাহ্যাবরক পর্দ্দা প্রদাহযুক্ত হয়, তবে উহাকে জরায়ুর বাহ্যাবরক পর্দ্দা প্রদাহ বা পেরি মেট্রাইটিস্ (Peri-Metritis) বলে।

কারণ। অতিরিক্ত পুরুষ সহবাস; অস্ত্র দ্বারা সন্তান প্রসব করাণের দরুণ জরায়ুর মধ্যদেশে আঘাত লাগা; সন্তান প্রসবের পর পর্দ্দা বা কোন প্রকার রক্তের চাপ জরায়ুর মধ্যদেশে বদ্ধ হইয়া থাকা বা অন্য কোন পদার্থ জরায়ুর কোটরের মধ্যে লাগিয়া থাকা; ঠাণ্ডা লাগা; প্রবল মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা (এই সকল কারণ ঋতুর সময়ই অধিক অনিষ্টকর); যদি প্রদাহের আরম্ভের সময় রজঃস্রাব হঠাৎ বন্ধ হয়, তবে রজঃরোধ জরায়ু প্রদাহের কারণ বা জরায়ু প্রদাহই রজঃরোধের কারণ, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় রূপে কিছু বলার আমাদিগের কোন অধিকার আছে কি না বলিতে পারা যায় না। জরায়ুর তরুণ প্রদাহের দরুণই উহার পুরাতন আকারের প্রদাহ ঘটিয়া থাকে।

লক্ষণ। শীত কম্প হইয়া রোগ আরম্ভ হয় এবং তৎপরে জরায়ুতে বেদনা হয়। যদি কেবল জরায়ুর পদার্থ প্রদাহযুক্ত হয়, তবে জরায়ুতে কন্‌কনানী, ছিদ্র করার ন্যায়, দপ্‌দপিয়ী, সূচী বিধান বা ছুরী দিয়া কাটার

ন্যায় বেদনা অনুভূত হয়। এই বেদনা অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে না এবং উহা বস্তিকোটরের অত্যন্ত গভীর প্রদেশে অনুভূত হয় এবং মৃদু আকারের প্রসব বেদনা যেরূপ হয়, তল পেট দিয়া নীচের দিকে ঠেলিয়া নামার ন্যায় সেরূপ বেদনার উদ্রেক হয়। পেটের উপর চাপ দিলে এবং প্রবল বেগে নিশ্বাস প্রশ্বাসে, বাহ্যের বেগ দিলে বা সোজা হইলে এই বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং বেদনা পৃষ্ঠ এবং উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। যদি জরায়ুর পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর বাহ্যাবরক পর্দ্দা প্রদাহযুক্ত হয় (Peri-Metritis), তবে পেটের উপর চাপ একবারেই সহ্য হয় না এবং বেদনা অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহাতে জরায়ুর আকার অধিক বৃদ্ধি না হওয়ার দরুণ উহা পেটে হাত বুলাইলে বড় টের পাওয়া যায় না। কিন্তু যোনিদ্বার দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জরায়ুর মুখ বা গ্রীবাদেশ স্বাভাবিক অপেক্ষা কোমল, স্ফীত এবং খাটো হওয়ার ন্যায় অনুভূত হয় এবং উক্ত প্রদেশে হাতাদি লাগিলে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়। রোগের প্রখরতা বুঝিয়া সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ রোগ কঠিন হইলে লক্ষণাদি প্রবল হয় এবং রোগ মৃদু হইলে লক্ষণাদিও অপেক্ষাকৃত মৃদু হয়। জ্বর সকল রোগীরই থাকে; কিন্তু উহা সকল রোগীর অধিক প্রবল হয় না। নাড়ী সাধারণতঃ ক্ষুদ্র এবং কঠিন হয়। ক্ষুধা বা রুচি থাকে না; জিহ্বা লেপযুক্ত, বমনোদ্বেগ, কাঠবমী বা বমন ইত্যাদি লক্ষণ গুলি প্রায়ই এই রোগে বর্ত্তমান থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল ত্যাগের সময় অত্যন্ত কোঁথ পাড়িতে হয় এবং মূত্র ত্যাগে অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয় ও অনেক সময় রোগী একবারেই মূত্র ত্যাগ করিতে পারে না। যদি রজঃস্রাবের সময় জরায়ু প্রদাহযুক্ত হয়, তবে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া উহার পরিবর্ত্তে জরায়ু হইতে শ্লেষ্মার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। আর যদি জরায়ু প্রদাহের ভোগের সময় রজঃস্রাবের সময় উপস্থিত হয়, তবে হয় রজঃস্রাব একবারে বন্ধ হয়, নতুবা অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হয়। রোগের অনেক দিন ভোগের পর যদি জরায়ু হইতে পূঁষ সংযুক্ত ক্লেদ নিঃসৃত হয়, তবে জরায়ুর স্থানে স্থানে ফোঁড়া হইয়া ফাটিয়া উহা হইতে পরিষ্কার স্বচ্ছ পূঁষ নির্গত হয়। কোন প্রকার উপসর্গ প্রকাশ না পাইলে রোগ ১৫।১৬ দিবস মধ্যে দৃষ্টতঃ আরাম হয় বটে, কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ রূপে আরাম না হইয়া শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ এবং জরায়ুর স্ফীতি থাকিয়া যাইতে পারে।

জরায়ু প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ বা পেরিটোনাইটিস্ (Peritonitis) উপসর্গটী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার দরুণ জরায়ুর প্রদাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ও তদ্দরুণ রোগের ভোগও অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকিতে পারে। এরূপ হইলে প্রদাহ অত্যন্ত বিস্তৃত আকার ধারণ করে। গর্ভাবস্থায়ও জরায়ু প্রদাহযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু জরায়ুর আবরক পর্দা এবং অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত না হইলে রোগ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। জ্বর এবং শীত কম্প, বমন বা কাঠবমী, পেটের মধ্যে নড়া, অত্যন্ত ভারি বোধ হইয়া যদি জরায়ু বেদনাযুক্ত হয়, (জরায়ু স্পর্শ করা যাউক আর না যাউক) তবে জরায়ু প্রদাহ বলিয়া কতক সন্দেহ করা যাইতে পারে। গর্ভের প্রথম কএক মাসে প্রদাহ সমুদয় জরায়ুই আক্রমণ করিয়া থাকে এবং তৎপর প্রদাহ জরায়ুর কোন এক অংশ আক্রমণ করিয়া থাকে এবং উহার আক্রান্ত অংশই কেবল বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। প্রদাহ প্রবল আকার ধারণ না করিলে উহা দ্বারা গর্ভাবস্থায় কোন বিশেষ অনিষ্ট হয় না। যদি সন্তান প্রসবের সময় সময় কালে জরায়ু প্রদাহযুক্ত হয়, তবে সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতী অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে এবং জরায়ুতে ফোঁড়াদি (Abscesses) হইলে জরায়ু সহজেই ফাটিয়া যাইতে পারে। প্রসবের পর জরায়ু প্রদাহযুক্ত হইলে রোগ প্রায়ই কঠিন আকার ধারণ করে।

জরায়ুর পুরাতন প্রদাহ (Chronic Metritis) প্রায়ই তরুণ প্রদাহের ফল মাত্র এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বা উহা অন্যান্য কারণেও ঘটিতে পারে। যে সকল কারণে জরায়ুর শ্লেষ্মা জনিত রোগ হয়, সে সকল কারণেই জরায়ুর পুরাতন প্রদাহ হইতে পারে। জরায়ুর পুরাতন প্রদাহে জরায়ুর সমুদয় বা কতক অংশ স্ফীত হয়; জরায়ু বর্দ্ধিত হয়; পেট স্ফীত হয়; যে অংশ যোনিদ্বারের নিকটবর্ত্তী জরায়ুর সে অংশ কঠিন এবং উহাতে ক্ষত হয় এবং অতিরিক্ত পরিমাণে শ্বেতপ্রদর স্রাব হয়। ইহাতে বস্তিকোটরে মাত্র ভারি এবং চাপা বোধ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রণাদি অনুভূত হয় না। রজঃ-স্রাবের সময় এবং উহার পূর্ব্বে বেদনাদি এত বৃদ্ধি হয় যে, উহা প্রকৃত জরায়ু শূল (Uterine Colic) বলিয়া অনুভূত হয়। রোগ কঠিন আকার ধারণ করিলে রজঃস্রাব একবারে বন্ধ হয় এবং ঋতুর সময় বেদনা এত বৃদ্ধি হয় যে, উহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার রজঃস্রাব আরম্ভ হইবে। এই সময় সার্ব্বাঙ্গিক অসুখের লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায় এবং অনেকের হিষ্টি-

রিয়া (Hysleria) রোগ জনিত লক্ষণ গুলিও এ সময় প্রকাশ পাইতে পারে। যদি জরায়ুর স্ফীতি অধিক হয়, তবে উহার দরুণ মল মূত্র ত্যাগ করিতে অত্যন্ত কষ্টানুভূত হয়, এবং ডাইন বা বাম পা ইত্যাদি নিম্নাঙ্গের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ারও অনেক ব্যাঘাত জন্মে। তরুণই হউক, আর পুরাতনই হউক, জরায়ু প্রদাহযুক্ত হইলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা অতি কম থাকে।

চিকিৎসা।

এই রোগে অনেক রোগীর প্রাণ নষ্ট হয় এবং রোগ প্রায়ই অত্যন্ত কঠিন এবং সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই রোগে হোমিও-প্যাথিক মতে চিকিৎসায় আলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক সুফল পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় রোগীর চিকিৎসার ভার কোন এক বহুদর্শী বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত। এরূপ চিকিৎসক না পাইলে লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা।

একোনাইট রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। প্রদাহ জনিত জ্বর; অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা এবং মৃত্যু ভয়; নাড়ী কঠিন, পূর্ণ এবং দ্রুত-গামী; চর্ম্ম উষ্ণ এবং শুষ্ক; অত্যন্ত পিপাসা; সমুদয় পেটে খোঁচা বিঁধার ন্যায় বেদনা; পেট চাপিলে বা স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এপিস মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। নিদ্রাবেশ যাহা হঠাৎ চীৎ-কার শব্দে ভাঙ্গিয়া যায়; রোগী সর্ব্বদা কাঁদ কাঁদ হয় এবং অনেক সময় কাঁদি-য়াও ফেলে; জরায়ু বা ডিম্বকোষ প্রদেশে জ্বালাযুক্ত বা হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বা যাতনা; মুখ শুষ্ক হয় বটে, কিন্তু পিপাসা থাকে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অত্যন্ত ভয়, অস্থিরতা, শরীর কম্পন, শীতল ঘর্ম্ম ও অত্যন্ত বলক্ষয়; রোগী মনে করে যেন সে নিশ্চয় মরিবে; জিহ্বার পার্শ্ব লাল্ বর্ণ এবং উহাতে দাঁতের দাগ পড়ে; পেটে জ্বালাযুক্, দপ্দপিয়া এবং ছুরী দিয়া কাটার ন্যায় বেদনা; পেট আগুনের ন্যায় জ্বলে; অত্যন্ত পিপাসা এবং তদ্দরুণ বারম্বার জলাদি পান, কিন্তু রোগী একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করিতে পারে না; ঠাণ্ডা জলে সমুদয় লক্ষণের বৃদ্ধি; রোগী সর্ব্বদা গায় কাপড় দিয়া থাকিতে

চাহে, কারণ, গরমে তাহার ভালবোধ হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

বেলাডোনা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। প্রলাপ বলা (Delirium); কোন প্রকার ভয় উদ্দীপক কাল্পনিক প্রাণী বা পদার্থ দেখিয়া ভয় খাইয়া রোগী পলাইতে বা লুকাইয়া থাকিতে চাহে; দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া, শরীর গরম এবং মুখমণ্ডল আরক্ত বা লালবর্ণ; জরায়ু প্রদেশে আঁক্‌ড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা, অথবা উহাতে ক্ষণস্থায়ী সূচী বিধান বা চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা; আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয়, যাহার দরুণ রোগী সামান্য ঝাঁকিও সহ্য করিতে পারে না; পেটের সমুদয় যন্ত্র নিম্নদিকে যোনিদ্বার দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয়; রজঃস্রাব বা প্রসবের পর ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ একবারে বন্ধ হয়, নতুবা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নির্গত হয়; অনিচ্ছা পূর্ব্বক বা অসাড়ে মূত্র নির্গমন; সর্ব্বদা নিদ্রাবেশ, কিন্তু রোগীর ঘুম ভাল হয় না এবং ঘুমাইলেও মধ্যে মধ্যে রোগী হঠাৎ চমকিয়া উঠে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রোগ প্রখর আকার ধারণ করিলে কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধের ১ম দশমিক ক্রম, ১ ফোঁটা মাত্রায়, ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। লেখক স্বয়ং ও ১ম দশমিক ক্রম ব্যবস্থা করিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসায় অন্যান্য ক্রম অপেক্ষা অধিক উপকার পাইয়াছেন।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। রোগী সর্ব্বদা খিট্‌ খিট্‌ করে এবং একাকী থাকিতে চাহে; শিরঃপীড়া এত প্রবল হয় যে, উহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার হাড় ফাটিয়া যাইবে; দীর্ঘ নিশ্বাস টানিলে ডিম্বকোষ প্রদেশে সূচীবিধানের ন্যায় অত্যন্ত প্রখর বেদনা; বিছানায় সোজা হইয়া বসিলে বমনোদ্বেগ, বমন এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে; সামান্য নড়া চড়াতেই অসুখের বৃদ্ধি; ওষ্ঠ উষ্ণ এবং মুখ শুষ্ক ও অত্যন্ত পিপাসা যাহার দরুণ রোগী অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান করিতে চাহে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী ভয় করে যে সে তাহার হিতাহিত জ্ঞান হারাইবে; মাথা এবং শরীরের ঊর্দ্ধাংশে প্রচুর ঘর্ম্ম হওয়া; জরায়ুর গ্রীবাদেশে সূচীবিধানের ন্যায় বেদনা এবং যোনিদ্বারে কন্‌কনানি; ভিজা মোজা পরিলে যেরূপ হয়, পায় সেরূপ ঠাণ্ডা

বা আর্দ্র বোধ; জরায়ু প্রদাহের পূর্ব্বে যদি বারম্বার অতিরিক্ত রজঃস্রাব হেতু রোগী অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে এবং সে যদি গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট হয়, তবে এই ঔষধ আরো উপকারী।

ক্যান্থারিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। রোগী সকলের উপর অসন্তুষ্ট এবং সমুদয় বিষয়েই বৈরক্তি প্রকাশ করিয়া বলে যে সে অবশ্যই মরিবে; গলার মধ্যে জ্বালানুভব যাহার দরুণ মনে হয় যেন গলার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে; তল পেটে চিন্ চিনে বেদনা এবং পেটের সমুদয় যন্ত্র নিম্ন দিকে যোনিদ্বার পানে সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; জরায়ুর গ্রীবার স্ফীতি; ডিম্বকোষ প্রদাহ; বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মাত্র কয়েক ফোঁটা মূত্র নির্গত হয় এবং কখন কখন মূত্রের সঙ্গে রক্তও পড়ে; অত্যন্ত পিপাসা; তলপেটে টন্‌টনানি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। প্রসবের পর ক্রোধ বা বৈরক্তি জনিত জরায়ুর প্রদাহ; অতিরিক্ত পরিমাণে লোকিয়া (Lochia) এবং কাল্‌চে থানা থানা রক্তস্রাব; রোগী এত অধৈর্য্য হয় যে, সে কাহারও সঙ্গে ভদ্রের ন্যায় কথা বলিতে পারে না; প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হায়োসায়েমাস ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। জরায়ু প্রদাহযুক্ত হইয়া বিকারের লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে; অর্দ্ধচেতনতা; অচেতনতা এবং মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন এবং অর্থশূন্য কথা বলা; রোগ মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতার দরুণ হইয়া থাকিলে লক্ষণাদি আক্ষেপিক আকার ধারণ করে; হাত পায়ের ঝাকনী এবং মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন; রোগী গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিয়া উলঙ্গ হইয়া থাকিতে চাহে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

ল্যাকেসিস্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মনের কষ্ট এবং মনের উদ্বেগ যাহা প্রাতঃকালেই অধিক হয়; জরায়ুপ্রদেশ এত টাটায় যে উহার দরুণ রোগী পেটের উপর গায়ের কাপড়ের চাপও সহ্য করিতে পারে না এবং তদ্দরুণ সে বারম্বার গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেয় বা উঠাইয়া ধরে; জরায়ুর মুখ খোলা রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; পেটের বেদনা নীচ হইতে বুকের দিকে বিস্তৃত হইতেছে এরূপ অনুভূত হয়; রক্ত নির্গত হইয়া গেলে পর

জরায়ুর বেদনাদি কমে; ঘুমের পর লক্ষণাদির বৃদ্ধি; শেষ রজঃরোধের সময় জরায়ু প্রদাহে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ ডাঃ। অনবরত কোঁথানি বা কোঁকানী; মাথা ফাটিয়া যাইবে এরূপ অনুভূত হয় এবং উহার সঙ্গে-সঙ্গে মস্তিষ্কে পূর্ণবোধ; জিহ্বা আর্দ্র, কোমল এবং উহাতে দাঁতের দাগ পড়ে; জরায়ুতে সূচী বিঁধানের ন্যায় বা ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা এবং কন্‌কনানি; গা বড় গরম থাকে না; বারম্বার শীত বোধ এবং ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু ঘর্ম্মের দরুণ রোগী কোনও উপশম অনুভব করে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী সর্ব্বদা হতাশ হয়; তাহার ঘুম হয় না এবং সামান্য ঘুম হইলেই ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; জরায়ুতে জ্বালা এবং ভারি বোধ ও জরায়ু যেন পেটের মধ্যে আঁটিয়া লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা, বিছানায় পাশ ফিরিয়া শয়ন করিবার সময় যাহার বৃদ্ধি হয়; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং মূত্রাধার ও মূত্রনালীতে বেদনা, জ্বালা এবং গরম বোধ; কোষ্ঠবদ্ধ, মল বড় কঠিন নেড় যাহা কষ্টে নির্গত হয়; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে গুহ্যস্থিত সমুদয় মল নির্গত হইল না রোগী এরূপ অনুভব করে; রাত্রি ২।৩ টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং ২।১ ঘণ্টা জাগিয়া থাকিয়া রোগী আবার ঘুমাইয়া পড়ে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে রোগী অত্যন্ত শ্রান্তি অনুভব করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। এক পেশে মাথাধরা (আধ্ কপালিয়া মাথা বেদনা); জরায়ুতে কসিয়া ধরার ন্যায় বা কর্ত্তনবৎ বেদনা; জরায়ু অত্যন্ত টাটায় এবং উহাতে সামান্য চাপও সহ্য হয় না; রজঃরোধ বা সন্তান প্রসবের পর ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়ার পর জরায়ু প্রদাহ; মুখে বিস্বাদ; পিপাসা থাকে না এবং বারম্বার শীতবোধ; রাত্রিতে উদরাময় এবং অতি অল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রোগী ভীতা এবং মৃদু স্বভাব ও শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট হইলে অথবা, রোগী যদি সামান্য কারণেই কাঁদে বা দুঃখ প্রকাশ করে, তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

রাস্টক্স্ ৬ বা ৩০ ডাঃ। মনের অত্যন্ত উদ্বেগ; অত্যন্ত ভীত

হওয়া; রাত্রি ভোর হয় হয় সময়ে রোগের বৃদ্ধি; রোগী এক ভাবে অনেক ক্ষণ থাকিতে পারে না, অতএব সে বারম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করে; ঘুশ্ ঘুশে জ্বর; জিহ্বা শুষ্ক এবং উহার অগ্রভাগ লালবর্ণ; রাত্রিতে, বিশেষতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর অসুখের বৃদ্ধি; সন্তান প্রসবের পর বিকার সম্বলিত জরায়ু প্রদাহ; পায়ের শ্বেত স্ফীতি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিকেল্ কর্ণুটাম্ ১, ৩ বা ৩০ ডাঃ। যোনিদ্বার দিয়া কটার আভাযুক্ত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ; রজঃস্রাব বা সন্তান প্রসবের পর ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হইয়া জরায়ু প্রদাহযুক্ত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ হইলে; অত্যন্ত প্রবল চাপ এবং গা গরম ও গায় জ্বালানুভব এবং এই জ্বালা মধ্যে মধ্যে শীত হইয়া কতকক্ষণ অনুভূত হয় না; পচা পদার্থ বমন; দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগী তাহার অসুখ এবং সাংসারিক বিষয়ে সর্ব্বদা দুঃখের ভাব প্রকাশ করে; জরায়ুর মধ্যে খোঁচা বিঁধান বা ছুরী দিয়া কাটার ন্যায় বেদনানুভব, যাহা নাভি ও পাকস্থলীর মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; জরায়ু প্রদেশে অতন্ত কঠিন বোধ; জরায়ু যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগী এক পায়ের উপর অন্য পা রাখিয়া যোনিদ্বার চাপিয়া রাখে; জরায়ু নিম্নদিকে নামিয়া পড়ে এবং তদ্দরুণ যোনিও নিম্ন দিকে কতকটা সরিয়া পড়ে; পচা গন্ধযুক্ত মূত্র ত্যাগ এবং মূত্রে কাদার রঙ্গবিশিষ্ট তলানি পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থানুসারে মনোনীত ঔষধের এক মাত্রা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগীকে শয়নাবস্থায় রাখিবে এবং তাহার যাহাতে কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা না হয় এরূপ চেষ্টা করা উচিত। জ্বর প্রবল হইলে রোগীকে সাগু বা বার্লী ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে পান করিতে দিবে। পিপাসা থাকিলে মধ্যে মধ্যে কাঁচা টাট্কা জল দেওয়া যাইতে পারে অথবা সাগু, বার্লী সিদ্ধ জলও দেওয়া যাইতে পারে। রোগ অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকিলে রোগীকে সুজির রুটি বা পাঁউরোটী সেকিয়া উহার সঙ্গে দুধ মিশাইয়া পথ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গর্ভস্রাব, সন্তান প্রসবের পর বা রজঃরোধের দরুণ জরায়ু প্রদাহযুক্ত হইয়া

পেটে অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি থাকিলে একখানি ফ্লানেল কাপড় ৩।৪ ভাঁজ করিয়া পেটের উপর রাখিয়া উহার উপর আবার একখানি সূতার কাপড়ের নেকড়া ৩।৪ ভাঁজ করিয়া রাখিয়া এক খানি মাটির সরাতে কতকগুলি কাঠের কয়লা বা গোলের আগুণ রাখিয়া উহা দ্বারা রোগীর পেটে সেক দিবে। সেক দেওয়ার পরই কাপড় গুলি সরাইয়া ফেলা অনুচিত, কারণ, উহা দ্বারা পেটে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। অনেক রোগীর বাতাস বা কোন প্রকার ঠাণ্ডা লাগিলেই পেটে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়। এমতাবস্থায় রোগীর পেটে ৩।৪ ভাঁজ করিয়া একখানি ফ্লানেল কাপড় দ্বারা মৃদু ভাবে পেটী (Bandage) বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যদি প্রস্রাব করার সময় মূত্রনালীতে জ্বালানুভূত হয়, তবে সেক দেওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ, সেক দ্বারা মূত্রনালীর জ্বালা অনেকের বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

ডিম্বকোষ প্রদাহ বা ওবেরাইটিস্

(OVARITIS,—INFLAMATION OF THE OVARY.)

ইহাতে ডিম্বকোষ প্রদাহযুক্ত হয়। ইহাতে কুচকির উপবিভাগে ঘুশ্ ঘুশে অধিক কি অল্প পরিমাণে প্রবল এবং কখন কখন জ্বালাযুক্ত ও প্রায়ই হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা বর্ত্তমান থাকে। বেদনা প্রায়ই ডিম্ব-কোষের নিকটবর্ত্তী স্থানে, এমন কি আক্রান্ত পার্শ্বের উরুদেশ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয় এবং উহার দরুণ উরু অবশ ও শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; ডিম্বকোষ স্ফীত হয় এবং স্ফীতি পেটের উপরে হাতের অঙ্গুলী দ্বারাও অনুভব করা যায়। ঈষৎ বা অধিক পরিমাণে জ্বরভাব বর্ত্তমান থাকে এবং নানা প্রকারের স্নায়বিক বা হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণাদি, বমন, বমনোদ্বেগ, প্রলাপ এবং কখন কখন আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণগুলিও প্রকাশ পায়।

কারণ। হিম, ঠাণ্ডা লাগা; ঋতুর সময় পায়ের পাতাদি জলে ভিজান; ঋতুর সময় স্বামী সহবাস; হস্তমৈথুন; কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, অথবা ডিম্বকোষের নিকটবর্ত্তী যন্ত্রাদির প্রদাহ ইত্যাদি ডিম্ব-কোষ প্রদাহের কতকগুলি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। শুষ্ক শীতল বাতাস লাগিয়া

রোগ উৎপন্ন হওয়া ; ঋতুর সময় হঠাৎ শীত, হিম, ঠাণ্ডা লাগিয়া রজঃস্রাব বন্ধ হওয়া, অথবা রোগ ভয় দ্বারা উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এপিস্ মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। দক্ষিণ ডিম্বকোষের প্রদাহ ; ডিম্বকোষ স্ফীত হয় ও টাটায় ও স্পর্শনে বেদনাযুক্ত হয় ; উহাতে হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা ; পেটের দক্ষিণপার্শ্বে অবশ বোধ যাহা উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; কাশি এবং বুকে টাটানি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। ডিম্বকোষে জ্বালাযুক্ত মাটিয়া ধরা বা সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা ও অস্থিরতা ; বেদনা উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উরু অবশ হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ১ বা ৩ ডাঃ। দক্ষিণ ডিম্বকোষ স্ফীত ও কঠিন এবং উহাতে সূচী বিঁধানের ন্যায় অথবা দপ্দপিয়া বেদনা ; পেটে অত্যন্ত উষ্ণতা ও টাটানী, যাহার দরুণ রোগী সামান্য ধাক্কা খাইলে বা নড়িলে অত্যন্ত কষ্ট পায় ; যোনিদ্বার দিয়া উদরস্থ সমুদয় যন্ত্র ঠেলিয়া নামিয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয় ; চক্ষু উজ্জ্বল ও টল্‌টলে ; মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ও প্রলাপ উক্তি (Delirium) ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৬ বা ১২ ডাঃ। দীর্ঘ নিশ্বাস টানিতে ডিম্বকোষে সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনানুভব ; রজঃস্রাব বন্ধ হওয়া ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাক্টাস্ ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। ডিম্বকোষ প্রদেশে দপ্দপিয়া বেদনা বা চিড়িক মারা যাহা কুঁচ্কি দিয়া উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; এই বেদনা প্রতি দিন কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগীকে আক্রমণ করে ; বস্তি-কোটরের চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক আঁটা বোধ ; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক অসুখ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যান্থারিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। ডিম্বকোষের মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় বা চিন্‌চিনে বেদনা, যাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে ; ডিম্বকোষ প্রদেশে জ্বালানুভব ; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু একবারে ক এক ফোঁটার অধিক মূত্র নির্গত হয় না এবং উহার সঙ্গে রক্ত চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে ; জরায়ু ইত্যাদি যন্ত্র যোনিদ্বার দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কোনায়াম্ ৩, ৬, ১২ বা ৩৬ ডাঃ। ডিম্ব কোষ স্ফীত ও কঠিন

হয় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ বা বমন; ডিম্বকোষ প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা; স্তন শুকাইয়া যায় বা ক্ষয় হয়; বিছানায় পাশ ফিরিলে মাথা ঘোরে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হ্যামামেলিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। কোন প্রকার আঘাত পাইয়া ডিম্ব-কোষ প্রদাহ; সমুদয় পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বেদনা বা টাটানি; নিয়-মিত রূপে রজঃস্রাব হয় না; ঋতুর সময় ডিম্বকোষের প্রদাহের বৃদ্ধি; প্রসবের পর পায়ের শিরাদির শ্বেত স্ফীতি (Phlegmasia alba Dolens); কাল্‌চে রক্তস্রাব বা শিরা গুলিতে রক্তাবরোধ হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক সময় এই ঔষধের ১ম দশমিক ডাইলুশন, ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়।

হিপার সাল্‌ফিউরিস ৩ ক্রমের গুঁড়া বা ৬ ডাঃ। যদি ডিম্ব কোষে ফোড়া হইয়া পাকিয়া উহাতে পূঁয উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ অনুমিত হয় ও উহাতে দপ্‌দপিয়া বেদনা ও শরীরে শীত বোধ হয়, তবে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ল্যাকেসিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। বাম ডিম্ব কোষ প্রদাহযুক্ত হয়; ডিম্ব কোষ স্ফীত ও উহাতে ঘাটিয়া বা চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; যদি আক্রান্ত ডিম্বকোষে পূঁয উৎপন্ন হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে যদি রোগী শয়ন করিতে না পারে, তবে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ঘুমের পর যাতনাদির বৃদ্ধি এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

প্লাটিনা ৬ বা ৩০ ডাঃ। পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত ইচ্ছা; বস্তিকোটরের সমুদয় যন্ত্র যোনিদ্বার দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবে এরূপ অনুভূত হয়; ডিম্বকোষ প্রদেশে জ্বালানুভব এবং কপালে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়; হয় রজঃরোধ, নতুবা অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব; বুক দুড়্‌দুড়্ বা ধড়্‌ফড়্ করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পায়ের পাতাদি ভিজিয়া রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া ডিম্বকোষ প্রদাহ; ডিম্বকোষে এত প্রখর বেদনার উদ্রেক হয় যে, উহার দরুণ রোগী বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট ফট করে এবং চীৎকার করিয়া কাঁদে; সর্ব্বদা শীত বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। যে পর্য্যন্ত উপশম না হয়, সে পর্য্যন্ত ঔষধের ১

মাত্রা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। তৎপর প্রতি দিন প্রাতে ১ মাত্রা এবং বৈকালে ১ মাত্রা সেব্য।

শ্বেত প্রদর বা লিউকোরিয়া (LEUCORRHŒA,--WHITES.)

যোনিদ্বার, জরায়ু ও জরায়ু সম্বন্ধীয় যন্ত্র সমূহ হইতে শাদা শ্লেষ্মার ন্যায় ক্লেদ নির্গত হওয়াকে শ্বেত-প্রদর বলে। এই রোগ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায় সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে। ইহা অন্যান্য রোগের একটী লক্ষণ মাত্র। স্ত্রীলোকের প্রথম রজঃস্রাব ও শেষ রজঃস্রাবের মধ্যবর্ত্তী সময়েই ইহা ঘটিয়া থাকে। আবার ইহা শিশু কিম্বা অল্প বয়স্কা বালিকা ও স্ত্রীলোকের শেষ রজঃস্রাব বন্ধ হওয়ার পরও ঘটিতে দেখা যায়। ইহাতে প্রথমতঃ যোনি দ্বার দিয়া শাদা পদার্থ নির্গত হয়। কাপড়ে কাই ইত্যাদি আঠা লাগিয়া শুকাইলে যেরূপ কড়্‌কড়ে হয়, এই শাদা পদার্থ কাপড়ে লাগিয়া শুকাইলেও সেরূপ হয়। প্রথমাবস্থায় ঔষধ সেবন না করিলে রোগ বৃদ্ধি হয; শ্বেত প্রদর নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা হরিদ্রা, সবুজের আভাযুক্ত, অথবা মলিন কটা বর্ণে পরিণত হয় এবং যে সকল স্থান হইতে উক্ত ক্লেদ নির্গত হয় সে সকল স্থানে চিড়্‌বিড়্‌মারার ন্যায় যাতনার উদ্রেক হয় ও যে যে স্থানে উক্ত ক্লেদ লাগে উহাতে ক্ষতও হইতে পারে। উক্ত ক্লেদের পরিমাণ সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে না। কোন কোন রোগীর সামান্য প্রদর নিঃসরণ, আবার কোন কোন রোগীর এত অধিক পরিমাণ প্রদর নির্গত হয় যে উহার দরুণ রোগী কাপড়ের নীচে অন্য একখানি কাপড়ের টুকরা পরিতে বাধ্য হয়। ঋতুর পূর্ব্বে ও পর ও গর্ভাবস্থায়ই শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ সচরাচর অধিক হইতে দেখা যায়। যদি সুচিকিৎসায় রোগ নিবারিত হয়, ভাল, নতুবা স্বাস্থ্য বিকৃত হয়, ক্ষুধা থাকে না, মুখমণ্ডল মলিন, টল্‌টলে ও স্ফীত হয়; রোগী সর্ব্বদা বিমর্ষ ভাবে থাকে; সর্ব্বদা পেটে ভার বোধ এবং পেটের যন্ত্রাদি যেন নিম্ন দিকে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; পৃষ্ঠ দেশ ও কোমরে বেদনার উদ্রেক হয়; শরীরের পেশী গুলি শিথিল হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

প্রকার ভেদ। (Varieties)। যে স্থান হইতে নিঃসৃত হয় সে স্থান বুঝিয়া চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ শ্বেতপ্রদরকে নিম্নলিখিত কএক

প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা,—(১) যোনি সম্বন্ধীয় বা বাল্‌বার (Vulvar)। ইহা শিশু বা অল্পবয়স্কা বালিকাগণের হইয়া থাকে এবং ইহাতে নিঃসরণের প্রকৃতি সিবেসিয়াস্ (Sebaceous)। (২) যোনিদ্বার সম্বন্ধীয় বা বেজায়নেল্ (Vaginal)। যুবতী স্ত্রীলোকের মধ্যেই এই প্রকারের শ্বেত-প্রদর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাব প্রকৃতি এপি-থেলিয়াম্‌যুক্তের ন্যায় (Epithelial)। (৩) জরায়ু সম্বন্ধীয় বা ইউটারাইন্ (Uterine)। মধ্য বয়স্কা এবং বৃদ্ধ বয়স্কা স্ত্রীলোকেরই ইহা সচবাচর অধিক হইয়া থাকে। ইহাতে শ্লেষ্মা বা পূঁয মিশ্রিত শ্লেষ্মা (Mucous or muco-purulent) নিঃসৃত হয়। জরায়ুব অনেক প্রকার অসুখে শ্বেত প্রদর একটী উপসর্গ স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে যোনিদ্বার দিয়া শাদা বা অধিক কি কম পরিমাণে রঙ্গহীন ক্লেদ নিঃসৃত হয়। যদি যোনি দ্বার হইতে শ্বেত-প্রদব নিঃসৃত হয়, তবে উহা অম্লগুণ বিশিষ্ট (Acid) হয়। যদি প্রদর জরায়ু হইতে নিঃসৃত হয়, তবে উহা প্রতি ক্রিয়ায় ক্ষার গুণ বিশিষ্ট (Alkaline in reaction) হয়। যদি জরায়ু এবং যোনি দ্বাব উভয় স্থান হইতে একত্রিত হইবা প্রদর নিঃসৃত হয়, তবে উহা মিশ্রিত হইয়া ছেকড়া ছেকড়া পর্দ্দাব ন্যায় পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে।

কারণ। শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম না কবিয়া সর্ব্বদা অলস ভাবে থাকা ও পুষ্টিকর দ্রব্যাদি খাওয়া; কষ্টে সন্তান প্রসব করা; অনিয়-মিতরূপে রজঃস্রাব; অতিরিক্ত পবিমাণে স্বামী সহবাস; কোমর বন্ধনী ইত্যাদি দ্বাবা কোমর কসিয়া বাঁধা বা কাপড় কসিয়া পরা; অতিরিক্ত পরি-মাণে চা, কাফি পান বা গরম মসলা ইত্যাদি দ্বাবা রাঁধা দ্রব্যাদি খাওয়া; অপরিষ্কৃত থাকা ইত্যাদি শ্বেত প্রদরেব কতকগুলি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত। এতদ্ভিন্ন যোনি বা যোনি দ্বার অপরিষ্কৃত রাখা; গুহ্যদ্বারে সূতার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল কৃমি থাকা; অপ্রাপ্ত বয়সে পুরুষ সহবাস দ্বাবা যোনি দ্বারে চোট পাইয়া প্রদাহ হওয়া ইত্যাদি শৈশবাবস্থায় বালিকাগণের শ্বেত প্রদরের কারণ বলিয়া অনুমিত। হামাদি স্ফোটক রোগের পরও ইহা ঘটিয়া থাকে। জরায়ুর অসুখ বা জবায়ু স্থান ভ্রষ্ট হওয়া; জবায়ুর পলিপাই (Polypi) নামক বোগ বা গর্ভাবস্থা; অনেক কাল ধরিয়া সন্তানকে স্তন দুগ্ধ পান করান বা বারম্বার অনেক গুলি সন্তান প্রসব করার দরুণ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা বলক্ষয় হওয়ার দরুণ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়া,

সাব্ ইন্‌বলিউশন্ (Sub involution) ; ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সন্ধিবাত, গণ্ডমালা, গরমীর ব্যারাম ইত্যাদি ধাতুগত রোগের ধাতু (Gouty or Rheumatic, strumous, syphilitic diathesis) ; রজ স্রাবের সময় যোনিদ্বার দিয়া রক্ত স্রাব না হইয়া মুখ দিয়া, নাক দিয়া, গুহ্য দ্বার দিয়া রক্তস্রাব (Vicarious menstruation) বা রজঃ রোধ ইত্যাদি যুবতী স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদরের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। ক্ষতকারক শ্বেত-প্রদর, যাহার ক্লেদ যে স্থানে লাগে সে স্থানেই ক্ষত হয় ; গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের প্রদর যাহা দূষিত বায়ু (Flatulence) নিঃসরণের সময় অথবা দাঁড়াইলে নির্গত হয় ; রাত্রিযোগে মনের উদ্বেগ ও অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। দুর্ব্বল এবং ক্ষীণকায় বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদরে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মূত্র ত্যাগের সময় দুগ্ধবৎ শাদা ক্লেদ বা প্রদর নির্গত হয়, অথবা সময়ে সময়ে হঠাৎ প্রদর নিঃসরণ, নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বেও প্রচুর রজঃস্রাব ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ; চলিয়া বেড়াইলে রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে ; সহজেই রোগীর সর্দ্দি লাগে ; পায়ের পাতা শীতল ও আর্দ্র ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ইহা গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

চায়না ১, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। ঋতুর পূর্ব্বে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ এবং কুঁচ্‌কি ও গুহ্য দ্বার পানে চাপাবোধ ও বেদনা ; রক্ত মিশ্রিত প্রদর নিঃসরণ ও কখন কখন কাল দুর্গন্ধযুক্ত থানা থানা পদার্থ বা পুঁয সংযুক্ত পদার্থ নির্গমন ; যোনি দ্বারের মধ্যে কষ্টদায়ক চুলকানী এবং উক্ত স্থানের আক্ষেপিক সঙ্কোচন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাবের পর শ্বেতপ্রদর হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

কাকিউলাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। অল্প পরিমাণে অনিয়মিতরূপে রজঃ-স্রাব ও ঋতুর আভ্যন্তরিক কালে প্রদর নিঃসরণ ; সিরামের (Serum) ন্যায় পুঁয মিশ্রিত ও ছিন্ন পর্দ্দা বিশিষ্ট পদার্থ নির্গমন ; উপুড় হইলে বা বসিলে

প্রদর হঠাৎ নির্গত হয়; কষ্টকর বা বেদনাযুক্ত রজঃস্রাব এবং রজঃস্রাবের পর অর্শ রোগ; পেট ফাঁপে ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কোনায়াম্ ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। কোমরের পশ্চাদ্ভাগে দুর্ব্বলতা ও অবশ বোধ; প্রদর, যাহার দরুণ যোনিদ্বারের মধ্যে ও অন্যান্য যে স্থানে ক্লেদ লাগে, উহাতে ক্ষত ও জ্বালার উদ্রেক হয় এবং চিড়িক্‌মারে; দুগ্ধবৎ শাদা ও কষ্টকর প্রদর নিঃসরণ; ঋতুর সময় মাথা ঘোরা, বিশেষতঃ শয়ন করিয়া থাকিলে; কষ্টকর রজঃস্রাব এবং বুকের বাম পার্শ্বে স্থানপরিবর্ত্তক বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ল্যাকেসিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। ঋতুর পূর্ব্বে প্রদর নিঃসরণ; প্রচুর পরিমাণে জ্বালা উৎপাদক শ্লেষ্মার ন্যায় চট্‌চটিয়া প্রদর নিঃসরণ যাহা কাপড়াদিতে লাগিয়া শুকাইলে চড়্‌মড়ে বা কড়্‌মড়ে হয় এবং সবুজ বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়; ঋতু নিয়মিত সময়ে হয় বটে; কিন্তু অতি কম পরিমাণে রক্তস্রাব হয় এবং অল্প কালের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়; রোগী কোমরে কোন প্রকার বন্ধনী বা কাপড় কসিয়া পরিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ঘুমের পর লক্ষণাদির বৃদ্ধি এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শেষ রজঃরোধ হওয়ার সময় শ্বেত প্রদরের পক্ষে ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ।

ন্যাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত প্রদর নিঃসরণ যাহা কাপড়ে লাগিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়; জরায়ুতে মোচড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা; নিয়মিতরূপে রজঃস্রাব হয় না, এমন কি একবারও নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋতু হয় না; কোষ্ঠবদ্ধ অভ্যস্ত; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম না করিয়া অলস ভাবে ঘরে বসিয়া থাকা ও পুষ্টিকর দ্রব্যাদি খাওয়া ইত্যাদি দ্বারা রোগোৎপন্ন হইলে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। জ্বালাযুক্ত জলবৎ তরল ক্ষত কারক প্রদর নিঃসরণ; দুগ্ধবৎ প্রদর নিঃসরণ ও যোনি দ্বারের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান স্ফীত, বিশেষতঃ রজঃস্রাবের পর; ঋতুর সময় ও উহার পূর্ব্বে গাঢ় শাদা শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গমন; বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে মাথা

ঘোরা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে শীত বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক যাহারা সহজে কাঁদে বা দুঃখিত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। শেষ রজঃরোধ; যৌবন কালের প্রারম্ভে বা গর্ভাবস্থায় শ্বেত প্রদর; প্রদর নিঃসরণ ও জরায়ুর গ্রীবাদেশে সূচী বিধানের ন্যায় অনুভূত হওয়া ও যোনি দ্বারে চুলকানী; হরিদ্রার আভাযুক্ত জলবৎ দুগ্ধের ন্যায়, অথবা শ্লেষ্মার ন্যায় প্রদর নিঃসরণ; মুখমণ্ডলে মলিন হরিদ্রাবর্ণের দাগ পড়ে; মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে পাত্রের নিম্ন ভাগে মাটির রঙ্গ বিশিষ্ট তলানি পড়ে ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাল্‌ফার ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। জ্বালাযুক্ত কষ্টদায়ক প্রদর যাহাতে যোনি দ্বারে ক্ষত হয়; হরিদ্রার আভাযুক্ত জলবৎ তরল প্রদর নিঃসরণ এবং প্রদর নিঃসরণের পূর্ব্বে জরায়ু প্রদেশে চিন্‌চিনে বেদনা; যোনি দ্বারে জ্বালানুভব; দিবাতে বারম্বার অবসন্ন হইয়া পড়া; মাথার উপরি ভাগে প্রায় সর্ব্বদাই জ্বালা এবং উষ্ণানুভব; পায়ের পাতার তলায় জ্বালানুভব, যাহার দরুণ রোগী পায়ের পাতা বিছানার বাহিরে রাখিতে বাধ্য হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইস্কুলাস্ ২ বা ৩ ডাঃ। পৃষ্ঠদেশে অনবরত বেদনা যদ্দ্বারা গুহ্য দ্বারের উপরি অংশ এবং কুঁচ্‌কিও আক্রান্ত হয়; কাল্‌চে হরিদ্রা বর্ণের গাঢ়, আঠা ক্লেদ নিঃসরণ যদ্দ্বারা যোনিদ্বারের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ক্ষতযুক্ত হয়; পৃষ্ঠদেশের দুর্ব্বলতার দরুণ সামান্য চলিলেও অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ; কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শের বড় বলী থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

আলুমিনা ৬ ডাঃ। রজঃস্রাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পর শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; অতিরিক্ত পরিমাণে পূঁযের ন্যায়, হরিদ্রার আভাযুক্ত ক্ষতকারক ক্লেদ নিঃসরণ, ঠাণ্ডা প্রয়োগে যাহার উপশম হয়; কোমরের পশ্চাৎভাগে অত্যন্ত জ্বালানুভব; গুহ্যের জড়তা হেতু মল ত্যাগের সময় অত্যন্ত বেগ দিতে এবং কোঁথ পাড়িতে হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আম্ব্রা গ্রিসিয়া ৩ ক্রমের গুঁড়া বা ৬ ডাঃ। যোনিদ্বার দিয়া নীলের আভাযুক্ত শাদা শ্লেষ্মার ন্যায় ক্লেদ নিঃসরণ; কেবল রাত্রিতে ক্লেদ নিঃসরণ; ক্লেদ নিঃসরণের পূর্ব্বে যোনিদ্বারে সূচী বিধানের ন্যায় যাতনা;

পুরুষ সহবাসের সময় যোনিদ্বারে জ্বালা, গরম বোধ এবং চুলকানী ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আমোনিয়াম্ কার্ব্ব ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। ক্ষতকারক, জ্বালা উৎপাদক এবং জলবৎ তরল শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতি অল্প বা অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব; ঘুমে তৃপ্তি হয় না বা উহা দ্বারা কোন প্রকার সুস্থতা অনুভূত হয় না, বিশুদ্ধ বায়ুতে চলিয়া বেড়াইবার পর শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। দুর্ব্বল রুগ্নকায় বিশিষ্টা রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

আমোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্ ৬ ডাঃ। শ্বেত প্রদর এবং উদর স্ফীত; ডিমের লালের ন্যায় শ্বেত প্রদর নিঃসরণ এবং উহা নিঃসরণের পূর্ব্বে নাভির চতুর্দ্দিকে চিন্‌চিনে বেদনা; প্রস্রাবের পর কটাবর্ণের চট্‌চটিয়া আঠা ক্লেদ নিঃসরণ; রোগীর কোমরের পশ্চাদ্ভাগে অসহ্য বেদনা; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে কাল্‌চে চাপ্ চাপ থানা থানা রজঃস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যালী বাইক্রমিকাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। হরিদ্রা বর্ণের রসির ন্যায় ক্লেদ নিঃসরণ; কোমরের পশ্চাদ্ভাগে অত্যন্ত বেদনা এবং উহার অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে রজঃস্রাব এবং ঐ সময়ে মাথা ঘোরা, বমনোদ্বেগ এবং শিরঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্রিয়াজোট্ ৩ বা ৬ ডাঃ। ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; পচা দুর্গন্ধযুক্ত, জ্বালা উৎপাদক এবং ক্ষতকারক শ্বেত প্রদর এবং তদ্দরুণ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ পা ইত্যাদি নিম্ন অঙ্গের; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত এবং অনেক দিন ব্যাপিয়া রজঃস্রাব; রজঃস্রাবের সময় রোগী সর্ব্বদাই শীত বোধ করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

লাইকোপডিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। ক্রমাগত না হইয়া মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে প্রদর নিঃসরণ এবং নিঃসরণের সময় তল পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা যাহা ডাহিন দিকে আরম্ভ হইয়া বাম দিকে বিস্তৃত হয়; মুখ মণ্ডল শিটা এবং উহাতে উদ্ভেদ বা গোলাকার লাল দাগ পড়ে; মূত্রে লাল বালির কণার ন্যায় তলানী পড়ে; সামান্য আহার দ্রব্য উদরস্থ হইলেই পেট গলা সমান ভরিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; উদরে দূষিত

বায়ুর সঞ্চার (Flatulence) ; অনেকদিন ব্যাপিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব ; আহারের পর পাকস্থলীতে অত্যন্ত পূর্ণ বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। '

নাইট্রীক্ আসিড্ ৩ বা ৬ ডাঃ। রসির ন্যায় শ্লেষ্মাবৎ শ্বেত প্রদর নিঃসরণ; সবুজ বর্ণের বা মাংসের রঙ্গের ন্যায় জ্বালা উৎপাদক উগ্রগন্ধযুক্ত, কটাবর্ণ বা অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ ; জরায়ুর মুখের চতুষ্পার্শ্বে ফুস্কুড়ী ; যোনি এবং যোনিদ্বারে চুলকানী, উহার স্ফীতি এবং উহাতে জ্বালানুভব ; মূত্র অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। পিতা মাতার দোষেই হউক, বা স্বামীর দোষেই হউক, যদি রোগীর শরীরে গরমীর ব্যারাম বা পারার দোষ থাকে, তবে এই ঔষধ আরো উপকারী।

নাক্স্ মস্কাটা ১ বা ৩ ডাঃ। ঋতুর সময় রজঃস্রাব না হইয়া ঐ সময়ে শ্বেত প্রদর নিঃসরণ ; সর্ব্বদাই নিদ্রাবল্য এবং ঘুম ভাঙ্গিলেই মুখ গহ্বর এবং জিহ্বা শুকাইয়া যায় ; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে গাঢ় কাল্চে রজঃস্রাব ; জরায়ু নিম্নদিকে নামিয়া পড়ে এবং তদ্দণ্ড যোনিদ্বারও নিম্নে সরিয়া পড়ে : সামান্য কারণেই রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে ও মূর্চ্ছা যায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যে সকল রোগীর শ্বেত প্রদরের সঙ্গে সঙ্গে হিষ্টিরিয়া (Hysteria) রোগ থাকে, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী।

সাবাইনা ৩ বা ৬ ডাঃ। রসির ন্যায় ক্ষতকারক চক্চকে আঁটাল শ্বেত প্রদর যাহা লাগিয়া যোনিদ্বারে অত্যন্ত চুলকানি এবং জ্বালার উদ্রেক হয় ; ঋতুর নিয়মিত সময়ে রজঃস্রাব না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে শ্বেত প্রদর নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। মনোনীত ঔষধের ১ মাত্রা প্রাতে ও ১ মাত্রা রাত্রিতে, ১ সপ্তাহ কাল সেব্য। ইহার পর ৫।৬ দিন ঔষধ বন্ধ রাখিয়া দেখিবে। যদি উক্ত ঔষধ দ্বারা উপকার না দর্শে, তবে লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া উক্ত প্রণালীতে সেবন করিবে।

আনুষঙ্গিক উপায়। যে যে স্থানে প্রদরের ক্লেদ লাগে, সে সকল স্থান সাবানাদি দ্বারা পরিষ্কার করিবে। বাব্লার ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া উহার কাথ লইয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে যোনি দ্বার দিয়া জরায়ুতে পিচ্কারী দিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার দর্শে। পিচ্কারী

দেওয়ার পর রোগীকে অনেকক্ষণ সোজা ভাবে বসাইয়া রাখিবে, কারণ, জরায়ুতে প্রবিষ্ট জল ভালরূপে সরিয়া যাইতে না পারিলে জরায়ু উত্তেজিত হইয়া প্রদাহ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। প্রতি সপ্তাহে দুই বা তিন বারের অধিক পিচ্‌কারী দেওয়া অনুচিত; কারণ, বারম্বার পিচ্‌কারী দিলে জরায়ু উত্তেজিত হইয়া উহা প্রদাহযুক্ত হইতে পারে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়া বা প্রোল্যাপ্‌সাস্‌ ইউটারাই
(PROLAPSUS UTERI,—FALLING OF THE WOMB.)

জননেন্দ্রিয়ের যত প্রকার অসুখ হইতে পারে, তন্মধ্যে জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়াই সচরাচর অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং অন্যান্য রোগ অপেক্ষা রোগী ইহাতে অধিক কষ্ট পায়। জরায়ু এক গমনশীল (Moveable) যন্ত্র বিশেষ, দুই পার্শ্বে এক একটী ব্রড্‌ লিগেমেণ্ট্‌ (Broad Ligament) নামক পেশীর ন্যায় দুইটী বন্ধনী দ্বারা আট্‌কান। অতএব উহা অনায়াসে নানা দিকে সরিয়া পড়িতে পারে। জরায়ু অনেক প্রকারে স্থানভ্রষ্ট হইতে বা সরিয়া পড়িতে পারে। ইহা দক্ষিণ ও বাম এবং নিম্ন দিকে সরিয়া পড়িতে পারে। অথবা উহা মোচড়াইয়াও পড়িতে পারে ইত্যাদি। জরায়ুর এই প্রকার অবস্থার চিকিৎসার ভার বিচক্ষণ চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত বলিয়া, জরায়ু কয় প্রকারে স্থানভ্রষ্ট হইতে পারে তাহার লক্ষণাদির বিবরণ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া উহা লিখিত হইল না। কারণ, বহুদর্শিতা ও চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষরূপ জ্ঞান না থাকিলে এই প্রকার রোগ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বস্তিকোটরে ভার-বোধ ও বস্তিকোটর হইতে যোনিদ্বার দিয়া কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইবে, এরূপ অনুভূত হওয়া; পৃষ্ঠদেশে ও কুঁচ্‌কির মধ্য দিয়া বেদনা; সোজা হইয়া দাঁড়াইলে লক্ষণাদির বৃদ্ধি এবং শয়নাবস্থায় যন্ত্রণাদির উপশম; মূত্রাধারে চাপা বা ভার বোধ, যাহার দরুণ বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও বাহ্যের বেগ হয়; শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ ও দুর্ব্বলতা ইত্যাদি জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়ার কতকগুলি প্রধান লক্ষণ।

কারণ। যে সকল যন্ত্র জরায়ুকে স্বাভাবিক স্থানে নিবিষ্ট রাখিবার সহায়তা করে, সে সকল যন্ত্রের শিথিলতা; সন্তান প্রসবের অনতিকাল পরই চলিয়া বেড়ান বা নীচের ঘর হইতে উপরের ঘরে এবং উপরের ঘর হইতে

নীচের ঘরে বারম্বার উঠা ও নামা; কোন প্রকারের আঘাত প্রাপ্ত হওয়া; লাফান; কোন প্রকারের ভারি বস্তু উঠান; অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম; পুরাতন আকারের শ্বেতপ্রদর; অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়া বেড়ান বা বসিয়া থাকা; কসিয়া কোমর বন্ধনা (Belt) পরা, কোমরে কসিয়া কাপড় পরা; ভাল আহারাদি করা, অথচ আহারোপযোগী পরিশ্রম না করা; রেচক ঔষধাদির অপব্যবহার ইত্যাদি জরায়ুর স্থানভ্রষ্ট হওয়ার কতক গুলি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা।

বেলাডোনা ১ বা ৩ ডাঃ। যোনিদ্বার দিয়া তলপেটের সমুদয় যন্ত্র নিম্ন দিকে সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয়; যোনিদ্বারে শুষ্ক ও উষ্ণানুভব; পৃষ্ঠদেশে কন্‌কনানি, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার পৃষ্ঠদেশের হাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং যাহার দরুণ রোগী নাড়তে পারে না; বস্তিকোটর প্রদেশে আকড়াইয়া ধরার ন্যায় বেদনা যাহা হঠাৎ উপস্থিত হইয়া হঠাৎ কমিয়া যায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬ বা ১২ ডাঃ। যোনিদ্বারে সর্ব্বদা কন্‌কনানী; প্রচুর পরিমাণে এবং এক মাসের মধ্যে অনেক বার রজঃস্রাব; হাত পায়ে বেদনা ও ভার বোধ এবং চলিয়া বেড়াইলে অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ; পায়ের পাতা শীতল ও আর্দ্র, নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিতে মাথা ঘোরে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন হয়; সামান্য কারণেই সর্দ্দি লাগে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

কোনায়াম্ ৬ বা ১২ ডাঃ। জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হয়; জরায়ুর মুখের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কঠিনতা এবং শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; মাথা ঘোরা, বিশেষতঃ শয়ন করিয়া থাকিলে বা বিছানায় পাশ ফিরিবার সময়; রজঃস্রাবের পূর্ব্বে স্তন কঠিন ও বেদনাযুক্ত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

ল্যাকেসিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। জরায়ু প্রদেশে বেদনা এবং জরায়ু স্ফীত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; শেষ ঋতু হওয়ার সময়, অথবা শেষ রজঃরোধ হওয়া হেতু জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়া; কুঁচ্‌কি বা ডিম্বকোষ প্রদেশের বেদনাযুক্ত স্ফীতি; নিদ্রার পর সমুদয় উপদ্রবের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ উপকারী।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। কোঁথ্ পাড়া, কোন প্রকার ভারি দ্রব্য উঠান, অথবা গর্ভস্রাবের পর জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হয়; অনিয়মিতরূপে রজঃস্রাব, এমন কি কখনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋতু হয় না; বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা বা বাহ্যের বেগ ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যের মধ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে চাপ পড়ার ন্যায় বেদনা, বিছানায় শয়ন করিয়া পাশ ফিরিলে যাহার বৃদ্ধি হয়; রাত্রি ৩টার পর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং মনে নানা প্রকারের চিন্তার উদয় হয়, শয়নাবস্থায় থাকিলে প্রাতে আবার ঘুম হয় এবং ঘুম ভাঙ্গিলেই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক ঔষধ খাওয়ার পর এই ঔষধ আরো উপকারী।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। জরায়ুতে চাপা বোধ, যাহার দরুণ নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টানুভূত হয়; তলপেটের সমুদয় যন্ত্র যোনিদ্বার দিয়া সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভূত হয় এবং উহা নিবারণ করার প্রয়াসে রোগী তলপেটের নিম্ন ভাগ দুই হাতের পাতা দ্বারা উপর দিকে ঠেলিয়া ধরে; জরায়ু ও যোনিদ্বার নিম্ন দিকে নামিয়া পড়ে এবং কোমরের পশ্চাৎ ভাগে জ্বালাযুক্ত বেদনানুভূত হয়; পাকস্থলীর মধ্যে খালি বোধ; মলিন বা কাল্‌চে মূত্রত্যাগ এবং মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে পাত্রের নিম্ন ভাগে কাদার রঙ্গের ন্যায় তলানি দৃষ্ট হয়; মুখাকৃতি মলিন ও হরিদ্রার চিহ্নযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাল্‌ফার ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। জননেন্দ্রিয় সমূহে দুর্ব্বল বোধ; যোনিদ্বারে জ্বালা, যাহার দরুণ রোগী ছট্ ফট্ করে ও স্থির ভাবে থাকিতে পারে না; রোগী বারম্বার অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; পায়ের পাতার তলাতে জ্বালা; মাথার উপরি ভাগে জ্বালা এবং উষ্ণানুভব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যে সকল রোগী অত্যন্ত ক্ষীণকায়বিশিষ্ট ও মাথা হেট করিয়া উপুড় হইয়া চলে, তাহাদিগের ও গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

অ্যামোনিয়াম্ মিউরিয়াটিকাম্ ৬ ডাঃ। কুঁচ্‌কিতে অত্যন্ত বেদনা, যাহার দরুণ রোগী সোজা হইয়া চলিতে না পারিয়া বাঁকা হইয়া চলিতে বাধ্য হয়; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে রজঃস্রাব আরম্ভ হয় এবং ঐ সময় পেটে এবং কোমরের পশ্চাৎ ভাগে অত্যন্ত প্রবল বেদনা; রাত্রিতে

অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব; ঋতুর সময় মলের সঙ্গে রক্ত নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হেলোনিয়াস্ ডায়োইকা ৩ বা ৬ ডাঃ। জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যের উপরি ভাগে অত্যন্ত অবশ বোধ; জরায়ুর মুখের চতুর্দ্দিকে ক্ষত বা ঘা এবং জরায়ুর মুখ যোনিদ্বারের বাহির হইয়া পড়া; যোনিদ্বার দিয়া কাল্‌চে দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ; জরায়ুর নানা প্রকার অসুখ থাকার দরুণ তাহার একটী জরায়ু আছে রোগী এরূপ অনুভব করিতে পারে যাহা জরায়ুর সুস্থাবস্থায় সে অনুভব করিতে পারে নাই; অত্যন্ত মানসিক অবসন্নতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হাইড্রাষ্টিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হইয়া নিম্নদিকে সরিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর মুখের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী অংশে এবং যোনি দ্বারে ক্ষত; চট্‌চটিয়া আঠা, রসির ন্যায়, গাঢ়, হরিদ্রাবর্ণের শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; যোনিদ্বারে চুলকানি এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ সহবাসের অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

লিলিয়াম্ টাইগ্রিনাম্ ১ বা ৩ ডাঃ। জরায়ুর মুখ পশ্চাৎদিকে সরিয়া পড়ে; জরায়ুতে স্নায়ুশূলের ন্যায় ভয়ানক প্রবল বেদনা, সামান্য চাপ দিলে বা ঝাকি লাগিলে যাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; টন্ টন্ করিয়া নীচের দিকে ঠেলিয়া পড়ার ন্যায় জরায়ু প্রদেশে বেদনা; যোনির ঠিক উপরি ভাগে কন্‌কনানি এবং হাঁটুতে বেদনা; জ্বালা উৎপাদক, উগ্রগন্ধযুক্ত ক্ষত কারক অত্যন্ত তরল শ্বেত প্রদর নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ ডাঃ। জরায়ু নিম্নদিকে নামিয়া পড়ে এবং তদ্দরুণ যোনিদ্বারও নিম্নে সরিয়া পড়ে; বস্তিকোটরের অতি গভীর প্রদেশে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং কোমরে টানা টানি করার ন্যায় বেদনা; পেট পড়িয়া যায়; যেন পেটের পেশীতে কোন শক্তি নাই, যাহার দরুণ রোগী হাতের পাতা দিয়া সর্ব্বদা পেট ধরিয়া রাখিতে ভালবাসে; জরায়ুর মুখে গভীর ক্ষত, যাহার কিনারা অত্যন্ত অসম; জ্বালা উৎপাদক, ক্ষতকারক শ্বেতপ্রদর, যাহার দরুণ যোনিদ্বারে অত্যন্ত চুলকানির উদ্রেক হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কোন কোন চিকিৎসক উক্ত লক্ষণে মার্কিউরিয়াস্ করোসাইবাস্‌ও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

নাইট্রিক্ আসিড্ ৩ বা ৬ ডাঃ। জরায়ু যোনিদ্বার দিয়া নিম্ন-

দিকে সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; কোমরের পশ্চাৎ-ভাগে অত্যন্ত বেদনা, কুঁচ্‌কি দিয়া উরুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যাহা বিস্তৃত হয়; জরায়ুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ফুস্কুড়ী; যোনিদ্বার দিয়া রসির ন্যায় বা সবুজ শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নিঃসরণ; স্তনের স্থানে স্থানে কঠিন স্ফীতি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য। গরমীর ব্যারাম বা পারার দোষ থাকিলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

নাক্স্‌ মস্কাটা। ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। জরায়ু নিম্ন দিকে নামিয়া পড়ে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে যোনিদ্বারও নিম্নদিকে নামিয়া পড়ে; জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হয়, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তান হয় নাই; ঘুমের সময় মুখগহ্বর এবং গলার মধ্যে অত্যন্ত শুষ্ক বোধ; প্রত্যেক বার আহারের পর পেট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে; অনিয়মিত সময়ে এবং অনিয়মিত পরিমাণে রজঃস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

ঔষধের মাত্রা। মনোনীত ঔষধের এক মাত্রা প্রাতে ও ১ মাত্রা রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় এক সপ্তাহ কাল এই প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া ৫।৭ দিবস ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে এবং যদি রোগের উপশম হয়, তবে যে পর্য্যন্ত উপশম স্থায়ী হয়, সে পর্য্যন্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু যদি প্রথম ঔষধ ব্যবহারে কোন উপকার না দর্শে, তবে লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ উক্ত প্রণালীতে ব্যবস্থা।

আনুষঙ্গিক উপায়। জরায়ুকে উহার স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবার জন্য পেসারিস্‌ (Pessaries) ইত্যাদি কোন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ, যদিচ উহার দ্বারা আশু উপশম হয়, অবশেষে উহা দ্বারা অপকার দর্শে এবং রোগীর আরাম হওয়ার আশা অতি কম থাকে। যদি অনেক কাল ধরিয়া ঔষধ প্রয়োগে উপকার না দর্শে, তবে শেষ উপায় বলিয়া পেসারি ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করিবে। রোগীকে সর্ব্বদা শয়নাবস্থায় রাখিবে; তাহাকে কোন প্রকার প্রবল শারীরিক পরিশ্রম করিতে বা কোন ভারি দ্রব্যাদি উঠাইতে দিবে না। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচের ঘর হইতে উপরের ঘরে উঠিতে এবং উপরের ঘর হইতে নীচের ঘরে নামিতে দিবে না। কারণ, উহা দ্বারা রোগ বৃদ্ধি হয়।

গর্ভাবস্থা বা প্রেগ্‌নেন্সি (PREGNANCY.)

ইহা জীব মাত্রেরই বংশ বৃদ্ধির এক উপায় বিশেষ। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোক মাতার পদাভিষিক্ত হওয়ার উপযুক্তা হন এবং মনুষ্য জাতীর এক গুরুতর ও পবিত্র কর্ম্মের ভার বহন করিতে প্রস্তুত হন। গর্ভাবস্থার ন্যায় অন্য কোন অবস্থায় স্ত্রীলোকের এত গুরুতর দায়িত্বের ভার বহন করিতে হয় না। এই অবস্থায় স্ত্রীলোকের শারীরিক বা মানসিক অবস্থার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; কারণ, মাতার দোষগুণ গর্ভস্থ ভ্রূণের অনেকটা বর্ত্তে। এই অবস্থায় মাতার যে প্রকার শারীরিক বা মানসিক অসুখ হয়, গর্ভস্থ ভ্রূণেরও তাহা ঘটিতে দেখা যায়। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। এ সময়ে মাতার রক্ত পরিষ্কার থাকিলে ভ্রূণের রক্তও পরিষ্কার থাকিবে, এবং এ সময়ে যদি মাতা সুস্থ থাকে, তবে গর্ভস্থ শিশুও সুস্থ থাকে এবং রীতি মত পরিপোষিত হইয়া থাকে। অতএব স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় যে তাহাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সকলেরই বিশেষ মনযোগী হওয়া উচিত, তাহা বোধ হয় বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই স্বীকার করিবেন। এমতাবস্থায় মাতা যদি শিশুকে সুস্থ দেখিতে চাহেন, তবে তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করা উচিত। তাঁহার আহার দ্রব্যাদি পুষ্টিকর, অথচ সহজে পরিপাক পায় এরূপ হওয়া উচিত। কোন প্রকারের মাদক, উত্তেজক বা বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ করা উচিত নহে, এমন কি, চা, কাফি ইত্যাদিও এই অবস্থায় পরিত্যাগ করা উচিত। অধিক ঘৃত, মসলা দ্বারা বাঁধা আহার দ্রব্যাদি খাওয়া উচিত নহে। ভাল তরকারী বা সুপক্ক ফলাদি মন্দ নহে। তাজা মৎস্য ও মাংস খাইতে ইচ্ছা হইলে উহা অতি কম পরিমাণে ও সামান্য ঘৃত মসলাদি দ্বারা রাঁধিয়া খাওয়া উচিত। পিপাসা হইলে পরিষ্কৃত শীতল জল বা টাট্‌কা দুগ্ধ পান করিবে। মদ্য পান একেবারে নিষিদ্ধ। প্রতি দিন কাঁচা টাট্‌কা জলে স্নান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন যারপর নাই উপকারী। ৫।৬ মাসের গর্ভাবস্থা হইতে প্রসব পর্যান্ত নিয়মিত রূপে পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত। এতদ্দেশে অনেক ভদ্র মহিলা গর্ভাবস্থায় অলস ভাবে বসিয়া থাকিয়া প্রসবের সময় অনেক কষ্ট পান এবং তদ্দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানেরও অনেক অনিষ্ট করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় বিশ্রাম অনেকটা প্রয়োজন বটে। বিশ্রামের মধ্যে নিদ্রাই প্রধান। শারীরিক ও মানসিক এই উভয় প্রকারের বিশ্রামই আবশ্যক! একেবারে অলস ভাবে বসিয়া থাকা যেমন

অনিষ্টকর, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করাও আবার তেমন অনিষ্টকর। যে প্রকার কার্য্য করিলে পেটে চাপ লাগে সে প্রকার পরিশ্রম মাতা এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টকর। নিদ্রা না হইলে শরীর যে রূপ অসুস্থ হয়, অন্য কোন অনিয়মে বোধ হয় শরীর তত অসুস্থ হয় না। অতএব অতিরিক্ত পরিমাণে পুস্তকাদি পাঠ, অধিক রাত্রিতে শয়ন করা, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি গর্ভাবস্থায় যার পর নাই অপকারী। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের কোমরে কসিয়া কাপড় পরা বা কোন প্রকারের কোমরবন্ধনী পরা উচিত নহে। কারণ, উহা দ্বারা রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে এবং পেট রীতিমত বিস্তৃত হইতে পারে না। অতএব উহা দ্বারা মাতা ও সন্তান উভয়েরই বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। আবার কসিয়া কাপড় পরার দরুণ অনেক সময় গর্ভস্রাব হয়, জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হয়, হৃৎপিণ্ডের অসুখ ও গর্ভস্থ সন্তান গর্ভে যে স্থানে থাকা উচিত সে স্থানে থাকিতে না পারিয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া প্রসবের সময় গোলযোগ হইতে পারে, অথবা সন্তানের অঙ্গাদিও বিকৃত হইতে পারে। এমতাবস্থায় যে কার্য্য (অর্থাৎ উল্লিখিত কতকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম অবলম্বন করা) করিলে সন্তানের ভবিষ্যতে ইষ্ট সংসাধিত হয়, উক্ত নিয়ম পালন করা বিষয়ে সকল মাতারই বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক।

গর্ভাবস্থার স্থায়িত্ব। সাধারণতঃ গর্ভাবস্থার স্থায়িত্ব ৪০ সপ্তাহ কাল, অথবা ন্যূনাধিক দশ মাস। এই ৪০ সপ্তাহ কাল ঋতু বন্ধ হওয়ার সময় হইতেই গণনা করিতে হয়। কোন কোন স্ত্রীলোকের উক্ত নিয়মের অন্যথাও হইয়া থাকে। কারণ, এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋতু বন্ধ হওয়ার ৪২।৪৩ সপ্তাহ কাল পরও অনেক স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। আবার কোন কোন স্ত্রীলোক ৩৪ ৩৫ সপ্তাহেও সন্তান প্রসব করে। সাত মাসে প্রসব হইলেও সন্তান বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়। আবার ৬ মাসে প্রসব হইলেও সন্তান বাঁচিয়া থাকে এরূপ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক ও পত্রিকায় পাঠ করা যায়। নিম্নলিখিত কএকটী বিষয় স্মরণ থাকিলে কখন সন্তানপ্রসব হইবে সে সম্বন্ধে কতক পরিমাণে নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে।• (১) ঋতু কখন বন্ধ হইয়াছে। (২) বমন বা বমনোদ্বেগ আরম্ভ হওয়া। সন্তান গর্ভে সঞ্চার হওয়ার ছয় সপ্তাহ পরই সচরাচর বমন আরম্ভ হইয়া থাকে। (২) ভ্রূণের নড়া চড়া অর্থাৎ যে সময় গর্ভস্থ সন্তানের নড়া চড়া (Gestation) মাতা প্রথম অনুভব করে। ইহা সচরাচর গর্ভ সঞ্চারের

কাল অবধি ৪॥ সাড়ে চারি মাসে ঘটিয়া থাকে। আবার সন্তান প্রসবের ২।৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে জরায়ু পেটের নিম্ন দিকে ঝুলিয়া পড়ে এবং গর্ভিনীর কোমর এ সময়ে সরু হয়। সন্তান কখন প্রসূত হইবে শেষোক্ত উপায় দ্বারা অনেকটা স্থির করা যাইতে পারে।

গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেগ (MORNING SICKNESS.)

পাকস্থলী ও জরায়ুর সঙ্গে বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। অতএব জরায়ুতে সন্তান সঞ্চারের অল্পকাল পরই পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া বমন আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই গর্ভাবস্থায় প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই বমন বা বমোনোদ্বেগ আরম্ভ হয়। এই জন্যই গর্ভাবস্থায় বমনকে প্রাতঃকালীয বমন বা মর্নিং সিক্‌নেস্ (Morning Sickness) বলে। আবার অনেক স্ত্রীলোকের গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পরই বমন আরম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর ঋতু বন্ধ হওয়ার ৬ সপ্তাহ কাল পরই ইহা আরম্ভ হয়, এবং প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের সন্তানপ্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত বমন হইয়া থাকে। প্রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর গর্ভিনী বিছানা হইতে উঠিলেই তাহার বমনোদ্বেগ বা বমন আরম্ভ হয় এবং এই কষ্টদায়ক উপসর্গটী প্রায় ২।৩ ঘণ্টা ব্যাপিয়া থাকে। অনেকক্ষণ বমনোদ্বেগ বা উকি উঠার পর কতক পরিমাণে কঠিন শ্লেষ্মা, টক বা তিক্তস্বাদবিশিষ্ট পদার্থ বমন হয়। আবার অনেকের মুখ হইতে কষ্টদায়ক লাল বা থুথু উঠে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে মুখে জলউঠা বা বুকজ্বালা বর্ত্তমান থাকে। কোন কোন স্ত্রীলোকের খালি পেটে বমন হয় এবং আহার করিলেই নিবারিত হয়। আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের খালি পেটেও বমন হয় এবং আহারের পরও বমন হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ডাঃ। উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার উঠা, বমনোদ্বেগ ও মাথাঘোরা; অত্যন্ত ভয়ানক বমন ও আক্ষেপ (Convulsions); অতিরিক্ত আহারের পর বমন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অত্যন্ত প্রবল বমন বিশেষতঃ আহার বা পানের পর; জল পানের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু রোগী

একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করিতে পারে না; জল বা জলীয় পদার্থ পান করিলেই তৎক্ষণাৎ বমন; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই বমনোদ্বেগ; ওষ্ঠ উষ্ণ ও শুষ্ক; ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক এবং অত্যন্ত পিপাসা; আহারের পর উদরস্থ আহারদ্রব্যাদি বমন; অত্যন্ত প্রখর শিরঃপীড়া, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে; নিস্তব্ধ ভাবে থাকিলে রোগী উপশম অনুভব করে; অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন মল ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বুক জ্বালা এবং উদ্গারে উদরস্থ আহারদ্রব্যাদি উঠে; জিহ্বার পার্শ্ব ও অগ্রভাগে অত্যন্ত টাটানি, যাহার দরুণ রোগী কথা বলিতে বা খাইতে পারে না; নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিতে শ্বাসবোধ হইয়া আইসে এবং মাথা ঘোরে; পায়ের পাতা সর্ব্বদাই শীতল ও আর্দ্র থাকে; রোগী কোমরে কসিয়া কাপড় পরিতে পারে না; রাত্রি ৩ টার পর রোগী ঘুমাইতে পারে না, ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইপিকাকিউএনা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। বমন বা বমনোদ্বেগ এবং পাকস্থলীতে অসুখ বোধ; অনবরত বমনোদ্বেগ, এমন কি এক মিনিটের জন্যও বমনোদ্বেগের উপশম হয় না; অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা বমন; পিত্ত বমন এবং মধ্যে মধ্যে তরল মলত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্ ৬। অনিবার্য্য বমন বা বমনোদ্বেগ; ক্ষুধা, রুচি বা স্বাদশূন্যতা; মুখ দিয়া আঠা তরল শ্লেষ্মার ন্যায় জল উঠা, এবং পাকস্থলীতে অম্লের অধিক সঞ্চার, প্রাতে নিদ্রা ভাঙ্গিলেই শিরঃপীড়া আরম্ভ হয় এবং আহারের পর বুক জ্বালা হয়; অত্যন্ত ক্ষুধা হয় বটে, কিন্তু সমুদয় দ্রব্যেই অরুচি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বমন বা বমনোদ্বেগ প্রাতেই অধিক হয়; আহারের সময় বা আহার বা পানের পরই বমন; ঝাল, টক বা তিক্তস্বাদবিশিষ্ট উদ্গার উঠা বা বমন; রোগী মনে করে যেন বমন করিলেই সে উপশম অনুভব করিবে; তামাকের গন্ধ সহ্য হয় না; মল মোটা, দীর্ঘ ও কঠিন নেড়; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে

মল নির্গত হয় না বা কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যাহারা অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা ইত্যাদি দ্বারা রাঁধা আহারদ্রব্যাদি উদরস্থ করে এবং বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গচালনা না করিয়া কেবল ঘরে বসিয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ফস্ফরাস্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অতি প্রত্যূষে ক্ষুধার উদ্রেক ও বমনোদ্বেগ; পাকস্থলীতে দুর্ব্বল ও উষ্ণানুভব যাহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত অনুভূত হয়; টক উদ্গার ও টক স্বাদবিশিষ্ট পদার্থ বমন; মল লম্বা, সরু ও কঠিন নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; আহারের পর নিদ্রাবেশ, বিশেষতঃ অপরাহ্নে আহারের পর ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। উদরস্থ আহারদ্রব্যাদির স্বাদবিশিষ্ট বারম্বার উদ্গার উঠা; প্রত্যেক বার আহারের পর বমন, শ্লেষ্মা বমন; প্রাতে ঘুম হইতে জাগিলে মুখে বিস্বাদ; কোন প্রকারের আহার দ্রব্যই ভাল লাগে না; পাকস্থলীর মধ্যে দপ্দপানী যাহা পাকস্থলীর উপরে হাতের পাতা রাখিলেও অনুভূত হয়, উদরাময় যাহা রাত্রিকালেই প্রায় ঘটিয়া থাকে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্তপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। প্রাতে এত প্রবল বমন বা বমনোদ্বেগ হয় যে, উহার দরুণ রোগী মনে করে তাহার পেটের নাড়ী ভুঁড়ী যন্ত্রাদি সমুদয় বাহির হইয়া পড়িবে; পেটে খালি বোধ; আহার করিবে সেই চিন্তাতেই রোগীর বমন বা বমনোদ্বেগ হয়; কষ্টদায়ক ক্ষুধা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

অ্যাণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম্ ৬ ডাঃ। ক্রমাগত বমন ও মনের উদ্বেগ; অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা বমন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বিরেট্রাম্ অ্যল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। সর্ব্বদাই বমনোদ্বেগ; মুখ দিয়া জল উঠা; অতিরিক্ত পরিমাণে পিত্ত ও শ্লেষ্মা এবং অবশেষে রক্ত বমন; কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়; রোগী শীতল জল পান করিতে চাহে ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

গর্ভাবস্থায় বমন বা বমনোদ্বেগের পক্ষে ইরিথ্রক্সিলন কোকা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। পিত্তবমন, স্নায়বিকতা, অত্যন্ত নিস্তেজতা

বা বলক্ষয়, রক্তাল্পতা বা এনিমিয়া এই ঔষধের কতকগুলি প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। সামান্য বমনে প্রাতে ১ মাত্রা ও রাত্রিতে এক মাত্রা সেব্য। বমন প্রখর আকার ধারণ করিলে, যে পর্য্যন্ত উপশম না হয়, সে পর্য্যন্ত ঔষধের ১ মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

গর্ভাবস্থায় মাথাঘোরা এবং শিরঃপীড়া

(VERTIGO AND HEADACHE.)

পঞ্চম মাস গর্ভের সময় অনেক গর্ভিনী মাথা ঘোরা, শিরঃপীড়া এবং মাথায় ভারবোধ ইত্যাদি কষ্টদায়ক অসুখ দ্বারা আক্রান্ত হয়। মাথা হেট করার পর চক্ষে আঁধার দেখা ও চক্ষের সম্মুখে অগ্নিকণা বা অগ্নিশিখার ন্যায় অনুভূত হয়। মাথা হেট করিলে রোগী উপুড় হইয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। শিরঃপীড়া এবং মাথার উপবিভাগে ভার অনুভূত হয়; হৃৎস্পন্দন ও সার্ব্বাঙ্গিক স্নায়বিকতার উদ্রেক হয়। আবার কখন কখন পাকস্থলীর এক আশ্চর্য্য রকমের অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আহারদ্রব্যে রুচি হয়। রাঁধিবার সময় আহারদ্রব্যের গন্ধে বমন বা বমনোদ্বেগ হয় এবং যে দ্রব্যে একবার বিশেষ রুচি ছিল, এইক্ষণ সে সকল দ্রব্য দেখিলেও তাহার ঘৃণার উদ্রেক হয়। এই প্রকারে আহারদ্রব্যাদিতে ভালবাসা ও ভাল না বাসা, সন্তানপ্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। বসা অবস্থা হইতে দাঁড়াইলে, মাথা হেট করিলে, অথবা ঊর্দ্ধদিকে তাকাইলে মাথা ঘোরা; শয়নাবস্থা হইতে বসিলে বা দাঁড়াইলে শরীর ঝিম্ ঝিম্ করা ও কাল্পনিক আকার দেখা; কপালে ভার ও পূর্ণতাবোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। স্নায়বিক ধাতু বিশিষ্ট অথবা যে সকল ব্যক্তি ভাল খায় ও সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

বেলাডোনা ৩ বা ৩০ ডাঃ। মাথাঘোরা, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা ও চক্ষে আঁধার দেখা; দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ বা চক্ষু লালবর্ণ; চক্ষুর পাতা স্পন্দন এবং মুখমণ্ডল লালবর্ণ; চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিকণার ন্যায় অনুভূত হয়; চক্ষে এক বস্তুকে দুইটীর ন্যায় দেখায়; সচরাচর প্রাতেই লক্ষণাদির বৃদ্ধি হয় এবং রোগী নড়িতে চাহে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মাথা ঘোরা ও চক্ষে আঁধার দেখা ও কর্ণে সোঁ সোঁ ঝম্ ঝম্ শব্দ হওয়া; মাথায় ছিঁড়িয়া ফেলা, কসিয়া ধরা বা চিড়িক্‌মারার সহিত বেদনা ও পাকস্থলীতে অম্ল হওয়া; কোষ্ঠবদ্ধ অভ্যস্ত এবং মল মোটা, লম্বা কঠিন নেড় যাহা অতিকষ্টে নির্গত হয়; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে, প্রাতে লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যাহারা বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গচালনা না করিয়া সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকে এবং চা, কাফি বা রেচক ঔষধাদি ও উত্তেজক পানীয় সর্ব্বদা পান করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অনেক সময় এই ঔষধের ২০০ ডাঃ ব্যবহার করিয়া অধিক উপকার পাওয়া যায়।

ওপিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে মাথা ঘোরে; অতএব রোগী সর্ব্বদাই শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়; মাথায় ঘাটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয় ও মাথায় অত্যন্ত ভার বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মাথা হেট করিলে, উর্দ্ধদিকে তাকাইলে বা আহারের পর মাথা ঘোরা, মাথাবেদনা, বিশেষতঃ এক পার্শ্বে; মাথায় দপ্‌দপিয়া বেদনা যাহা সর্ব্বদা এক স্থানে অনুভূত হয় না; পাকস্থলীর অসুখ, বিশেষতঃ তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্যাদি আহারের পর; সন্ধ্যার সময় সমুদয় উপদ্রবের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্তপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক যাহারা সামান্য কারণেই কাঁদে ও দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বহির্ব্বায়ুতে চলিয়া বেড়াইলে মাথা ঘোরা; সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত প্রবল দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া যাহা মাথার দুই

পার্শ্বে ও কর্ণের সম্মুখেই অধিক অনুভূত হয় ; পাকস্থলীতে খালি বোধ ; কোষ্ঠবদ্ধ ও গুহ্যদ্বারে ভার বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগ সামান্য হইলে উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে ঔষধের ১ মাত্রা ও রাত্রিতে ১ মাত্রা সেব্য। রোগ প্রবল আকার ধারণ করিলে উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধের ১ মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া উচিত।

গর্ভাবস্থায় দন্তশূল (TOOTHACHE DURING PREGNANCY.)

অনেক স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় দন্তশূল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। কখন কখন গর্ভসঞ্চার হওয়ার অনতিকাল বিলম্বেই এই অসুখটি আরম্ভ হয়। আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চারের অনেক দিন পর ইহা আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহা সকল সময় বর্ত্তমান থাকে না। ইহা একবার আরম্ভ হইয়া অল্প কি অধিক কাল থাকিয়া দূরীভূত হয় এবং কিয়ৎকাল পর আবার আরম্ভ হয়। এই বেদনা স্নায়ুশূলের প্রকৃতি ধারণ করে। এই অবস্থায় কোন বিচক্ষণ চিকিৎসককে না দেখাইয়া বেদনার যন্ত্রণাদি সহ্য করিতে না পারিবার দরুণ দাত ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে।

চিকিৎসা।

লক্ষণ বিশেষে একোনাইট্, বেলাডোনা, ক্যাল্কেরিয়া, কার্ব্ব্, ক্যামোমিলা, মার্কিউরিয়াস্, নাক্স্ বমিকা, পাল্সেটিলা, সিপিয়া ও ষ্টাফিসেগ্রিয়া ইত্যাদি ঔষধগুলি ব্যবস্থা। এই সকল ঔষধের লক্ষণাদি এই গ্রন্থের দন্তশূলের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

গর্ভাবস্থায় মুখে জল উঠা ও বুক জ্বালা
(WATER-BRASH AND HEART-BURN.)

ইহা গর্ভাবস্থায় সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে পাকস্থলীতে এক প্রকার জালা ও উষ্ণানুভূত হয়। এই জ্বালা ও উষ্ণানুভব গলার মধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং টক উদ্গার উঠে। প্রায় সর্ব্বদাই পাকস্থলীতে খিল ধরার ন্যায় বেদনার উদ্রেক হয় ; পাকস্থলী হইতে স্বাদশূন্য

বা তিক্তস্বাদবিশিষ্ট উদ্গার উঠে। এই উদ্গার সময়ে সময়ে এত কটু বা ঝাল স্বাদবিশিষ্ট হয়, যে উহার দরুণ রোগীর গলার মধ্য ও মুখগহ্বরে জ্বালার উদ্রেক হয়।

চিকিৎসা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বুকজ্বালা ও টক উদ্গার উঠা; গলা দিয়া হঠাৎ উদ্গার ও উহার সঙ্গে সঙ্গে তিক্তস্বাদবিশিষ্ট টক স্বাদের তরল পদার্থ উঠে; আহারের সময় উদরস্থ আহারদ্রব্যাদি বমন হইয়া পড়ে এবং হিক্কার উদ্রেক হয়; কোষ্ঠবদ্ধ অভ্যস্ত এবং মল লম্বা, মোটা ও কঠিন নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল লাগিযা রহিয়াছে ইত্যাদি এই ঔষধের লক্ষণ।

ফস্ফরাস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। উদরস্থ টক স্বাদ বিশিষ্ট আহার-দ্রব্যাদি বমন; আহারের পর মুখে জল উঠা, উদ্গার উঠা, বমনোদ্বেগ এবং মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে লাল বা জল নির্গমন; মুখে জল উঠা, বিশেষতঃ টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ উদরস্থ হওয়ার পর উষ্ণ হইলে, ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। উদরস্থ আহার দ্রব্যাদির স্বাদবিশিষ্ট বারম্বার উদ্গার উঠা; সর্ব্বদা মুখে পচা স্বাদ, বিশেষতঃ প্রাতে ঘুম হইতে জাগিলে; গলা দিয়া হঠাৎ তিক্তস্বাদবিশিষ্ট তরল পদার্থ উঠা; আহারের সময় বমনোদ্বেগ ও আহারীয় দ্রব্যাদি দেখিলেও অরুচি বা বৈরক্তির উদ্রেক হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

সিপিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অপরাহ্নে মুখে জল উঠা যাহা আহারের পর দূরীভূত হয়; দুর্গন্ধযুক্ত জল বা শ্লেষ্মা বমন; ডিমের লালের স্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার উঠা; নাসিকার উপর হরিদ্রা বর্ণের দাগ পড়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

সাল্ফার ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। প্রাতে মুখে পচা স্বাদ; অধিক পরিমাণে মুখে লাল বা থুথু উঠা, যাহার স্বাদে বমনোদ্বেগ বা বমনের উদ্রেক হয়; সমুদয় শরীরে উষ্ণানুভব; মাথার উপরিভাগে সর্ব্বদাই জ্বালা এবং উষ্ণানুভব; রোগী বারম্বার দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। প্রত্যেকবার আহারের পূর্ব্বে এক মাত্রা ঔষধ সেব্য। এক ঔষধ ১ সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিয়া যদি কোন উপশম না হয়, তবে লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ উক্ত প্রণালীতে ব্যবস্থেয়।

আনুষঙ্গিক উপায়। এই গ্রন্থের অজীর্ণ রোগের অধ্যায়ে যে সকল পথ্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এই অসুখেও তাহাই ব্যবস্থা।

গর্ভাবস্থায় বুকের পার্শ্বে বেদনা (PAIN IN THE SIDE.)

কোন কোন স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় পার্শ্বে বেদনা দ্বারা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। ইহা পঞ্চম মাস গর্ভের সময় আরম্ভ হইয়া ৮ম মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। সচরাচর বাম পার্শ্বের পাঁজরার হাড়ের প্রান্তেই এই বেদনা অধিক হইয়া থাকে। এই বেদনার প্রকৃতি ঘুশ্ ঘুশে ও কন্‌কনানীর ন্যায়। ইহাতে রোগী অনেকক্ষণ এক পাশে বসিয়া থাকিতে না পারিয়া বারম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। স্ত্রীলোকের প্রথম বার গর্ভ হইলেই সচরাচর এই বেদনা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।

থেঁৎলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, সেরূপ বেদনা হইলে আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। বেদনা হঠাৎ হয় ও কতকক্ষণ পর হঠাৎ যায়; অপরাহ্ণ ও নড়াচড়াতে বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। সূচী বিঁধানের ন্যায় বেদনা; সামান্য নড়া চড়াতেই বেদনার বৃদ্ধি হইলে ব্রাইওনিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। কোষ্ঠবদ্ধ ও মল কঠিন, মোটা ও লম্বা নেঁড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্ ভমিকা ৬,১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। যাহারা সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকে এবং বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গচালনা না করে ও অতিরিক্ত পরিমাণে চা, কাফি ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্যাদি পান করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। রোগী একবারে অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না এবং উপশমের আশায় চলিয়া বেড়ায় ইত্যাদি লক্ষণে পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। শান্তপ্রকৃতি বিশিষ্ট

অথবা সামান্য কারণে যাহারা কাঁদে বা দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। বেদনার অবস্থানুসারে প্রতি দিন মনোনীত ঔষধের ২।৩ মাত্রা ব্যবস্থা।

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ (CONSTIPATION.)

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ প্রায় সমুদয় স্ত্রীলোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানের সঞ্চার হইয়া জরায়ু ভারি হয় এবং নিম্নদিকে ঝুলিয়া অন্ত্রে চাপ পড়ার দরুণই এই অসুখটী হইয়া থাকে। যাঁহারা বহির্ব্বায়ুতে বাহির না হইয়া বা কোন প্রকারের শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া কেবল অলসভাবে ঘরে বসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই এই অসুখটী সচরাচর অধিক হইতে দেখা যায়। এই অসুখের চিকিৎসা এই গ্রন্থের কোষ্ঠবদ্ধের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। আহারাদির নিয়মও উক্ত অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

গর্ভাবস্থায় উদরাময় (DIARRHŒA DURING PREGNANCY.)

গর্ভাবস্থায় অনেক স্ত্রীলোকের উদরাময় হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা আবার কোন দৈব ঘটনা বা সার্ব্বাঙ্গিক বা ধাতুগত কারণেও ঘটিতে পারে। অতএব উদরাময় হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। উদরাময় হইলে অতি সত্বর উহার প্রতিকার করা উচিত; কারণ, উহা দ্বারা অনেক প্রকারের বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে। যে কারণে উদরাময় হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়া কারণ দূরীভূত করিলে, উদরাময় আপনা আপনিই সারিয়া যায়।

চিকিৎসা।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ৬ ডাঃ। পাকস্থলীর অসুখ ও প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ; জিহ্বা দুগ্ধবৎ শাদা লেপযুক্ত; তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট পদার্থে বা পিত্ত কিম্বা শ্লেষ্মা বমন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। উদরস্থ অজীর্ণ আহারদ্রব্যের কণা বিশিষ্ট দুর্ব্বলকারক উদরাময়; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীর অবসন্ন হওয়া এবং শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয়; আহার বা পানের পরই বমন;

অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু রোগী একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করিতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৩ বা ৬ ডাঃ। গ্রীষ্মকালে উদরাময়; শরীর উত্তপ্ত হইয়া শীতল হইতে না হইতেই শীতল জল বা অন্যান্য শীতল তরল পদার্থ পান করিয়া উদরাময়; প্রাতে ও নড়া চড়াতে উদরাময় বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। উষ্ণ, জলবৎ ও পচা ডিমের লালের গন্ধ বিশিষ্ট তরল ভেদ; মল সবুজ বর্ণ, জলবৎ তরল ও ক্ষতকারক এবং শূল বেদনা; রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে এবং সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে; এক গাল লাল ও অপর গাল মলিন বা শিটা; রাত্রিযোগে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

চায়না ৩, ৬, ১২, বা ৩০ ডাঃ। হরিদ্রাবর্ণের অজীর্ণ আহার-দ্রব্যাদির কণাবিশিষ্ট জলবৎ তরল ভেদ ও উদরে বায়ুর সঞ্চার এবং বেদনা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শরীরে ঘর্ম্ম হয়; ফলাদি আহারের পর উদরাময়ে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। পেটে বেদনা এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ বিশেষ।

ডাল্‌কেমেরা ৩ বা ৬ ডাঃ। হরিদ্রা, সবুজ বা শাদার আভাযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে পেটে শূলবেদনা; প্রত্যেক বার শীতল বাতাস লাগিয়া উদরাময় হইলে এই ঔষধ সেব্য।

লাইকোপডিয়াম্‌ ১২ বা ৩০ ডাঃ। পাকস্থলী হইতে পচা বা টক গন্ধ সর্ব্বদা বাহির হয় ও সর্ব্বদা পেটের মধ্যে গড়্‌ গড়্‌ কল কল শব্দ হয়; অল্প আহারদ্রব্য উদরস্থ হইলেই উদরে পূর্ণ বোধ হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

মার্কিউরিয়াস্‌ সলিউবিলিস্‌ ৬ বা ১২ ডাঃ। শাদা বা হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা বা মলসংযুক্ত তরল ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে কোঁথ পাড়া; উষ্ণ বায়ুতে ও রাত্রিযোগে উদরাময়ের বৃদ্ধি; প্রায় সর্ব্বদাই রোগীর ঘর্ম্ম হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পডোফিলাম ৩ বা ৬ ডাঃ। বেদনা হীন উদরাময়; প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ; পচা দুর্গন্ধযুক্ত হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটের মধ্যে জলের শব্দের ন্যায় কল কল শব্দ হয়; প্রাতে,

রাত্রিতে এবং উষ্ণ বায়ুতে সর্ব্বদাই উদরাময়ের বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। উদরাময়ের সঙ্গে বমন বা কাঠবমী থাকিলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থা অনুসারে ঔষধের এক এক মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগীর আহার বা পথ্যাদির ব্যবস্থা এই গ্রন্থের উদরাময়ের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

গর্ব্ভাবস্থায় যোনিদ্বারাদির চুলকানী

(PRURITIS,—ITCHING OF THE PRIVATES.)

এই যন্ত্রণাদায়ক উপদ্রবটী অনেক স্ত্রীলোকেরই গর্ভাবস্থায় ঘটিয়া থাকে। সচরাচর স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চারের ২।১ মাস পরই ইহা ঘটিতে দেখা যায়। আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের ৫।৬ মাস গর্ভাবস্থায় ইহা ঘটিয়া থাকে। ইহাতে সচরাচর যোনিদ্বারের যোজক ঝিল্লি হইতে এক প্রকার ক্ষতকারক ক্লেদ নির্গত হইয়া স্থানে স্থানে লাগিয়া উক্ত প্রকার চুলকানীর উদ্রেক হয়। আবার অনেক স্ত্রীলোকের শাদা ক্লেদ প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া যোনির বহির্দ্দেশের উপর সঞ্চিত হওয়ার দরুণ চুলকানীর উদ্রেক হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের উক্ত স্থানে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হওয়ার দরুণ আক্রান্ত স্থানে চুলকানীর উদ্রেক হয়। এই যন্ত্রণাদায়ক উপদ্রবটী যে কেবল গর্ভাবস্থায়ই হইয়া থাকে এরূপ নহে। সকল সময়েই স্ত্রীলোকের ইহা ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা। আক্রান্ত স্থানে শুষ্ক ও উষ্ণানুভূত হইলে ব্রাইওনিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। আক্রান্ত স্থান বা যোনির বহির্দ্দেশের উপর দধির ন্যায় শাদা পদার্থ সঞ্চিত হইয়া চুলকানী হইলে কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। যোনিদ্বারে চুলকানী, জ্বালা এবং চর্ব্বণবৎ চুলকানী; অথবা যোনিদ্বার হইতে তুষবৎ ছিন্ন পর্দ্দার ন্যায় পদার্থ নির্গত হইলে লাইকোপডিয়াম্ ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। যোনিদ্বারের মধ্যদেশ প্রদাহ-যুক্ত ও স্ফীত; যোনির বহির্দ্দেশের উপর ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী হইয়া অত্যন্ত চুলকানী ইত্যাদি লক্ষণে মার্কিউরিয়াস্ সল্ ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যোনি-দ্বার ও যোনির বহির্দ্দেশের লেবিয়া (Labia) নামক অংশে জ্বালা ও হুল

ফুটানের ন্যায় অনুভূত হইলে, অথবা শেষ রজঃরোধ হওয়ার সময় চুলকানী হইলে পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যোনির বহির্দ্দেশে লেবিয়া মাইনর স্থানের মধ্য দেশে কল্‌তানি বিশিষ্ট আর্দ্র ফুস্কুড়ী উঠিয়া উহাতে চুলকানী; আক্রান্ত স্থানে টাটানি বা উহা জ্বালাযুক্ত ও লালবর্ণ হয; যোনিতে অত্যন্ত ভয়ানক চুলকানী বর্ত্তমানে সিপিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। যোনির সমুদয় অংশেই ফুস্কুড়ী উঠা ও কষ্টদায়ক চুলকানী; যোনিদ্বারে জ্বালানুভব; শ্বেত-প্রদর এবং লবণ লাগিলে যেরূপ হয়, যোনিদ্বারে সেরূপ জ্বালানুভব ইত্যাদিতে সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। যে পর্য্যন্ত রোগের উপশম না হয় সে পর্য্যন্ত প্রতি দিন মনোনীত ঔষধের ১ মাত্রা প্রাতে ও এক মাত্রা রাত্রিতে সেব্য॥

বাহ্য প্রয়োগ। সোহাগা (Borax) গুঁড়া করিয়া জলে ভিজাইয়া উহাতে নেকড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইবে। ইহার দ্বারা উপকার না দর্শিলে সাল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ (Sulphate of Zinc), অথবা নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার্ (Nitrate of Silver) ১ বা ২ গ্রেইণ, ২ কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শিরার স্ফীতি ও বিস্তৃতি (VARICOSE VEINS.)

ইহাতে পায়ের শিরা গুলিই সচরাচর স্ফীত ও বর্দ্ধিত বা বিস্তৃত হয়। ইহা যে কেবল গর্ভাবস্থায়ই হইয়া থাকে এরূপ বলা যাইতে পারে না। ইহা স্ত্রী-লোকের সকল সময়েই হইতে পারে। পুরুষেরও এই রোগ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের ৫।৬ মাস গর্ভাবস্থায় জরায়ুর ভার পড়িয়া রক্ত সঞ্চালন রুদ্ধ হয় এবং উক্ত স্থান হইতে রক্ত পুনর্বায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া যাইতে না পারার দরুণই শিরাগুলি স্ফীত হয়। পায়ের পাতার উপরের সন্ধি হইতে হাঁটুর সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানের শিরাগুলিই সচরাচর স্ফীত হয়। কখন কখন শিরার স্ফীতি হাঁটুর উর্দ্ধ দিকে বিস্তৃত হইতে পারে। ইহা এক বা দুই পায়ের শিরাই আক্রমণ করিতে পারে। পায়ের উপরিভাগের শিরা গুলিই সচরাচর আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং রোগী দাঁড়াইয়া থাকিলে বা পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিলেই শিরাগুলি অধিক স্ফীত হয়। কখন কখন্ শিরা গুলি অধিক স্ফীত হইয়া অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়, অথবা শিরাগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে স্ফীত হই — উহা ফাটিয়া উহা হইতে ভয়ানক রক্তস্রাবও হইতে পারে।

সন্তান প্রসবের পর শিরার স্ফীতি আস্তে আস্তে কমিয়া যায় এবং অবশেষে রোগের সামান্য চিহ্ন থাকে, অথবা একবারেই কোন চিহ্ন থাকে না।

চিকিৎসা। যদি শিরাগুলি অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং কার্য্যোপলক্ষে রোগীর সর্ব্বদা চলিয়া বেড়াইতে হয়, তবে আক্রান্ত অঙ্গ কোন প্রকারের স্থিতিস্থাপক কাপড়ের বন্ধনী দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, অথবা রোগীকে স্থিতি-স্থাপক মোজা পরিতে দিবে। এই প্রকার বন্ধনী প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই ব্যবহার করা উচিত, কারণ ঘুম ভাঙ্গিয়া কার্য্যের অনুরোধে চলিয়া বেড়াইলে শিরাগুলি স্ফীত হইয়া থাকে এবং তৎপর বন্ধনী ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে না। এই বন্ধনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে যে পর্য্যন্ত স্ফীতি বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত বাঁধিবে। বন্ধনী বাঁধিবার সময় দেখা উচিত, বন্ধনীর চাপ যেন সকল অংশে সমান পড়ে এবং বন্ধনী যেন অধিক কসিয়া বাঁধা না হয়। রোগ প্রবল ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া দাঁড়াইলে সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। আক্রান্ত অঙ্গ ঝুলাইয়া না রাখিয়া একখানি টুলের উপর রাখিবে এবং লক্ষণ বিশেষে আর্ণিকা, বেলাডোনা, নাক্স্ বমিকা অথবা পাল্‌সেটিলা সেবন করিবে। প্রতিদিন প্রাতে ঔষধের এক মাত্রা ও রাত্রিতে ১ মাত্রা, রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।

গর্ভাবস্থায় শরীরের স্থানে স্থানে খিল ধরা (CRAMPS.)

গর্ভাবস্থায় পায়ের ডিম (থোড়া), পেটের পেশী ও শরীরের অন্যান্য অংশে খিল ধরে। ইহা গর্ভের সকল অবস্থায়ই ঘটিতে পারে। কিন্তু সচরাচর ৪র্থ বা ৫ম মাস গর্ভের সময় অথবা সন্তান প্রসবের কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই ইহা অধিক ঘটিয়া থাকে। খিল ধরা যে কেবল গর্ভাবস্থায়ই হইয়া থাকে এরূপ বলা যাইতে পারে না। ইহা সকল স্ত্রীলোকেরই হইতে পারে এবং ইহা স্নায়বিক এবং অন্যান্য রোগের এক লক্ষণ বিশেষ।

চিকিৎসা। রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া হাঁটু গুটাইলে যদি পায়ের ডিমে (থোড়ায়) ও পায়ের পাতায় খিল ধরে, তবে বেলাডোনা ১, ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। ইহা রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। পায়ের ডিমে খিল ধরা; রোগী বেদনা সহ্য করিতে পারে না এবং সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। পেটের উপর যাটিয়া ধরা বা খিল ধরার ন্যায় বেদনা, যাহার দরুণ

রোগী মনে করে যেন তাহার অন্ত্র দুইটী কঠিন পদার্থের মধ্যে রাখিয়া চাপিয়া মোচড়াইতেছে; সমুদয় উরুর পেশীতে খিল ধরা ইত্যাদিতে কলোসিন্থ্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। উরুর সম্মুখ ভাগে খিল ধরা; পেটের পেশীতে খিল ধরিলে হায়োসায়েমাস ৩ বা ৬ ডাঃ সেব্য। হাঁটু বাঁকা করা বা হাঁটু গুটাইবার সময় পায়ের ডিম ও পাতায় খিল ধরা ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে বিরেট্রাম্ আল্‌বাম্ ৩, ৬ বা ৩০ ডাইলুশনের ১ মাত্রা পরিমাণে ৮।৯ দিন ব্যবহার করিলে খিল ধরার আশঙ্কা অতি কম থাকে। যে পর্য্যন্ত উপশম না হয়, উল্লিখিত অন্যান্য ঔষধের ১ মাত্রা প্রাতে, এবং ১ মাত্রা বৈকালে, ব্যবহার্য্য।

প্রেগ্ নিবাসী ডাক্তার হার্স্ (Dr. Hirsch in Prague), আমেরিকাস্থ ফাইলেডেল্‌ফিয়ার হোমিওপ্যাথিক রেকর্ডার (Homœopathic Recorder) নামক, ইং ১৮৯৫ সনের অক্টোবর মাসের ১৫ই তারিখের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা-বিষয়ক সাময়িক পত্রিকার ৪৭৭ পৃষ্ঠায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন যে, লৌহের সংস্রবে পায়ের ডিম (থোড়া) এবং পায়ের পাতা ও প্রায় সমুদয় শরীরে খিল ধরা (Cramps) সারিয়া যায়। রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় লৌহনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র চাবি একখানি সূতার কাপড়ের নেকড়ায় বাঁধিয়া পায়ের পাতার তলায় লাগাইয়া রাখিতে হয়। এরূপ কয়েক দিন চাবিটী পায়ের পাতার তলায় বাঁধিয়া রাখিলে রোগ সারিয়া যায়। তিনি আরো বলিয়াছেন যে রোগী যে বিছানায় শয়ন করিয়া থাকে তাহার চাদরের যে অংশ রোগীর পায়ের নীচে থাকে তাহার নীচে লৌহ-নির্ম্মিত একটী বৃহৎ চাবি রাখিয়া দিলেও রোগ আরাম হয়। এই উপায়ে উক্ত ডাক্তার মহাশয় অনেক রোগীকে আরাম করিয়াছেন। তিনি বলেন যে স্নায়বিক ধাতুবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই চিকিৎসা অধিক উপকারী।

মূত্রধারণে অশক্তি (INCONTINENCE OF URINE.)

মূত্রাধারে মূত্রের সঞ্চার হইলেই রোগী মূত্র ধারণ করিতে না পারা হেতু মূত্র আপনা আপনি নির্গত হয়। এই প্রকার অনিচ্ছাপূর্ব্বক বা অসাড়ে মূত্র ত্যাগ বা মূত্র নির্গত হওয়াকে মূত্রধারণে অশক্তি বলা যায়। ইহাতে মূত্রাধারে মূত্র সঞ্চিত হইলে রোগী আর ধারণ করিতে পারে না। ইহাতে কোন কষ্ট যন্ত্রণা থাকে না বটে, কিন্তু ইহার দরুণ রোগী বড়ই ত্যক্ত

বিরক্ত হয়। মূত্র কখন ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে অথবা কোন কোন রোগীর একবারেই অধিক পরিমাণে অনিচ্ছা পূর্ব্বক বা অসাড়ে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের এই অসুখ সচরাচর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানের সঞ্চার* হইলেই জরায়ু ভারি হয় এবং মূত্রাধারে ভারি-জরায়ুর চাপ পড়িয়া এই অসুখটী উৎপন্ন হয়। ৪র্থ বা ৫ম মাস গর্ভের পর সকল সময়েই এই অসুখটী হইতে পারে।

চিকিৎসা। অতি কষ্টে ও অতি কম পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও কোমরের চতুষ্পার্শ্বে চিন্‌চিনে বেদনানুভব; বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা ও মনের উদ্বেগ ইত্যাদি লক্ষণে একোনাইট্‌ রাডিক্স্‌ ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। অল্প পরিমাণে মূত্র ত্যাগ করিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব; মূত্র একবারে অধিক পরিমাণে সরু ধারে পড়ে, অথবা ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে; সর্ব্বদাই অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র ফোঁটায় ফোঁটায় নির্গত হয়; রোগী মূত্র একবারেই ধারণ করিতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং সামান্য পরিমাণে অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ; রাত্রিযোগে অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ বা অসাড়ে মূত্রনির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে কষ্টিকাম্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। বসিয়া থাকিলে অথবা চলিয়া বেড়াইলে অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্র নির্গমন; বারম্বার মূত্রের বেগ ও পেটে ঘাটিয়া ধরার ন্যায় টাটানি ইত্যাদিতে পাল্‌সেটিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। শান্তপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক ও যাহারা সামান্য কারণেই কাঁদিয়া ফেলে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অত্যন্ত সরুধারে ও আস্তে আস্তে মূত্রত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে ষ্ট্রামোনিয়াম্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। বারম্বার মূত্রত্যাগ ও রাত্রিতে অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগের দরুণ বিছানা ভিজিয়া যায়; গর্ভাবস্থায় অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ বা অসাড়ে মূত্রনির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। ১ সপ্তাহকাল প্রতিদিন একটী ঔষধের ১ মাত্রা প্রাতে ও ১ মাত্রা রাত্রিতে ব্যবহার করিয়া উপকার না দর্শিলে ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে। ১ সপ্তাহের মধ্যে যদি একটী ঔষধে উপকার না দর্শে, তবে লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার্য্য।

———

গর্ভস্রাব বা গর্ভ নষ্ট হওয়া (ABORTION, MISCARRIAGE.)

গর্ভসঞ্চারের ৪র্থ মাসের পর সকল সময়েই গর্ভস্রাব হইতে পারে। কিন্তু গর্ভসঞ্চারের ৪র্থ মাসেই সচরাচর গর্ভস্রাব অধিক হইয়া থাকে। আবার ৪র্থ মাসের পূর্ব্বে ও উহার অনেক পরও গর্ভস্রাব হইতে পারে। মাসের যে সময়ে ঋতু হইয়া গর্ভসঞ্চারের দরুণ ঋতু বন্ধ হয়, তাহার পর ৪।৫ মাসের মধ্যে যে কোন মাসেই হউক না কেন, ঋতুর নির্দ্দিষ্ট সময়ে গর্ভনষ্ট হইবার কোন পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গর্ভস্রাব হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। একবার একটী স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাব হইলে তাহার বারম্বার গর্ভস্রাব হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। যদি ষষ্ঠ মাস গর্ভের সময় গর্ভস্রাব হয়, তবে উহাকে অকালে সন্তান প্রসব বা প্রিমেচিয়োর লেবার (Premature Labor) বলে। গর্ভনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে প্রথমতঃ শরীরে শীত বোধ হয় এবং তৎপর তলপেট হইতে টন্‌টন্ করিয়া নিম্নদিকে কোন বস্তু সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ বেদনা অনুভূত হইয়া যোনি দ্বার দিয়া শ্লেষ্মা এবং রক্ত নির্গত হয়। যদি গর্ভস্রাব কোন মতেই নিবারিত না হয়, তবে বারম্বার বেদনার উদ্রেক হয় এবং বেদনা অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে ও উহার সঙ্গে সঙ্গে তরল বা থানা থানা রক্তস্রাব হইয়া উহার সঙ্গে ভ্রূণ বহির্গত হয়। এই প্রকার রক্তস্রাবের সময় রোগীর নিকট আত্মীয় বন্ধু যাঁহারা থাকেন রোগীর যোনি-দ্বার দিয়া যে সকল রক্তের চাপ নির্গত হয়, উহার সমুদয় চাপই জল দ্বারা ধুইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত; কারণ, রক্ত চাপের সঙ্গেই ভ্রূণ নির্গত হইয়া থাকে এবং যে পর্য্যন্ত ভ্রূণ ফুল সহ নির্গত না হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত রোগীর বেদনা যন্ত্রণাদির উপশম হয় না। ভ্রূণ পড়িয়া গেলে পর ফুল জরায়ুর মধ্যে থাকা অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ।

কারণ। গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম; ঘোড়া, গাড়ীতে চাপিয়া উচ্চ নিম্ন রাস্তা দিয়া বেড়ানের দরুণ কোমরাদিতে ঝাকি লাগা; কোমরে কসিয়া কাপড় পরা; গর্ভাবস্থায় স্বামী সহবাস; মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা; হঠাৎ ভয় খাওয়া বা চমকিয়া উঠা; হঠাৎ শোকের সম্বাদ শুনা; হঠাৎ কোন আহ্লাদের সংবাদ পাইয়া অতিশয় উল্লাসিত হওয়া; রেচক ঔষধাদি সেবন; টক দ্রব্যাদি খাওয়া; অনেকক্ষণ এক ভাবে চাপিয়া বসিয়া থাকা, বিশেষতঃ ঠাণ্ডা স্থানে ইত্যাদি গর্ভস্রাবের কতকগুলি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা। গর্ভস্রাবের প্রথম লক্ষণ টের পাইলেই রোগীকে নিস্তব্ধ ভাবে শয়নাবস্থায় রাখিবে এবং তাহার যাহাতে কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা না হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে। গর্ভস্রাব দ্বারা অনেক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব উহার চিকিৎসার ভার কোন এক বিচক্ষণ বহুদর্শী চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত। কোন বিচক্ষণ চিকিৎসকের অনুপস্থিতে লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবন করাইবে। প্রত্যেক মনোনীত ঔষধের ১ মাত্রা রোগের অবস্থানুসারে ১।২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ১ বা ৩ ড্যঃ। ভয় পাইয়া গর্ভস্রাবের আশঙ্কা; রক্তস্রাব ও উহার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ভয়; রোগী মনে করে যেন সে নিশ্চয় মরিবে; অত্যন্ত ভয়, মনের উদ্বেগ ও অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা; শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে গা ঝিম ঝিম করে; জ্বরভাব ও অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। পড়িয়া যাইয়া বা কোন প্রকারে আঘাত পাইয়া প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা আরম্ভ হইয়া রক্ত কিম্বা সিরাম (Serum) বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন; থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ বেদনা; রোগী যে বিছানায় শয়ন করে তাহা মুলাম বা নরম সত্বেও অত্যন্ত কঠিন বলিয়া অনুভূত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ১ বা ৩ ডাঃ। মুখমণ্ডল আরক্ত ও টলটলে, গ্রীবায় ধমনীর স্পন্দন ও মাথায় উষ্ণানুভব; পৃষ্ঠদেশে বেদনা, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার পৃষ্ঠ দেশ ভাঙ্গিয়া যাইবে; তলপেটে অত্যন্ত কন্‌কনানী, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার তল পেটস্থ সমুদয় যন্ত্র নিম্ন দিকে যোনিদ্বার দিয়া সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে; প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; পেটে হঠাৎ বেদনার উদ্রেক হয় এবং হঠাৎ দূরীভূত হয়; মাথা হেট করিলে, অথবা একবার মাথা হেট করিয়া পুনরায় সোজা হইয়া দাঁড়াইলে মাথাঘোরা; আলোক বা গোলমাল সহ্য হয় না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গণ্ডমালা ধাতু; উপযুক্ত বয়সের অনেক পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে রজঃস্রাব; সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা; চলিয়া বেড়াইলে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ এবং নীচের ঘর হইতে সিঁড়ি

ভাঙ্গিয়া উপরের ঘরে উঠিয়া হাঁপানি বা নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়; দাঁড়াইলে রোগী মনে করে যেন তাহার উদরস্থ যন্ত্রাদি নিম্নদিকে যোনি-দ্বার দিয়া সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইবে; পায়ের পাতা শীতল ও আর্দ্র; উপরের দিকে উঠিবার সময় মাথা ঘোরা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। জরায়ুর নিম্নভাগে ক্ষত ও রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধের দরুণ গর্ভস্রাব হওয়া ও সর্ব্বদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকিলে ক্যান্থারাইডিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। প্রসব বেদনার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর বেদনা ও কাল্‌চে, অথবা থানা থানা জমাট রক্তস্রাব; অন্ত্রে অত্যন্ত প্রখর বেদনা যাহা পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; বেদনার দরুণ রোগী পাগলের ন্যায় ছট্‌ফট্ করে; রোগী অত্যন্ত অধীর হয়; মাথায় উষ্ণ ঘর্ম্ম হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

চায়না ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গর্ভস্রাব হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও উহার দরুণ মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হওয়া; মাথা ঘোরা, নিদ্রাবেশ এবং অচেতনতা; মাথায় ভার বোধ; কর্ণে ঝম্ ঝম্ শব্দ হওয়া এবং হস্ত পদাদি শীতল হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত বা শ্বেতপ্রদর স্রাব বা দুর্ব্বল কারক উদরাময়ের পর এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ক্রোকাশ ৩ বা ৬ ডাঃ। কাল্‌চে বা মলিন, বসির ন্যায় রক্তস্রাব যাহা সামান্য পরিশ্রমেই বৃদ্ধি হয়; পেটের মধ্যে কোন প্রকার জীবিত পদার্থ নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। ইহা গর্ভস্রাবের পরই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেটের মধ্যে কোন প্রকার জীবিত পদার্থ নড়িতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া এই ঔষধের একটী বিশেষ প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

ইগ্নেসিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অপ্রকাশ্য শোক গর্ভস্রাবের কারণ হইলে; সর্ব্বদা বিমর্ষ ভাবে থাকা এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও পেটে খালি বোধ; জরায়ুতে খিল ধরা ও উহাতে কর্ত্তনবৎ সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হওয়া; মল অত্যন্ত কঠিন এবং মল ত্যাগ করিবার সময় কোঁথ-পাড়ার দরুণ গুহ্য বাহির হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ। ক্রমাগত প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্তস্রাব এবং পেটের মধ্য দিয়া নিম্ন দিকে কোন পদার্থ সজোরে

ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া; কোমরে বা নাভির চতুর্দ্দিকে কৃর্ত্তনবৎ বেদনা; সর্ব্বদা গা বমি বমি করা, যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে; রোগী সহজেই মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। প্রত্যেকবার বেদনার আক্রমণে মল বা মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয়; পেটে মোচড়ান বেদনা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বমনোদ্বেগ এবং পৃষ্ঠদেশে ও কোমরে মচকিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং একাকী থাকিতে ভাল বাসে; কোষ্ঠবদ্ধ ও মল বৃহৎ আকারের মোটা কঠিন নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না, অথবা কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যাহারা সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে ঘৃত মশলা দ্বারা রাঁধা তরকারী খায় এবং বহির্ব্বায়ুতে অঙ্গ চালনা না করিয়া কেবল ঘরে বসিয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পাল্সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। একবার প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা এবং উহার পরক্ষণই রক্তস্রাব; কতকক্ষণের জন্য রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া পুনরায় প্রবল বেগে আরম্ভ হয়; রোগী বারম্বার ফাঁপড় হওয়ার উপক্রম হয়; রোগী বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে চাহে; বায়ু শূন্য ও উষ্ণ ঘরে লক্ষণাদির বৃদ্ধি; উষ্ণ ঘরেও শীতবোধ; ভ্রূণ নির্গত হইয়া যাওয়ার পর জরায়ুতে ফুল (Placenta) রুদ্ধ হইয়া থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ও যাহারা সামান্য কারণেই কাঁদে বা কাঁদ কাঁদ হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

স্যাবাইনা ৩ বা ৬ ডাঃ। পৃষ্ঠ দেশ হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া যোনির উপরিভাগ পর্য্যন্ত কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ অনুভূত হয়, কতক তরল ও কতক জমাট থানা থানা উজ্জ্বল লাল বর্ণ রক্তস্রাব; পেটে খালি বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। গর্ভ সঞ্চারের তৃতীয় মাসে যাহাদিগের সর্ব্বদাই গর্ভস্রাব হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সিকেলি কর্ণুটাম্ ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। গর্ভস্রাবের পরই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। প্রচুর পরিমাণে কাল্চে তরল রক্তস্রাব যাহা সামান্য

নড়া চড়াতেই বৃদ্ধি হয়; রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ না হইয়াও দুর্ব্বল রুগ্ন স্ত্রীলোকদিগের রক্তস্রাব; জরায়ুর কার্য্যের জড়তা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও প্রায় বিলুপ্ত ও মৃত্যু ভয়; জরায়ুতে সামান্য বেদনা বা বেদনা একবারেই থাকে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক সময় ইহার মূল আরোক ১ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারে মিশ্র আরোক অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শিতে দেখা যায়। আবার কোন কোন রোগীর ৩০ ডাঃ দ্বারা অন্যান্য ডাইলুশন অপেক্ষা অধিক উপকার হয়।

ক্যান্থারিস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। জরায়ুর মুখের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ, অথবা ক্ষত থাকার দরুণ গর্ভস্রাবের উপক্রম হওয়া; গর্ভস্রাবের পর ফুল (Placenta) নির্গত না হওয়া; বারম্বার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা এবং মূত্র নালীতে জ্বালা এবং গরম বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কলোফিলাম্ ১ বা ৩ ডাঃ বা θ। গর্ভস্রাবের উপক্রম হওয়া এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠ দেশ এবং কোমরে প্রখর বেদনা, কিন্তু জরায়ুর সঙ্কোচন অতি মৃদু; সামান্য পরিমাণে রক্তাদি স্রাব; জরায়ুর কার্য্যের জড়তা বা অভাব; গর্ভস্রাবের পর অনেক দিন ব্যপিয়া ক্লেদ নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিনামন্ ৩ বা ৬ ডাঃ। পা পিছলাইয়া যাইয়া বা কোমর মচ্‌কিয়া গর্ভস্রাব হওয়ার উপক্রম হওয়া; অতিরিক্ত পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; নাক চুলকায় এবং রাত্রিতে অস্থিরতা বা নিদ্রাশূন্যতা; ঘুমের ঘোরেও রোগী বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ফেরাম্ ৬ ডাঃ। গর্ভস্রাবের পর কতক তরল এবং কতক চাপ চাপ থানা থানা রক্তস্রাব এবং পেটে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা; সামান্য মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতাতেই মুখমণ্ডল লাল হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যাহাদিগের রক্তস্রাব হইয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী।

হায়োসায়েমাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। গর্ভস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় শরীরের আক্ষেপ বা খেঁচনী; ফিকা লাল বর্ণের রক্তস্রাব এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা; কোন কোন অঙ্গে বা কোন কোন

পেশীর কম্পমান স্পন্দন বা ঝাকনী ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। হিষ্টিরিয়া (Hysteria) রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাবের পক্ষে এই ঔষধ আরো অধিক উপকারী।

নাক্স্ মস্কাটা ৩, ৩ বা ৬ ডাঃ। পেটে চাপা বোধ যাহা নাভি প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; গাঢ় কাল্‌চে রক্তস্রাব; অত্যন্ত নিদ্রাবল্য এবং বারম্বার মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাবে এই ঔষধ আরো উপকারী।

সন্তান প্রসবের পর ফুল নির্গত না হইলে যেরূপ চিকিৎসা আবশ্যক, গর্ভস্রাবের পর ফুল নির্গত না হইলেও সে প্রকার চিকিৎসা আবশ্যক। গর্ভস্রাবের পর ভয়ানক রক্তস্রাব হইলে উহার চিকিৎসাদি জরায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাবের (Metrorrhagia) অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। আহার দ্রব্যাদি লঘু পক্ক এবং অনুত্তেজক হওয়া আবশ্যক। আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়া উচিত। রোগীকে তুলাদি নির্ম্মিত তোষকাদিতে শয়ন করাইবে না, অথবা তাহার গায় অনেক কাপড় রাখিতে দিবে না। রোগী যে ঘরে বাস করে সে ঘর শীতল হওয়া ও উহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালন আবশ্যক।

গর্ভাবস্থায় স্তনের অবস্থা (BREASTS.)

গর্ভসঞ্চারের ৪র্থ বা ৫ম মাস হইতেই স্ত্রীলোকের স্তনে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। স্তন ক্রমে ক্রমে বড় হয় এবং উহার বোঁটার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান কাল্‌চে হয়। বোঁটা আকারে বড় হয় এবং প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই উহাতে অল্প বা অধিক পরিমাণে বেদনার উদ্রেক হয়। এই সময় সাবধান হইলে প্রসবের পর স্তনের বোঁটায় টাটানি, ফোড়া বা প্রদাহ ও উহার কঠিনতার দরুণ রোগী কষ্ট পায় না।

গর্ভসঞ্চারের ৬ষ্ঠ বা ৭ম মাস হইতে গর্ভিনীর স্তন, বিশেষতঃ উহার বোঁটা, শীতল জলদ্বারা প্রতিদিন প্রাতে ধোয়াইয়া মুলাম কাপড় দিয়া মৃদুভাবে মুছাইয়া দেওয়া উচিত। এই প্রকার করিলে প্রসবের পর স্তন টাটায় না এবং উহাতে কোন প্রকার ফোড়াদি হওয়ারও আশঙ্কা অতি কম থাকে। উক্ত উপায় অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি স্তনের বোঁটায় ক্ষত

হয় বা উহাতে টাটানী বর্ত্তমান থাকে, তবে কাঁচা শীতল জলে আর্ণিকা বা ক্যালেণ্ডুলার মূল আরোক ৩।৪ ফোঁটা মিশাইয়া উহাদ্বারা স্তনের বোঁটা প্রতি দিন প্রাতে ধোয়াইয়া দেওয়া উচিত। ক্যালেণ্ডুলাই অপেক্ষাকৃত অধিক উপকারী। যদি স্তনের বোঁটা প্রদাহযুক্ত হয় এবং উহার নানা স্থানে স্থান পরিবর্ত্তক বেদনা বর্ত্তমান থাকে, তবে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাইলুশনের ২।৩ মাত্রা প্রতি দিন সেব্য। যদি কোন প্রকারের ফুস্কুড়ী বাহির হয় বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া হয় এবং উহাতে জ্বালা ও চুলকানির উদ্রেক হয়, তবে যে পর্য্যন্ত উপশম না হয়, সে পর্য্যন্ত লক্ষণ বিশেষে গ্রাফাইটিস্ ৬ ডাঃ বা সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাইলুশনের প্রতি দিন ২।৩ মাত্রা ব্যবস্থা।

কৃত্রিম প্রসব বেদনা (FALSE LABOR PAIN.)

সন্তান প্রসবের কএক দিন পূর্ব্ব হইতেই অনেক স্ত্রীলোক কৃত্রিম বেদনা দ্বারা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। প্রসব বেদনা কৃত্রিম হইলে উহাতে বেদনা সর্ব্বদা ক্রমাগত বর্ত্তমান থাকে না। উহা কোন সময়েই অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে না, এবং উহা প্রায়ই নাভির নিম্ন প্রদেশে আরম্ভ হইয়া ঐ স্থান হইতেই দূরীভূত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে উহা অনবরতই বর্ত্তমান থাকে এবং সন্তানপ্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত উহা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই বেদনা কোমরের পশ্চাৎ ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া তলপেটে বিস্তৃত হয় হয় এবং উরুদেশ পর্য্যন্ত নামিয়া বেদনার ঈষৎ উপশম হয় গর্ভিনী এরূপ অনুভব করে। কৃত্রিম বেদনা উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা নিবারণ করা উচিত; কারণ, বেদনা দ্বারা গর্ভিনী অত্যন্ত ক্লেশ পায় এবং তদ্দরুণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে প্রসবের সময় দুর্ঘটনা হওয়াও অসম্ভব নহে।

চিকিৎসা। মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে; মাথায় রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; রাত্রিযোগে ও বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে একোনাইট ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট যুবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। পেটের মধ্য দিয়া নিম্নদিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে এরূপ বেদনা বোধ; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে; পৃষ্ঠদেশে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা; বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ দূরীভূত হয় ইত্যাদি লক্ষণে বেলাডোনা ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। অত্যন্ত রুগ্ন ও যে সকল স্ত্রীলোক সহজেই কাতরা হয়,

তাহাদিগের পক্ষে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে, রাত্রিযোগে বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্যামোমিলার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। অত্যন্ত প্রবল বেদনা যাহার দরুণ রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হয় এবং অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদে; রাত্রিতে ঘুম হয় না ইত্যাদি লক্ষণে কফিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। প্রত্যেকবার বেদনার আক্রমণে মল মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়; কোষ্ঠবদ্ধ অত্যন্ত এবং বারম্বার বাহ্যের বেগ হয় বটে, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। অনেকক্ষণ মাথা হেট করিয়া উপুড হইয়া থাকিলে যেরূপ হয়, কোমরে ও পেটে সেরূপ বেদনা হইলে পাল্সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক যাহারা সামান্য কারণেই দুঃখ প্রকাশ করে, কাঁদে বা কাঁদ কাঁদ হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। বেদনার প্রখরতা বা অপ্রখরতা অনুসারে ঔষধের ১ মাত্রা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

প্রসব বেদনার সময় কি করা কর্ত্তব্য (MANAGEMENT OF LABOR.)

সন্তান প্রসব করাণের অত্যন্ত গুরুতর ভার ধাত্রী বিদ্যায় সুশিক্ষিত বহুদর্শী চিকিৎসক বা ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করা উচিত। নতুবা বিপদ ঘটাও অসম্ভব নহে। যে স্থানে কোন বিচক্ষণ ধাত্রী বা ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসক পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, কেবল সে সকল স্থানেই এই পুস্তকে লিখিত উপদেশ মত কার্য্য করিবে।

সন্তান-প্রসবের সময় কি করা আবশ্যক স্ত্রীলোক মাত্রেরই জানা আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। প্রকৃত প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে গর্ভিনীকে কোন একটী পরিষ্কার ঘরে রাখিবে। ঐ ঘরের উত্তাপ স্বাভাবিক ও উক্ত ঘরে সূর্য্যের উত্তাপাদি প্রবেশ করা আবশ্যক এবং প্রসবান্তে উক্ত ঘরের উত্তাপ কতক পরিমাণে অধিক হওয়া উচিত। প্রকৃত প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে গর্ভিনীকে এক খানি তোষকের উপর চীত ভাবে শয়ন করাইবে এবং তোষকের যে স্থানে গর্ভিনীর উরু দেশাদি থাকে, সে স্থানে এক খানি অএলক্লথ্ (Oil Cloth) নামক কাপড় পাতিয়া দিয়া উহার উপর

বিছানার চাদর পাতিয়া দিবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে রক্তাদি মাখা বিছানার চাদর খানি সরাইয়া ফেলিয়া অন্য একখানি কাপড় ৩।৪ ভাজ করিয়া পাতিয়া দিবে। প্রসবের পূর্ব্বে কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইয়া থাকিলে, ঈষৎ উষ্ণজলে সাবান মিশাইয়া পিচ্‌কারী দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবে। প্রসবের সময় গর্ভিনীকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাইবে। তাহার হাঁটু পেটেরদিকে গুটাইয়া মৃদু ভাবে ধরিয়া রাখিবে এবং দুই হাঁটুর মধ্য দিয়া একটী ছোট বালিশ রাখিবে। যে পর্য্যন্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয় সে পর্য্যন্ত কাপড়াদি পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে।

সন্তান-প্রসব বা লেবার্ (LABOR,—CHILD BIRTH)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গর্ভ সঞ্চারের ২৮০ দিবস মধ্যেই প্রায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। স্নায়বিক কম্পন, মানসিক অবসন্নতা, তরল ভেদ, বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এবং যোনিদ্বার দিয়া লালের আভাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া ইত্যাদি প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়ার কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ বিশেষ। বেদনা প্রথমতঃ তলপেটে হয়, কিন্তু এই বেদনা সর্ব্ব প্রথমে পৃষ্ঠদেশ পানে অনুভূত হইয়া ক্রমে সম্মুখ পানে বিস্তৃত হইয়া তৎপর উরুদেশ পানে বিস্তৃত হয়। বেদনা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হইয়া আবার দূরীভূত হয় এবং প্রত্যেক-বার বেদনার আক্রমণই পূর্ব্ববারের আক্রমণ অপেক্ষা প্রখরতর হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় বেদনা কর্ত্তনবৎ বা চর্ব্বণবৎ হয় যাহার দরুণ গর্ভিনী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠে। কিন্তু সন্তান প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে তল-পেট দিয়া কোন পদার্থ নিম্নদিকে সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইলে যেরূপ হয়, সেরূপ বেদনারই উদ্রেক হয়, যাহার দরুণ গর্ভিনী নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে বাধ্য হয়। এই সময় হইতেই বেদনার আক্রমণ ঘন ঘন হয়; বেদনার এক আক্রমণ শেষ হইতে না হইতেই অন্য আক্রমণ আরম্ভ হয়। এ সময় বেদনার বেগ এত বৃদ্ধি পায় যে, উহা কোন উপায়েই কমে না এবং বারম্বার কোঁথ দেওয়ার ইচ্ছা হয়। গর্ভিনীর এক হঠাৎ কষ্টানুভব হইয়া সন্তানের মস্তক যোনিদ্বারের বাহির হইয়া বেদনা ২।১ মিনিট কমিয়া পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং শিশুর সমুদয় শরীর বহির্গত হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৫ মিনিট হইতে ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যেই জরায়ুতে পুনরায় প্রবল

বেদনার উদ্রেক হয় এবং বেদনার ২।১ বার আক্রমণের পরই ফুল বা প্লেসেণ্টা (Placenta) বাহির হইয়া প্রসব কার্য্য সমাপ্ত হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই শিশুর নাভি নাড়ী বা আম্বিলিকেল্ কর্ড্ (Umbilical Cord) নাভি হইতে ৩ অঙ্গুলী মাপিয়া এক গাঁছি সূতার রসি দ্বারা বাঁধিবে এবং উক্ত নাড়ীর বাঁধা স্থান হইতে ৩ অঙ্গুলী স্থান মাপিয়া অন্য এক গাছি সূতার রসি দ্বারা নাভি নাড়ী পুনরায় বাঁধিয়া উক্ত দুই গিরার মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোন একটী ভোঁতা ছুরি বা কাঁচি দিয়া নাড়ী কাটিয়া শিশু হইতে ফুলটী পৃথক করিয়া ফেলিবে। উক্ত প্রকার বিবরণই সন্তান প্রসবের স্বাভাবিক বিবরণ। কিন্তু অনেক সময়ে অনেকের প্রসব বেদনা আরম্ভ হয় ও, অনেক গোণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেক প্রসূতি যার পর নাই কষ্ট পায়। এমতাবস্থায় লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবন করাইলে প্রসূতির বেদনা যন্ত্রণার উপশম হয় এবং সন্তান সহজে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনেক সাহায্য হয়।

অনেক স্ত্রীলোকের প্রসবের সময় সন্তান স্বাভাবিক ভাবে বাহির না হইয়া বিকৃত ভাবে বাহির হইয়া গর্ভিনীর প্রাণ সংশয়ও হইতে পারে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। যদি এরূপ ঘটনা ঘটে, তবে সন্তান ভূমিষ্ঠ করিবার জন্য অনেক সময় অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্য লওয়া আবশ্যক হইতে পারে। এমতাবস্থায় ধাত্রীবিদ্যায় বহুদর্শী এরূপ এক বিচক্ষণ চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। ব্যয় সংক্ষেপের জন্য অশিক্ষিতা ধাত্রীর হস্তে গর্ভিণীর প্রাণ ছাড়িয়া দেওয়া যার পর নাই অন্যায়।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজনা এবং অসহ্য বেদনাদির দরুণ গর্ভিনী অত্যন্ত হতাশ হয় এবং বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্ ফট্ করে; বেদনা আপেক্ষিক আকার বিশিষ্ট ও ও অত্যন্ত কষ্টদায়ক; গর্ভিনী অধৈর্য্য হইয়া পড়ে এবং সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কফিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ। অত্যন্ত প্রবল বেদনা এবং মানসিক ও স্নায়বিক উত্তেজনা; গর্ভিনী ভয়ানক চীৎকার করিয়া কাঁদে বা কোঁথায় বা কোঁকায়, জননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত বেদনা বা টাটানি, যাহার দরুণ গর্ভিনী উক্ত স্থান কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয় না; রাত্রিযোগে নিদ্রাশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইগ্নেসিয়া ৩, ৬, ১২, বা ৩০ ডাঃ। হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত এবং

সহজেই কাঁদে বা ক্ষুণ্ণ হয় এরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। পেটে খালি বোধ-যাহা আহার করিলেও দূরীভূত হয় না; জরায়ুতে আক্ষেপ বা খিল ধরা ও সূচী বিঁধানের ন্যায় কর্ত্তনবৎ বেদনা; শরীরের কোন কোন অংশে আক্ষেপের ন্যায় কম্পমান স্পন্দন; রোগী সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করে এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অনিয়মিত রূপে বেদনার আক্রমণ এবং বেদনা এরূপ হয় যে উহার দরুণ গর্ভিনী মনে করে যেন তাহার শীঘ্র প্রসব হইবে না; পৃষ্ঠ ও উরু দেশে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা এবং পেটের মধ্য দিয়া উরু দেশ পানে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; প্রত্যেকবার বেদনার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মল মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয়; কোষ্ঠবদ্ধ অভ্যাস; বারম্বার বাহ্যের বেগ হয়, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বেদনা অত্যন্ত মৃদু এবং অনেকক্ষণ পর গর্ভিনীকে আক্রমণ করে; বেদনা ক্রমেই মৃদু হইয়া পড়ে এবং জরায়ু জড় বা শক্তিহীন হয়; বেদনার দরুণ হৃৎস্পন্দন হয়, গর্ভিনী হাঁপাড় হয় এবং অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ে; গর্ভিনী বিশুদ্ধ শীতল বায়ু সেবন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে; উষ্ণ ঘরে বেদনা বা যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত মনোনীত ঔষধের ১ মাত্রা, ১ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

সন্তান প্রসব উপলক্ষে আক্ষেপ বা পুইয়ার পীরেল্ কন্‌বাল্‌সন্‌স্ (PUERPERAL CONVULSIONS.)

সন্তান প্রসবের সময় অনেক স্ত্রীলোক আক্ষেপ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীলোক স্নায়বিক অথবা মৃগী রোগাক্রান্ত, তাহাদিগেরই

ইহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। কোন পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া রোগী ইহা দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগী হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়ে; মুখমণ্ডল ও শরীরের অন্যান্য অংশের পেশীতে আক্ষেপ বা খেঁচুনী হইয়া বিকৃত হয়; চক্ষু স্পন্দন করে এবং ভয়ানক বিকৃত রূপে আন্দোলিত হয় বা এদিক ওদিক ঘোরে; জিহ্বা মুখগহ্বর ও ওষ্ঠের বাহির হইয়া পড়ে এবং দাঁতের কামড় লাগিয়া উহা কাটিয়া যায় ও তদ্দরুণ রক্ত নির্গত হয়; মুখ হইতে ফেনাযুক্ত রক্ত নির্গত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝম্পমান খেঁচনীর এত উদ্রেক হয় যে, রোগীকে চাপিয়া রাখিলেও খেঁচুনী নিবারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। খেঁচনীর প্রত্যেক বারের আক্রমণ ৫ হইতে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ক্রমে ক্রমে খেঁচনী কমিয়া আইসে এবং রোগী আস্তে আস্তে আংশিক বা সম্পূর্ণ চেতনা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিলে রোগীর চেতনা একবারেই হয় না। খেঁচনীর আক্রমণ কোন নিয়মিত সময়ে না হইয়া অনিয়মিত রূপে হয়, অনেকক্ষণ অবস্থিতি করে এবং সচরাচর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই দূরীভূত হয়। এই রোগ অত্যন্ত ভয়ানক এবং ইহাতে অনেক স্ত্রীলোকের মৃত্যুও হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। রোগের প্রথমাবস্থায় ও ভয় পাইয়া রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা। মুখমণ্ডল আরক্ত; চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ; পিপাসা এবং অত্যন্ত অস্থিরতা; অত্যন্ত ভয় ও মনের উদ্বেগ; কোন কারণ ব্যতীতও রোগী মনে করে যে সে নিশ্চয় মরিবে; নড়িলে চড়িলে বা অন্য কোন ব্যক্তি তাহার নিকট দিয়া ছুটাছুটী করিলে ভয় পাওয়া; শয়নাবস্থা হইতে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলে মাথা ঘোরা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ১, ৩ বা ৩০ ডাঃ। মুখমণ্ডল লালবর্ণ ও টল্‌টলে; চক্ষু বিকৃত ও চক্ষুর তারা বিস্তৃত; অর্দ্ধজ্ঞানরহিততা ও নিকটবর্ত্তী আত্মীয় বন্ধুগণকে মারা, কামড়ান, অথবা অন্য কোন রকমে আঘাত করার চেষ্টা; মুখমণ্ডলের পেশী ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আপেক্ষিক ঝম্পমান স্পন্দন; মুখে ফেণা উঠা এবং অনিচ্ছা পূর্ব্বক মল মূত্র ত্যাগ; প্রত্যেকবার প্রসব বেদনার আক্রমণের সময়ই খেঁচনী আরম্ভ হয় এবং বেদনা ও আক্ষেপের

মধ্যবর্ত্তী কালে রোগী বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করে; বিছানার মধ্য দিয়া যেন গলিয়া পড়িতেছে রোগী এরূপ অনুভব করে; দাঁত দ্বারা কড়্‌মড়্‌ শব্দ করা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

হায়োসায়েমাস্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। মুখ মণ্ডলের পেশী স্পন্দন ও চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক স্পন্দন হইয়া খেঁচনী আরম্ভ হয়; শরীরের সমুদয় অংশের পেশীর স্পন্দন ও কম্পমান খেঁচনী; হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী আক্ষেপের দরুণ পাতার মধ্য দিকে বাঁকিয়া পড়ে; সম্পূর্ণ অচেতনতা ও বিছানা হইতে উঠিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা; বুকে কষ্টানুভব এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ হয়; অনিচ্ছা পূর্ব্বক মল ও মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইগ্নেসিয়া ৬ বা ৩০ ডাঃ। ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা এবং শরীর কম্পন; মুখ মণ্ডল ও ওষ্ঠের দুই পার্শ্বের কোণের পেশী স্পন্দন; শরীরের কোন কোন অংশের পেশীর আক্ষেপিক স্পন্দন; দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ এবং মস্তিষ্কে এক বিশেষ প্রকৃতির চাপা বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ওপিয়াম্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। সমুদয় শরীরের আক্ষেপিক স্পন্দন ও পেশী বিকৃত হয়; আক্ষেপের আক্রমণের পরই রোগী কতক পরিমাণে অচেতন্‌ হইয়া পড়ে এবং তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ হয়; সমুদয় ইন্দ্রিয়ই অসাড় হয় এবং রোগীর চেতনা একবারেই থাকে না; মুখ মণ্ডল নীলবর্ণ, টল্‌টলে বা স্ফীত; ওষ্ঠ স্ফীত; চক্ষুর তারা বিস্তৃত এবং চক্ষে আলোক পড়িলে রোগী টের পায় না; অসংলগ্ন কথা বলা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ষ্ট্রামোনিয়াম্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। ঘুম ভাঙ্গিলেই রোগী অত্যন্ত জড় সড় হয় এবং জাগিয়া যে কোন পদার্থ দেখিতে পায় সে তাহাতেই ভয় খায়; হস্তপদাদির, বিশেষতঃ হস্তের, আক্ষেপিক স্পন্দন হইয়াই রোগ আরম্ভ হয়; নানা প্রকারের প্রলাপ বলা এবং তোত্‌লার ন্যায় কথা বলা; রোগী নানা প্রকার ভাবে অঙ্গ চালনা করে, হাসে, গান করে, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে; চক্ষে আলোক লাগিলে বা গায় কোন প্রকারের স্পর্শনে আক্ষেপের পুনরায় উদ্রেক হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্ ৬ ডাঃ। রোগী পূর্ব্বেই টের পায় যে তাঁহার আক্ষেপ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে; হাত পা কাঁপে এবং শরীর দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; সমুদয় শরীর, বিশেষতঃ মাথা যেন বিস্তৃত হইতেছে এরূপ অনুভূত হয়; শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার হাড় ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে; আক্ষেপের আভ্যন্তরিক কালে রোগী সর্ব্বদাই নড়ে চড়ে এবং কখনও স্থির ভাবে থাকিতে পারে না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। রোগী সর্ব্বদাই খিট্ খিট্ করে এবং তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে অত্যন্ত অভদ্রের ন্যায় উত্তর দেয়; মুখ মণ্ডল লাল বর্ণ, টল্ টলে অথবা এক গাল লাল এবং অপর গাল শিটা বা মলিন; বেদনার চোটে রোগী অত্যন্ত ভয়ানক আকার ধারণ করে; মুখ মণ্ডল এবং চক্ষুর পাতার পেশী স্পন্দন; রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে; অস্থিরতা এবং অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিকুটা বিরোসা ৬ বা ৩০ ডাঃ। শরীরের ঊর্দ্ধাংশ এবং অঙ্গের ভয়ানক বিকৃতি; হাত পা ইত্যাদির এপাশ হইতে ওপাশ সজোরে বারম্বার প্রক্ষেপ; মুখ মণ্ডল নীলের আভাযুক্ত এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত এবং মুখে ফেণা উঠা; আক্ষেপের পর রোগী নিস্তব্ধ ভাবে সংজ্ঞাহীন হইযা দাঁত লাগিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। হাত পায়ের হঠাৎ আক্ষেপিক ঝাকনি দ্বারা আক্ষেপ আরম্ভ হয়, বুক ও পার্শ্বে বাহু দৃঢ় ভাবে আঁটিয়া লাগে এবং হাতের পাতা দৃঢ় ভাবে মুট করিয়া থাকে; চক্ষু আক্ষেপিক রূপে বুজিয়া যায় এবং মুখ বিকৃত হয়; স্কন্ধ হইতে তলপেট ও কুঁচ্কি এবং পায়ের পাতা পর্য্যন্ত সমুদয় অংশ শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ও দাঁত লাগিয়া থাকে; বমন এবং কাঠবমী; পেটে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা ও পায়ে খিল ধরা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

জেল্‌সিমিয়াম্ ১ ডাঃ। জরায়ুর মুখ শক্ত বা দৃঢ় হওয়ার দরুণ সন্তান প্রসবে গৌণ হয়; জরায়ু হইতে গলার মধ্য পর্য্যন্ত ঢেই খেলার ন্যায় অনুভূত হইয়া রোগীর নিশ্বাস বদ্ধ হয়; আক্ষেপ হওয়ার উপক্রম

হইলে, মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় অনুভূত হয়, কথা বলিতে বাঁধ বাঁধ ঠেকে; নাড়ী মৃদুগতি বিশিষ্ট ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত মনোনীত ঔষধের ১ মাত্রা ১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তর দেওয়া উচিত।

সন্তানপ্রসবের পর প্রসূতির চিকিৎসা

(TREATMENT AFTER DELIVERY.)

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া ফুল (Placenta) বহির্গত হওয়ার অনতিকাল পরই এক খানি নেকড়া উষ্ণ করিয়া প্রসূতির যোনিদ্বারে লাগাইয়া রাখিবে এবং উক্ত নেকড়া খানি দিবাতে বারম্বার পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। যদি যোনিদ্বার ইত্যাদি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়, তবে ১ পোয়া জলে ১০।১২ ফোঁটা আর্ণিকার মূল আরোক মিশাইয়া উহাতে এক খানি নেকড়া ভিজাইয়া ঈষৎ নিঙড়াইয়া স্ফীত ও বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইবে এবং ঔষধ মিশ্রিত নেকড়া খানি বারম্বার পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। প্রসূতিকে শয়নাবস্থায় রাখিবে এবং ২।৩ ঘণ্টা অন্তর তাহাকে বিছানায় বসাইয়া বিছানার কাপড় ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। রোগীকে বারম্বার নড়িতে দিবে না; কারণ, উহা দ্বারা অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে পারে। প্রসবের পর প্রসূতির তলপেটে পেটী (Bandage) বাঁধিয়া রাখিবার প্রথা আছে এবং এই প্রথাটি ভালই বটে, যদিচ কোন কোন চিকিৎসক এই প্রথা দ্বারা অনিষ্ট হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা পেটী বাঁধার প্রথাকে অন্যায় মনে করেন, তাঁহারা বলেন যে উহা দ্বারা আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা হইয়া জরায়ু নিম্ন দিকে সরিয়া পড়ে। সন্তান প্রসবের পর ২।৩ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে বিছানায় শয়ন করাইয়া রাখা কর্ত্তব্য এবং যে পর্য্যন্ত স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে সাগু, আরারুট, বার্লী ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। যদি পেটের অসুখ না থাকে, চতুর্থ দিবসে পুরাতন সরু চাউলের ভাত সুসিদ্ধ করিয়া কাল জিরা ও লঙ্কা বা গোলমরিচ বাটিয়া অতি অল্প পরিমাণে ভাতের সঙ্গে খাইতে দিবে। গাওয়া ঘৃত ভাতের সঙ্গে খাইতে দেওয়া মন্দ নহে। উক্ত প্রকারে কালজিরা বা লঙ্কা কিম্বা গোলমরিচের গুঁড়া খাওয়ার দরুণ রক্তাদি পরিষ্কার রূপে নির্গত হয় এবং তদ্দরুণ জরায়ু ইত্যাদির প্রদাহের বিশেষ আশঙ্কা থাকে না এবং জরায়ু

উহার স্বাভাবিক স্থান ও অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ৭।৮ দিবস পর্য্যন্ত প্রসূতিকে ভাত এক বেলা দেওয়া উচিত এবং ১ মাস পর্য্যন্ত অতি অল্প পরিমাণে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা পেটের অসুখ হইয়া প্রসূতির অনেক কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা এবং তদ্দরুণ নবপ্রসূত শিশুরও বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। যদি কোন প্রকার অসুখ না থাকে, তবে প্রসবের চতুর্থ দিবস হইতে আবশ্যক হইলে প্রসূতিকে কখন কখন বিছানা হইতে ২।১ বার চলিয়া বেড়াইতে দেওয়া যাইতে পারে। প্রসূতিকে অন্ততঃ ৩ সপ্তাহ কাল বিছানায় শয়ন করাইয়া রাখিবে এবং তাহাকে নীচের ঘর হইতে উপরের ঘরে উঠিতে এবং উপরের ঘর হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচের ঘরে নামিতে দিবে না। প্রসূতি যে ঘরে থাকে সে ঘরে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালন আবশ্যক। আবার দেখা উচিত প্রসূতির গায় যেন কোন প্রকার দমকা ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে। প্রসূতির রক্তাদির নেকড়া যত শীঘ্র সম্ভবে ঘর হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে। প্রসূতির ঘরে যাহাতে দূষিত বায়ু বা কোন প্রকারের দুর্গন্ধ প্রবেশ না করিতে পারে সে সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, নতুবা প্রসূতি এবং নবপ্রসূত সন্তানের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। উষ্ণ জল ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে প্রসূতিকে পান করিতে দিবে। তাহাকে ব্রাণ্ডি বা কাফি ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ বা ঔষধ পান করিতে দিবে না; কারণ, উহাদ্বারা অনিষ্ট বই ইষ্ট হইতে দেখা যায় না।

প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা ফ্লাডিং

(FLOODING AFTER DELIVERY.)

সন্তান প্রসবের পরও জরায়ুর সঙ্গে ফুলের (Placenta) সম্বন্ধ থাকে। যে পর্য্যন্ত ফুল জরায়ুর সঙ্গে লাগিয়া থাকে সে পর্য্যন্ত সামান্য পরিমাণে অথবা একবারেই রক্তস্রাব হয় না। কিন্তু প্রসবের পর ফুল নির্গত হওয়ার অনুরোধে যখন বেদনার প্রথম উদ্রেক হয়, তখন অধিক কি অল্প পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, এবং রক্তস্রাবের দরুণ বিপদ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। যে পর্য্যন্ত জরায়ু সঙ্কুচিত না হয় এবং জরায়ুস্থ রক্তবহানলী গুলির মুখ বন্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত বিপদের আশঙ্কা দূরীভূত হয় না।

চিকিৎসা।

বেলাডোনা ১ বা ৩ ডাঃ। "অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং তলপেটের

মধ্যস্থিত যন্ত্র সমূহ নিম্নে যোনিদ্বার দিকে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ অনুভূত হয়; উষ্ণ রক্তস্রাব; পৃষ্ঠদেশে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। কাল্চে থানা থানা জমাট রক্তস্রাব এবং পায়ে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সামান্য কারণেই অত্যন্ত চটিয়া উঠে ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অতি সাংঘাতিক রকমের রক্তস্রাব; কাল্চে থানা থানা বা জমাট রক্তস্রাব; শরীরের চর্ম্ম শীতল ও নীলবর্ণ; মাথায় ভার বোধ; কর্ণের মধ্যে ঘণ্টাবাদ্যের ন্যায় টন্ টন্ শব্দ হওয়া; দৃষ্টিহীনতা এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়া বা মূর্চ্ছা যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রক্তস্রাবের পর দুর্ব্বলতার পক্ষে ইহা এক বিশেষ উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ইপিকাকিউএনা ১, ৩ বা ৬ ডাঃ। সর্ব্বদা উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব ও নাভির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা; বমনোদ্বেগ ও অত্যন্ত বলক্ষয় এবং সর্ব্বদা বাতাস সেবনের ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

প্যাল্‌সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। জরায়ুর কার্য্যের জড়তা; অতি সামান্য রকমের বেদনা; একবার রক্তস্রাব হইয়া থামিয়া যাইয়া পুনরায় রক্তস্রাব আরম্ভ হয়; হৃৎস্পন্দন; বারম্বার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে বা মূর্চ্ছা যায় এবং কাঁদে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

ঔষধের মাত্রা। রক্তস্রাবের অবস্থা বুঝিয়া ১০।১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। যদি অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শীতল জলে সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া যোনিদ্বারে লাগাইয়া রাখিবে। রোগীকে চীতভাবে কোমরের নীচে বা পাছায় বালিশ দিয়া কোমর উঠাইয়া শয়ন করাইয়া রাখিবে। রোগীকে ঠাণ্ডাতে ও নিস্তব্ধ ভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। যাহাতে রোগীর কোন প্রকারের

মনের বিকার বা উত্তেজনা না জন্মে সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

প্রসবের পর পেটে বেদনা, আদলা ব্যথা বা ভাদালীর কামড়,—আফ্‌টার পেইন্‌স্‌ (AFTER PAINS.)

সন্তান প্রসবের পরই এই বেদনা আরম্ভ হইয়া ৩।৪ দিবস ও কোন স্ত্রীলোকের ১ সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করে। এই বেদনা কোন কোন স্ত্রীলোকের ২।৩টী সন্তান হওয়ার পূর্ব্বে হয় না। আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের এই বেদনা একেবারেই হয় না।

চিকিৎসা।

আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। থেঁতলিয়া গেলে বা মোচড়াইয়া পড়িলে যেরূপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ টাটানি; বেদনা অতি প্রবল হয় না বটে, কিন্তু মোচড়াইলে যেরূপ হয় তলপেটে সেরূপ বেদনা হয়; মূত্রাধারে চাপা বোধ ও মূত্রাবরোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ১ বা ৩ বা ডাঃ। তলপেটের সমুদয় যন্ত্র যোনিদ্বার দিয়া সজোরে ঠেলিয়া বাহির হইলে যেরূপ হয়, সেরূপ প্রখর বেদনা; হঠাৎ বেদনার উদ্রেক হয় এবং বেদনা হঠাৎ দূরীভূত হয়; পেটে পূর্ণবোধ ও অত্যন্ত টাটানি; সর্ব্বদা নিদ্রাবেশ, কিন্তু রোগী ঘুমাইতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা এবং রোগী বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ ফট্‌ করে; বেদনা এত প্রবল হয় যে উহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া রোগী পাগলের ন্যায় হয়; রোগী অধৈর্য্য হয় এবং সামান্য কারণেই সে চটিয়া উঠে; যোনি দ্বার দিয়া মলিন বা কাল্‌চে ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স ভমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। তলপেটে কন্‌কনানি ও শূল বেদনার ন্যায় বেদনা; জরায়ুতে অত্যন্ত প্রবল সঙ্কোচক বেদনা; প্রত্যেকবার বেদনার আক্রমণে বাহ্যের বেগ হয়; কোমরের পশ্চাৎভাগে

অত্যন্ত প্রবল বেদনা যাহা বিছানায় পাশ ফিরিবার সময় বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পেটে শূল বেদনার ন্যায় প্রবল বেদনা যাহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; সন্ধ্যার সময় বেদনার বৃদ্ধি; মুখে বিস্বাদ ও বমনের ইচ্ছা; পিপাসা থাকে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক যাহারা সহজেই কাঁদে ও দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সিকেল্ কর্ণুটাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। জরায়ুর অতিরিক্ত সঙ্কোচন যাহা অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে; যোনিদ্বার দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত তরল ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রুগ্ন, ক্ষীণকায়বিশিষ্টা লম্বা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থানুসারে ঔষধের ১ মাত্রা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক।

আনুষঙ্গিক উপায়। কাঠের কয়লার আগুন কোন একটী মাটির হাঁড়িতে রাখিয়া উক্ত হাঁড়ির তপ্ত তলা দ্বারা পেটের উপর সেক দিলে বেদনার অনেক উপশম হয়। এক থানি ফ্লানেল কাপড় ৪।৮ ভাঁজ করিয়া পেটের উপর রাখিয়া উহার উপর তপ্ত হাঁড়ির তলা দিয়া প্রতিদিন প্রত্যূষে একবার, এবং সন্ধ্যার পর এক বার সেক দেওয়া উচিত। গরম জল ও ফ্লানেল কাপড় দিয়া সেক দেওয়া বিধেয় নহে। কারণ, উহা দ্বারা পেটে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সন্তান প্রসবের পর মূত্রাবরোধ

(Retention of Urine After Delivery.)

প্রসবের পর অনেক স্ত্রীলোক মূত্রাবরোধ বা কষ্টকর মূত্র ত্যাগ দ্বারা অনেক কষ্ট পাইয়া থাকে। অতি কষ্টে সন্তান প্রসব হওয়া বা প্রসবের সময় মূত্রাধারে আঘাত পাওয়ার দরুণই ইহা সচরাচর অধিক ঘটিয়া থাকে। এমতাবস্থায় উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির মধ্যে একটীর ১ মাত্রা, ২ ঘণ্টা অন্তর, সেবন করা কর্ত্তব্য।

আর্ণিকা মণ্টেনা ৩ বা ৬ ডাঃ। কষ্টকর প্রসবের পর বা প্রস-

বের সময় মূত্রাধারে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূত্রাবরোধ; কোমরের পশ্চাৎ-ভাগে থেঁতলিয়া যাওয়ার স্থায় বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

বেলাডোনা ১, ৩ বা ৩০ ডাঃ। মূত্রাবরোধ ও বারম্বার মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছা; অতি অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ; মূত্রাধার প্রদেশে টাটানি; পৃষ্ঠদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলার স্থায় বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু বেগ দিলে মূত্র নির্গত হয় না এবং মূত্রাধারে বেদনার উদ্রেক হয়; মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনালীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন হইয়া মূত্রাবরোধ; কোষ্ঠ-বদ্ধ অভ্যস্ত ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। মূত্রাবরোধ ও মূত্রনালীর বহির্মুখ লালবর্ণ হওয়া ও উহাতে উষ্ণানুভব, জ্বালা ও টাটানি; চলিয়া বেড়াইবার সময় বা কাশিবার সময় পক্ষাঘাতের স্থায় অনিচ্ছাপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ বা অসাড়ে মূত্র নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্টা স্ত্রীলোক যাহারা সহজে কাঁদে, কাঁদ কাঁদ হয় বা দুঃখ প্রকাশ করে, তাহা-দিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

অনেক সময় ক্যাথিটার ((Catheter) নামক যন্ত্র মূত্রনালীতে প্রবেশ করাইয়া মূত্র বাহির করা আবশ্যক হইতে পারে। এমতাবস্থায় কোন বিচ-ক্ষণ চিকিৎসক বা সুশিক্ষিতা ধাত্রীর সাহায্য লওয়া উচিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে ধাতু নির্ম্মিত ক্যাথিটার অপেক্ষা গাম্ ইলাষ্টিক্ ক্যাথিটার (Gum-Elastic Catheter) অধিক উপযোগী, কারণ, অন্যায়রূপে ব্যবহৃত হইলেও উহা দ্বারা ধাতুনির্ম্মিত ক্যাথিটারের স্থায় কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা অতি কম থাকে। উষ্ণ জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া, নিঙড়াইয়া বা কাঠের কয়লা বা গুলের আগুনে ফ্লানেল কাপড় উষ্ণ করিয়া মূত্রাধার প্রদেশের উপরে সেক দিলে বেদনাদির আশু উপশম হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু মূত্রনালী ইত্যাদিতে জ্বালা বর্ত্তমান থাকিলে সেক দ্বারা উপকার না দর্শিয়া বরং যন্ত্রণাদি অধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বিষয়টী চিকিৎসকের বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

স্তনে দুগ্ধের সঞ্চারের দরুণ জ্বরাদি অসুখ
(MILK FEVER &c.)

কোন কোন স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পূর্ব্বেই স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই সন্তান প্রসবের ৩।৪দিবস পর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। দুগ্ধ সঞ্চারের সময় অধিক কি অল্প পরিমাণে জ্বরভাব, শিরঃপীড়া, স্তনে বেদনা বা টাটানি এবং স্নায়বিক লক্ষণাদি প্রায় সকল প্রসূতিরই সচরাচর প্রকাশ পায়। এ সময়ে বেদনাদির যন্ত্রণায় অঙ্গুলিদ্বারা স্তনের বোঁটা টিপিয়া বা কোন প্রকার যন্ত্র দ্বারা স্তন দুগ্ধ টানিয়া ফেলিতে অত্যন্ত সাবধান হওয়া আবশ্যক। অসাবধানতার সহিত দুগ্ধ টানিয়া ফেলিলে স্তন অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত হইয়া উহাতে বেদনা ও টাটানির উদ্রেক হইলে উহাতে ফোড়াদি হইয়া রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে পারে।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ রাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ; ঘুম ভাল হয় না; মাথায় অত্যন্ত উষ্ণানুভব এবং অত্যন্ত পিপাসা; অত্যন্ত অস্থিরতা ও হতাশ; স্তন কঠিন বা গিরাযুক্ত এবং প্রচাপনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ সেব্য। রোগ আরম্ভ হইতে না হইতে এই ঔষধের কয়েক মাত্রা সেবন করিলে অন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন কদাচিত হইয়া থাকে।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। স্তনে ভারবোধ ও স্তন কঠিন ও লাল বর্ণ হয়; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে; চক্ষু লালবর্ণ ও উহার শিরাদিতে রক্তাবরোধ এবং দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া; আলোক বা গোলমাল সহ্য হয় না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয় না, অথবা স্তনে অতিরিক্ত পরিমাণে পূর্ণবোধ এবং দুগ্ধ সঞ্চার হইতে গৌণ হয়; রোগী শীতল বাতাসাদি সহ্য করিতে পারে না এবং রোগীর শরীরের জীবনীশক্তির ন্যূনতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। যদি স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হওয়ার ব্যাঘাত জন্মে বা স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার একেবারে না হয়, সূতিকাজ্বর হওয়ার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকে, জ্বর লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে এবং রোগী

সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে, কিন্তু রোগীর পিপাসা বর্ত্তমান থাকে না, তবে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শান্তপ্রকৃতিবিশিষ্টা স্ত্রীলোক যাহারা সামান্য কারণেই কাঁদ কাঁদ হয়, কাঁদে, বা দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থা অনুসারে ৪ হইতে ৬ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের ১ মাত্রা দেওয়া আবশ্যক।

প্রসবের পর পায়ের শিরাদির শ্বেত-স্ফীতি বা ফ্লেগ্-মেসিয়া আল্বা-ডোলেন্স্,—মিল্ক্ লেগ্

(MILK-LEG,—PHLEGMASIA ALBA-DOLENS.)

ইহাতে পায়ের শিরাগুলি প্রদাহযুক্ত হইয়া আক্রান্ত স্থান শাদা, নির্ম্মল, উষ্ণ ও স্ফীত হয়। ইহা কখন কখন এক পা আক্রমণ করিয়া থাকে। সন্তান প্রসবের ২।৩ দিবস পর এবং কখন কখন ৮।৯ দিবস পরও ইহা রোগীকে আক্রমণ করিতে পারে। বেদনা ও স্ফীতি সচরাচর কুঁচকি বা উরুর উপরিভাগে আরম্ভ হয় এবং নিম্নগামী হইয়া পায়ের ডিমের (থোড়ার) নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। আক্রান্ত অঙ্গ অত্যন্ত স্ফীত ও দুগ্ধবৎ শাদা হয় এবং উহাতে প্রখর বেদনার উদ্রেক হয়। আক্রান্ত স্থানে ফাটিয়া ধরা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা হয় যাহা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধি পায় এবং আক্রান্ত স্থান শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না ও অবশ হয়। রোগ সমুদয় অঙ্গে বিস্তৃত হইলে বেদনার হ্রাস হয়। প্রথমতঃ স্ফীতি স্থিতিস্থাপক থাকে এবং তৎপরে স্ফীতির উপর অঙ্গুলিদ্বারা চাপিলে গর্ত্ত হয়। সচরাচর এই রোগ ৮।১০ দিবস অবস্থিতি করিয়া স্ফীতি, বেদনা ইত্যাদি ক্রমে কমিয়া আইসে। আবার কখন কখন রোগ অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকে এবং রোগ আরাম হইলেও আক্রান্ত অঙ্গে অবশ বোধ এবং নড়া চড়াতে উহাতে বেদনার উদ্রেক হয়।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। রোগ যদি প্রবল প্রদাহের আকার ধারণ করে এবং আক্রান্ত অঙ্গে উষ্ণানুভব এবং প্রবল বেদনা

হয়; ভয় ও মনের উদ্বেগ এবং মানসিক বা স্নায়বিক উত্তেজনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। রোগের প্রথমাবস্থায়; অতি কষ্টে সন্তান প্রসব হওয়ার পর রোগ হইলে, অথবা অস্ত্র দ্বারা সন্তান প্রসব করান হইয়া থাকিলে; থেঁতলিয়া গেলে যেরূপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ বেদনা হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ১ বা ৩ ডাঃ। স্তনে দুগ্ধের কম সঞ্চার; আক্রান্ত অঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা এবং সন্ধিতে বিদীর্ণকারক বেদনানুভব; উরুদেশে ভার ও কর্তনবৎ বেদনা; সামান্য স্পর্শনে বা নড়া চড়াতেই আক্রান্ত স্থানে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়; বেদনা হঠাৎ হয় এবং হঠাৎ দূরীভূত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। কুঁচকি হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত কসিয়া ধরা বা ছুরী বিধানের ন্যায় বেদনা এবং আক্রান্ত অঙ্গে কালচে লালবর্ণের স্ফীতি; রোগী স্থিরভাবে থাকিতে চাহে; নড়াচড়াতে বেদনার বৃদ্ধি; প্রসবান্তে যোনিদ্বার দিয়া ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া ও শিরঃপীড়া, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা ফাটিয়া যাইবে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

রাস্‌টক্স্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। রোগের প্রথম হইতে আক্রান্ত অঙ্গের চালনাশক্তি রহিত হয়; রোগী আক্রান্ত পা উঠাইতে পারে না; পায়ের শিরার উপর দিয়া বরাবর লাল চিহ্ন দৃষ্ট হয়; পাশ ফিরিলে বেদনাদির সামান্য উপশম; রোগী আক্রান্ত অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতে চাহে, কারণ, উহাতে বেদনাদির অনেক উপশম হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধের ১ মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক।

সূতিকা-জ্বর (CHILD BED FEVER,—PUERPERAL PERITONITIS.)

সূতিকা-জ্বর সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অনেক সময় বহু-ব্যাপক (Epidemic) রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং ইহা রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর যে সকল রোগ সচরাচর হইয়া

থাকে, তন্মধ্যে সূতিকা জ্বর অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও সাংঘাতিক। সন্তান প্রসবের ৩য় বা ৪র্থ দিবসেই ইহা রোগীকে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং ইহাতে রোগীর প্রদাহজনিত অত্যন্ত প্রবল জ্বর হইয়া থাকে। শীতকম্প হইয়া জ্বর আরম্ভ হয় এবং তৎপরে শরীরে উষ্ণানুভব, শিরঃপীড়া, পিপাসা, নাড়ী দ্রুতগামী ও পূর্ণ; পেট অত্যন্ত টাটায় এবং পেটের উপর স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় ও পেট অত্যন্ত স্ফীত হয়। ক্ষুধা থাকে না; বমনোদ্বেগ বা বমন হয়। স্তনের দুগ্ধ সঞ্চার আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত থাকে এবং কোন কোন রোগীর যোনিদ্বার দিয়া ক্লেদ (Lochia) নির্গত হওয়া একবারে বন্ধ হয়, অথবা কোন কোন রোগীর অতিরিক্ত পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ হয়। রোগ অতি শীঘ্র শীঘ্রই বৃদ্ধি হয়, এমন কি, কোন কোন রোগীর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়। আবার অনেক রোগীর এই রোগ অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকে। ইহাতে অনেক প্রকারের উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। এরূপ সাংঘাতিক রোগের চিকিৎসার ভার যে কোন বিচক্ষণ বহুদর্শী চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত, তাহা বোধ হয় বিজ্ঞ পাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন। প্রসবের পর যোনিদ্বার দিয়া ক্লেদ নিঃসরণ বন্ধ হওয়া এবং উক্ত ক্লেদে দুর্গন্ধ হওয়া কুলক্ষণের মধ্যে পরিগণিত ইহা স্মরণ থাকা আবশ্যক।

কারণ। বহির্ব্বায়ুর কোন প্রকারের অপ্রকাশ্য দূষিতাবস্থা; অস্ত্রের সাহায্য লইয়া সন্তান প্রসব করান; অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা; দূষিত আহার দ্রব্যাদি খাওয়া; উত্তেজক পদার্থ পান ও রেচক ঔষধ সেবন; হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি সূতিকাজ্বরের প্রধান কারণ।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ.। প্রবল শীত বা হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগোৎপন্ন হওয়া; চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক; নাড়ী পূর্ণ ও মোটা তারের ন্যায় গোল; অত্যন্ত পিপাসা; জরায়ুতে কর্ত্তনবৎ, ছুরী বিঁধানের ন্যায়, জ্বালাযুক্ত বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; মনের উদ্বেগ ও ভয়; যোনিদ্বার দিয়া ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ কমিয়া যাওয়া বা একেবারে বন্ধ হওয়া; সামান্য প্রচাপন বা স্পর্শেই পেট অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়; মূত্রাবরোধ ও

মূত্রকোষে সূচী বিঁধানের ন্যায় অনুভূত হয়; মৃত্যুভয়, এবং সে অমুক দিবস মরিবে রোগী এরূপ অনুমান করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। কষ্টে প্রসব হওয়া বা অস্ত্রের সাহায্য লইয়া প্রসব করানের দরুণ রোগোৎপন্ন হইলে; আচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁৎলিয়া গেলে যেরূপ হয়, সমুদয় শরীরে সেরূপ বেদনা বা টাটানি; বিছানা অত্যন্ত কোমল হইলেও কঠিন বলিয়া অনুভূত হয়, যাহার দরুণ রোগী উপশম পাওয়ার আশায় বারম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করে; পচা দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্সিনিকাম্ আল্বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। রোগের সম্পূর্ণ বিকাশাবস্থায়; আক্রান্ত স্থানে সূচী বা ছুরী বিঁধানের ন্যায় বেদনা, আক্রান্ত স্থানে আগুণে পুড়িয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালানুভব; মনের অত্যন্ত উদ্বেগ, অস্থিরতা ও মৃত্যু ভয়; শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয় ও জীবনীশক্তির হ্রাস; রোগী শীতল জল পান করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, কিন্তু সে একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করিতে পারে না; রোগী সর্ব্বদাই গায়ে কাপড় রাখিতে চাহে; রাত্রিযোগে, বিশেষতঃ রাত্রি দুই প্রহরের পর, লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। পেটে অত্যন্ত টাটানি যাহা সামান্য নড়াচড়া বা ঝাঁকি লাগিলেই বৃদ্ধি হয়; আক্রান্ত স্থানে ঘাটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা; বেদনার হঠাৎ উদ্রেক হয় এবং বেদনা হঠাৎ দূরীভূত হয়; পেটের মধ্যে উষ্ণানুভব এবং পেটের উপর হাত বুলাইলে হাতের পাতায় উষ্ণানুভব; সর্ব্বদা কোঁথানী বা কোঁকানী এবং ঘুমের ঘোরে চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা; বস্তিকোটরের মধ্য হইতে নিম্নদিকে কোন পদার্থ সজোরে ঠেলিয়া নামিতেছে এরূপ অনুভূত হওয়া; যোনিদ্বার দিয়া ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ দুর্গন্ধযুক্ত ও পরিমাণে অল্প হয়, অথবা উহা একবারে বন্ধ হয়; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্তাবরোধ; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে এবং চক্ষু লাল-বর্ণ; দপ্‌দপিয়া শিরঃপীড়া ও প্রলাপ উক্তি; আলোক বা গোলমাল সহ্য হয় না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ। স্পর্শ করিলে পেট টাটায় এবং উহার মধ্যে সূচী বিঁধানের ন্যায় বা জ্বালাযুক্ত বেদনা অনুভূত হয়; যোনিদ্বার দিয়া ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হওয়া এবং প্রবল শিরঃপীড়া,

যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথ ফাটিয়া যাইবে; ওষ্ঠ শুষ্ক, উষ্ণ এবং ফাটাযুক্ত; মুখ গহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক, কিন্তু পিপাসা থাকে না, অথবা অধিক পরিমাণে জল পানের ইচ্ছা; বিছানায় উঠিয়া বসিলেই বমন বা বমনোদ্বেগ হয়; রোগী সর্ব্বদাই স্থির ও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে চাহে; সামান্য নড়া চড়াতেই যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পেট ও জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা ও ভারবোধ, হয় যোনিদ্বার দিয়া ক্লেদ (Lochia) নিঃসরণ বন্ধ হয়, নতুবা প্রচুর পরিমাণে ক্লেদ নিঃসৃত হয় ও কোমরের পশ্চাৎভাগে প্রখর বেদনা অনুভূত হয়; মোচড়াইলে যেরূপ হয়, জরায়ুর গ্রীবাদেশে সেরূপ বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধ ও বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেও মনে হয় যেন গুহ্যে আরো মল লাগিয়া রহিয়াছে; কোমরের পশ্চাৎ ভাগে বেদনা যাহা বিছানায় পাশ ফিরিবার সময় বৃদ্ধি হয়; প্রাতঃকালে যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

রাস্টক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ। প্রসবের পর জরায়ু প্রদাহ; রোগী এক ভাবে অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিতে না পারিয়া উপশমের আশায় বার-ম্বার পাশ পরিবর্ত্তন করে; পায়ে অবশ বোধ, যাহার দরুণ রোগী পা টানিয়া উঠাইতে পারে না; জিহ্বা শুষ্ক ও উহার অগ্রভাগ লালবর্ণ; বিকারের লক্ষ-ণাদি প্রকাশ পায়; রাত্রিতে, বিশেষতঃ রাত্রি ২ প্রহরের পর, বিশ্রামের সময় যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিকেল্ কর্ণুটাম্ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। পেটের মধ্যে পচা লাগা; জ্বর ও শরীর উষ্ণ এবং মধ্যে মধ্যে শীত বোধ; যোনিদ্বার দিয়া তরল কাল্‌চে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত নির্গমন; পচা পদার্থ বমন, বেদনাহীন উদরাময় ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; রোগী বিছানায় থাকিয়াই প্রলাপ বলে বা প্রলাপ বলিতে বলিতে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা পায়; রোগী গায় কাপড় রাখিতে চাহে না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। দুর্ব্বল, লম্বা ও ক্ষীণ-কায় বিশিষ্টা রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। রোগের যে পর্য্যন্ত উপশম না হয়, অবস্থানুসারে মনোনীত ঔষধের ১ মাত্রা, ১।২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক।

আনুষঙ্গিক উপায়। রোগীর জন্য সাগু, আরারুট, বার্লী, যবের

মণ্ড বা খৈয়ের মণ্ড ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা। রোগীকে জল ব্যতীত অন্য কোন পানীয় দ্রব্য পান করিতে দিবে না। উষ্ণ জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া রোগীর পেটের উপর সেক দিলে বিশেষ উপশম হয়। এই প্রকার সেক বারম্বার দিয়া রেশম নির্ম্মিত মোমজমা (Oil Silk) দ্বারা পেট মৃদুভাবে বাঁধিয়া রাখিবে। রোগীকে স্থিরভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে এবং তাহাকে কথা বলিতে দিবে না। রোগী যে ঘরে থাকে উহাতে শীতল ও বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালন আবশ্যক।

প্রসবের পর কোষ্ঠবদ্ধ (CONSTIPATION AFTER DELIVFRY)

প্রসবের পর কএক দিবস কোষ্ঠবদ্ধ থাকা স্বাভাবিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। প্রসবের পর কএক দিবস কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া ক্লিষ্ট অন্ত্রের শক্তি পুনঃ প্রাপ্তি হওয়ার জন্য স্বভাবের এক অন্যতম উপায় বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ দূরীভূত করার জন্য প্রসূতিকে কোন *প্রকার রেচক ঔষধ সেবন করান উচিত নহে, কারণ,* উহা দ্বারা কোন উপকার না হইয়া বরং অপকার হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। এ সময়ে রেচক ঔষধ দ্বারা প্রসূতির কোষ্ঠ পরিষ্কার করিলে জরায়ু প্রদাহ, সূতিকা-জ্বর, অর্শ রোগ হওযা এবং জরায়ু স্থানভ্রষ্ট হইয়া নীচের দিকে নামিয়া পড়া অসম্ভব নহে।

যদি আপনাআপনি কোষ্ঠ না হয়, তবে প্রসবের অন্ততঃ ৫।৬ দিন পর পর্য্যন্তও প্রসূতিকে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার জন্য কোন প্রকার রেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে না। কিন্তু কোষ্ঠ বদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে যদি শিরঃপীড়া, অন্ত্রে বেদনা অথবা কোষ্ঠবদ্ধহেতু অন্যান্য কষ্টদায়ক লক্ষণাদি প্রকাশ পায়, তবে ব্রাইওনিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ ১ ফোঁটা মাত্রায় ২।১ দিন, প্রাতে এক মাত্রা ও বৈকালে এক মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা দ্বারা যদি উপকার না দর্শে, তবে নাক্স্ বমিকা ১২ বা ৩০ ডাঃ, ১ ফোঁটা রাত্রিতে দিয়া, পর দিবস প্রাতে সাল্‌ফার ৩০ ডাঃ, ১ ফোঁটা ২ কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া, প্রসূতিকে সেবন করাইবে। উক্ত ঔষধেও যদি কোষ্ঠবদ্ধ দূরীভূত না হয়, তবে ঈষৎ উষ্ণ জল বা ঈষৎ উষ্ণ জলে সাবান মিশ্রিত করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া পিচ্‌কারি দেওয়া বিধেয়।

আনুষঙ্গিক উপায়। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া অবশ্যক। কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমানে রোগীকে সুজির রুটী, পুরাতন সরু চাউলের ভাত ও দুগ্ধ দেওয়া উচিত। সুপক্ক ফলও প্রসূতিকে দেওয়া যাইতে পারে। পরিষ্কৃত জল ব্যতীত প্রসূতিকে অন্য কোন প্রকারের পানীয় দ্রব্য পান করিতে দেওয়া অন্যায়। কিন্তু দুগ্ধ পানে পেটের অসুখ হইলে, উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

প্রসবের পর ক্লেদ বা লোকিয়া নিঃসরণ (LOCHIAL DISCHARGE.)

প্রসবের পর যোনিদ্বার দিয়া যে ক্লেদ নির্গত হয় তাহাকে লোকিয়া (Lochia) বলে। ফুল নির্গত হওয়ার কিয়ৎকাল পরই লোকিয়া নির্গত হওয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জলবৎ তরল রক্তস্রাব হয় এবং প্রথম দিবস উহা পরিমাণেও অধিক হয়। ২য় বা ৩য় দিবসে উক্ত নিঃসরণের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া রজঃস্রাবের আকার ধারণ করে। সচরাচর দশম দিবস হইতেই উক্ত নিঃসরণে আর লাল বর্ণ থাকে না এবং কএক দিবস হরিদ্রার আভাযুক্ত ক্লেদ নির্গত হয় ও উহার কএক দিবস পর উক্ত নিঃসরণ শাদার আভাযুক্ত শ্লেষ্মায় পরিণত হয়। প্রসূতি চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলে উক্ত নিঃসরণ কএক দিবস অধিক হয় এবং কএক দিবস অবস্থিতি করিয়া পুনরায় একবারে বন্ধ হয়। কোন কোন প্রসূতির প্রচুর পরিমাণে লোকিয়া নিঃসৃত হয়, অথবা লোকিয়া একবারে বন্ধ হয়, আবার কোন কোন ব্যক্তির অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকে। এমতাবস্থায় আবশ্যক হইলে লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। অধিক কাল ব্যাপিয়া ক্লেদ বা লোকিয়া (Lochia) নিঃসরণ; অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে লাল্চে ক্লেদ নিঃসরণ; ভয় ও মনের উদ্বেগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। রক্তাধিক ধাতুবিশিষ্ট যুবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ব্রাইওনিয়া আল্বা ৬ বা ১২ ডাঃ। ক্লেদ নিঃসরণ বন্ধ হওয়া ও অত্যন্ত প্রবল শিরঃপীড়া, যাহার দরুণ রোগী মনে করে যেন তাহার মাথা

ফাটিয়া যাইবে; মাথায় ভার ও পূর্ণবোধ এবং কপাল ও উহার দুই পার্শ্বে ও বর্ণের সম্মুখে চাপা বোধ; নড়া চড়াতে লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। অনেক দিন পর্য্যন্ত ক্লেদ নিঃসরণ, বিশেষতঃ যাহাদিগের প্রচুর পরিমাণে ও বারম্বার রজঃস্রাব হয়। ইহা মলিন বা শিটা তল্‌তলে বা কোমলাঙ্গিনী রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। কোন প্রকার দৈবঘটনা হেতু ক্লেদ নিঃসরণ হঠাৎ বন্ধ হওয়া; জ্বরভাব থাকে, কিন্তু রোগীর পিপাসা থাকে না; স্তন দুগ্ধ একবারে হঠাৎ কমিয়া যাওয়ার সময় বা অপরাহ্ণে উপদ্রবের বৃদ্ধি; শান্তপ্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক, যাহারা সামান্য কারণেই কাঁদে বা দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

রাস্ টক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ। অনেক দিন ধরিয়া ক্লেদ নিঃসরণ; কাল্‌চে জলবৎ তরল এবং দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ; মাথার নানা স্থানে বেদনা যাহা মাথার এক স্থানে সর্ব্বদা থাকে না; মাথা স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় বলিয়া অনুভূত হয়; শয়ন করিয়া থাকিলে মাথার অসুখের বৃদ্ধি এবং উঠিয়া বসিলে অসুখের উপশম ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিকেল্ কর্ণুটাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। জলবৎ দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ; পেটের মধ্যস্থিত সমুদয় যন্ত্র নিম্ন দিকে ঠেলিয়া নামিলে যেরূপ হয়, পেটে সেরূপ বেদনা, অথবা বেদনা একেবারেই থাকে না; রুগ্ন, লম্বা স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া প্রতিদিন উহার ২।৩ মাত্রা সেব্য। যদি একটী ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল না দর্শে, তবে লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার্য্য।

স্তনের বোঁটায় টাটানী বা ক্ষত (SORE-NIPPLES.)

অল্প বয়সে সন্তান হইলে স্তনের বোঁটায় বেদনা হইয়া অনেক স্ত্রীলোক কষ্ট পাইয়া থাকে। কখন কখন স্তনের বোঁটা টাটায়, উহা হইতে রক্ত নির্গত হয় এবং উহাতে ক্ষতও হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। শিশু

স্তন দুগ্ধ বারম্বার পান করার দরুণ স্তনের বোঁটা উত্তেজিত হইয়া উহার ক্ষত শুকাইতে গৌণ হয়। গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট শরীর; গুপ্ত শুষ্ক ফুস্কুড়ী বা ইরিসিপেলাসাদি গুপ্ত থাকা হেতু চর্ম্মের অসুস্থাবস্থা হইয়া এই প্রকার অসুখ উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা। ক্যালেণ্ডুলার মূল আরোকের ৫ ফোঁটা, ১ আউন্স্ জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা প্রতিদিন ৩।৪ বার স্তনের বোঁটা ধোয়াইয়া দিলে বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। উক্ত পরিমাণে আর্ণিকার মূল আরোক জলে মিশাইয়া উক্ত প্রকারে ব্যবহার করিলেও উপকার দর্শে। আর্ণিকা ব্যবহারে কোন কোন স্ত্রীলোকের স্তন ইরিসিপেলাসের ন্যায় প্রদাহযুক্ত হইতে দেখা যায়। অতএব ইহা ব্যবহার সম্বন্ধে চিকিৎসকের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আবার অধিক পরিমাণ জলে ফিট্‌কারী বা সোহাগা মিশাইয়া স্তনের বোঁটায় লাগাইলে উপকার দর্শিতে দেখা যায়। শিশুকে স্তনপান করিতে দেওয়ার পূর্ব্বে স্তনের বোঁটাদি উত্তমরূপে ধোয়াইয়া ফেলা উচিত; নতুবা উক্ত ঔষধগুলি শিশুর উদরস্থ হইয়া বিশেষ অপকার হওয়ার সম্ভাবনা। যদি উক্ত প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফল না দর্শে, তবে লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধগুলির আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। চর্ম্ম অত্যন্ত অসুস্থ, এমন কি, সামান্য ঘা হইলেই উহাতে পূঁয উৎপন্ন হয়; স্তনের বোঁটায় ক্ষত, ফাটা ও উহাতে বেদনা বর্ত্তমানে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬,১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। স্তনের বোঁটায় ফাটাযুক্ত ক্ষত, অত্যন্ত জ্বালা ও উহা অত্যন্ত টাটায়; গায় ফুস্কুড়ী বাহির হওয়া ও উহা হইতে চট্‌চটিয়া আঠা কসানি নির্গত হইলে গ্রাফাইটিস্ ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। স্তনের বোঁটায় টাটানি ও ক্ষত যাহাতে পূঁযোৎপন্ন হওয়ার উপক্রম বা পূঁয উৎপন্ন হয়; ক্ষত স্থানে জ্বালা ও হুল ফুটানের ন্যায় অনুভূত হয় এবং ক্ষত হইতে সহজেই রক্ত পড়িলে হিপার সাল্‌ফিউরিস্ ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। স্তনের বোঁটায় টাটানী, ক্ষত ও বোঁটার গোড়ার চতুর্দ্দিকে ফাটাযুক্ত ক্ষত যাহাতে অত্যন্ত জ্বালানুভূত হয় এবং যাহা হইতে সহজেই রক্ত নির্গত হয়; শুষ্ক মরা চাম স্তনের বোঁটার চতুর্দ্দিকে উঠিলে সাল্‌ফার ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। ইহা গণ্ডমলা ধাতুবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। ঔষধের এক মাত্রা প্রাতে ও এক মাত্রা রাত্রিতে সেব্য।

স্তনে ফোড়া (MAMMARY ABSCESS,—GATHERED BREASTS.)

শিশু স্তন পান কালে সকল সময়েই স্ত্রীলোকের এই অসুখটী ঘটিতে পারে। কিন্তু সচরাচর সন্তান প্রসবের ২।৩ সপ্তাহের পরই ইহা অধিক ঘটিয়া থাকে। আবার কোন কোন স্ত্রীলোক, প্রত্যেকবার সন্তান প্রসবের পরই এই অসুখ দ্বারা বারম্বার আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন অংশে স্ফীতি ও দপ্‌দপিয়া বেদনা হইয়া রোগ আরম্ভ হয়, তৎপর শীত হয় এবং উহার পর জ্বর হয়। এ সময়ে স্তন পরীক্ষা করিলে উহার কোন না কোন স্থানে একটী গ্রন্থির ন্যায় স্ফীতি অনুভূত হয় যাহাতে বেদনা ও টাটানি অনুভূত হয়। এই সময়ে উপযুক্ত ঔষধ পড়িলে প্রদাহ ও স্ফীতি ইত্যাদি শীঘ্র শীঘ্র দূরীভূত হয়, অন্যথা আক্রান্ত স্থানে পূঁয উৎপন্ন হইয়া রোগীকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে পারে।

কারণ। হিম, ঠাণ্ডা লাগিয়া বা কোন প্রকারে স্তন মোচড়াইয়া পড়িলে বা থেঁতলিয়া গেলে, হঠাৎ ক্রোধ বা ভয়, অথবা অন্য কারণে স্তন দুগ্ধ সঞ্চার রুদ্ধ হইলে স্তনে ফোড়া হয়। স্তনে দুগ্ধের আধিক্যও এই রোগের একটী বিশেষ কারণ। যাহাদিগের মৃত সন্তান জন্মে বা প্রসূত হইয়া প্রসবের পর অল্পকাল মধ্যেই মরিয়া যায় তাহাদিগের মধ্যেই এই রোগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা। স্তন ঝুলাইয়া রাখিবে না। প্রদাহের প্রথমাবস্থায় স্তনে পুল্‌টিশ ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নহে। শূকরের চর্ব্বি গরম করিয়া এক খানি নেকড়ায় করিয়া আক্রান্ত স্তনে লাগাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। উক্ত চিকিৎসায়ও যদি প্রদাহযুক্ত স্তনের পাকা নিবারিত না হয়, তবে শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া উহাতে পূঁয হওয়ার জন্য আক্রান্ত স্তনে বারম্বার তিষির পুল্‌টিশ দেওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

রোগের প্রারম্ভে যখন শীত আরম্ভ হয়, একোনাইট্‌ র‍্যাডিক্স্‌ ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। শীতল, শুষ্ক, পশ্চিমা বাতাস লাগিয়া রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী। কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্তনে অত্যন্ত টাটানি এবং স্তন যে ভাবে রাখা যাউক না কেন উহাতে বেদনা ও টাটানির উদ্রেক হইলে আর্ণিকা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। স্তন অত্যন্ত স্ফীত ও কঠিন হয় এবং উহাতে ভারি বোধ হয়; কখন কখন স্তন বিসর্পের (Erysipelas) ন্যায় লালবর্ণ রেখা দ্বারা আবৃত হয় এবং

উহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনার উদ্রেক হয়; মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে ও দপ্‌দপিয়া শিবঃপীড়া ইত্যাদি লক্ষণে বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। স্তন স্ফীত, কঠিন ও ভারি ও উহাতে স্থান পবিবর্ত্তনকারী বেদনা; চর্ম্ম শুষ্ক এবং জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমানে ব্রাইওনিয়া ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। ইহা রোগের প্রারম্ভে বিশেষ উপকারী। আক্রান্ত স্থানে পুঁয উৎপন্ন হওয়া আবস্ত হইয়া উহাতে দপ্‌দপানি ও শীত বোধ ইত্যাদি লক্ষণে হিপার্ সাল্‌ফিউরিস্ ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। স্তনেব ফোড়া পাকিয়া উহাতে পুঁয উৎপন্ন হইয়া যদি উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে পুঁয নির্গত হয়, তবে ফস্ফরাস্ ৮ ডাঃ ব্যবস্থা। ফোড়া হইতে নির্গত পুঁয যদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, জলবৎ তবল হয় এবং উহা যদি অনেক মুখে নির্গত হয়, তবে সাইলিসিয়া ৬ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। যদি স্তনের ফোড়া কাটিতে হয়, তবে বিচক্ষণ ও বহুদর্শী অস্ত্রচিকিৎসকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। কারণ, স্তনেব ফোড়াতে নালী হইয়া অনেক রোগী অনেক কাল কষ্ট পায় এরূপ সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রবল হইলে ঔষধের ১ মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক। রোগ প্রবল না হইলে ঔষধের ১ মাত্রা ৪।৫।৬ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া উচিত।

স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার (THE SECRETION OF MILK)

পূর্ব্বেই এক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে সচরাচব সন্তান প্রসবেব ২।৩ দিবস পর অথবা কোন কোন স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পূর্ব্বেই স্তনে দুগ্ধের সঞ্চাব হয়। স্ত্রীলোকের শরীবেব পরিপোষণ ও সুস্থতার উপর স্তন দুগ্ধের অল্পতা বা আধিক্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। স্তনদুগ্ধের পরিমাণ সকল স্ত্রীলোকেব এক বকম নহে। কোন কোন স্ত্রীলোকের স্তনে এত অধিক পরিমাণে দুগ্ধের সঞ্চার হয় যে উহা দ্বারা ২।৩টি শিশুকে অনায়াসে পরিতৃপ্ত কবা যায়। কোন কোন স্ত্রীলোকের স্তনে অতি সামান্য পরিমাণ দুগ্ধের সঞ্চাব হয়। আবার কোন কোন স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার একবারেই হয় না।

স্তনে দুগ্ধের অল্পতা। স্তনে দুগ্ধের অল্পতা অনেক কারণে হইতে পারে। তন্মধ্যে মনের উদ্বেগ, শোক, দুঃখ, শরীরের পরিপোষণের অভাব; অন্যায় আহাব, শাবীবিক অসুস্থতা ইত্যাদিই প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত।

ইউরোপ ও আমেরিকাস্থ অনেক স্ত্রীলোক স্তনে দুগ্ধ হওয়ার জন্য নানা প্রকারের মদ্য পান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কোন প্রকার মাদক বা উত্তেজক পদার্থ বা ঔষধ, আহারদ্রব্যাদির বা বহির্ব্বায়ুর ময়লা, স্ত্রীলোকের শরীরে ময়লা রুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি দ্বারা দুগ্ধের অল্পতা হয় ও উক্ত দুগ্ধ পান করার দরুণ শিশুরও অনেকটা অনিষ্ট হইয়া থাকে।

স্তনে দুগ্ধের আধিক্য। কোন কোন স্ত্রীলোকের শারীরিক সুস্থতার দরুণ স্তনে অধিক পরিমাণে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়া স্তন অত্যন্ত স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয় এবং স্তন হইতে অনবরত অসাড়ে দুগ্ধ নির্গত হয়, যাহার দরুণ বিছানার কাপড় ইত্যাদি ভিজিয়া যায় ও উহার দরুণ সর্দ্দি ইত্যাদি লাগিয়া অসুখ হইতে পারে। যদি অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধ নির্গত হয়, তবে উহার দরুণ স্নায়বিক লক্ষণ, অজীর্ণ, সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শরীর একবারে শিটা বা শীর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

চিকিৎসা। প্রবল জ্বর; অস্থিরতা ও মনের অত্যন্ত উদ্বেগ ইত্যাদিতে একোনাইট্ রাডিক্স ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা। রক্তাধিক্য ধাতু বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। অতিরিক্ত পরিমাণে স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার ও উহার দরুণ স্তন স্ফীত হয় ও উহা হইতে অনবরত দুগ্ধ নির্গত হয় ইত্যাদি লক্ষণে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। কোমলাঙ্গিনী, শীর্ণ স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ঔষধ উপকারী। রক্তাদি স্রাব হেতু দুর্ব্বলতার দরুণ অসাড়ে স্তন দুগ্ধ নির্গত হইলে চায়না ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। স্তন দুগ্ধের অল্পতা বা স্তনে একবারে দুগ্ধের অভাব; একপেশে মাথাধরা (আধ কপালিয়া মাথাব্যাথা); মাথা হেট করিলে বা বসা অবস্থা হইতে উঠিতে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা এবং গায় ঠাণ্ডা বোধ ইত্যাদি লক্ষণে পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক যাহারা সামান্য কারণেই কাঁদে, কাঁদকাঁদ হয় বা দুঃখ প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী। স্তনে অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়া স্ফীত হয়; শরীরের নানা স্থানে বাতের বেদনার ন্যায় বেদনা; শরীরের নানা সন্ধি কঠিন হয় বা উহা নোয়ান যায় না; রোগী একভাবে অনেকক্ষণ থাকিতে না পারিয়া উপশমার্থে পাশ ফিরিয়া থাকে ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে রাস্‌টক্স ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। স্তনের দুগ্ধ দূষিত হয়, যাহার দরুণ শিশু স্তন মুখে লইতে চাহে না এবং দুগ্ধপান করিয়া কিয়ৎকাল পরই বমন করিয়া

তুলিয়া ফেলে ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে সাইলিসিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। স্তনদুগ্ধ নীলের আভাযুক্ত ও জলবৎ তরল এবং শিশু উদরস্থ করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া তুলিয়া ফেলিলে ল্যাকেসিস্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত মনোনীত ঔষধের ১ মাত্রা প্রাতে ও ১ মাত্রা রাত্রিতে সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। যদি স্তনে দুগ্ধ অল্প ও দূষিত হয়, তবে আহার দ্রব্যাদি পুষ্টিকর ও সহজে পরিপাক পায় এরূপ হওয়া আবশ্যক। টাট্‌কা দুধ, মাখন, রুটী, তরকারী এবং সুপক্ক ফলাদি আহার্য্য। যদি স্তনে অতিরিক্ত পরিমাণে দুধের সঞ্চার হয়, তবে তরল আহারীয় বা পানীয় পদার্থ অতি কম পরিমাণে খাওয়া উচিত।

মাতৃস্তন দুগ্ধের অভাব ইত্যাদি কারণে শিশুকে স্তন দুগ্ধ বিশিষ্ট ধাত্রীর স্তন পান করান

(USE OF A WET-NURSE.)

কোন কারণ বশতঃ মাতার স্তনে দুগ্ধ না থাকিলে বা মাতার কোন প্রকার অসুখ হইলে শিশুকে মাতৃস্তন দুগ্ধ পান করান উচিত নহে। এমতাবস্থায় যে স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধ আছে শিশুকে এমন একটী স্ত্রীলোকের স্তন দুগ্ধ পান করান উচিত। স্তনে দুগ্ধ বিশিষ্ট ধাত্রী মনোনীত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ধাত্রীটী সুস্থ হওয়া আবশ্যক। তাহার বয়স শিশুর মাতার বয়সের সমান হওয়া উচিত এবং তাহার সন্তান শিশুর এক বয়সী হইলে আরো ভাল হয়। ধাত্রীর গরমীর ব্যারাম, কোন প্রকার দাদ, পাঁচড়া, খোশ বা গ্রন্থী স্ফীত হইলে তাহার দুগ্ধ শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহার স্তনে প্রচুর পরিমাণে ভাল দুগ্ধ থাকা আবশ্যক এবং তাহার প্রকৃতি শান্ত হওয়া উচিত। ধাত্রীর সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকা আবশ্যক এবং শিশুরও ধাত্রীর প্রিয় হওয়া আবশ্যক। উক্ত প্রকারের একটী ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া ধাত্রী যাহাতে তাহার আহারাদিতে বিশেষ মনোযোগ করে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার সহিত দেখা আবশ্যক। ধাত্রীকে কোন প্রকার উষ্ণ কারক বা উত্তেজক ও যাহাতে অন্ত্রে বায়ুর সঞ্চার হয়, সেরূপ আহার

বা পানীয় উদরস্থ করিতে দিবে না। ধাত্রীর প্রত্যহ কাঁচা টাট্‌কা জলে স্নান ও নিয়মিত রূপে বহির্ব্বায়ুতে চলিয়া বেড়ান এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। ধাত্রী উক্ত নিয়মগুলি পালন করিলে সুস্থ থাকে। অতএব তাহার স্তন পান করিলে শিশুও সুস্থ থাকে। অন্যথা নানা প্রকারের অসুখ হইয়া শিশু কষ্ট পায় এবং উহার দরুণ তাহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

শিশু-চিকিৎসা।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে কি করা কর্ত্তব্য

(THE INFANT AND ITS RECEPTION AT BIRTH.)

অনেক সময় এরূপ ঘটে যে ধাত্রীর পহুঁছিবার পূর্ব্বেই অনেক স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এমতাবস্থায় শিশু সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য এবং এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার বিষয় নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল। গর্ভস্থ শিশুর মাথা মাতার যোনি দ্বারের বাহির হইয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে সচরাচর প্রসব বেদনার কতকটা হ্রাস হয়। এমতাবস্থায় প্রসূতির সম্মুখে ধাত্রী বা অন্য যে কোন ব্যক্তি বসিয়া থাকে শিশুর মাথা হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিবে এবং নাভি নাড়ী (Umbilical Cord) শিশুর গলার চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া পড়িলে উহা খুলিয়া দিবে। নতুবা উহা দ্বারা শিশুর গলায় ফাঁসি লাগিয়া তাহার মৃত্যু হইতে পারে। আবার অনেক সময় সন্তানের গলা যোনি দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেই প্রসূতির বেদনা কমিয়া যায়। এরূপ হইলে বেদনা পুনরায় বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সন্তান বাহির হইতে পারে না। অনেকের বেদনা ৫।১০ মিনিট কালও এরূপ হ্রাসাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় প্রসূতির যোনি দ্বারের প্রাচীরের চাপ সন্তানের গলায় পড়ে। এরূপ হইলে গলায় ফাঁস পড়িয়া শিশুর মৃত্যু হইতে পারে। এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে প্রসবের সময় প্রসূতির নিকট

যে কোন লোক উপস্থিত থাকে তাহার উচিত যে যোনি দ্বারের যে দিকে শিশুর গলার সম্মুখ ভাগ থাকে যোনি দ্বারের সে দিকের প্রাচীর হাতের আঙ্গুল দিয়া বহির্দ্দিকপানে ঠেলিয়া রাখে যে পর্য্যন্ত বেদনা পুনরায় বৃদ্ধি না হয়। শিশু ভূমিষ্ট হইলে উহাকে রক্ত বা অন্য কোন প্রকারের ক্লেদ হইতে ঘরের এমন স্থানে একখানি বিছানায় শয়ন করাইয়া রাখিবে যে স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে। যদি শিশুর নাসিকা বা মুখ মাতৃগর্ভস্থ শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ বা পর্দ্দা দ্বারা আবৃত থাকে, তবে একখানি মুলাম কাপড় দ্বারা উহা মুছাইয়া দিবে। নতুবা উহা দ্বারা শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইতে পারে। সুস্থাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইলে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকে এবং উহার শরীরের কালচে শিটা রঙ্গ লালচে বা গোলাপী রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর দৃষ্টতঃ মৃত্যু বা নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়া (APPARENT DEATH,—ASPHYXIA.)

কষ্টে বা গৌণে প্রসব হইলে এরূপ অনেক সময় ঘটে যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উহার নিশ্বাস প্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া রুদ্ধ হয় এবং সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় উষ্ণ ফ্লানেল' কাপড় দ্বারা সমুদয় শরীর আচ্ছাদন করিয়া শিশুর মাথা ও মুখ মণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে শীতল জল ছিটাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা উপকার না দর্শিলে অঙ্গুলী দ্বারা শিশুর নাসারন্ধ্র চাপিয়া ধরিয়া শিশুর মুখে মুখ লাগাইয়া সজোরে ফুঁ দিবে এবং শিশুর ফুস্ফুসের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইয়া বায়ু বাহির করিবার জন্য বক্ষের উপর হাত দ্বারা চাপিবে। এই প্রকার কতক্ষণ করিবে এবং শিশুর নাভি নাড়ী বা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের কোন চিহ্ন অনুভূত হইলে শিশুর জীবিত থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস রীতি মত হইলে, শিশুর নাভি নাড়ী কাটিয়া উহাকে মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। এক টুকরা সেলাই করার শক্ত সূতা রসির ন্যায় পাকাইয়া শিশুর নাভি হইতে আন্দাজ ৩ অঙ্গুলী অন্তর নাভি নাড়ীতে শক্ত করিয়া একটী গিরা দিবে। আবার উক্ত গিরার ৩ অঙ্গুলী অন্তর অন্য একগাছি সূতার রসি দ্বারা শক্ত

করিয়া অন্য একটী গিরা দিবে। উক্ত দুইটী গিরার মধ্যবর্ত্তী স্থানে একখানি ভোঁতা কাঁচি বা ছুরি দ্বারা নাভি নাড়ী কাটিয়া শিশুকে ফুল হইতে বিচ্ছিন্ন করত একখানি শুকনা কাপড় দ্বারা শিশুকে গলা পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে এবং তৎপর ঈষৎ উষ্ণজল দ্বারা শিশুর শরীর ধোয়াইয়া দিয়া শুকনা কাপড় দ্বারা মুছাইয়া উহার শরীর পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

শিশুকে ধোয়ান (WASHING THE CHILD)

ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিয়ৎকাল পরই শিশুকে ঈষৎ উষ্ণজল দ্বারা ধোয়াইয়া মুছাইয়া দিবে। তৎপর বোগল, কুঁচ্‌কি, থুতির নীচ ইত্যাদি স্থানে নারিকেল বা সরিষার তৈল মাখাইয়া এক খানি শুকনা মুলাম নেকড়া দিয়া শিশুকে মুছাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা শিশুর শরীর পরিষ্কৃত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর শরীর উক্ত প্রকারে পরিষ্কার করিলে গায় ফুস্কুড়ী ইত্যাদি প্রকাশ পাইতে পারে না ; অথবা উহার গায় কোন প্রকার ক্ষত হইতে পারে না। শিশুকে প্রত্যহ স্নান করাইবে। প্রথম কএক দিবস ঈষৎ উষ্ণ জলে এবং তৎপর টাট্‌কা কাঁচা জলে স্নান করাইবে। শিশুকে কখনও শীতল ঘরে স্নান করান উচিত নহে।

নাভি নাড়ী বাঁধা (DRESSING THE NAVEL)

একখানি পুরাতন পাতলা সুতার কাপড়ের নেকড়া (দীর্ঘে ৬ অঙ্গুলী ও প্রস্থে ৬ অঙ্গুলী, ৩।৪ ভাঁজ করিয়া লইয়া উহার ঠিক মধ্যস্থানে ছিদ্র করিবে এবং উক্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়া শিশুর নাভিনাড়ীটী প্রবেশ করাইয়া নেকড়াখানি নাভিমূল পর্য্যন্ত টানিয়া নাভিমূলের চতুপার্শ্বে বিছাইয়া রাখার ন্যায় রাখিবে। তৎপর অন্য একখানি নেকড়া লইয়া নাভি নাড়ীটী জড়াইয়া বাঁধিবে। উহার পর নাভি নাড়ীটী শিশুর বুকের দিকে হেলাইয়া রাখিয়া উক্ত ছিদ্র বিশিষ্ট নেকড়া খানি দিয়া নাভি নাড়ীটী আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে ও অন্য একখানি চৌড়া কাপড় দিয়া শিশুর পেট, কোমরের উপরিভাগে, বন্ধনীর (Bandage) ন্যায় মৃদু ভাবে বাঁধিয়া রাখিবে। বন্ধনী কসিয়া বাঁধিলে অনেক শিশুর কষ্ট হয় এবং উহা দ্বারা অনিষ্টও হইতে পারে। নাভি নাড়ী ক্রমে শুকাইয়া সরু হয় এবং ৫।৬ দিবস মধ্যেই

পড়িয়া যায়। নাভি নাড়ী পড়িয়া গেলে একখানি সূতার কাপড়ের নেকড়া অলিব্ অএল্ (Olive Oil) বা নারিকেল তৈলে ভিজাইয়া নাভির উপর লাগাইয়া রাখিবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে নাভি প্রদেশে ক্ষতাদি হইতে পারে না। নাভিতে পূঁয হইলে সূতার পুরাতন কাপড়ের নেকড়া পোড়াইয়া উহার ছাই নাভিতে লাগাইয়া রাখিলে পূঁয নিবারিত হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র ক্ষত শুকাইয়া যায়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম মলত্যাগ (THE MECONIUM.)

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু প্রথম যে মলত্যাগ করে তাহাকে মিকোনিয়াম বলে। এই মল গাঢ় সবুজ বা গাঢ় কাল রঙ্গ বিশিষ্ট হয় এবং উহা অত্যন্ত চট্‌চটিয়া আঠা হয়। এই মল অন্ত্রের নিঃসরণের সঙ্গে পিত্ত মিশ্রিত বলিয়া অনুভূত হয়। সচরাচর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই শিশু এই প্রকার মলত্যাগ করে। কিন্তু কোন কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ১২।১৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মলত্যাগ করে না এবং তদ্দরুণ শিশু ছট্‌ ফট্‌ করে ও পেটে বেদনার দরুণ সে সর্ব্বদা কাঁদে। মাতার স্তন দুগ্ধ উদরস্থ হইলেই শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ দূরীভূত হয়। অতএব যত শীঘ্র সম্ভবে শিশুকে মাতৃ স্তনপান করিতে দিবে। যদি মাতৃ স্তন পানে শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ দূরীভূত না হয়, তবে নাক্স্ বমিকা ৩০ ক্রমের ক্ষুদ্র বটিকার ২।৩টি ৩।৪ ফোঁটা জলে মিশাইয়া রাত্রিতে একবার এবং তাহার পর দিবস প্রাতে একবার দিবে। উক্ত ঔষধ দ্বারাও যদি শিশুর দাস্ত না হয়, তবে গ্লিসিরিন ১ ড্রাম পরিমাণ লইয়া শিশুর গুহ্য-দ্বার দিয়া পিচকারি দিবে। অথবা ঈষৎ উষ্ণ জলে সামান্য পরিমাণে সাবান মিশাইয়া উহা দ্বারা শিশুর গুহ্য দ্বার দিয়া পিচ্‌কারী দিলে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। শিশুর বিশেষ কষ্ট না হইলে শিশুকে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য কোনও ঔষধ খাওয়ান অনুচিত।

শিশুর স্তন দুগ্ধ পান ও আহার

(NURSING AND DIET OF CHILDREN.)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ২।৩ দিবসের পূর্ব্বে মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও ভূমিষ্ঠ হওয়ার

২৷৩ ঘণ্টা পরই মাতার স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে চুষিতে দিবে। ইহা দ্বারা শিশুর স্তন পানের অভ্যাস হয় এবং মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই অনেক গর্ভিনীর স্তনে জলবৎ তরল এক প্রকার পদার্থের সঞ্চার হয় এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই উক্ত পদার্থ দুগ্ধে পরিণত হয়। উক্ত দুগ্ধে শিশুর অন্ত্রের উপর মৃদু রেচক পদার্থের ন্যায় কার্য্য করে এবং উহার সাহায্যেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু অনায়াসে প্রথম মল ত্যাগ করে। উক্ত স্তন দুগ্ধ দ্বারা যতক্ষণ শিশুর ক্ষুধা নিবারিত হয় এবং না কাঁদিয়া শিশু নিস্তব্ধ ভাবে শয়ন করিয়া থাকে, ততক্ষণ শিশুকে গরুর দুধাদি বা অন্য কোন প্রকারের পানীয় দ্রব্যাদি উদরস্থ করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ, উহা দ্বারা শিশুর অপাক জন্মে। সুস্থ থাকিলে মাতৃ স্তন দুগ্ধই শিশুর পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উপাদেয় আহার মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু মাতার স্তনে দুগ্ধ না থাকিলে বা মাতৃ স্তন দুগ্ধ দূষিত হইলে মাতৃ স্তন দুগ্ধের পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রকার আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অঙ্গুলী দ্বারা শিশুর মুখে মধু দিয়া লাল বাহির করিয়া ফেলার প্রথা এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। এ প্রথা মন্দ নহে। ইহা দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। (১) ইহাদ্বারা গলার মধ্যের রুদ্ধ লাল বা শ্লেষ্মা বহির্গত হয়, (২) মাতৃ স্তনে দুগ্ধের অভাব হেতু মধু দ্বারা আহারের কার্য্য হয় এবং তদ্দরুণ গলা শুকাইয়া শিশু কষ্ট পায় না।

গাভীর দুগ্ধ। যদি মাতৃ স্তনে দুগ্ধ না থাকে বা মাতৃ স্তন দুগ্ধ দূষিত হয়, অথবা ভাল স্তনদুগ্ধ বিশিষ্ট ধাত্রী (Wet-Nurse) পাওয়া না যায়, তবে শিশুকে গরুর টাট্‌কা দুধ পান করান উচিত। একটী গরুর দুধই শিশুকে সর্ব্বদা পান করান উচিত। নানা গরুর দুধ একত্র করিয়া শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ, উহা দ্বারা পেটের অসুখ হইতে পারে। নব প্রসূত শিশুর পক্ষে গাঢ় দুধ অপকারী। অতএব টাট্‌কা দুধে জল মিশাইয়া (যত পরিমাণ দুধ উহাতে তত পরিমাণ উষ্ণ জল মিশাইয়া) উহাতে দুগ্ধ-চিনি (সুগার অব্‌ মিল্‌ক্‌, – Sugar of Milk), অথবা পরিষ্কার মিশ্রি মিশাইয়া শিশুকে পান করিতে দিবে। অথবা যত পরিমাণ গরুর দুধ উহাতে তত পরিমাণ পরিষ্কার কাঁচা জল মিশাইয়া উহাতে কতক পরিমাণ মিশ্রির গুঁড়া মিশাইয়া জ্বাল দিবে এবং উক্ত জলমিশ্রিত দুধ একবার ফুটিয়া উঠিলে শিশুকে পান করিতে দিবে। শিশু বড় হইলে দুগ্ধে জল মিশাইয়া দেওয়া আবশ্যক

হয় না। জাল দেওয়া দুধ শিশুকে দেওয়া উচিত নহে। শাবক প্রসব করার অনেক দিন পর গাভীর দুগ্ধে কতক পরিমাণে অম্ল থাকে। এই প্রকার দুগ্ধ শিশুগণকে পান করান উচিত নহে। অতএব শিশুকে গরুর দুধ পান করিতে দেওয়ার পূর্ব্বে দুধ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। গরুর দুধে অম্ল থাকিলে দুধের মধ্যে নীল বর্ণের একখানি লিট্মাস্ কাগজ (Blue-Litmus-Paper) ডুবাইয়া রাখিলে কাগজখানি লাল বর্ণ হয়। উত্তম গরুর দুধে লাল লিট্-মাস্ কাগজ (Red-Litmus-Paper) ডুবাইয়া রাখিলে কাগজ খানি নীল বর্ণ হয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে অনেক সময় গরুর দুধাদি পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় আরারুট, বার্লি, সাগু, চাউলের গুঁড়া জলে সুসিদ্ধ করিয়া উহার জলবৎ তরল ক্বাথে কতক পরিমাণ পরিষ্কার মিশ্রি বা চিনি মিশাইয়া শিশুকে খাওয়াইতে আমরা বাধ্য হই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত শিশুর অনেক গুলি দাঁত না উঠে সে পর্য্যন্ত সাগু, বার্লি, আরারুট ইত্যাদি বিশেষ অনিষ্টকর ইহা আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত।

নিয়মিত সময়ে, অর্থাৎ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে দুগ্ধ পান করাইবে। শিশু কাঁদিলেই যে তাহাকে স্তন বা গরুর দুধ পান করিতে দিতে হইবে এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, ক্ষুধা ব্যতীত অন্য কোন কারণেও শিশু কাঁদিতে পারে। অনাবশ্যক মতে শিশুকে দুগ্ধাদি পান করিতে দিলে বা অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে দিলে বমন এবং অন্ত্রে বায়ুর সঞ্চার হইয়া শূল বেদনার ন্যায় বেদনা ইত্যাদি অপাকের কষ্টদায়ক লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়া শিশু উহা দ্বারা অত্যন্ত কষ্ট পাইতে পারে।

শিশুর চক্ষু প্রদাহ বা অপ্থ্যাল্মিয়া

(OPTHALMIA,—INFLAMED-FYES)

অনেক শিশু চক্ষু প্রদাহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পায়। ইহা কখন কখন ভূমিষ্ঠ হওয়ার কএক দিন পর অথবা অনেক সপ্তাহকাল পর শিশুকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা সচরাচর চক্ষুর পাতায় আরম্ভ হয় এবং উহার প্রতিকার শীঘ্র না করিলে, প্রদাহ অক্ষিগোলকে (Eye-Balls) বিস্তৃত হয়। প্রথমতঃ প্রাতে শিশুর চক্ষুর পাতা পিচুটী দ্বারা আঁটিয়া লাগিয়া থাকে এবং চক্ষুর পাতার বহির্দ্দিক লাল বর্ণ হয়। চক্ষুর পাতা

উল্টাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে চক্ষুর মধ্যাংশ লাল দেখিতে পাওয়া যায় এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ ও চক্ষুর পাতার মধ্যবর্ত্তী ঝিল্লীতে পুঁযের ন্যায় আঠা শ্লেষ্মা দৃষ্ট হয়। চক্ষে আলোক সহ্য হয় না। অতএব শিশু সর্ব্বদাই চক্ষু বুজিয়া থাকে। অন্ধকার ঘরে শিশু কখন কখন চক্ষু মেলিয়া থাকে। রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; সে অস্থির হয়, সর্ব্বদা কাঁদে, তাহার ক্ষুধা বা নিদ্রা হয় না। রোগ ১ সপ্তাহ হইতে ৩।৪ সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করিয়া সারিয়া যাইতে পারে। অথবা উহার পর রোগ পুরাতন আকারও ধারণ করিতে পারে। শিশুর চক্ষে যাহাতে উজ্জ্বল আলোক বা প্রবল শীতল বাতাস না লাগিতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক; কারণ, উহা দ্বারাই সচরাচর চক্ষু প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ। শীতল বা শুষ্ক বাতাস, কিম্বা উজ্জ্বল আলোক লাগিয়া চক্ষু প্রদাহ; সমুদয় চক্ষু অত্যন্ত লালবর্ণ হয় ও চক্ষু হইতে প্রচুর পরিমাণে জল নির্গত হয়, জ্বরভাব বা জ্বর, অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। প্রবল চক্ষু প্রদাহ ও চক্ষু উজ্জ্বল লালবর্ণ ও চক্ষে কোন প্রকারের আলোক সহ্য হয় না; চক্ষের শুষ্কতা ও কখন কখন চক্ষুর পাতা হইতে রক্ত নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ (Scrofulous Opthalmia); চক্ষুর পাতা স্ফীত ও লালবর্ণ ও রাত্রিতে চক্ষুর পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকা; চক্ষে প্রচুর পরিমাণে কেতুর বা পিচুটী পড়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কোমলাঙ্গ, শিটা বা শীর্ণ শরীর ও লম্বোদর বিশিষ্ট শিশুর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। হিম, ঠাণ্ডা বা আর্দ্র বাতাস লাগিয়া চক্ষু প্রদাহ; বহির্ব্বায়ুতে প্রত্যেক বার শীতল পরিবর্ত্তনে রোগের বৃদ্ধি; চক্ষু স্ফীত ও প্রাতে উহার পাতায় পাতায় লাগিয়া থাকে ও চক্ষু হইতে রক্ত নির্গত হয়; শিশু সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদাই কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। চক্ষুর পাতা অত্যন্ত স্ফীত ও পাতার নীচে পূঁযবৎ পদার্থের সঞ্চার; চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে ও চক্ষুর পাতার প্রান্তে ফোস্কার ন্যায় ফুস্কুড়ী ও মরা চামড়া উঠা ইত্যাদিতে এই ঔষধ ব্যবস্থা। গণ্ডমালা ধাতু জনিত বা পিতামাতার দোষে উৎপন্ন প্রমেহ রোগ জনিত চক্ষু প্রদাহের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

সাল্ফার ৩০ ডাঃ। গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ; চক্ষে অত্যন্ত চুলকানি এবং সমুদয় শরীরে খোসের ন্যায় ফুস্কুড়ী; চক্ষের কোণে ক্ষত হওয়ার ন্যায় দৃষ্ট হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যে সকল শিশুর পিতা বা মাতা পুরাতন চর্ম্মরোগ দ্বারা আক্রান্ত, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। মাত্রা ½ ফোঁটা, বা ২টী ক্ষুদ্রবটিকা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। একটী ঔষধ ২।৩ দিবস উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার করিয়া যদি উপকার না দর্শে, তবে লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ ব্যবহার্য্য।

বাহ্য প্রয়োগ। ঈষৎ উষ্ণ জলে কতক পরিমাণে গরুর কাঁচা দুধ মিশাইয়া চক্ষু ধোয়াইয়া দিবে। সুগার অব্ লেড্, কষ্টিক্, সাল্‌সেট্ অব্ জিঙ্ক ইত্যাদির লোশন চক্ষে একবারেই লাগাইবে না।

নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হওয়া বা স্নাফেল্‌স্

(Obstruction of the Nose,—Snuffles)

নাসারন্ধ্রের মধ্যে এক প্রকার শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং উহা শুকাইয়া শিশুগণের নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হয়। উহার দরুণ শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টানুভূত হয় এবং সে স্তনদুগ্ধ টানিয়া পান করিতে পারে না। ইহার দরুণ শিশুর ঘুমেরও ব্যাঘাত জন্মে এবং নাসিকা হইতে এক প্রকার সোঁ সোঁ, গোঁ গোঁ শব্দ হয়। কোন কোন শিশুর নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয় বা বহুব্যাপক সর্দ্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের (Influenza) লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা। নাসিকা হইতে জলবৎ তরল শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া; বহির্ব্বায়ুর প্রত্যেকবার শীতল পরিবর্ত্তনে রোগের বৃদ্ধি; শিশু অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। নাসারন্ধ্রে শুষ্ক বোধ, শীতল বা আর্দ্র

বাতাস লাগিলেই যদি রোগের বৃদ্ধি হয়, ডাল্‌কেমেরা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। রাত্রিতে বা প্রাতে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি; রাত্রিতে নাসারন্ধ্রে অত্যন্ত শুষ্ক বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্ বমিকা ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। শ্লেষ্মার দরুণ নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনল বা বুকের মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়্ঘড়্ শব্দ হইলে আণ্টিমোনিয়াম্ টার্টারিকাম্ ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। নাসারন্ধ্রে অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হইলে নাসারন্ধ্রের মধ্যে অঙ্গুলী বা তুলী দ্বারা নারিকেল তৈল বা ওলিব্ অএল্ (Olive oil) বা টাট্‌কা মাখন ঢালিয়া ১০।১৫ মিনিট রাখিবে। তৎপর লোহারই হউক বা বাঁশেরই হউক, একখানি সরু সলায় কতক পরিমাণ ধোনা তুলা জড়াইয়া নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া নাসারন্ধ্রের মধ্যস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা টানিয়া ফেলিবে।

ঔষধের মাত্রা। ঔষধের ১ মাত্রা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক।

শিশুর কামল রোগ,-নেবা বা জণ্ডিস্

(JAUNDICE OF INFANTS)

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৩।৪ দিবস পরই নব প্রসূত শিশুগণের কামল রোগ হইয়া থাকে। শিশুর চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং কোন প্রকারের উপসর্গ প্রকাশ না পাইয়া কএক দিবস মধ্যেই সারিয়া যায়। কখন কখন চর্ম্ম হরিদ্রা বর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের শ্বেতাংশ, চক্ষের জল ও মূত্র হরিদ্রা বর্ণ ও মল কাদার রঙ্গ বিশিষ্ট হয়; উদর স্ফীত হয়; শিশু খিট্ খিট্ করে এবং কামল রোগের সমুদয় বিকাশ প্রাপ্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। শেষোক্ত প্রকারের কামল রোগের চিকিৎসার ভার কোন এক বিচক্ষণ বহুদর্শী চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত, কারণ, এই প্রকার কামল রোগে এতদ্দেশে অনেক শিশুর মৃত্যু হইতে দেখা যায়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে প্রথম হাগাইবার জন্য রুবার্ব্ (Rhubarb) প্রভৃতি রেচক প্রয়োগ দ্বারাই অধিকাংশ শিশুর এই প্রকার কামল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। শিশুর শরীর উষ্ণ, অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণে একোনাইট্ রাডিক্স্ ৩, বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। হিম, ঠাণ্ডা বা শীতল বাতাস লাগিয়া রোগোৎপন্ন হওয়া; মুখ মণ্ডল ও চক্ষের শ্বেতাংশ হরিদ্রা বর্ণ; সাদাটিয়া দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ; শিশু সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং

সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। সমুদয় শরীরের চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ; পেট স্ফীত হয় বা ঠোশ মারিয়া থাকে; যকৃত প্রদেশ চাপিলে বেদনানুভূত হয়; শাদা, অজীর্ণ দুগ্ধযুক্ত, অথবা হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ তরল মলত্যাগ এবং মল অনায়াসে নির্গত হইলে চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত কামল রোগ; শরীরের চর্ম্ম অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ; ধূসরের আভাযুক্ত শাদা মল ত্যাগ এবং মল ত্যাগের সময় অত্যন্ত কোঁথপাড়া; প্রচুর পরিমাণে তীব্র গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ; মূত্র কাপড়াদিতে লাগিলে উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণের দাগ পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যকৃত প্রদেশের স্ফীতি ও কঠিনতা; কোষ্ঠবদ্ধ ও মলত্যাগের সময় বারম্বার কোঁথপাড়া; শিশু অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং পেট কামড়ানী ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্ বমিকা ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থানুসারে ঔষধের ১ মাত্রা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক।

মুখে ঘা,-ক্ষত বা আপ্‌থি (SORE-MOUTH,—APTHŒ.)

ভূমিষ্ঠ হওয়ার ২।৩ সপ্তাহ পর শিশুর এই অসুখটী সচরাচর হইয়া থাকে। মুখের মধ্যে ঘা হওয়ার কএক দিবস পূর্ব্বে শিশু সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে, ছট্ ফট্ করে বা অস্থির হয়। এই সময় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে শিশুর ওষ্ঠ, গালের মধ্য, দন্তমাড়ি এবং মুখের মধ্যের অন্যান্য অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল্‌চে স্ফীতি দৃষ্ট হয়। এই স্ফীত স্থানগুলি শীঘ্রই শাদা হয় এবং উহাতে নষ্ট দুধের ন্যায় শাদা পদার্থের সঞ্চার হয়। এই শাদা পদার্থ মুছিয়া ফেলিলে উহার নীচের অংশ নির্ম্মল লাল আকার ধারণ করে। কখন কখন উক্ত লাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফীতি গুলি একত্রিত হইয়া মুখ গহ্বরের সমুদয় স্থানের যোজক ঝিল্লী এবং রোগ প্রখর আকার ধারণ করিলে উহা গলার মধ্য, পাকস্থলী ও অন্ত্রনালী পর্য্যন্তও বিস্তৃত হয়। এই রোগটী সাংঘাতিক নহে বটে; কিন্তু ইহা শিশুকে অত্যন্ত কষ্ট দেয় এবং উহার দরুণ শিশু স্তনদুগ্ধ চুষিয়া পান করিতে পারে না। স্তন পান করার দরুণ অনেক শিশুর মাতার স্তনের বোঁটাতেও ক্ষত হইতে পারে।

কারণ। সকল চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতই বলেন যে, ধাতুগত কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়। অনেক সময় এক পরিবারস্থ সমুদয়শিশুই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। আবার কোন কোন পরিবারে এই রোগ একবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক সময় অন্যায় আহার দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই জন্য যে সকল শিশু মাতৃস্তন দুগ্ধ পান না করিয়া গরুর দুগ্ধাদি পান করে, তাহাদিগের মধ্যেই এই রোগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা। শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক, উষ্ণ, মাথায় অত্যন্ত উষ্ণানুভব; সর্ব্বদা অস্থিরতা; শিশু সর্ব্বদা কাঁদে, আপন হাতের পাতা কামড়ায়; তাহাদিগের সবুজ বর্ণের তরল ভেদ হয়; মুখ সামান্য রূপ স্পর্শ করিলেও অত্যন্ত যাতনার উদ্রেক হয় ইত্যাদি লক্ষণে একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। মুখের মধ্য লালের আভাযুক্ত নীলবর্ণ এবং প্রদাহযুক্ত; মুখে দুর্গন্ধ; অত্যন্ত অস্থিরতা; সবুজ জলবৎ তরল ভেদ এবং অত্যন্ত বলক্ষয় ইত্যাদি লক্ষণে আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট, বিশেষতঃ শিশুর দাঁত উঠার সময়, মুখে ঘা; শিশুর মাথার উপরিভাগের অস্থির জোড় বিস্তৃত রূপে খোলা থাকে (Open Fontanelles), মুখমণ্ডল ও মাথায় প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়; পাতলা রঙের উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট কঠিন মলত্যাগ; পায়ের পাতা শীতল ও আর্দ্র ইত্যাদি লক্ষণে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। ঘুমের ঘোরে শিশু বারম্বার চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠে; শিশু নানা প্রকারের দ্রব্য চাহে, কিন্তু তাহাকে কোন দ্রব্য দিলে সে লইতে চাহে না; শিশু সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। জিহ্বা প্রদাহযুক্ত, স্ফাত এবং উহার পার্শ্ব ক্ষতযুক্ত; দন্তমাড়ী হইতে রক্ত পড়া এবং দাঁতের গোড়ায় ক্ষত; মুখে দুর্গন্ধ; মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে লাল পড়া; আমাশয়ের ন্যায় শ্লেষ্মাযুক্ত তরল ভেদ এবং দাস্তের সময় পেট কামড়ানী ও কোঁথপাড়া ইত্যাদি লক্ষণে মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। মুখের মধ্যের সমুদয় অংশেই ঘা ও মুখে পচাগন্ধ; মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষত কারক লাল নির্গত হয় যাহা ওষ্ঠ, থুথি ও গালে লাগিয়া ক্ষত উৎপাদন করে ইত্যাদি লক্ষণে নাইট্রিক্ আসিড্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। পিতা মাতার দোষে গরমী

রোগের দরুণ মুখে ঘা হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী। জিহ্বা শাদা-টিয়া, অথবা কটার আভাযুক্ত লেপবিশিষ্ট; মুখের মধ্যে ফোস্কা পড়া ও ক্ষত যাহা অত্যন্ত জ্বালা করে এবং টাটায়; মুখে লাল উঠে, অথবা রক্ত মিশ্রিত লাল পড়ে; ক্ষত কারক, চট্‌চটিয়া আঠা সবুজের আভাযুক্ত তরল ভেদ, যাহার দরুণ গুহ্য দ্বার ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ক্ষত হয়; শিশু একবারে অনেকক্ষণ ঘুম যাইতে না পারিয়া বারম্বার জাগিয়া উঠে ইত্যাদি লক্ষণে সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। প্রতিদিন ঔষধের তিন মাত্রা ব্যবস্থা।

বাহ্য প্রয়োগ। সোহাগার খৈয়ের গুঁড়া অল্প পরিমাণ মধুতে মিশাইয়া শিশুর মুখের মধ্যে ক্ষতস্থানে আঙ্গুল দ্বারা প্রতিদিন ২।৩ বার লাগাইবে। অথবা অল্প পরিমাণে পরিষ্কার পাতলা এখো গুড় আঙ্গুলে লইয়া শিশুর মুখের মধ্যে ক্ষত স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। সোহাগার সহিত মিষ্ট দ্রব্য মিশাইলে অনেক সময় মুখের মধ্যে অম্লগুণ বিশিষ্ট এক প্রকার পদার্থের সৃষ্টি হয়। এরূপ সন্দেহ হইলে মধু বা গুড় না মিশাইয়া সোহাগার খৈয়ের গুঁড়ায় জল মিশাইয়া শিশুর মুখের মধ্যে লাগান উচিত।

শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত হওয়া বা এক্স্‌কোরিয়েসন্‌স্‌

(EXCORIATIONS,—CHAFING)

এতদ্দেশে অনেক শিশুর, বিশেষতঃ মোটা বা স্থূলকায় বিশিষ্ট শিশুগণের শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত বা ঘা হয়। গলায়, টুটির নিম্নে, কর্ণের পশ্চাৎভাগে, বোগল, বাহুর সন্ধি, কুঁচ্‌কি ও হাঁটুর সন্ধিতেই এই ক্ষত সচরাচর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুকে অপরিষ্কার অবস্থায় রাখাই এই কষ্টদায়ক অসুখের কারণ। অতএব শিশুগণকে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে। ক্ষত হইলে ঈষৎ উষ্ণ জল দ্বারা প্রতিদিন ২।৩ বার ধোয়াইয়া মুলাম সূতার কাপড় দিয়া মৃদু ভাবে মুছাইয়া দিবে। অথবা ক্যালেণ্ডুলার মূল আরোক ৫ ফোঁটা ও জল ২ কাঁচ্চা এই পরিমাণে লোশন প্রস্তুত করিয়া ক্ষত স্থান ধোয়াইলে বিশেষ উপকার দর্শে। ক্ষত স্থান ধোয়াইয়া মুছিয়া ঐ স্থানে মিহি ময়দা বা পাউডার (Powder) লাগাইবে। তাহা না হইলে ক্ষতের রসানী অন্য স্থানে লাগিয়া ক্ষত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। আবার অনেক সময় অনেক শিশুর

চর্ম্ম অসুস্থ হওয়ার দরুণ বা কোন প্রকার ধাতুগত কারণে এই অসুখটী ঘটিয়া থাকে। এমতাবস্থায় লক্ষণ বিশেষে নিম্ন লিখিত ঔষধগুলি সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

শিশুর শরীর অত্যন্ত কোমল ও অতিরিক্ত পরিমাণে চর্ব্বিযুক্ত এবং তাহার চর্ম্ম অসুস্থ হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। সর্ব্বদাই শরীরে ক্ষত হয়, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম কালে; ক্ষত স্থানে অত্যন্ত জ্বালা বা টাটানি থাকিলে কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। গায় লাল ফুস্কুড়ী যাহা ঝোপায় ঝোপায় ক্ষত স্থানের চতুষ্পার্শ্বে প্রকাশ পায়; শিশু সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। কর্ণের পশ্চাৎভাগে ক্ষত; ক্ষত-স্থান হইতে চট্‌চটিয়া আঠা জলের ন্যায় কল্‌তানি নির্গত হইলে গ্রাফাইটিস্ ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। ক্ষত স্থানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং উহা হইতে সহজে রক্ত নির্গত হয়; কোষ্ঠবদ্ধ এবং মল কঠিন ও পরিমাণে অল্প এবং অতি কষ্টে নির্গত হয়; মূত্র কোন এক পাত্রে ধরিয়া রাখিলে পাত্রের নিম্নে লাল বালির কণার ন্যায় তলানি পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে লাইকোপডিয়াম ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। চর্ম্ম শুষ্ক, খশ্ খশে ও অসুস্থ; গায় পূঁয সংযুক্ত ফুস্কুড়ী; শরীরে অত্যন্ত চুলকানী, বিশেষতঃ আক্রান্ত স্থানে ইত্যাদি লক্ষণে সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। প্রতিদিন ঔষধের ২।৩ মাত্রা দেওয়া উচিত।

মূত্রাবরোধ (RETENTION OF URINE.)

যৌবন কালে মূত্রাবরোধ হইলে সহজেই রোগ নির্ণয় করা যাইতে পারে। কারণ, রোগী তাহার অসুখের বিষয় স্বয়ংই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে। কিন্তু শিশুগণের মূত্রাবরোধ হইলে উহার কারণাদি নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কারণ, শিশুগণ স্বয়ং আপনার অসুখের বিষয় কিছুই বলিতে পারে না। মূত্রাধার মূত্র দ্বারা স্ফীত হইলে প্রচাপনে মূত্রাধার প্রদেশ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। কখন কখন উহার দরুণ জ্বর, নিদ্রাশূন্যতা, ক্রন্দন ও কোঁথানি বা কোঁকানী; শিশু হাঁটু গুটাইয়া পেটে চাপ দিতে চেষ্টা করে এবং সমুদয় শরীর মোচড়ায়।

চিকিৎসা। উষ্ণ জলে একখানি সূতার কাপড় ভিজাইয়া নিঙড়া-

ইয়া মূত্রাধার প্রদেশে সেক দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এই প্রকার সেক দিলে যদি উপকার না দর্শে, তবে একোনাইট্ রাডিক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ ৩।৪ মাত্রা ব্যবস্থা। একোনাইট দ্বারা উপকার না দর্শিলে লক্ষণ বিশেষে নাক্স্ বমিকা ১২ বা ৩০ ডাঃ এবং পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ একোনাইটের ন্যায় ব্যবহার্য্য।

শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ (CONSTIPATION OF CHILDREN.)

মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর অবধিই অনেক শিশুর কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা অনেক সময় ধাতুগত কারণেও ঘটিতে পারে। অনেক সময় গর্ভাবস্থায় মাতার কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে অনেক শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহা প্রায়ই অযোগ্য আহার দ্বারা উৎপন্ন হয়। যে সকল শিশু মাতৃ স্তন দুগ্ধ পান না করিয়া কেবল গরুর দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ অধিক হওয়াই উহার এক বিশেষ উদাহরণ। কখন কখন যকৃতের কার্য্য সম্বন্ধীয় বৈলক্ষণ্যের দরুণ কোষ্ঠবদ্ধ ঘটিয়া থাকে। কামল (Jaundice) রোগের মল কঠিন, শুষ্ক এবং কাঁদার রঙ্গ বিশিষ্ট বা শাদাটিয়া হওয়া ইত্যাদি পিত্তের কম সঞ্চারের চিহ্নগুলি উহার প্রধান উদাহরণ। যদি শিশু বা উহার মাতার অযোগ্য আহারের দরুণ কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, তবে আহারাদির কঠোর নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক। শিশুই হউক, কিম্বা যুবা যুবতীই হউক, কোষ্ঠবদ্ধ দোষ দূরীভূত করিবার জন্য কোন প্রকার রেচক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে।

চিকিৎসা। শিশুর ওষ্ঠ উষ্ণ ও শুষ্ক ; আহার দ্রব্য যে অবস্থায় উদরস্থ হয়, উদরস্থ হওয়ার কতকক্ষণ পরই উহা সেই অবস্থায়ই বমন হইয়া পড়ে ; কঠিন, মলিন, শুষ্ক মল ত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। উদরস্থ অজীর্ণ আহার্য্য দ্রব্যাদির কণা বিশিষ্ট শাদাটিয়া কঠিন মলত্যাগ ; পায়ের পাতা শীতল ও আর্দ্র ; শিশু শিটা বা শীর্ণ ও কোমলাঙ্গ বিশিষ্ট ইত্যাদি লক্ষণে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। মল পরিমাণে অল্প ও অত্যন্ত কঠিন যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয় ; পেটে গড়্ গড়্ কল কল শব্দ হয় ; মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে পাত্রের নিম্নে লাল বালির কণার ন্যায় তলানী দৃষ্ট হয় ইত্যাদি লক্ষণে লাইকোপডিয়াম্ ১২ বা

৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। মল কঠিন বড় লম্বা ও মোটা নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; বারম্বার বাহ্যের বেগ, কিন্তু বেগ দিলে মল নির্গত হয় না; পেট কামড়ানী, নিদ্রাশূন্যতা ও অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্‌ বমিকা ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। মাতৃস্তন দুগ্ধ পান করিবার সময় মাতা অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলাদি দ্বারা রাঁধা আহার দ্রব্যাদি উদরস্থ করার দরুণ যদি শিশুর কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, তবে এই ঔষধ আরো উপকারী। উদরাময়ের পর কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা কোন প্রকার রেচক ঔষধ দ্বারা দাস্ত পরিষ্কার করার পর কোষ্ঠ বদ্ধ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কাল রঙ্গের গোলার ন্যায় মলত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে ওপিয়াম্‌ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থেয়।

ঔষধের মাত্রা। একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া উহার ১ মাত্রা প্রাতে ও ১ মাত্রা বৈকালে, তিন দিবস দিয়া, উহার ফল দেখিবার জন্য ২।৩ দিবস অপেক্ষা করিবে। যদি উহা দ্বারা উপকার দর্শে ভাল, নতুবা লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া উক্ত প্রণালীতে ব্যবস্থা করিবে। যদি মাতার কোষ্ঠ বদ্ধের দরুণ শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তবে মাতাকেও ঔষধ সেবন করাইবে। মাতার জন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইলে এই গ্রন্থ বা "সরল চিকিৎসায়" উল্লিখিত কোষ্ঠবদ্ধের অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যদি কোন প্রকার ঔষধ সেবনেই কোষ্ঠবদ্ধ দূরীভূত না হয়, তবে গুহ্যদ্বার দিয়া ঈষৎ উষ্ণ জলের পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

শিশুর উদরাময় (DIARRHŒA OF CHILDREN)

শৈশবাবস্থায় উদরাময় একটী সাধারণ অসুখ মধ্যে পরিগণিত। ইহা শিশুকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে পেটকামড়ানী ইত্যাদিও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। আবার ইহা শিশুকে ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করিতে পারে এবং পেট কামড়ানী ইত্যাদি বর্ত্তমান নাও থাকিতে পারে। সকল সময়েই ঔষধ দ্বারা উদরাময় নিবারণ করা অনুচিত, কারণ, অনেক সময় কোন প্রকারের উত্তেজক পদার্থ উদরস্থ হইয়া শিশুর উদরাময় হইয়া থাকে এবং উদরস্থ উত্তেজক পদার্থ মল দ্বারা পড়িয়া যাওয়া শিশুর পক্ষে ভাল, যেহেতু উক্ত পদার্থ শিশুর পেটে সঞ্চিত থাকিলে আরো অধিক অপকার হওয়ার সম্ভাবনা। সুস্থ শরীরে দিবা

রাত্রিতে শিশু ৩।৪।৫ বা ৬ বারও মল ত্যাগ করে। যদি ৫।৬ বারের অধিক মলত্যাগ করে এবং মল যদি সবুজ শাদাটিয়া, অথবা মলিন রঙের দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তবে মনে করিতে হইবে যে শিশুর পেটের অসুখ হইয়াছে। তখন অবিলম্বে ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

কারণ। সচরাচর অপাককারক বা অযোগ্য আহারের দরুণই শিশুগণের উদরাময় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব যে সকল শিশু মাতৃ স্তন দুগ্ধ পান না করিয়া গরুর দুগ্ধ বা বার্লী অ্যারারুট ইত্যাদি পান করে, তাহাদিগের সচরাচর উদরাময় অধিক হইতে দেখা যায়। মাতার মানসিক উত্তেজনা বা অবসন্নতা, অথবা আহারাদিতে অত্যাচার দ্বারা শিশুগণের অনেক সময় উদরাময় হইয়া থাকে। হিম, ঠাণ্ডা লাগা, শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়া এবং দাঁত উঠার উত্তেজনা ইত্যাদি শিশুগণের উদরাময়ের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা। চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ; শিশু অস্থির হয় এবং খিট্ খিট্ করে; মল শাদাটিয়া জলবৎ তরল; মূত্র লাল বর্ণ হইলে একোনাইট্ রাডিক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। শিশু সর্ব্বদাই ঘুমায় বটে, কিন্তু সে ঘুমের ঘোরে ছট্ ফট্ করে; শিশু কোঁথায় বা কোঁকায় এবং ঘুমের ঘোরে বারম্বার চমকিয়া উঠে; অল্প পরিমাণে সবুজের আভাযুক্ত তরল ভেদ; শিশুর মুখমণ্ডল হয় লালবর্ণ, নতুবা মলিন ইত্যাদি লক্ষণে বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। অনেক সময় ৩০ ডাইলুশনে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার দর্শে। গ্রীষ্মের দরুণ উদরাময় এবং বহির্ব্বায়ু প্রত্যেকবার উত্তপ্ত হইয়া উদরাময় হইলেই ব্রাইওনিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। শাদাটিয়া জলবৎ তরল ভেদ, নিদ্রাবস্থায় মাথায় প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হওয়া; শিশু মলিন বা শিটা, কোমল চর্ম্ম বিশিষ্ট হইলে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। সবুজ জলবৎ তরল ক্ষতকারক উদরাময় ও পেট্কামড়ানী; মল পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত ও উষ্ণ; শিশু সর্ব্বদাই খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে; রাত্রিযোগে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। শিশুগণের দাঁত উঠার সময় উদরাময় হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। হরিদ্রা, সবুজের আভাযুক্ত বা শাদাটিয়া জলবৎ তরল ভেদ, শীত বা হিম ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইলে ডাল্কেমেরা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। পচা দুর্গন্ধযুক্ত ঘোলাটিয়া ও কখন কখন ঘাসের

ন্যায় সবুজ বর্ণের মল ত্যাগ; অত্যন্ত বমন বা বমনোদ্বেগ ও পেটকামড়ানী থাকিলে ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। মাতৃ স্তন দুগ্ধ ছাড়াইবার সময় শিশুর উদরাময়ের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। প্রচুর পরিমাণে টক গন্ধযুক্ত ভেদ; সবুজ বা চট্‌চটিয়া জলবৎ তরল ভেদ; টক গন্ধযুক্ত পদার্থ বমন ইত্যাদি লক্ষণে ম্যাগ্‌নেসিয়া কার্ব্ব ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। মলিন সবুজ বর্ণের চট্‌চটিয়া ফেণাযুক্ত, অথবা রক্তমিশ্রিত তরল ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পর অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; রাত্রিকোলে ও গ্রীষ্মাধিক্যে রোগের বৃদ্ধি; মুখে ঘা এবং গাল ও মাড়ী শাদা লেপযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণে মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। বেদনাহীন উদরাময়; প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা বা জলবৎ তরল ভেদ; চা খড়ির ন্যায় মল ও উদরস্থ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট ও কখন কখন হরিদ্রা রঙ্গের দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে প্রবল কল কল শব্দ হয়; মল ত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার (হারিস) বাহির হইয়া পড়ে; প্রাতঃকালে, রাত্রিতে এবং গ্রীষ্মে উদরাময়ের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে পডোফিলাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। মলের অবস্থা সকল সময়ে সমান থাকে না; অর্থাৎ একবার হরিদ্রাবর্ণ, একবার সবুজ, একবার কটাবর্ণ অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট মল ভেদ হয়; অতি প্রত্যূষে বেদনাহীন উদরাময়; ক্ষতকারক মলত্যাগ যাহা লাগিয়া গুহ্যদ্বার এবং উহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ক্ষত হয় ইত্যাদি লক্ষণে সাল্‌ফার ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। উদরাময় প্রবল হইলে ঔষধের ১ মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক। রোগ প্রবল আকার ধারণ না করিলে প্রতিদিন ২।১ মাত্রার অধিক ঔষধ দেওয়া অনুচিত।

আনুষঙ্গিক উপায়। শিশু স্তন পান করিলে তাহার মাতার আহার সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যে সকল শিশু মাতৃ স্তন দুগ্ধ পান না করিয়া কেবল গরুর দুগ্ধাদি পান করে, তাহাদিগের আহার সম্বন্ধে আরো বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক

শিশুর পেট কামড়ানী (COLIC OF INFANTS.)

ইহা শিশুগণের পক্ষে এক অত্যন্ত কষ্টদায়ক অসুখ মধ্যে পরিগণিত। দূষিত মাতৃ স্তন দুগ্ধ পান; অধিক পরিমাণে দুগ্ধপান, অথবা কোন প্রকার অযোগ্য আহার ইত্যাদি দ্বারা পেট কামড়ানী উৎপন্ন হয়। গায় হিম, ঠাণ্ডা লাগা, অথবা ক্রিমির দরুণও পেটকামড়ানী উৎপন্ন হইতে পারে। ইহা শিশুকে সচরাচর হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে। শিশু তাহার শরীর মোচড়াইয়া হাঁটু উপর্বের দিকে উঠাইয়া পেটের উপর চাপ দেওয়ার প্রয়াস পায় এবং পায়ের পাতা দ্বারা বিছানা বারম্বার আঘাত করে। পেট ঠোশ মারিয়া থাকে বা ফাঁপে; পেটে গড় গড় কল কল শব্দ হয় এবং শিশু অত্যন্ত কষ্ট পায়। কাঁদিতে কাঁদিতে শিশুর মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয় এবং তাহার শরীর কাঁপে। কখন কখন অন্ত্রে দূষিত বায়ুর সঞ্চার হয় এবং গুহ্যদ্বার দিয়া বায়ু নিঃসরণে পেটকামড়ানীর অনেকটা ক্ষণিক উপশম হয়। এক প্রকারের পেট কামড়ানী আছে যাহাকে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ইতর ভাষায় ৩ মাসের পেটকামড়ানী (Three month's Belly ache) বলে। এই বেদনা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিশুকে আক্রমণ করে। ইহা বৈকালে ৫।৬ টার সময় আরম্ভ হইয়া ২।১ ঘণ্টা ব্যাপিয়া থাকে এবং শিশুকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। পেট কামড়ানীতে শিশুর স্বাস্থ্যের বা শরীর পরিপোষণের কোন ব্যাঘাত জন্মায় না এবং শিশু ৩ মাস বয়স প্রাপ্ত হইলেই উহা সারিয়া যায়।

চিকিৎসা। হঠাৎ উল্লাস বা ভয় দ্বারা যদি পেটের অসুখ হইয়া পেটকামড়ানী হয়, তবে একোনাইট্ ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। যদি এই ঔষধ দ্বারা উপকার না দর্শে, তবে ওপিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। দূষিতবায়ুজনিত পেটকামড়ানী; পেট কঠিন হয় ও ফাঁপে বা ঠোশ মারিয়া থাকে; শিশু ছট্ ফট্ করে; শরীর মোচড়ায় এবং যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে ও হাঁটু গুটাইয়া পেটের উপর চাপ দিতে চেষ্টা করে; পায়ের পাতা শীতল; শিশু সর্ব্বদাই কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে; হরিদ্রার আভাযুক্ত বা সবুজ জলবৎ তরল ভেদ ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। প্রত্যহ বৈকালে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে পেট কামড়ানীর উদ্রেক হয়; শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া আবার তৎক্ষণাৎ হাসে ইত্যাদি লক্ষণে চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। শিশু অনবরত কাঁদে এবং তাহার শরীর মোচড়ায় ও হাঁটু গুটাইয়া পেটের

উপর চাপ দেওয়ার প্রয়াস পায়; শিশু সম্মুখ পানে বাঁকা হইয়া থাকে এবং সোজা হইতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণে কলোসিন্থ্ ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। কর্ত্তনবৎ বেদনার ন্যায় পেটকামড়ানী যাহার দরুণ শিশু হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; পচা বা টকগন্ধযুক্ত সবুজবর্ণের মল ত্যাগ; অত্যন্ত বমন বা বমনোদ্বেগ ইত্যাদি লক্ষণে ইপিকাকিউএনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। অযোগ্য আহার ও দূষিত বায়ুজনিত পেট কামড়ানী; শিশু হাঁটু পেটের দিকে গুটাইয়া পুনরায় লাথি মারার ন্যায় সজোরে পা ফেলে; কোষ্ঠবদ্ধ ও বারম্বার কোঁথপাড়িয়া মল নির্গত করিবার চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। যে সকল শিশু মাতৃ স্তনদুগ্ধ পান না করিয়া কেবল গরুর দুগ্ধাদি পান করিয়া পরিপোষিত হয়, অথবা যাহাদিগের মাতা অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্য খায়, সে সকল শিশুর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। উদরে দূষিত বায়ুজনিত পেটকামড়ানী, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় যদি উহার উদ্রেক হয়; অথবা এক দিন অন্তর এক দিন পেটকামড়ানী হয়; অন্ত্রের মধ্যে দূষিত বায়ুর গড়্ গড়ী বা কল কল শব্দ হওয়া ও পেটে টাটানী ইত্যাদি লক্ষণে পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থানুসারে ঔষধেব ১ মাত্রা ১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তর দেওয়া আবশ্যক।

আনুষঙ্গিক উপায়। উষ্ণ জলে ফ্লানেল কাপড় ভিজাইয়া নিঙ্-ড়াইয়া শিশুর পেটের উপর সেক দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অথবা একখানি নেকড়ার মধ্যে কতক পরিমাণে লবণ বাঁধিয়া উষ্ণ করিয়া শিশুর পেটের উপর সেক দিলেও অনেক উপকার দর্শে। আবার সরিষার তৈলের প্রদীপের শীষে হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি উষ্ণ করিয়া নাভি প্রদেশে সেক দিলেও পেট কামড়ানীর অনেক আশু উপশম হয়। আবার এক খানি সূতার কাপড়ের নেকড়ায় কতক জোয়ান লইয়া উহা কাঠের কয়লা বা গুলের আগুণে গরম করিয়া নাভিপ্রদেশে সেক দিলে অজীর্ণের দরুণ পেটকামড়ানীর সত্বর উপশম হইতে দেখা যায়। শিশুর পায়ের পাতাদি কাপড় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উষ্ণ রাখিবে। যদি শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তবে গুহ্যদ্বার দিয়া গ্লিসেরিণ বা ঈষৎ উষ্ণ জলের পিচকারী দিয়া শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার করা মন্দ নহে।

শিশুর স্তন স্ফীত হওয়া (SWELLING OF THE BREASTS.)

অনেক সময় কোন কোন নবপ্রসূত শিশুর স্তন স্ফীত ও কঠিন হয়। এতদ্দেশে অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস যে, স্তনে দুগ্ধের সঞ্চারের দরুণই স্তনের উক্ত প্রকারের স্ফীতি ও কঠিনতা হইয়া থাকে এবং উক্ত দুগ্ধ গালিয়া ফেলিলেই স্ফীতি দুরীভূত হয়। এই বিশ্বাসটী ভ্রমমূলক। এই ভ্রমমূলক বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া শিশুর স্তনের বোঁটা মোচড়াইয়া দুগ্ধ বাহির করিতে গিয়া অনেক শিশুর স্তন প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত হয় এবং কোন কোন শিশুর স্তনে ফোড়া হইয়া উহাতে পুঁয উৎপন্নও হইতেও দেখা যায়।

চিকিৎসা। যদি স্তন স্ফীত ও কঠিন হয়, তবে শূকরের পরিষ্কৃত চর্ব্বি উষ্ণ করিয়া নেকড়ায় মাখাইয়া স্তনে লাগাইয়া রাখিবে। যদি ইহা দ্বারা স্ফীতি ইত্যাদি না কমে, তবে উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ প্রতি দিন ২।৩ মাত্রা করিয়া ব্যবস্থা। ইহা দ্বারা উপশম না হইয়া যদি পুঁয উৎপন্ন হওয়ার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়, তিসি বা ময়দার পুল্‌টিশ্‌ লাগাইবে এবং শিশুকে হিপার সাল্‌ফিউরিস ৬ ডাঃ সেবন করাইবে। ইহাতেও যদি স্ফীত স্থান ফাটিয়া পুঁয নির্গত না হয়, তবে একজন অস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা ফোড়াটী কাটিয়া দিবে।

শিশুর নিদ্রাশূন্যতা বা অস্থিরতা (RESTLESSNESS OF INFANTS)

অতিরিক্ত পরিমাণে দুগ্ধাদি পান বা অযোগ্য আহার দ্বারা শিশুর নিদ্রা-শূন্যতা বা অস্থিরতা হয়। অথবা শিশুর মাতার অযোগ্য আহার বা কাফি, মদ্য ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ আহার বা পানেও ইহা ঘটিতে পারে। অতএব যে কারণে শিশুর নিদ্রাশূন্যতা বা অস্থিরতা উৎপন্ন হয়, সে কারণ দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিবে এবং লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবন করাইবে।

চিকিৎসা। ঘুমের ইচ্ছা রহিয়াছে, অথচ শিশু ঘুমাইতে পারে না; সে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠে ও চীৎকার করিয়া কাঁদে; মাথা উষ্ণ এবং স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। ঘুমের

অবস্থায় উদরে দূষিত বায়ুর সঞ্চার ও শরীরের কম্পমান স্পন্দন; শরীর জরের ন্যায় উষ্ণ ও শিশুর এক গাল লালবর্ণ ও অপর গাল শিটা; শিশু সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। শরীর উষ্ণ ও স্নায়বিক উত্তেজনা; শিশুর ঘুম প্রায়ই হয় না ও সে খিট্ খিট্ করে এবং কোঁথায় বা কোঁকায় ইত্যাদি লক্ষণে কফিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যদি কফিয়া দ্বারা উপকার না দর্শে এবং শিশুর মুখমণ্ডল লালবর্ণ হয়, তবে ওপিয়াম্ ৬ ডাঃ ব্যবস্থা।

শিশুর ক্রন্দন (CRYING OF INFANTS.)

কোন প্রকার অসুখ হইলে শিশু অসুখের বিষয় কিছুই বলিতে পারে না। অতএব শিশু কাঁদিলেই মনে করিতে হইবে যে তাহার কোন প্রকারের অসুখ হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়াছে, তাহাদিগের এই বিষয়টী জানা অত্যন্ত আবশ্যক। আবার অসুখ হইলেই যে শিশুগণ কাঁদে এরূপ বলা যাইতে পারে না। ক্ষুধা হইলে বা এক পাশে বা এক ভাবে অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলেও শিশুগণ কাঁদিতে পারে। অতএব শিশুকে অনেকক্ষণ একভাবে শয়ন করাইয়া না রাখিয়া, তাহাকে কতকক্ষণ পর পাশ পরিবর্ত্তন করাইয়া দিবে। নিদ্রাশূন্যতা, অস্থিরতা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন দ্বারা শিশুর কোন প্রকারের অসুবিধা হইয়াছে এরূপ বুঝায়। হাঁটু গুটাইয়া উপর দিকে পেটে চাপিয়া ধবাব প্রয়াস পাইয়া কাঁদিলে পেট কামড়ানী বুঝায়। শিশু হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মাথায় হাত দেওয়ার প্রয়াস পাইলে, কাণে বেদনা বুঝায়। শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারম্বার হাতের অঙ্গুলি মুখের মধ্যে দিয়া কামড়াইবার প্রয়াস পাইলে দাঁত উঠার দরুণ বেদনা বা কষ্ট বুঝায়। কোন দৃষ্টতঃ কারণ ব্যতীত যদি শিশু হঠাৎ কাঁদিয়া উঠে, তবে শিশুর বিছানা বা কাপড় পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কারণ, অনেক সময় পিঁপড়ায় কামড়াইলে বা পিন, কাঁটা বা সূচী অসাবধানতার দরুণ বিছানায় বা গায়ের কাপড়ে থাকিলে উহা শিশুর গায় বিঁধিবার দরুণ শিশু কাঁদিতে পারে। উল্লিখিত কারণ ব্যতীত যদি শিশু কাঁদে, তবে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি লক্ষণ বিশেষে ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা। চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক; অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা এবং শিশু সর্ব্বদাই অত্যন্ত খিট্ খিট্ করিলে একোনাইট্ ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। শিশু অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদে; নিদ্রাবেশ, কিন্তু শিশু ভালরূপে ঘুমাইতে পারে না; শিশু ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চমকিয়া উঠে ও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ইত্যাদি লক্ষণে বেলাডোনা ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। শিশু অত্যন্ত কাঁদে এবং অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে ও সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে; জ্বরভাব ও এক গাল লালবর্ণ ও অপর গাল মলিন ইত্যাদি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। দাঁত উঠার দরুণ শিশুর ক্রন্দনের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। শিশু একবার হাসে ও একবার কাঁদে; অত্যন্ত নিদ্রাশূন্যতা এবং শিশু একবারেই ঘুমাইতে চাহে না ইত্যাদি লক্ষণে কফিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ পেট কামড়ানী; শিশু অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে; অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা; শেষ রাত্রি ৩।৪ টার সময় শিশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং শিশু শয়ন করিয়া থাকিতেও চাহে না ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। যে সকল শিশুর মাতা অধিক পরিমাণে ঘৃত ও মসলাদি দ্বারা রাঁধা আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি খায়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ঔষধের মাত্রা। রোগের অবস্থানুসারে উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধের ১ মাত্রা ১।২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক।

হিক্কা বা হিকাফ্ (HICCOUGH,—SINGULTUS)

বক্ষ কোটর ও উদর কোটর এই দুইয়ের মধ্যস্থিত ডায়েফ্রাম্ নামক (Diaphragm) যে পেশী আছে, উহা এবং আহার বহা গলনলীর উপরিভাগের (Glottis) হঠাৎ সঙ্কোচনে বায়ু নলীতে বায়ু যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মিয়া এই কষ্টদায়ক উপদ্রবের উদ্রেক হয়। ইহা অনেক অসুখের একটী লক্ষণ মাত্র। অনেক সময় অতিরিক্ত আহার, অপাক কারক দ্রব্য আহার ও উত্তেজক মসলা উদরস্থ হইয়া হিক্কা হইয়া থাকে। আন্ত্রিক-জ্বরাক্রান্ত রোগীর জীবনী শক্তির অনেক হ্রাসাবস্থায় এবং বৃহৎ ফোড়াদি বা অন্যান্য প্রকার দুর্ব্বল কারক রোগের দরুণ হইলে, হিক্কা একটী ভয়ানক কুলক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

চিকিৎসা। এই কষ্টদায়ক উপদ্রবের কারণ অনুসন্ধান করিয়া কারণ দূরীভূত করিবে। অসুখটী যদি কোন প্রকার ধাতুগত কারণে হয়, তাহা হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধগুলি লক্ষণ বিশেষে ব্যবহার্য্য। হিক্কার সময় শিশু কাঁদিয়া উঠে, মুখমণ্ডল আরক্ত ও টল্‌টলে; অত্যন্ত কোঁথানি বা কোঁকানি ইত্যাদি লক্ষণে বেলাডোনা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। বারম্বার হিক্কা; পেটের মধ্যে গড়্‌ গড়্‌ শব্দ ও অন্ত্রপ্রত্যঙ্গের ঝম্পমান স্পন্দনে হাইয়োসায়েমাস ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। আহার বা পানের পর হিক্কা; বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদিতে ইগ্‌নেসিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। অতিরিক্ত আহার বা শরীর উত্তপ্ত হইয়া হিক্কা; কোষ্ঠবদ্ধ ও বারম্বার পেটকামড়ানী; বারম্বার উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি তুলিয়া ফেলা ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্‌ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। যে পর্য্যন্ত উপশম না হয়, সে পর্য্যন্ত ঔষধের ১ মাত্রা ১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তর দেওয়া আবশ্যক।

মাথায় খুশ্‌কী (SCURF ON THE HEAD)

শিশুগণের মাথার উপরিভাগে মলিন হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার পুরু চুমটী বা মরা চামড়ার ন্যায় ফুস্কুড়ী বাহির হয়। ইহা মাথার সমুদয় অংশেও বিস্তৃত হইতে পারে। এই চুমটী বা ফুস্কুড়ী খুঁটিয়া উঠাইয়া ফেলিলে মাথার আক্রান্ত স্থান লাল বর্ণ ক্ষতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। শিশুর মাথা অত্যন্ত উষ্ণ ও অপরিষ্কার রাখাই এই অসুখের কারণ। যে সকল শিশুর মাথা প্রত্যহ জল দ্বারা ধোয়াইয়া পরিষ্কার করা হয় তাহাদিগের এই প্রকার অসুখ হইতে কদাচিত দেখা যায়।

চিকিৎসা। এই অসুখ দূরীভূত করিবার জন্য প্রায়ই কোন ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ আবশ্যক হয় না। কিন্তু এই প্রকার অসুখ বারম্বার হইলে সাল্‌ফার ১২ বা ৩০ ডাঃ ১ মাত্রা প্রাতে ও এক মাত্রা রাত্রিতে কয়েক দিন শিশুকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। রাত্রিতে মাথার আক্রান্ত স্থানে কতক পরিমাণে নারিকেল তৈল, টাট্‌কা মাখন বা ওলিব্‌ অএল (Olive Oil) লাগাইবে এবং প্রাতে সোহাগার গুঁড়া উষ্ণ জলে মিশাইয়া উহা দ্বারা শিশুর মাথা পরিষ্কার করিবে। শুকনা

মুলাম কাপড় দ্বারা শিশুর মাথা ভালরূপে মুছাইয়া দিবে। রাত্রিতে মাথায় উক্ত প্রকার নারিকেল তৈলাদি দিলে খুশ্‌কা অনেকটা নরম হইয়া থাকে। অতএব উহা সূক্ষ্ম চিরুণি দিয়াও পরিষ্কার করিয়া ফেলা যাইতে পারে। খুশ্‌কা কখনও নখ দ্বারা সজোরে টানিয়া ফেলিবে না; কারণ, উহা দ্বারা রোগী কষ্ট পায় এবং তদ্দরুণ অসুখও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

আক্ষেপ,-খেঁচনী বা কন্‌ভাল্‌সন্‌স্ (CONVULSIONS,-SPASMS.)

শৈশবাবস্থায় স্নায়বিক মণ্ডলী সহজেই উত্তেজিত হওয়া হেতু শিশুগণের আক্ষেপ বা খেঁচনী সামান্য কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অসুখটী শৈশবাবস্থায় প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। জন্ম হইতে ৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই অসুখটী সামান্য কারণেই সংঘটিত ঘটিয়া থাকে। কোন কোন শিশুর খেঁচনী আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে নিদ্রাশূন্যতা, অস্থিরতা, ক্রন্দন, নিম্ন নাড়ীর স্পন্দন, ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চমকিয়া উঠা ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু সচরাচর কোন পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়াও ইহা শিশুকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে। দন্ত মাড়ী মোচড়াইয়া বন্ধ হয়, মুখে ফেনা উঠে; মুখমণ্ডলস্থ পেশীগুলি বিকৃত হয়; শিশু স্থিরভাব বিশিষ্ট হয়; তাহার চক্ষু ঘোলাটিয়া ও জলপূর্ণ এবং উহার তারা বিস্তৃত হয়; নাকে গোঁ গোঁ শব্দ হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয় ও কখন কখন শিশু অনিচ্ছা পূর্ব্বক মল মূত্র ত্যাগ করে। এই প্রকার খেঁচনীর আক্রমণ ১৫।২০ মিনিট ব্যাপিয়া থাকিয়া কতকক্ষণের জন্য বিরাম হয়। বিরামের সময়ও পেশীগুলি শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না, এবং হাত পায়ের আঙ্গুল বাঁকা হইয়া থাকে। সচরাচর শিশুগণের আক্ষেপ বা খেঁচনী সাংঘাতিক হয় না। কিন্তু কোন প্রকার রোগের পূর্ণ বিকাশাবস্থায় আক্ষেপ একটী কুলক্ষণ বিশেষ ইহা স্মরণ থাকা উচিত।

কারণ। দাঁত উঠার দরুণ উত্তেজনা; হাম, বসন্ত ইত্যাদি রোগের দরুণ জ্বর; হামাদি একবার বাহির হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতে না হইতেই বসিয়া যাওয়া; ক্রিমি, অযোগ্য আহার, উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইয়া মাথায় আঘাত লাগা; মানসিক বিকার ইত্যাদি আক্ষেপের উদ্দীপক কারণ বলিয়া অনুমিত।

চিকিৎসা। আক্ষেপ আরম্ভ হইলে কোন একটা গামলায় উষ্ণ জল লইয়া শিশুর পা হাঁটু পর্য্যন্ত ১০।১৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখিবে এবং তৎপর গামলা হইতে পা উঠাইয়া মুলাম সূতার কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। আর এক খানি পাতলা সূতার কাপড়ের নেকড়া শীতল জলে ভিজাইয়া শিশুর সমুদয় মাথা ভিজাইয়া রাখিবে এবং উক্ত নেকড়া খানি বারম্বার পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। যদি অপাক কারক আহার দ্রব্য উদরস্থ হইয়া বা কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া আক্ষেপ হয়, তবে ঈষৎ উষ্ণ জলে কতক পরিমাণ সাবান মিশাইয়া রোগীর গুহ্যদ্বার দিয়া পিচ্‌কারী দিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবে এবং লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির একটী সেবন করাইবে।

একোনাইট্‌ রাডিক্স্‌ ১,৩ বা ৬ ডাঃ। প্রবল জ্বর, চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, মনের উদ্বেগ; অস্থিরতা বা নিদ্রাশূন্যতা, দাঁত উঠার দরুণ উত্তেজনা ইত্যাদি কারণে আক্ষেপ বা খেঁচনী; দাঁত দ্বারা কড়্‌ মড়্‌ শব্দ করা ও আক্ষেপিক হিক্কা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। পড়িয়া যাইয়া আঘাত, বিশেষতঃ মাথায় আঘাত পাইয়া, আক্ষেপ বা খেঁচনি হইলে আর্ণিকা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। মাথা উষ্ণ, মুখমণ্ডল আরক্ত ও টলটলে; চক্ষু লালবর্ণ ও উহার তারা বিস্তৃত, ঘুমের ঘোরে বারম্বার চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা, নিদ্রাবেশ, কিন্তু শিশু ঘুমাইতে পারে না; মুখ, মুখমণ্ডলের পেশী ও চক্ষুর আক্ষেপিক স্পন্দন, মুখে ফেনা উঠা ও দাঁত দ্বারা কট্‌ কট্‌ কট্‌ কট্‌ শব্দ করা; আক্ষেপের উপশমের পর নিদ্রাবেশ ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমানে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যে সকল শিশু শীঘ্র শীঘ্র বড় হয় ও যাহাদিগের অঙ্গাদি অকালে বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ আরো উপকারী।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। হাত, পা প্রসারণ এবং হাত, পা, চক্ষু, চক্ষুর পাতা ও জিহ্বার আক্ষেপ। ঘুমের ঘোরে শরীরের কম্পমান স্পন্দন; মুখমণ্ডল মলিন অথবা এক গাল লাল ও অপর গাল মলিন বা শীতল; শিশু সর্ব্বদাই খিট্‌ খিট্‌ করে এবং সর্ব্বদাই কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে; কপাল ও মাথার চুলের গোড়ায় ঘর্ম্ম হয়; সর্ব্বদা কোঁকানো বা কোঁকানী ও জলাদি পানের ইচ্ছা না পাওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিনা ৩, ৩০ বা ২০০ ডাঃ। বুকে খেঁচনী হইয়া হাত, পা, বা সমুদয় শরীর শক্ত হয় বা উহা নোয়ান যায় না; উদরে কৃমি এবং সর্ব্বদা নাসিকার অগ্রভাগ চুলকায়; গলার মধ্যে কোন পদার্থ লাগিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুভূত হয়, যাহার দরুণ শিশু বারম্বার ঢোক গিলে; শুক খুশ্ খুশে কাশি; মূত্র ত্যাগ করিবার কিয়ৎকাল পরই মূত্র দুগ্ধবৎ শাদা হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হায়োসায়েমাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। আক্ষেপ ও সমুদয় শরীরের, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও চক্ষের নিকটবর্ত্তী পেশীসমূহের কম্পমান স্পন্দন; শরীরের আক্ষেপিক স্পন্দন ও মুখে ফেণা উঠা; কাশি, যাহা শয়ন করিলে বৃদ্ধি হয় এবং বসিয়া থাকিলে উপশম হয়; হঠাৎ ভয় পাইয়া আক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইগ্নেসিয়া ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। সমানা ঘুমের সময় রোগী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে এবং তাহার সমুদয় শরীর কাঁপে; শরীরের কোন কোন অংশ বা কোন কোন পেশীর আক্ষেপ; বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ; প্রত্যহ বা একদিন অন্তর একদিন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আক্ষেপ হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ওপিয়াম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। সমুদয় শরীরের কম্পন ও হাত পায়ের আস্ফালন; আক্ষেপের পূর্ব্বে বা আক্ষেপের সময় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা; শিশু অচেতনাবস্থায় থাকে; নিশ্বাস প্রশ্বাস ভারি ও কষ্টকর ও গোঁ গোঁ ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট; ভয় পাইয়া আক্ষেপ ইত্যাদিতে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ষ্ট্রামোনিয়াম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। ভয় খাইয়া আক্ষেপ ও সমুদয় অঙ্গের আস্ফালন ও অনিচ্ছাপূর্ব্বক মল মূত্র ত্যাগ; ঘুম ভাঙ্গিলে শিশু যড় সড় হয় এবং সম্মুখে যে বস্তু দেখে সে তাহাতেই ভয় খায়; কোন প্রকার রুদ্ধ বা গৌণে স্ফোটক রোগের কুস্কুড়ী বাহির হওয়ার দরুণ আক্ষেপ হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিকুটা ভিরোসা ৬ বা ৩০ ডাঃ। সমুদয় শরীর শক্ত হইয়া সম্মুখ বা পশ্চাৎ দিকে বাঁকিয়া পড়ে; কোন প্রকার পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়াই শিশু হঠাৎ শক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার চক্ষু স্থির দৃষ্টি বা ভাব বিশিষ্ট হয়; আক্ষেপের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং বলক্ষয় ইত্যাদি লক্ষণে এই

ঔষধ ব্যবস্থা। ক্রিমির উত্তেজনার দরুণ আক্ষেপের পক্ষে ইহা এক অত্যন্ত উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

কুপ্রাম্ মেটেলিকাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। আক্ষেপের আক্রমণের সময় রোগী অত্যন্ত কর্কশ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠে; আক্ষেপের আক্রমণের আভ্যন্তরিক কালে রোগী অবসন্ন এবং নিস্তব্ধ ভাবে থাকে এবং তাহার বমনোদ্বেগ বা শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ বমন হয়; আক্ষেপের পর রোগী চীৎকার করে, সমুদয় শরীর মোচড়ায় এবং হাত পা ছোঁড়া ছোড়ী করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। আরক্ত জ্বরের ফুস্কুড়ী একবার বাহির হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতে না হইতে যদি বসিয়া যাইয়া আক্ষেপ হয়, তবে এই ঔষধ আরো উপকারী।

জেল্‌সিমিয়াম্ ১ বা ৩ ডাঃ। দাঁত উঠার সময় আক্ষেপ এবং আক্ষেপের আক্রমণের সময় হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠা, রোগী সামান্য কারণেই চটিয়া উঠে ও বিরক্ত হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইপিকাকিউএনা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বমনোদ্বেগ এবং বমন; পেটে অপাক জন্মায় এরূপ দ্রব্য উদরস্থ করিয়া, অথবা কোন প্রকার স্ফোটক রোগের ফুস্কুড়ী বাহির হইয়া পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে না হইতেই বসিয়া যাইয়া আক্ষেপ; সবুজ বর্ণের তরল ভেদ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

জিঙ্কাম্ ১২ বা ৩০ ডাঃ। শিশু ঘুমের ঘোরে হঠাৎ কাঁদিয়া উঠে, এবং জাগিলে ভয় খাইয়াছে এরূপ অনুভূত হয় ও সে বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া মাথা নাড়ে বা মাথা ঘুরায়; শরীরের নানা অংশের পেশীর ঝাকি মারার ন্যায় স্পন্দন, ডাইন অঙ্গের পেশীতে বাম অঙ্গ অপেক্ষা যাহার অধিক আক্রমণ হয়; রোগী সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে; রোগী বারম্বার মূত্র ত্যাগ করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। আক্ষেপের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধের ১ মাত্রা ১৫।২০।৩০ মিনিট অন্তর দেওয়া আবশ্যক। আক্ষেপের কতক উপশম হইলে ঔষধের ১ মাত্রা ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া উচিত।

শিশুর দাঁত উঠা বা ডেণ্টিশন্ (DENTITION,—TEETHING.)

দাঁত উঠা শিশুগণের একটী স্বাভাবিক অবস্থা বটে। কিন্তু অনেক সময় দাঁত উঠার সময় শিশুর অনেক রকমের অসুখ হইতে পারে, যাহার দরুণ শিশুর মৃত্যুও হইতে দেখা যায়। অতএব দাঁত উঠার সময় শিশুগণের স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শিশুগণের দাঁত প্রথম কখন উঠিবে সে সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চতরূপে বলা যাইতে পারে না। তবে শিশুর ষষ্ঠ মাস বয়সে, সচরাচর প্রথমতঃ নিম্ন মাড়ির ঠিক মধ্যস্থলে মধ্য ইন্‌সিজার্স (Central Incisors) নামক ২টী দাঁত বাহির হয়। উহার একমাস পর উপরের মাড়ির ২টী মধ্য ইন্‌সিজার্স নামক দাঁত বাহির হয়। ৯ মাসে নিম্ন মাড়িস্থ ২টী পার্শ্বের ইন্‌সিজার্স নামক দাঁত বাহির হয় এবং উহার অনতিকাল বিলম্বেই উপরের মাড়ির ২টী পার্শ্বের ইন্‌সিজার্স নামক দাঁত বাহির হয়। ১ বৎসর বয়সের সময় নিম্ন মাড়িতে কষের সম্মুখস্থিত ২টী ও উপরের মাড়িতে ২টী মোলার্স (Molars) নামক দাঁত বাহির হয়। ১৪ হইতে ২০ মাস মধ্যেই উক্ত প্রকারে নিম্ন ও উপরের মাড়ির ৪টী ক্যানাইন্ (Canine) নামক দাঁত বাহির হয়। ২ হইতে ২॥ বৎসর মধ্যেই নিম্ন ও উপর মাড়িতে আবার ৪টী করিয়া কষের পশ্চাৎ ভাগের দাঁত বাহির হয়। এই সময়ে মোট ২০টী দাঁত বাহির হইয়া থাকে। এই সময়ের দাঁত গুলিকে দুগ্ধ দন্ত বা অস্থায়ী দাঁত বলে। আবার উক্ত নিয়মে সকল শিশুর দাঁত উঠে না। কোন কোন শিশুর তিন মাসের সময়, কাহারো বা ১০ মাস, কাহারো বা ১১।১২ মাসে দাঁত বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রকার অনিয়মে দাঁত উঠা যে শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর এরূপ বলা যাইতে পারে না।

জ্ঞানদন্ত (Wisdom Tooth) ব্যতীত, স্থায়ী দাঁত ৬ বৎসর বয়সে উঠিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৩ বৎসর বয়সের সময় দাঁত উঠা সমাপ্ত হয়। জ্ঞানদন্ত (Wisdom Tooth) সচরাচর ১৭ হইতে ২১।২৫ বৎসরের সময় বাহির হয়। আবার কোন কোন ব্যক্তির ২৮।২৯ বৎসর বয়সের সময়ও জ্ঞান দন্ত উঠিতে দেখা যায়। মনুষ্যের মোট ৩২টী স্থায়ী দাঁত হয়।

কষ্টে দাঁত উঠিলে অনেক প্রকারের স্থানিক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। মাড়ি প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত কোণবিশিষ্ট ও উহা বহির্গত প্রায় দাঁতের আকার বিশিষ্ট হয়। উক্ত স্থান লাল বর্ণ ও স্ফীত হয় এবং অত্যন্ত

টাটায়। শিশু কঠিন পদার্থ কামড়াইতে চাহে, অথবা নিজের হাতের মুঠি মুখের মধ্যে দিয়া কামড়ায়। মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠে; মুখের মধ্য উষ্ণ হয়। এবং মাড়িতে আঙ্গুলাদি লাগিলে টাটায়। শিশুর অবভাব হয়; মাথা উষ্ণ ও পায়ের পাতা শীতল হয়; ঘুম ভাল হয় না; সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং কখন কখন, বিশেষতঃ রাত্রিতে, ঘুমের ঘোরে কষ্টদায়ক কাশির উদ্রেক হয়। এই সকল অসুখ এবং শৈশবাবস্থার অন্যান্য প্রকারের অসুখ শিশুর দাঁত উঠার সময় হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

শীঘ্র শীঘ্র বা সহজে দাঁত উঠার জন্য অনেক চিকিৎসক, বিশেষতঃ আলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ, অস্ত্র দ্বারা মাড়ি কাটিয়া দিয়া থাকেন। ইহা যে একটী ভাল প্রণালী এরূপ বলা যাইতে পারে না কারণ, ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার না দর্শিয়া বরং অনেক সময়ে অপকার হইতে পারে। ইহাতে অনেক সময় দাঁতের অনিষ্ট করে এবং উহার দরুণ অনেকের দাঁত অকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত দাঁত বাহির হওয়ার পূর্ব্বে কাটা স্থান শুকাইয়া যায় এবং কাটা স্থানের দাগটী মাড়িকে কঠিন করিয়া উক্ত স্থানে দাঁত উঠার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মায়। কিন্তু যদি মাড়ি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া স্ফীত স্থান ফোড়ার আকার ধারণ করে, তবে স্ফীত স্থান অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় কোন একটী বিচক্ষণ বহুদর্শী চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ৩ বা ৬ ডাঃ। সর্ব্বদাই অস্থিরতা যাহা শিশুকে কোন ভাবে শয়ন করাইলে বা রাখিলে নিবারিত হয় না; শিশু সর্ব্বদাই কাঁদে, বক্‌বক্ গুন্ গুন্ অথবা খিট্ খিট্ করে এবং তাহাকে কোন মতেই শান্ত করা যায় না; চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ; বারম্বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; মাথা অত্যন্ত উষ্ণ এবং অত্যন্ত পিপাসা; সবুজ বর্ণের জলবৎ তরল ভেদ, অথবা কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এপিস্ মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। শিশু রাত্রিযোগে বা নিদ্রা হইতে বারম্বার জাগিয়া উঠে এবং চীৎকার করিয়া কাঁদে। শরীরের নানা স্থানে লালদাগ; মূত্র কখন পরিমাণে অল্প, কখন বা পরিমাণে অধিক হয়; সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ তরল ভেদ প্রাতে যাহার বৃদ্ধি হয়; বারম্বার হাঁই তোলা ও ছট্‌ফট্ করা ইত্যাদিতে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। শিশু অত্যন্ত কোঁথায় বা কোঁকায়, ঘুমের ঘোরে ভয়ে চমকিয়া উঠিয়া স্থির দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে; ঘুমের ঘোরে চমকিয়া বা ফোঁফাইয়া উঠা; মুখমণ্ডল ও চক্ষু লাল বর্ণ; চক্ষুর তারা বিস্তৃত; মাথা উষ্ণ; আক্ষেপ এবং আক্ষেপের পর ঘোর নিদ্রা; দন্ত, মাড়ি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত ও মাড়িস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নালীগুলি স্পষ্ট দেখায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। মুখগহ্বর ও ওষ্ঠ উষ্ণ ও শুষ্ক; শিশু চুপ্ মারিয়া থাকিতে চাহে; শয়নাবস্থা হইতে উঠাইলে শিশু মূর্চ্ছা যায় ও তাহার বমন বা বমনোদ্বেগ হয়; আহারের কিয়ৎকাল পর উদরস্থ আহার দ্রব্য যে অবস্থায় উদরস্থ হয় প্রায় সেই অবস্থায়ই বমন দ্বারা বহির্গত হয়, অত্যন্ত পিপাসা এবং একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করিবার ইচ্ছা; মল শুষ্ক ও অত্যন্ত কঠিন, অথবা প্রাতে উদরাময়; অযোগ্য আহারে রুচি যাহা দিলে শিশু খাইতে চাহে না; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মাথা বড় ও উহার উপরিভাগের হাড়ের জোর খোলা থাকে (Open Fontannelles); শিশু গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট; নিদ্রাবস্থায় মাথায় ঘর্ম্ম হয়; খড়ি মাটির ন্যায় ঘোলাটিয়া বা শাদাটিয়া জলবৎ তরল ভেদ; টক স্বাদ বা গন্ধ বিশিষ্ট পদার্থ বা উদরস্থ অজীর্ণ আহারদ্রব্যাদি বমন; পেট স্ফীত ও ফাঁপা; রোগী শিটা বা শীর্ণ হয় বটে কিন্তু তাহার ক্ষুধার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। স্নায়বিক মণ্ডলীর অত্যন্ত উত্তেজনা; ঘুমের ঘোরে চমকিয়া বা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠা এবং বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্ ফট্ করা; শিশু অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে; এক গাল লাল ও অপর গাল মলিন বা শিটা; হাত পায়ের আপেক্ষিক স্পন্দন; উদরাময় ও সবুজ হরিদ্রা বা শাদার আভাযুক্ত পচা ডিমের ন্যায় গন্ধ যুক্ত শ্লেষ্মা ভেদ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কফিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ। নিদ্রাশূন্যতা ও শিশু সহজেই চটিয়া যায়; খিট্ খিট্ করা ও করুণ স্বরে কোঁপানি বা কোঁকানী, রোগী একবার

হাসে আবার কাঁদে ; জ্বর বোধ এবং নিদ্রাশূন্যতার দরুণ শিশু অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

গ্রাফাইটিস্ ৬ ডাঃ। শরীরের চর্ম্ম অসুস্থ ; হাঁটুর উপর বা পশ্চাৎ দিকে, কর্ণের পশ্চাৎভাগে ও গলার ভাজে ভাজে ছাল উঠা বা জ্বালানুভূত হওয়া ; মাথা ও মুখমণ্ডলে ফুস্কুড়ী যাহা হইতে চট্‌চটিয়া আঠা কলতানি নির্গত হয় ; কোষ্ঠবদ্ধ বা বৃহৎ আকারের গুঁটলে মলত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হায়োসায়েমাস্ ৩ বা ৬ ডাঃ। শিশু মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া চিবানের ন্যায় মাড়ি চাপে ; চক্ষু লালবর্ণ ও উজ্জ্বল ; আক্ষেপ যাহা মুখ-মণ্ডলের, বিশেষতঃ চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পেশীসমূহের স্পন্দন হইয়া প্রথম আরম্ভ হয় ; ঘোর নিদ্রা, বীড়্ বীড়্ করিয়া বা চুপে চুপে প্রলাপ বলা ও বিছানার কাপড়াদি খোঁটা (তোকান) ; অনিচ্ছাপূর্ব্বক হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ তরল ভেদ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইগ্নেসিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ। বারম্বার উষ্ণানুভব ও ঘর্ম্ম ; শিশু ঘুম হইতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে ও কাঁপে ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ঝম্পমান স্পন্দন ; অত্যন্ত ছট্‌ফট্ করা, দীর্ঘ নিশ্বাস ও হাঁই তোলা ও চীৎকার করিয়া কাঁদা ; রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ ও মল ত্যাগের সময় সর্ব্বদা কোঁথ পাড়া ও গুহ্য বাহির হইয়া পড়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইপিকাকিউএনা ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ মুখমণ্ডল শিটা বা মলিন ও চক্ষু নীল বর্ণের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ; সর্ব্বদা বমনোদ্বেগ, কিন্তু বমন হয় না ; উদরাময় ও ঘাসের ন্যায় সবুজবর্ণ, অথবা টক পচা দুর্গন্ধযুক্ত অনেক প্রকার বর্ণবিশিষ্ট মলত্যাগ ; সর্দ্দি ও শ্বাসরোধক কাশি ও বায়ুনলে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব ৩ বা ৬ ডাঃ। অনেক কাল ব্যাপিয়া সবুজ টকগন্ধ বিশিষ্ট জলবৎ তরল ভেদ ; সবুজ বর্ণের ফেণাযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ ; বারম্বার টকগন্ধযুক্ত বমন ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। মুখে প্রচুর পরিমাণে লাল উঠা ; মাড়ি লালবর্ণ এবং কখন কখন জিহ্বা ও মুখ গহ্বরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত ; সবুজের আভাযুক্ত রক্ত মিশ্রিত চট্‌চটিয়া আঠা তরল ভেদ এবং দাস্তের সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া, উগ্রগন্ধযুক্ত হরিদ্রা

বর্ণের মূত্রত্যাগ; রাত্রিযোগে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ১২ বা ৩০ ডাঃ। শিশু অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে এবং সহজেই চটিয়া উঠে; ক্ষুধা বা রুচি থাকে না, কিন্তু পিপাসার বৃদ্ধি হয়; কোষ্ঠবদ্ধ ও মল মোটা লম্বা কঠিন নেড় যাহা অতি কষ্টে নির্গত হয়; অথবা বারম্বার অধিক পরিমাণে সরু নেড় মলত্যাগ বা কটা বর্ণের শ্লেষ্মা ভেদ; প্রাতে লক্ষণাদির বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। যে সকল শিশু গরুরদুধ খায় ও যাহাদিগের মাতা অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা রাঁধা দ্রব্যাদি খায় তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পডোফিলাম্ ৩ বা ৬ ডাঃ। ঘুম ভাল হয় না এবং ঘুমাইবার সময় চক্ষু অর্দ্ধ খোলা থাকে; কোঁথানা বা কোঁথানী এবং দাঁতে দাঁতে কড়্ মড়্ শব্দ করা; বারম্বার এপাশ হইতে ওপাশে মাথা ঘুরাণ; সবুজ জলবৎ তরল, অথবা চা খড়ির ন্যায় শাদাটিয়া দুর্গন্ধযুক্ত তরল ভেদ ও বারম্বার কাঠ বমি; প্রাতে উদরাময় এবং মলত্যাগের সময় গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া, গ্রীষ্মকালে বা আহার বা পানের পর অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাইলিসিয়া ১২ বা ৩০ ডাঃ। মাথা বড় ও মাথার উপরিভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকে; গণ্ডমালা ধাতু; মাথায় প্রচুর পরিমাণে টক গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম; উদর উষ্ণ, ফাঁপা ও কঠিন; বহির্গতদন্ত মাড়িতে ফোস্কা পড়া ও উহাতে অত্যন্ত বেদনা ও টাটানি; কোষ্ঠবদ্ধ ও মল একবার কথঞ্চিত নির্গত হইয়া পুনবায় গুহ্যে প্রবিষ্ট হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সাল্ফার ৩০ ডাঃ। মুখমণ্ডল শিটা বা মলিন; মাথার উপরিভাগের অস্থির জোড় খোলা থাকে (Open-Fontanelles); গায় ফুস্কুড়ী বাহির হয় ও অত্যন্ত চুলকায়; শাদাটিয়া, সবুজের আভাযুক্ত, অথবা রক্তমিশ্রিত জলবৎ তরল ভেদ, যাহার দরুণ গুহ্যদ্বারে ক্ষত হয়; অতি প্রত্যূষে উদরাময়, বারম্বার উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন; শিশু বারম্বার দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রবল হইলে ঔষধের এক এক মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক। রোগ সামান্য হইলে প্রতিদিন ঔষধের তিন মাত্রা সেব্য।

শিশুর ওলাউঠা বা কলেরা ইনফেণ্টাম্

(CHOLERA-INFANTUM,—SUMMER COMPLAINT.)

এই প্রকার ওলাউঠা ২ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুগণকেই সচরাচর অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে এবং ইহা গ্রীষ্মকালেই সচরাচর ঘটিয়া থাকে। ইহা অনেক সময় সামান্য উদরাময়ের ন্যায় আরম্ভ হইয়া থাকে। এজন্য অনেক সময় সামান্য উদরাময় বলিয়া ভ্রম হইয়া অসাবধানতার দরুণ বিনা চিকিৎসায় অনেক শিশুর মৃত্যুও হইয়া থাকে। আবার কখন কখন প্রথমতঃ উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বমন ও তৎপর শ্লেষ্মা এবং অবশেষে কাঠবমি হইয়া রোগ আরম্ভ হইতে পারে। কখন শাদাটিয়া, কখন ছাইয়ের রঙ্গবিশিষ্ট, কখন বা সবুজের আভাযুক্ত, অথবা হরিদ্রার আভাযুক্ত জলবৎ তরল বা চট্‌চটিয়া রক্ত চিহ্নযুক্ত তরল ভেদ হইতে পারে। আবার অনেক সময় মলের সঙ্গে উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণাও নির্গত হয়। কখন কখন বমন কিয়ৎ কালের জন্য থামিয়া পুনর্বার আরম্ভ হয়। জ্বর; চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ; প্রবল পিপাসা, কিন্তু জলাদি পান করিলেই বমন দ্বারা উঠিয়া পড়ে; মাথা ও উদর উষ্ণ, কিন্তু হাত পা শীতল; শিশুর ক্ষুধা বা রুচি থাকে না এবং সে অত্যন্ত শিটা বা শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; পেট পড়িয়া যায় বা পেটে পিঠে লাগিয়া থাকার ন্যায় অনুভূত হয়; চক্ষু বসিয়া যায়; নাসিকা উঁচু দেখায় এবং জলে ভিজাইলে যেরূপ হয়, হাত পায়ের পাতার চর্ম্ম সেরূপ কোঁকড়া হয়; অবশেষে মুখের মধ্যে ঘা হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্ট কর, কখন কখন সামান্য আক্ষেপ হয়; নাড়ী অনিয়মিতরূপে স্পন্দন করে এবং অবশেষে শিশুর মৃত্যু হয়।

কারণ। শিশু বা তাহার মাতার আহারাদির অনিয়ম; যে স্থানে অধিক সংখ্যক লোক বাস করে সে স্থানের দূষিত বায়ু; বহির্ব্বায়ুর উত্তাপাদির হঠাৎ পরিবর্ত্তন, দাঁত উঠার দরুণ উত্তেজনা, অপরিষ্কার অবস্থায় থাকা; বিশুদ্ধ জল বা বায়ুর অভাব ইত্যাদি শিশুর ওলাউঠার কারণ বলিয়া অনুমিত।

শিশুগণের ওলাউঠা প্রায়ই গ্রীষ্মকালে ঘটিয়া থাকে। অতএব শিশু যে বৎসর গ্রীষ্মকালে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় উহার পর বৎসর গ্রীষ্ম কালে শিশুর আহার, অঙ্গচালনা, পরিচ্ছদ এবং পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে

বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। এমতাবস্থায় শিশুগণের মাতা বা যে সকল ধাত্রীর দুগ্ধ শিশু পান করে, তাহাদিগের অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা দ্বারা প্রস্তুত করা বা উত্তেজক আহারীয়, পানীয় বা টক দ্রব্যাদি, কাঁচা ফল, কাঁচা পিঁয়াজে রাঁধা দ্রব্য, কাফি ইত্যাদি, কাঁচা শাক সবজী খাওয়া উচিত নহে। শিশু যে ঘরে শয়ন বা বাস করে, সে ঘর শীতল ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালন বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। শিশুকে প্রাতে ও বৈকালে বহির্বায়ুতে লইয়া বেড়াইবে। শিশু সহরে থাকিলে তাহাকে পল্লিগ্রামে লইয়া যাইবে। শিশুকে পরিষ্কার রাখিবে। তাহাকে প্রত্যহ কাঁচা টাট্‌কা জলে স্নান করাইবে। শিশু দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় বিশিষ্ট হইলে তাহাকে উষ্ণ জলে স্নান করান উচিত। স্নান করাইয়া শিশুর শরীর শুকনা কাপড় দ্বারা মুছাইয়া তাহাকে অন্য একখানি কাপড় বা জামা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিলে শিশুগণ ওলাউঠার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

চিকিৎসা।

একোনাইট্ র‍্যাডিক্স্ ১ বা ৩ ডাঃ। রোগের প্রারম্ভে শিশুর চর্ম্ম উষ্ণ, নাড়ী দ্রুতগামী ও নিদ্রাশূন্যতা; সবুজ বর্ণের জলবৎ তরল অথবা শাদা চট্‌চটিয়া শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; বমনোদ্বেগ বা উদরস্থ পানীয় দ্রব্যাদি বমন; অস্থিরতা বা নিদ্রাশূন্যতা এবং শিশু বিছানায় বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এপিস্ মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ। জিহ্বা শুষ্ক এবং উজ্জ্বল; ক্ষুধা বা পিপাসা শূন্যতা; সবুজ বা হরিদ্রার আভাযুক্ত চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের সময় পেট কামড়ানী ও কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; উদর চাপিলে বেদনাযুক্ত হয়; প্রাতে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখাকৃতি মলিন, মৃতবৎ; চর্ম্ম শুষ্ক ও জলে ভিজাইলে যেরূপ হয়, সেরূপ কোঁকড়া হয়, গাঢ় মলিন সবুজ শ্লেষ্মা, অথবা মলিন দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং দাস্তের সময় কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; জলাদি পান করার পরই বমন; অত্যন্ত অস্থিরতা; অত্যন্ত বলক্ষয়; অত্যন্ত

পিপাসা, কিন্তু অল্প পরিমাণ জল পান করিলেই পিপাসা দূরীভূত হয়; রাত্রি দুই প্রহরের পর অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা ৩, ৬ বা ৩০ ডাঃ। মুখমণ্ডল মলিন বা আরক্ত ও টল্‌টলে; মুখগহ্বর ও ওষ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক; জিহ্বার মধ্যভাগ শাদা লেপযুক্ত ও উহার পার্শ্ব লালবর্ণ; তরল, সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ; প্রলাপ উক্তি যাহা নিদ্রার সময় ও উহার পর বৃদ্ধি হয় এবং শিশু বিছানা হইতে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করে; নিদ্রাবেশ, কিন্তু শিশু ঘুমাইতে পারে না; শিশু হঠাৎ কাঁদিয়া উঠে এবং হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়; নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠার চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ব্রাইওনিয়া আল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। ওষ্ঠ ও মুখ গহ্বর উষ্ণ ও শুষ্ক; অনেকক্ষণ পর পিপাসা ও অধিক পরিমাণে শীতল জল পানের ইচ্ছা; আহারের অল্পক্ষণ পরই উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি অজীর্ণাবস্থায় বমন দ্বারা উঠিয়া পড়ে; কটাবর্ণ, তরল মল বা অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে বেদনা যাহার দরুণ শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং সে নড়িতে চাহে না; বসিলে বমনোদ্বেগ ও মূর্চ্ছা যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। শীতল জল ও বরফ পান বা ফলাদি খাইয়া, অথবা শরীর উত্তপ্ত হইয়া রোগোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। শিশুর মাথা বড় এবং উহার উপরিভাগের অস্থির জোড় খোলা (Open-Fontanelles) ও গণ্ডমালা ধাতু; উদর স্ফীত হওয়া বা ঠোশ মারিয়া থাকে; শিশু শিটা বা শীর্ণ হয় বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুধা স্বাভাবিকই থাকে; চর্ম্ম শুষ্ক ও জলে ভিজাইয়া রাখার ন্যায় কোঁকড়া হয়; জলবৎ শাদাটিয়া, অথবা চা খড়ির ন্যায় কিম্বা অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট ভেদ; টক স্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ, বিশেষতঃ উদরস্থ অজীর্ণ দুগ্ধ বমন; ঘুমাইলে মাথায় প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়; পায়ের পাতা শীতল ও আর্দ্র ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

কার্ব্বো বেজিটেবিলিস্‌ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখমণ্ডল অত্যন্ত মলিন অথবা ধূসরের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ; অনিচ্ছাপূর্ব্বক ফিকা পচা দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ; সন্ধ্যার সময় মনের উদ্বেগ, অস্থিরতা ও লক্ষণাদির বৃদ্ধি; প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত বা গন্ধহীন ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া শ্লেষ্মার ন্যায় তরল মল বা দূষিত বায়ু নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

রোগের চরমাবস্থায় যখন জীবনীশক্তির অত্যন্ত হ্রাস হয়, তখন এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ। মুখমণ্ডল উষ্ণ ও লালবর্ণ ও কখন কখন এক গাল লাল ও অপর গাল মলিন বা শিটা; জিহ্বা গাঢ় হরিদ্রা বা শাদা লেপযুক্ত; টক স্বাদবিশিষ্ট উদরস্থ আহার দ্রব্যাদি বা চট্‌চটিয়া শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ বমন; সবুজ, জলবৎ তরল ও ক্ষত কারক ভেদ এবং পেট কামড়ানী, অথবা ডিমের কুসুমের ন্যায় ঘোলাটিয়া শাদা বা হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে পেট কামড়ানী; শিশু সর্ব্বদা খিট্‌ খিট্‌ করে এবং সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইপিকাকিউএনা ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখমণ্ডল শিটা ও চক্ষু নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত; জিহ্বা হরিদ্রা বা শাদা লেপযুক্ত; প্রায় সর্ব্বদাই বমনোদ্বেগ বা বমন; শিশু বমন দ্বারা উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্য বা প্রচুর পরিমাণে সবুজ শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলে; ঘাসের রঙ্গের ন্যায় সবুজ শ্লেষ্মা অথবা শাদা পচা গন্ধযুক্ত মল ভেদ; দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে পেট কামড়ানী ও বমনোদ্বেগ বা বমন; বমনের পর ঘুমাইবার ইচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ম্যাগ্‌নেসিয়া কার্ব্ব ৩ বা ৬ ডাঃ। মুখমণ্ডল ময়লা অথবা ময়লা হরিদ্রাবর্ণ; ক্ষুধা বা রুচিশূন্যতা; প্রবল পিপাসা ও বমনের ইচ্ছা; টক গন্ধযুক্ত ফেণাবিশিষ্ট সবুজবর্ণের চট্‌চটিয়া আঠা মল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে উদরে বেদনা; দাঁত উঠার সময়, অথবা বহির্ব্বায়ুর উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

মার্কিউরিয়াস্‌ সলিউবিলিস্‌ ৬ বা ১২ ডাঃ। ওষ্ঠ শুষ্ক ও ওষ্ঠের দুই পার্শ্বে বা কোণে ক্ষত; জিহ্বা ক্ষারের ন্যায় হরিদ্রা লেপযুক্ত; সাধারণতঃ গন্ধকের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ এবং কখন কখন সবুজবর্ণের রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেট কামড়ানী ও দাস্তের সময় ও উহার পর অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া; পাকস্থলী ও পেটে অত্যন্ত টাটানী যাহার দরুণ পেটাদি স্পর্শ করিলেও শিশু অত্যন্ত বেদনানুভব করে; শরীরে শীতল ঘর্ম্ম বাহির হয়, বিশেষতঃ রাত্রিযোগে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ফস্ফরিক্‌ অ্যাসিড্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। চক্ষু কাল রেখা দ্বারা পরি-

বেষ্টিত; প্রবল পিপাসা; ক্ষুধাশূন্যতা; রাত্রিযোগে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হওয়া; শাদাটিয়া, হরিদ্রার আভাযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ, কিন্তু পেটে বেদনা থাকে না এবং রোগ অনেক কাল ব্যাপিয়া থাকিলেও শিশু বিশেষ দুর্ব্বল হয় না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পডোফিলাম্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। ঘুমের অবস্থায় কোঁথানী বা কোঁকানী ও চক্ষু অর্দ্ধ খোলা রাখিয়া ঘুমান এবং বারম্বার এপাশ ওপাশ করিয়া মাথা ঘুরান; উকি উঠা বা কাঠবমি; জলবৎ তরল ভেদ এবং মলের নীচে রাঁধা সাগু বা অরারুটের ন্যায় তলানী পড়া; মাছের আঁষ্টা গন্ধবিশিষ্ট মলিন হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা ভেদ; প্রচুর পরিমাণে বেদনাহীন জলবৎ তরল ভেদ যাহা শিশুকে একবারে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে; দাস্তের সময় গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়ে; প্রাতে আহার বা পানের পর রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ জিহ্বা চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা লেপযুক্ত; পিপাসা থাকে না; মলের আকার সর্ব্বদা এক রকম থাকে না; রাত্রিযোগে রোগের বৃদ্ধি; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে কল কল শব্দ হয়, দাস্তের সময় শীত বোধ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিকেল্‌ কর্ণুটাম্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। মুখমণ্ডল শিটা; চক্ষু বসিয়া যায় ও চক্ষু নীলবর্ণের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়; জিহ্বা গাঢ় হরিদ্রার আভাযুক্ত শাদা লেপযুক্ত; অনায়াসে বা সহজে বমন হয়, যাহার দরুণ শিশু নিস্তেজ হইয়া পড়ে; অনিচ্ছাপূর্ব্বক জলবৎ চট্‌চটিয়া তরল মল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে কল কল শব্দ হওয়া; দাস্তের সময় ও উহার পর অত্যন্ত নিস্তেজতা; গরমে বা কাপড় গায় রাখায় বিরক্তি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। কৃষাঙ্গ বিশিষ্ট শিশুগণের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

সাল্‌ফার ৩০ ডাঃ। দিনের বেলা নিদ্রাবেশ ও রাত্রিযোগে নিদ্রা শূন্যতা; মলের আকার সকল সময়ে এক রকম্‌ থাকে না; মলত্যাগের সময় কথন বেদনা বর্ত্তমান থাকে, কথন বা বেদনা একবারেই থাকে না; প্রত্যূষে রোগের বৃদ্ধি; ক্ষতকারক মলভেদ; রোগের বারম্বার পুনরাক্রমণ বা রোগ অনেক দিন ব্যাপিয়া থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বিরেট্রাম্‌ আল্‌বাম্‌ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। কপালে শীতল ঘর্ম্ম হওয়া; ওষ্ঠ শুষ্ক ও মলিন; কোন প্রকার জলীয় পদার্থ উদরস্থ হইলেই

বমন আরম্ভ হয়; সামান্য নড়াচড়াতেই বমন বৃদ্ধি হয়; প্রচুর পরিমাণে সবুজের আভাযুক্ত জলবৎ তরল, অথবা শাদা ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে অত্যন্ত পেটকামড়ানী; দাস্তের সময় কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয়; অত্যন্ত পিপাসা এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পানের ইচ্ছা; নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র, লুপ্ত প্রায় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

এথুজা সায়নেপিয়াম্ ৬ ডাঃ। রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিলে; ফিকা হরিদ্রা, অথবা সবুজের আভাযুক্ত তরল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটে খোঁচান বা কর্ত্তনবৎ বেদনা; প্রবল বমন এবং বমনে গলা দিয়া জমাট দুধ নির্গত হয়; আক্ষেপ এবং উহার দরুণ অর্দ্ধ জ্ঞানরহিতা (Stupor) এবং প্রলাপ, হাত মুট করিয়া থাকা, চক্ষু নিম্নদিকে আকৃষ্ট এবং চক্ষুর তারা বিস্তৃত ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

আণ্টিমোনিয়াম্ ক্রুডাম্ ৬ ডাঃ। জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত; মুখ গহ্বর এবং ওষ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক; পিপাসা থাকে না; চট্‌চটিয়া আঠা শ্লেষ্মা বা দধির ন্যায় পদার্থ বমন; আহার বা পানের পর বমনের বৃদ্ধি, প্রচুর পরিমাণে জলবৎ তরল ভেদ, দাস্তের সময় ও উহার পূর্ব্বে পেটে বেদনা; রোগীর দিকে অন্যে তাকাইলে সে অত্যন্ত চটিয়া উঠে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অজীর্ণ হেতু রোগ উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ আরো উপকারী।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। পেট ফাঁপা বা পেট টোশ মারিয়া থাকা; হরিদ্রা বর্ণের অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাযুক্ত, বেদনাহীন, অথবা কাল্‌চে দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেট কামড়ানী, সম্মুখ পানে বাঁকা হইয়া পেট হাঁটু দ্বারা চাপিয়া রাখিলে যাহার উপশম হয়; আহারের পর এবং রাত্রিযোগে রোগের বৃদ্ধি; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং মধ্যে মধ্যে ঘর্ম্ম হওয়া; এক দিন অন্তর একদিন রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

সিনা ৩, ৩০ বা ২০০ ডাঃ। রোগী সর্ব্বদা নাকের আগা চুলকায় বা খোঁটে; মুখে জল উঠা; সময়ে সময়ে মোচড়ানের ন্যায় পেটকামড়ানী; শাদা ঘোলাটিয়া তরল ভেদ; শাদা ঘোলাটিয়া, অথবা ভিজা তরল গোঁদের ন্যায় মূত্র ত্যাগ, ঘুম ভাল হয় না, যাহার দরুণ রোগী বিছানায় বারম্বার

এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্‌ ফট্‌ করে এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া পড়ে; ঘুমের ঘোরে দাঁত দ্বারা কড়্‌ মড়্‌ শব্দ করা ইত্যাদি পেটে কৃমি থাকার লক্ষণ গুলি বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ক্রোটন্‌ টিগ্‌লিয়াম্‌ ৬ ডাঃ। ওষ্ঠ শুষ্ক ও উষ্ণ; বমনোদ্বেগ এবং জল, শ্লেষ্মা এবং পিত্ত বমন, বিশেষতঃ জলাদি পানের পর; হরিদ্রা, কাল্‌চে সবুজ, অথবা সবুজের আভাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের তরল ভেদ এবং পিচ্‌কারীর ধারের ন্যায় অতি প্রবল বেগে গুহ্যদ্বার দিয়া মল নির্গত হয়; জলাদি পানের পর বা মাতৃ স্তন দুগ্ধ পান করাব সময় ভেদাদির বৃদ্ধি; দাস্তের পর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও বলক্ষয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

লরোসিরেসাস্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ। মুখাকৃতি বসিয়া যায়; মুখমণ্ডল নীলের আভাযুক্ত মলিন বা ধূসরের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ; চক্ষু স্থির দৃষ্টি বিশিষ্ট, অথবা সামান্য ভাবে মুদিত; জিহ্বা শাদা এবং শুষ্ক ও প্রবল পিপাসা; নাড়ী মৃদু ও অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট, বা নাড়ী একবারেই অনু-ভূত হয় না; সবুজ, তরল, শ্লেষ্মা অসাড়ে ভেদ; দাস্তেব পূর্ব্বে পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং দাস্তের পর কোঁথপাড়া ও ঘন ঘন বাহ্যেব বেগ; কোন তরল পদার্থ গিলিবার সময় গলাব মধ্যে গড়্‌ গড়্‌ শব্দ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ফস্ফরাস্‌ ৬ বা ১২ ডাঃ। মুখাকৃতি শিটা এবং রুগ্ন; চক্ষু বসিয়া যায় এবং নীলের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়; শীতল জলাদি পানের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু জলাদি পান করিবার কিছু কাল পর জলাদি পেটের মধ্যে উষ্ণ হইলেই বমন হইয়া উঠিয়া পড়ে; শাদা মাছেব চর্ব্বির গালা বাতির ন্যায় পদার্থের কণা, উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণা বিশিষ্ট জলবৎ তরল ভেদ; নলের মধ্য দিয়া যেমন জল নির্গত হয়, গুহ্যদ্বার দিয়া জলবৎ তরল মল সেরূপ বেগে নির্গত হয়; প্রাতঃকালে এবং বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

মাক্স্‌ মস্কাটা ৩ বা ৬ ডাঃ। অত্যন্ত অলস বোধ বা গা মাটি মাটি করা; শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক ও ঠাণ্ডা; সামান্য পিপাসা, অথবা পিপাসা একবারেই থাকে না; পেটকামড়ানী, আহার বা পানের পর যাহার বৃদ্ধি হয়; গরম জলে ফ্লানেলাদি কাপড় ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া পেটের উপর সেক

দিলে পেটকামড়ানীর অনেক উপশম হয়; ডিমের কুসুম ফেটিয়া বা ঘোঁটিয়া লইলে যেরূপ হয়, যেরূপ হরিদ্রা বর্ণের অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণা বিশিষ্ট, চট্‌চটিয়া আঠা জলবৎ তরল ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেট কামড়ানী এবং দাস্তের সময় কোঁথ পাড়া বা ঘন ঘন বাহ্যের বেগ; অত্যন্ত নিদ্রাবল্য এবং জ্ঞানের হ্রাস বা জড়তা; রাত্রিতে এবং ঠাণ্ডা বাতাসাদিতে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নাক্স্ বমিকা ১২ বা ৩০ ডাঃ। জিহ্বা গাঢ় হরিদ্রার আভাযুক্ত বা শাদা লেপযুক্ত; দন্তমাড়ির স্ফীতি এবং মুখে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত; টকগন্ধ-যুক্ত শ্লেষ্মা বমন; বারম্বার অল্প পরিমাণে কাল্‌চে রঙ্গের চট্‌চটিয়া জলবৎ তরল শ্লেষ্মা ভেদ; দাস্তের পূর্ব্বে পেটকামড়ানী এবং দাস্তের সময় অত্যন্ত কোঁথ পাড়া; দাস্তের পর সমুদয় উপদ্রবের হ্রাস বা উপশম; রোগী অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে; প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। অনেক দিন ঔষধ, বিশেষতঃ বমনোৎপাদক বা রেচক ঔষধ, খাইয়া বা শিশুর আহার পরিবর্ত্তনের দরুণ যদি রোগ হয়, তবে এই ঔষধ আরো উপকারী।

ঔষধের মাত্রা। রোগ প্রখর আকার ধারণ করিলে ঔষধের এক এক মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা। রোগ কমিয়া আসিলে ঔষধের ১ মাত্রা ৩।৪।৫।৬ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক।

আনুষঙ্গিক উপায়। স্তন দুগ্ধ পান করিলে শিশুকে অন্য কোন আহার দেওয়া উচিত নহে। মাতৃ স্তনে দুগ্ধ না থাকিলে আরারুট, সাগু ইত্যাদি পাতলা করিয়া রাঁধিয়া উহাতে মিশ্রির গুঁড়া মিশাইয়া অনেক চিকিৎসক শিশুকে পান করিতে দিয়া থাকেন। যদি শিশুর বয়স ১৮ মাসের অধিক হয়, অথবা তাহার অনেকগুলি দাঁত উঠিয়া থাকে তবে এই প্রকারের আহার মন্দ নহে। কিন্তু শিশুর বয়স ১৮ মাসের কম হইলে বা তাহার কেবল ২।৪টি দাঁত উঠিলে তাহাকে সাগু, বার্লী, আরারুট দেওয়া অন্যায়। এই বয়সে তাহাকে গরুর দুধে জল মিশাইয়া পান করিতে দিবে। যত পরিমাণ গরুর দুধ উহাতে তত পরিমাণ পরিষ্কার জল মিশাইয়া উহাতে কতক পরিমাণ পরিষ্কার মিশ্রী মিশাইয়া জ্বাল দিবে। যখন জল মিশ্রিত দুধ ফুটিয়া উঠিবে তখনই উহা কড়াই হইতে নামাইয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে শিশুকে পান করাইবে। ঠাণ্ডা দুধ শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর।

পেশী-ক্ষয় বা ম্যারাস্‌মাস্‌

(MARASMUS,—ATROPHY.)

ইহা শিশুগণের এক সাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত। ইহা অন্ত্রের মেসেণ্টারিক্ গ্রন্থির (Mesenteric Glands) গণ্ডমালা জনিত অসুখের দরুণ ঘটিয়া থাকে।. ইহাতে শিশুর শরীরের পেশী ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বা শুকাইয়া যায়। তাহার পেট ঠোশ মারিয়া থাকে এবং কঠিন হয়; চর্ম্ম মলিন বা শিটা ও অসুস্থ হয়; চক্ষু বসিয়া যায়; ক্ষুধা সকল সময় এক প্রকার থাকে না, অর্থাৎ কখন দুষ্টক্ষুধা হয়, কখন বা ক্ষুধা একবারেই থাকে না। কখন কোষ্ঠ একবারেই হয় না, কখন বা উদরাময় হয়। সাবান গোলার ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত তরলভেদ হয়। রোগ অনেক দিন অবস্থিতি করিলে সচরাচর রসক্ষয় জনিত জ্বর বা হেক্‌টিক্ ফিবার (Hectic Fever) আরম্ভ হয় এবং রাত্রিতে জ্বর হয়; অত্যন্ত পিপাসা; অস্থিরতা এবং নিদ্রাশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ কোন প্রকার পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতুগত কারণে উৎপন্ন হইয়া দাঁত উঠার সময় বা অসার বা অযোগ্য আহার, সংকীর্ণ স্থানে অধিক লোকের বাস ও বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, পরিষ্কার রূপে থাকাতে অবহেলা ইত্যাদি দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা।

আর্সিনিকাম্ আল্‌বাম্ ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। সমুদয় শরীর শিটা ও চর্ম্ম পার্চ্চমেণ্টের ন্যায় শুষ্ক; মুখমণ্ডল শিটা ও শোথের ন্যায় স্ফীত; চক্ষু বসিয়া যায় ও নীল রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়; জ্বরের ন্যায় উত্তাপানুভব ও বারম্বার জলপানের ইচ্ছা, অথচ রোগী একবারে অধিক পরিমাণে জল পান করিতে পারে না; অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা, বিশেষতঃ রাত্রিযোগে; দুর্গন্ধযুক্ত উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণাবিশিষ্ট কষ্টদায়ক ভেদ; বলক্ষয় ও হাত পা শীতল ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ। গ্রন্থি স্ফীত, বেদনাযুক্ত, অথবা উহাতে পূঁযের সঞ্চার হওয়ার উপক্রম হয়; চক্ষুর পার্শ্ব প্রদাহযুক্ত ও চক্ষুর কর্ণিয়ায় (Cornea) ক্ষত; সর্ব্বদা নিদ্রাবেশ, কিন্তু শিশুর ঘুম কোন মতেই হয় না; ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চমকিয়া বা লাফাইয়া উঠা ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট

লক্ষণ। যে সকল শিশুর শরীর অকালে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ব্রাইওনিয়া অল্‌বা ৬ বা ১২ ডাঃ। আহার দ্রব্য উদরস্থ হওয়ার পরই বমন দ্বারা উঠিয়া যায়; মুখগহ্বর এবং ওষ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক ও উষ্ণ; শিশু প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করিতে চাহে; শিশু খিট্ খিট্ করে এবং সর্ব্বদা নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে চাহে; মল অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মাথা বড় ও উহার উপরিভাগের অস্থির জোড় খোলা থাকা (Open-Fontanelles); চর্ম্ম শুষ্ক ও তল্‌তলে বা কোমল; উদর কঠিন ও স্ফীত; সমুদয় শরীর শিটা বা শীর্ণ, কিন্তু ক্ষুধা স্বাভাবিকই থাকে; সামান্য অঙ্গ চালনাতেই রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বা অবসন্ন হইয়া পড়ে; উদরাময় ও কাদার রঙ্গবিশিষ্ট মলত্যাগ; পায়ের পাতা শীতল বা আর্দ্র; মাথায় প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হওয়া; কাশি ও বায়ুনলে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। মুখমণ্ডল শিটা বা রুগ্ন; যকৃত বা প্লীহার বিবৃদ্ধি; প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ রাত্রিতে; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও বলক্ষয়; উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদির কণাবিশিষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত বেদনাহীন তরল ভেদ; অথবা হরিদ্রা বর্ণের তরল ভেদ; উদর দূষিত বায়ু দ্বারা স্ফীত হয় বা ঠোশ মারিয়া থাকে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। কোন কোন চিকিৎসকের মতে ইহার ১ম দশমিক ক্রম অন্যান্য ক্রম অপেক্ষা অধিক উপকারী।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস্ ৬ বা ১২ ডাঃ। মুখমণ্ডল হরিদ্রা বা মৃত্তিকার রঙ্গবিশিষ্ট; মাথা বড় ও উহার উপরিভাগের অস্থির জোড় খোলা থাকে (Open-Fontanelles); গ্রন্থির স্ফীতি ও উহাতে পুঁষের সঞ্চার; চট্‌চটিয়া শ্লেষ্মা বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ ও দাস্তের সময় অত্যন্ত কোঁথ পাড়া; রাত্রিযোগে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়; কিন্তু ঘর্ম্মের দরুণ রোগের লক্ষণাদির কোনও উপশম হয় না; গরমে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে না ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

নাক্স্ বমিকা ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ। যকৃত স্ফীত ও কঠিন; কোষ্ঠবদ্ধ, অথবা কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদরাময়; ক্ষুধা থাকে বটে, কিন্তু

আহারে রুচি একবারেই থাকে না; বারম্বার উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদি বমন; সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবার ইচ্ছা; শেষ রাত্রি ৩টার পর শিশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং ২।১ ঘণ্টা জাগিয়া থাকিয়া শিশু পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে এবং ঘুম ভাঙ্গিলে সে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে বা অত্যন্ত খিট্‌ খিট্‌ করে বা কাঁদে ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

ফস্ফরাস্‌ ৬ বা ১২ ডাঃ। মুখমণ্ডল শিটা ও টুলটলে; চক্ষু বসিয়া যায় ও উহার নিম্ন পাতার নিম্নভাগ নীলরেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়; শুক খুশ্‌ খুশে কাশি; উদরাময় ও অজীর্ণ আহার দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট শাদা জলবৎ তরল ভেদ; সামান্য অঙ্গচালনাতেই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও কষ্টানুভব ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ; লম্বা বা কৃষাঙ্গ বিশিষ্ট শিশুগণের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ। শিশুর শারীরিক অবস্থা সকল সময়ে এক প্রকার থাকে না; সে কয়েক দিন ভাল থাকে, আবার কোন দৃষ্টতঃ কারণ ব্যতীতও তাহার অসুখ বৃদ্ধি হয়; উদরাময়, বিশেষতঃ রাত্রিযোগে; মলের আকার প্রায় প্রত্যেক বারেই পরিবর্ত্তিত হয়; অপরাহ্ন বা সন্ধ্যার সময় অসুখের বৃদ্ধি ও বহির্ব্বায়ুতে উপদ্রবাদির উপশম ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ষ্টাফিসেগ্রিয়া ৩ বা ৬ ডাঃ। চক্ষু বসিয়া যায় ও শিশু অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এরূপ অনুভূত হয়; হন্বাস্থির নিম্নভাগস্থিত ও গ্রীবাস্থিত গ্রন্থিগুলি স্ফীত হয়; চর্ম্ম অসুস্থ ও উহাতে সহজেই ক্ষত হয়; দুষ্ট ক্ষুধা, এমন কি, উদর পূর্ণ থাকিলেও রোগী খাইতে চাহে ইত্যাদি এই ঔষধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ।

সাল্‌ফার ৩০ ডাঃ। শিশু সর্ব্বদাই ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; খাওয়ার দুষ্ট ইচ্ছা, এমন কি, সম্মুখে যে দ্রব্য থাকে শিশু তাহাই মুখে তুলিয়া দেয়; উদরাময় ও ক্ষতকারিক মলত্যাগ, যাহার দরুণ মলদ্বারে ক্ষত হয়; প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিলেই ঘর্ম্ম হয় ইত্যাদি এই ঔষধের প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা। একটি ঔষধ মনোনীত করিয়া উহার এক মাত্রা প্রাতে ও এক মাত্রা রাত্রিতে এই প্রকার ১ সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিয়া ৫।৬ দিবস ঔষধ বন্ধ করিবে এবং এই ঔষধ দ্বারা যদি উপকার দর্শে ভাল,

নতুবা লক্ষণ বিশেষে অন্য একটি ঔষধ মনোনীত করিয়া উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার্য্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। মাতার স্তন দুগ্ধ ভাল হইলে শিশুর পক্ষে উহা অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর আহার দ্রব্য আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু মাতৃ-স্তন দুগ্ধ দূষিত হইলে শিশুকে অন্য কোন প্রকারের আহার দ্রব্য ব্যবস্থা করা উচিত। গরুর টাট্‌কা দুধে পরিষ্কৃত জল (২ ভাগ দুধ ও ১ ভাগ জল) মিশাইয়া উহাতে কতক পরিমাণ মিশ্রি বা দুগ্ধ চিনি (Sugar of Milk) মিশাইয়া শিশুকে পান করাইবে। আবার কোন কোন শিশুর গরুর দুধ সহ্য হয় না। এমতাবস্থায় শিশুকে গাধার দুধ পান করাইবে। গাধার দুধ সহ্য না হইলে অনেক চিকিৎসক ছাগের দুধ পান করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ছাগের দুধ গুরুপাক বলিয়া ইহা অনেকের সহ্য হয় না। এরূপ হইলে আরারুট, বার্লী বা সাগু পাতলা করিয়া রাঁধিয়া উহাতে অল্প পরিমাণে গরুর দুধ ও সামান্য পরিমাণে মিশ্রির গুঁড়া মিশাইয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে শিশুকে পান করাইবে। ইহাও যদি সহ্য না হয় তবে অনেক ইউরোপীয় চিকিৎসক পারেল বার্লী সুসিদ্ধ করিয়া উহার কাত শিশুকে পান করার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এরূপ আহার কোন কোন শিশুর সহ্য হয় আবার কোন কোন শিশুর একবারেই সহ্য হয় না এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আহারে পাকস্থলীর উত্তেজনা অনেকটা কমিয়া যায় উক্ত চিকিৎসকগণ এরূপ বিশ্বাস করেন। শিশুকে প্রত্যহ ঈষৎ উষ্ণ জলে, অথবা টাট্‌কা কাঁচা জলে, অথবা জল কতকক্ষণ সূর্য্যের উত্তাপে রাখিয়া উহা দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। শিশুর শয়নের ঘরে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু আবশ্যক। শিশু সহরে থাকিলে তাহাকে কোন পল্লিগ্রামে পাঠাইয়া দিবে, অথবা সুবিধা হইলে তাহাকে সমুদ্রের বায়ু সেবন করাইবে। গ্রীষ্মকালে উক্ত রোগাক্রান্ত শিশুগণকে পল্লিগ্রামে রাখা উচিত।

কর্ণের পশ্চাৎভাগে ক্ষত

(SORENESS BEHIND THE EARS.)

শিশু স্থূলকায় বিশিষ্ট বা তাহার চর্ম্ম অসুস্থ হইলেই তাহার সচরাচর এই প্রকার অসুখ হইয়া থাকে। আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর শরীর ভালরূপে

পরিষ্কার করিয়া না ধোয়াইলেও এই প্রকার অসুখ হইতে পারে। ক্ষতস্থান প্রত্যহ উষ্ণ জল দ্বারা ধোয়াইয়া দিবে এবং ক্ষতস্থান মুলাম সূতার কাপড়ের নেকড়া দ্বারা মুছাইয়া দিয়া উহাতে মিহি ময়দা বা প্লাউডার (Powder) লাগাইয়া ক্ষতস্থান শুকনা রাখিবে। এই প্রকার ক্ষতের কলতানী সুস্থস্থানে লাগিলেও ঘা হইতে পারে ইহা স্মরণ রাখা উচিত। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ, গ্রাফাইটিস্ ৬ ডাঃ, সাল্‌ফার ৩০ ডাঃ ইত্যাদি ঔষধের একমাত্রা প্রাতে ও একমাত্রা রাত্রিতে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এই রোগের বিশেষ চিকিৎসাদি এই গ্রন্থে উল্লিখিত শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত হওয়ার অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

শিশুর অন্ত্রবৃদ্ধি বা হার্ণিয়া (HERNIA OF INFANTS.)

এই অসুখটী শিশুগণের, বিশেষতঃ রুগ্ন শিশুগণের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রায়ই নাভি বা কুঁচ্‌কি প্রদেশে ঘটিয়া থাকে। নাভিপ্রদেশে এই অসুখ হইলে ইহাকে নাভি প্রদেশীয় অন্ত্রবৃদ্ধি বা আম্বিলিকেল হার্নিয়া (Umbilical Hernia) এবং কুঁচ্‌কিপ্রদেশে হইলে ইহাকে কুঁচ্‌কি প্রদেশীয় অন্ত্রবৃদ্ধি বা ইঙ্গুইনেল হার্ণিয়া (Inguinal Hernia) বলে। এই অসুখটী হইলে অন্ত্র বা উদরস্থ কোন যন্ত্র উহার স্থানভ্রষ্ট হইয়া চর্ম্মের নীচে স্ফীতির ন্যায় দৃষ্ট হয়। নাভি প্রদেশস্থ অন্ত্র বৃদ্ধি হইলে স্ফীত স্থানে মৃদুভাবে হস্ত দ্বারা চাপিয়া, অন্ত্র উহার স্বস্থানে প্রবেশ করাইয়া দিয়া এক খানি বন্ধনী (Bandage) দ্বারা উহাকে স্বস্থানে রাখিবে। কুঁচ্‌কি প্রদেশস্থ অন্ত্রবৃদ্ধির (Inguinal Hernia) চিকিৎসা বড়ই কঠিন। অন্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসার ভার কোন এক বহুদর্শী অস্ত্রচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসা শাস্ত্রে অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে কোন মতেই এই রোগের চিকিৎসার ভার দেওয়া উচিত নহে, কারণ, উহা দ্বারা বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এতদ্ভিন্ন এই রোগের চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ এই গ্রন্থ বা সরল চিকিৎসায় উল্লিখিত অন্ত্রবৃদ্ধির অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ঘামাচি (HEAT SPOTS,—PRICKLY-HEAT.)

ঘামাচি কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। ইহা সচরাচর গ্রীষ্মকালেই ঘটিয়া থাকে। ইহাতে জ্বর ইত্যাদি কোন প্রকার উগ্র লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না। সর্ব্বদা শরীর চুলকায় বা সুড়্ সুড়্ করে এবং চুলকাইলে জ্বালানুভূত হয়। যে সকল শিশুর পরিপাক শক্তি অতি কম এবং যাহারা উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না, অথচ উষ্ণ ঘরে বাস করে, সে সকল শিশুই ঘামাচি দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রত্যহ কাঁচা টাট্‌কা জলে স্নান, পুষ্টিকর আহার, উপযুক্ত পরিচ্ছদ, বিশুদ্ধ শীতল বায়ু সেবন; শীতল ও বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালিত হইতে পারে এমত ঘরে বাস ইত্যাদি দ্বারা ঘামাচি হইতে পারে না বা ঘামাচি হইলেও শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যায়। আধ পোওয়া জলে ৫ ফোঁটা কার্ব্বলিক আসিড মিশাইয়া উহা দ্বারা শিশুর শরীর বেলা দুই প্রহরের সময় ও সন্ধ্যার কতক পূর্ব্বে মুছাইয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে দেখা যায়। আবার শ্বেতচন্দন ঘষিয়া গায় মাখাইলেও অনেকের ঘামাচি কমিয়া যাইতে দেখা যায়। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলেও যদি ঘামাচি হয়, তবে লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবনে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। কাপড়াদি গায় দিয়া সর্ব্বদা গরমে বসিয়া ঘামাচি হইয়া যদি শিশু খিট্ খিট্ করে ও সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে, তবে ক্যামোমিলা ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। প্রত্যেক বার শীতল বা আর্দ্র বায়ু লাগিয়াই ঘামাচি হইলে, ডাল্‌কেমেরা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। ঘামাচি অধিক পরিমাণে জলপূর্ণ হয়; আক্রান্ত স্থানে ঘষার দরুণ ঘামাচি বৃদ্ধি হইলে রাস্‌টক্স্ ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। ঘামাচি বসিয়া যাইয়া শরীর অত্যন্ত চুলকাইলে সাল্‌ফার ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। অনেক শিক্ষিত লোকের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস যে, শিশুগণকে বারমাস জামাদি পরাইয়া রাখিলে তাহাদিগের কোন অসুখ হইতে পারে না। এরূপ বিশ্বাস অনিষ্টকর। এতদ্দেশে যেরূপ গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব তাহাতে গ্রীষ্মকালে শিশুগণকে সর্ব্বদা জামাদি পরাইয়া রাখিলে তাহাদিগের গায় অধিক ঘামাচি হয়, এবং ঘামাচির গোড়ায় ফোড়া হইয়া শিশুকে অত্যন্ত কষ্ট দিতে পারে। এরূপ ঘটনা এতদ্দেশে সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়।

শিশু বালিকার শ্বেত-প্রদর

(LEUCORRHŒA OF CHILDREN.)

অনেক সময় অল্প বয়স্কা বালিকাগণ, যুবতী স্ত্রীলোকের ন্যায় শ্বেতপ্রদর দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহাতে বালিকার যোনি দ্বার দিয়া এক প্রকার শাদা ক্লেদ নির্গত হয়। অপরিষ্কার থাকা, কৃমির উত্তেজনা বা শারীরিক অন্য কোন বিকৃতাবস্থার দরুণ এই রোগ সচরাচর হইয়া থাকে। ইহা কখন কখন মাতার শ্বেতপ্রদরের দরুণও ঘটিতে দেখা যায়। ইহার প্রকৃতি বুঝিতে না পারিয়া বালিকার মাতা অনেক সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। ঈষৎ উষ্ণ জল দ্বারা যোনিদ্বার বারম্বার ধোয়াইয়া দেওয়া, পুষ্টিকর বা বলকারক আহার, শয়ন ঘরে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চালন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ বিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহার্য্য। যোনি দ্বার দিয়া শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়; শিশু বা বালিকা গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট; শরীর শিটা বা শীর্ণ ও কোমল বা তল্‌তলে; পায়ের পাতা শীতল ও আর্দ্র ইত্যাদি লক্ষণে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। প্রচুর পরিমাণে শ্বেতপ্রদর নিঃসরণ; শিশুর চর্ম্ম অসুস্থ অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে যে স্থানে চর্ম্ম ভাঁজে ভাঁজে থাকে, সে সকল স্থানে ক্ষত হয় বা ক্ষত হওয়ার উপক্রম হইলে গ্রাফাইটিস্ ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যোনিদ্বার হইতে দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসরণ যাহা কাপড়ে লাগিয়া শুকাইলে হরিদ্রাবর্ণ হয়, কোষ্ঠবদ্ধ অভ্যাস ইত্যাদি লক্ষণে নাক্স্ বমিকা ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। দুগ্ধবৎ শ্বেতপ্রদর ও যোনিদ্বারের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহিঃস্থান স্ফীত হইলে পাল্‌সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। শিশুর চর্ম্ম শুষ্ক আঁইস বিশিষ্ট ও অসুস্থ, যোনি দ্বার দিয়া ক্ষতকারক ক্লেদ নিঃসরণ যাহা লাগিয়া যোনির নানাস্থানে ক্ষত হয় ইত্যাদি লক্ষণে সাল্‌ফার ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা।

ঔষধের মাত্রা। যে পর্য্যন্ত রোগের উপশম না হয়, সে পর্য্যন্ত ঔষধের ১ মাত্রা প্রাতে ও ১ মাত্রা রাত্রিতে ৭।৮ দিবস সেবন করাইয়া, ৭।৮ দিবস ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে। যদি উক্ত ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে ভাল, নতুবা লক্ষণ বিশেষে অন্য একটী ঔষধ মনোনীত করিয়া উক্ত প্রণালীতে ব্যবস্থা।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে অনেকগুলি দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত শিশুর আহারের সংক্ষিপ্ত বিচার।

প্রসবের পর মাতা কতক পরিমাণে সুস্থ হইলেই মাতার স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা মাতার জরায়ুর সঙ্কোচনের অনেক সাহায্য হয়। এই সময় মাতার স্তনে কলোষ্ট্রাম্ (Colostrum) নামক আটাল হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার পদার্থের সঞ্চার হয়। ইহার মৃদু রেচক গুণ আছে এবং ইহা খাইলেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশু প্রথম মল ত্যাগ করে। বিশেষ কারণ না থাকিলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য এই সময় শিশুকে ক্যাষ্টার অয়েল বা অন্য কোন রেচক ঔষধ খাওয়ান উচিত নহে, অথবা খাওয়াইতেও হয় না। যে পর্য্যন্ত মাতার স্তনে যথাযোগ্য পরিমাণে দুগ্ধের সঞ্চার না হয়, সে পর্য্যন্ত দিবা রাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই বা তিন বারের অধিক শিশুকে মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিতে দিবে না। কারণ, স্তনে দুধ প্রচুর পরিমাণ না থাকিলে শিশুর বারম্বার অনর্থক চোষার দরুণ মাতার স্তনের বোঁটা উত্তেজিত হইয়া প্রদাহযুক্ত হইতে পারে এবং তদ্দরুণ শিশুকে স্তনদুগ্ধ পান করান মাতার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত মাতার স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধের সঞ্চার না হয়, সে পর্য্যন্ত গরুর দুধে জল মিশাইয়া (যত পরিমাণ দুধ তত পরিমাণ জল) জলমিশ্রিত দুধে কতক পরিমাণ মিশ্রি মিশাইয়া শিশুকে পান করিতে দিবে। যদি মাতার স্তনে দুগ্ধ না থাকে বা দূষিত দুগ্ধ থাকে বা মাতার যদি গণ্ডমালা, যক্ষ্মা কাশ ইত্যাদি কোন প্রকারের ধাতুগত অসুখ থাকে, তবে শিশুকে মাতার স্তন দুগ্ধ পান করিতে দিবে না। এমতাবস্থায় স্তনদুগ্ধ থাকে এরূপ একটি স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ শিশুকে পান করান উচিত বলিয়া চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত-গণ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। আমি এই মতের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। কারণ, যেরূপ স্তনদুগ্ধবিশিষ্ট স্ত্রীলোকের স্তন শিশুকে পান করান উচিত, সেরূপ স্ত্রীলোক পাওয়া কাহারো ভাগ্যে ঘটে কি না সন্দেহ। এমতাবস্থায় গাভী, গাধা এবং ছাগের দুধ শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত। শিশুর ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে পরিমাণ দুধ প্রয়োজন সে পরিমাণ গাধার দুধ পাওয়া সুকঠিন এবং অনেক স্থানে ইহা একবারেই পাওয়া যায় না। গাধার দুধ খাঁটি হইলে উহাতে জল বা মিশ্রি না মিশাইয়াও শিশুকে পান করিতে

দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গাধার দুধে অনেক শিশুর উদরাময় হইতে দেখা যায়, এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিত। ছাগের দুধও শিশুকে খাওয়ান যাইতে পারে। ইহা ঘটান আবার এক কঠিন ব্যাপার। এতদ্ভিন্ন কোন কো শিশুর পেটে এই দুধ একবারেই সহ্য হয় না। ছাগের দুধ নষ্ট হইলে দেবের ন্যায় এক প্রকার পদার্থে পরিবর্তিত হয় তাহার কণা গরুর ছানা হয় ছাগের ছানার কণা অপেক্ষা অধিক বৃহৎ হইতে দেখা যায়। এজন্যই গরুর দুধই শিশুর দুধ অনেক শিশুর পেটে সহ্য হয় না। অতএব আমার বিশ্বাস্য বুঝিয়া গরুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী এবং সুবিধাজনক। দুধে অর্দ্ধেকের অধিক জল দুধে অল্প বা অধিক পরিমাণে জল মিশান উহাতে মিশ্রি কিম্বা অন্য কোন কোন মতেই মিশান উচিত নহে শিশুকে খাওয়ান উচিত নহে। গরুর দুধ প্রকার পরিষ্কার চিনি না মিশা[illegible] গাঢ় এবং কম মিষ্ট। অতএব গরুর দুধ মনুষ্য মনুষ্যের দুধ অপেক্ষা অ[illegible] সমান মিষ্ট করার জন্যই উহাতে জল এবং মিশ্রি, দুধের সমান তরল [illegible] চিনি ইত্যাদি ি[illegible] ।ইবার ব্যবস্থা দেওয়া যায়। শিশুকে একটি গরুর দুধই সর্ব্বদা খাইতে দি[illegible]ব। যে গরুর দুধ শিশু খাইবে তাহার বাছুরের বয়স শিশুর বয়সের সমান হওয়া আবশ্যক। আবার যে গরুর দুধ শিশু খাইবে সে গরু সুস্থ হওয়া আবশ্যক। আরারুট, সাগু, বার্লী, ভাতের মাড ইত্যাদি অযোগ্য আহারের দরুণ পেটের অসুখ হইয়া এতদ্দেশে অনেক শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। পয়সা কড়ির অভাব এবং কেবল দুধে শিশু বাঁচিতে পারে না পিতামাতার মনে এইরূপ বিশ্বাসের দরুন শিশুগণকে উক্ত প্রকার আহার দেওয়া হয়। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে পর্য্যন্ত শিশুর অনেকগুলি দাঁত না উঠে সে পর্য্যন্ত শিশুর মুখের লালের এমন কোন শক্তি থাকে না যদ্বারা সে আরারুট, বার্লী, সাগু ইত্যাদি উদ্ভিদ পদার্থগুলি পরিপাক করিতে পারে। অতএব মনুষ্য, গাধা, ছাগ, গাভী ইত্যাদি জন্তুর দুধই শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী আহার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন যে পর্য্যন্ত শিশু স্তনদুগ্ধ পান করে সে পর্য্যন্ত মাতার আহারাদিতেও কঠোর নিয়ম অবলম্বন করা উচিত। নতু শিশুর নানা প্রকারের অসুখ হইয়া তাহার অকালে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নহে এতদ্দেশে এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। কম খাইলে মাতার স্তনের শুকাইয়া যায়। আবার অধিক খাইলেও পেটের অসুখাদি হইয়া দুধ যাইতে পারে। এ সকল কথা স্মরণ থাকা উচিত।

শিশুর মাতৃস্তনদুগ্ধ ছাড়াইবার নিয়মাবলী।

যে পর্য্যন্ত শিশুর অন্ততঃ ৭ বা ৮টী দাঁত না উঠে সে পর্য্যন্ত শিশুকে ছাড়াইয়া দুগ্ধ ছাড়ান উচিত নহে। কারণ, দাঁত উঠার পূর্ব্বে স্তন দুগ্ধ দুর্ব্বল হইয়া অন্য কোন দ্রব্য খাইতে পারে না। অতএব শিশু অনাহারে করার দরুণ তাহার নানা প্রকার কঠিন পদার্থ চর্ব্বণ না করিয়া উদরস্থ অসুখও হইতে পারে। দাঁত উঠার সময় শিশু-গণকে মাতৃস্তন দুগ্ধ দিবে। কিন্তু এই সময়ে যদি মাতার কোন প্রকার অসুখ থাকে বা দুগ্ধ না থাকে বা স্তনের দুগ্ধ দূষিত হয়, তবে মাতৃস্তন দুগ্ধ নিষিদ্ধ। বয়স না হইলে শিশুকে মাতৃস্তন দুগ্ধ ছাড়াইবে না। শিশুর বয়স এক বৎসর হইলে মাতৃস্তন দুগ্ধ ছাড়াইলেই ভাল হয়। কিন্তু উক্ত সময়ে দাঁত না উঠিলে, যে পর্য্যন্ত দাঁত না উঠে, সে পর্য্যন্ত শিশুকে মাতৃস্তনদুগ্ধ পান করিতে দিবে। স্তনদুগ্ধ ছাড়াই-বার পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে শিশুকে অন্যান্য প্রকারের কঠিন আহার দ্রব্যাদি খাওয়াব অভ্যাস করাইবে। নতুবা মাতৃস্তন দুগ্ধ ছাড়াইয়াই অন্য কোন দ্রব্য খাইতে দেওয়া যায়, তবে শিশুর পেটেব অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা। শিশুগণেব মাতৃস্তনদুগ্ধ ছাড়ান আবম্ভ করিলে শিশুকে ভুলেও স্তন পান করিতে দিবে না। ১০।১৫ দিবস স্তন পান না করিলে শিশু স্তন পান ভুলিয়া যায়। অনেক সময় স্তন দুগ্ধ ছাড়াইবার সময় শিশু সর্ব্বদা স্তন পান করিবার জন্য কাঁদে। এমতাবস্থায় কান্না দেখিয়া শিশুকে পুনরায় স্তন দুগ্ধপান কবিতে দেওয়া অনুচিত। স্তন দুগ্ধ ছাড়াইলে শিশুকে গরুর দুধ দিবে এবং আবশ্যক হইলে যবেব কাত, সুসিদ্ধ গোল আলু দুগ্ধে গুলিয়া দেওয়া যাইতে পাবে। শিশুব ৮।১০টী দাঁত উঠিলে তাহাকে সুপক্ক ফল খাইতে দিলেও বিশেষ অনিষ্ট হওয়াব সম্ভাবনা থাকে না। এই সময়ে নানা প্রকারেব অন্যায় আহার দ্রব্যাদি ব্যবস্থা করিলে পেটের অসুখ হওয়া অসম্ভব নহে।

যে পর্য্যন্ত স্তনে দুগ্ধ থাকে, সে পর্য্যন্ত মাতাব আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ ধান হওয়া আবশ্যক। মাতা চা, কাফি ইত্যাদি কোন প্রকার উত্তেজক পানীয় উদবস্থ করিবে না। পিপাসা হইলে অল্প পরিমাণে পরিষ্কার করা উচিত। যদি শিশুকে স্তন দুগ্ধ ছাড়াইবাব সময় স্তনে দুগ্ধের

আধিক্য হেতু মাতার স্তন স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়, তবে দুগ্ধ টানিয়া ফেলার যন্ত্র দ্বারা স্তন দুগ্ধ টানিয়া ফেলিবে, এবং শুকরের চর্ব্বি উষ্ণ করিয়া উহাতে একখানি পাতলা সূতার কাপড়ের নেকড়া ভিজাইয়া, স্তনের বোঁটা ও উহার চতুর্দ্দিকে লাগাইয়া রাখিবে। যদি স্তন স্ফীত ও কঠিন হইয়া উহাতে দপ্‌দপিয়া বেদনার উদ্রেক হয়, তবে বেলাডোনা ৩ বা ৬ ডাঃ ২।৩ মাত্রা সেবনেই উক্ত উপদ্রব দূরীভূত হয়। যদি প্রচুর পরিমাণে স্তনে দুগ্ধ হয় এবং উহার দরুণ শীত বোধ হয় এবং যন্ত্রণাদির দরুণ রোগী সর্ব্বদা কাঁদ কাঁদ হয়, তবে পাল্‌-সেটিলা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যদি সমুদয় শরীরে জ্বালাদি বর্ত্তমান থাকে, তবে রাস্‌টক্স্‌ ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। যদি স্তন প্রদাহযুক্ত হইয়া উহাতে ফোড়া হয় ও উহাতে পূঁযোৎ-পন্ন হয়, তবে উহার চিকিৎসাদি স্তনে ফোড়ার অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

শিশুর যকৃতের কঠিনতার সহিত হ্রাস বা ইন্‌ফ্যান্‌টাইল্‌ সিরোসিস্‌ অব্‌ দি লিবার

(INFANTILE CIRRHOSIS OF THE LIVER.)

গত ১৬।১৭ বৎসর যাবত আমি অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণের মধ্যে এক প্রকারের সাংঘাতিক রোগ দেখিয়া আসিতেছি। উহা যে অন্যায় বা অযোগ্য আহারে শরীরের যথোচিত পরিপোষণের অভাবে ঘটিয়া থাকে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ অতি কম। যে সকল স্ত্রীলোকের এক বা দেড় বৎসর অন্তর সন্তান জন্মে তাহাদিগের সন্তানগণের মধ্যেই এই রোগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, শিশুর ২।৩ মাস বয়স হইতে না হইতেই মাতার পুনরায় গর্ভের সঞ্চার হয় এবং গর্ভাবস্থায় মাতার দূষিত স্তন দুগ্ধ পান করিয়া শিশু পেটের অসুখ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহার শরীরের পরিপোষণ কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত জন্মে। মাতার স্তনে দুগ্ধ না থাকা বা গর্ভাবস্থায় শিশুকে স্তন দুগ্ধ পান করান অন্যায় মনে করিয়া অনেক মাতা সন্তানকে আপন স্তন দুগ্ধ পান করিতে দেয় না। অতএব অনাহারের দরুণ শিশু দিবা রাত্রি কাঁদিয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া যে দ্রব্য পেটে একবারে সহ্য হইবে না তাহাও মাতা শিশুকে বার-ম্বার খাওয়াইতে কুণ্ঠিতা হয় না। এই কারণেই অধিকাংশ শিশুর পেটের

অসুখ হইয়া থাকে। আবার পেটের অসুখ যকৃতের নিয়মিত কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মিয়া হয় না এরূপ আমার বিশ্বাস। অনেক শিশুর চিকিৎসা করিয়া আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। উক্ত রোগের প্রধান লক্ষণ অক্ষুধা, বা দুষ্ট বা অতিরিক্ত ক্ষুধা, সর্ব্বদা তরল ভেদ বা রক্তামাশয়, শরীর শিটা বা জীর্ণ শীর্ণ হওয়া, পেটটী বড় হওয়া, জিহ্বা এবং মুখগহ্বরের অন্যান্য অংশে ঘা, কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ এবং কাল গোলার ন্যায় মলত্যাগ ইত্যাদি। পরীক্ষা করিলে অনেক রোগীর দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদিগের যকৃত স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেকটা সঙ্কুচিত ও কঠিন। যকৃত সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোথ হইতে থাকে এবং শোথের জলের চাপ আভ্যন্তরিক যন্ত্রের, বিশেষতঃ বক্ষস্থিত যন্ত্রের উপর পড়িয়া নানা প্রকারের উপসর্গ প্রকাশ পায় এবং অবশেষে ফাঁপর হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। যে সকল শিশুর এই প্রকারের রোগ হয় তাহাদিগের মাতার ৩।৪ বৎসরের পূর্ব্বে পুনরায় গর্ভবতী হওয়া অন্যায় এ বিষয়টী রোগীর পিতা মাতার বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

ইহার চিকিৎসাদি যকৃতের প্রদাহ এবং উক্ত যন্ত্রের অন্যান্য অসুখের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। একোনাইট্, বেলাডোনা, মার্কিউরিয়াস সলিউবেলিস্, ব্রাইওনিয়া, চায়না, পডোফিলাম্, আর্সিনিক্, সাল্ফার, চেলিডোনিয়াম্ ইত্যাদি ঔষধ এই রোগে উপযোগী।

ইংরেজী টিকা দেওয়া বা ব্যাক্সিনেসন্ (VACCINATION.)

পূর্ব্বে এতদ্দেশে বাঙ্গালা টিকা (Inoculation) দেওয়ার প্রথা ছিল। কিন্তু এই প্রথা দ্বারা গায় অনেক সময় অধিক পরিমাণে বসন্তের গুটী উঠিয়া অনেকের মৃত্যু হওয়ার দরুণ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা টিকা দেওয়ার প্রথা উঠাইয়া দিয়া এইক্ষণ ইংরেজী টিকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। টিকা দিলে বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কম সম্ভাবনা থাকে। শিশুর বয়স ৩।৪ মাস হইলেই তাহাকে টিকা দেওয়া উচিত। কিন্তু শিশু যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ীতে অন্য কোন ব্যক্তির বসন্ত হইলে, শিশুর বয়স ৩ মাস না হইলেও তাহাকে টিকা দেওয়া উচিত। বসন্তের বীজ গায়

ইংরাজী টিকা দেওয়া বা ব্যাক্সিনেসন্।

লাগিবার ২।৩ দিবস মধ্যে টিকা দিলে বসন্ত না হওয়ারই অধিক

অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে টিকার উপকারীতা ৬।৭ বৎসরের অধি থাকে না। ইহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যও হইতে পারে। টিকা একবার ভাল উঠিয়াছে তাহার জীবিত থাকা পর্য্যন্ত তাহা টিকা না দিলেও বসন্ত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে না। আবার ... ব্যক্তির শরীরের অবস্থা ভাল না হইলে তাহার টিকা ... উঠে না ... জীবিত থাকা পর্য্যন্ত তাহাকে অনেকবার টিকা দেওয়া আবশ্যক হ পারে। এমতাবস্থায় ৭।৮ বৎসর অন্তর টিকা দেওয়া উচিত। স তিন মাস বয়সে একবার এবং যুবা বয়সে একবার, জীবদ্দশায় এই দুইবার টিকা দিলেই চলিতে পারে।

টিকা দেওয়ার সময় বিশুদ্ধ বা ভাল বীজ (Pure Vaccine Vir ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সুস্থকায়বিশিষ্ট শিশু, অথবা যে সকল শিশুর পি মাতার গণ্ডমালা, উপদংশ ইত্যাদি কোন প্রকারের ধাতুগত পীড়া বা চ রোগ না থাকে, সে সকল শিশুর টিকা হইতে বীজ লওয়া উচিত। কারণ, যে শিশু হইতে বীজ লওয়া হয় তাহার উক্ত প্রকারের দোষ থাকিলে তাহার বীজ অন্য শিশুর শরীরে প্রবেশ করিয়া উক্ত রোগ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু আমার বিবেচনায় গরুর বাছুরের গায় টিকা দিয়া টিকা ভাল উঠিলে উহা হইতে বীজ লইয়া টিকা দেওয়া উচিত। ইহাতে অন্য কোন রোগ হওয়ার আশঙ্কা বড় থাকে না।

টিকা ভালরূপে উঠিলে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের অবস্থা দৃষ্ট হ টিকা দেওয়ার ৩য় দিবসে টিকার স্থান কতক পরিমাণ উন্নত হয়। ৫ম দি উক্ত স্থানে ঝিনুকের রঙ্গবিশিষ্ট উজ্জ্বল শাদা টল্‌টলে ফোস্কার ন্যায় প্রকাশ পায়। ৮ম দিবসে উক্ত ফুস্কুড়ী সম্পূর্ণ বিকাশাবস্থা প্রাপ্ত হ উহার উপরিভাগের কেন্দ্র গর্ত্তযুক্ত হয় এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থা টলে ও উন্নত হয়। ৯ম দিবসে ফুস্কুড়ীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লালবর্ণ হ উক্ত স্থানের চর্ম্ম ঘাটিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হয় বা টাটায়, এবং হয়। এই সময় প্রায় সকলেরই অধিক বা অল্প পরিমাণে জ্বর রোগণের গ্রন্থিগুলি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হয়। ১১শ দিবসে ... হইতে আরম্ভ হয়, এবং টিকার

।, সেরূপ হয়। এই চুমটী ২১।২২ দিবসের মধ্যেই শুকাইয়া যায়। টিকা দেওয়ার দরুণ জ্বরাদি হইলে কোন প্রকার চিকিৎসা হয় না। তবে কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে ৮ম দিবসের শিশুকে ১ মাত্রা সাল্‌ফার ৩০ ডাঃ দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা ফুস্কুড়ী বাহির হইতে পারে না। উক্ত নিয়মে টিকা না উঠিলে উহা বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে বাঙ্গালা টিকা দেওয়ার প্রচলিত ছিল। এই প্রকার টিকা দেওয়াতে বসন্ত রোগ হইয়া লোকের মৃত্যু হয় এরূপ অনুমান এবং বিশ্বাস করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা টিকা দেওয়ার প্রথা উঠাইয়া দিয়া ইংরেজী টিকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করেন। ইংরেজী টিকার প্রথা বাঙ্গালা টিকার প্রথা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ আমি এরূপ বিশ্বাস করি না। বাঙ্গালা ও ইংরেজী এই উভয় প্রকার টিকা দেওয়ার ফল দেখিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে। এতদ্দেশীয় চিকিৎসক যাঁহারা অনেককাল হইতে ইউরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ চিকিৎসকই আমার এই বিশ্বাস এবং ধারণার পোষকতা করিয়া থাকেন। বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেই পাঠকগণ আমার উক্ত বিশ্বাস ও ধারণার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ।